



तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN  
VISWA BHARATI  
LIBRARY

26.1

K124





# ଯୋଗିନୀତତ୍ତ୍ୱମ୍

ଶ୍ରୀକାଳୀମୋହନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ।





সানুবাদ  
যোগিনীতন্ত্রম্ ।

---

ভগবন্ দেবাদিদেব মহাদেব প্রণীতম্ ।

“যদগৃহে নিবসেত্তত্ত্বং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে ।

রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ ॥

নির্জনে চ জলে ঘোরে স্থাপদৈঃ পরিভূষিতে ।

মাহাত্ম্যাক্তস্ত দেবেশ চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে ॥



শ্রীকালীমোহন ভট্টাচার্য্য দ্বারা

সংশোধিত ।

---

চতুর্থ সংস্করণম্ ।

---

প্রকাশক—শ্রীতান্নাচাঁদ দাস

৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ।

সন ১৩৩৩ সাল ।

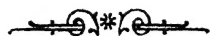
মূল্য দুই টাকা ।

---

Printed by — M. N. GHOSE,  
GHOSE PRESS,  
38, Sibnarayan Dass's Lane, CALCUTTA.

---

# যোগিনীতন্ত্রম্ ।



## প্রথমঃ পটলঃ ।

ওঁ নমো মহাভৈরবায় ।

কৈলাসশিখরাকূটং শঙ্করং পরমেশ্বরম্ ।

পপ্রচ্ছ গিরিজাকান্তং পার্বতী বৃষভধ্বজম্ ॥১

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ সৰ্বজ্ঞানময় প্রভো ।

সূচিতং যোগিনীতন্ত্রং তন্মো বদ জগদ্গুরো ॥২

মাহাত্ম্যং কীর্তিতং তস্য পুরা শ্রীশৈলমন্দিরে ।

বাবাগস্যং কামাখ্যায়াং নেপালে মন্দরাচলে ॥৩

মনোহর কৈলাসশিখরে গিরিজাপতি বৃষভধ্বজ পরমেশ্বর শঙ্কর উপবিষ্ট  
আছেন, সেই সময়ে ভগবতী পার্বতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

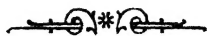
হে ভগবন্ ! সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ-সৰ্বজ্ঞানময় প্রভো ! আপনি পূৰ্বে শ্রীশৈলমন্দিরে,  
বাবাগসীতে, কামরূপে, নেপালে ও মন্দরশৈলে বাহ্যর বাহ্যত্ব কীর্তনের  
কচনামাত্র করিয়াছিলেন, সেই যোগিনীতন্ত্র আমার নিকট কীন্তন  
করুন । হে জগদ্গুরো ! তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা বলবতী  
হইয়াছে । ২—৩

---

Printed by — M. N. GHOSE,  
GHOSE PRESS,  
38, Sibnarayan Dass's Lane, CALCUTTA.

---

# যোগিনীতন্ত্রম্ ।



## প্রথমঃ পটলঃ ।

ওঁ নমো মহাভৈরবায় ।

কৈলাসশিখরাকূটং শঙ্করং পরমেশ্বরম্ ।

পপ্রচ্ছ গিরিজাকান্তঃ পার্বতী ব্রহ্মভক্ষজম্ ॥১

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ সৰ্বজ্ঞানময় প্রভো ।

সৃচিতঃ যোগিনীতন্ত্রং তন্মো বদ জগদ্গুরো ॥২

মাহাত্ম্যং কীর্তিতং তস্য পুরা শ্রীশৈলমন্দিরে ।

বারাণস্যং কামাখ্যায়াং নেপালে মন্দরাচলে ॥৩

মনোহর কৈলাসশিখরে গিরিজাপতি ব্রহ্মভক্ষ পরমেশ্বর শঙ্কর উপবিষ্ট  
আছেন, সেই সময়ে ভগবতী পার্বতী তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

হে ভগবন্ ! সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ-সৰ্বজ্ঞানময় প্রভো ! আপনি পুৰুষে শ্রীশৈলমন্দিরে,  
বারাণসীতে, কামৰূপে, নেপালে ও মন্দরশৈলে বাহার মাহাত্ম্য কীর্তনের  
কচনামাত্র করিয়াছিলেন, সেই যোগিনীতন্ত্র আমার নিকট কীন্তন  
করুন । হে জগদ্গুরো ! তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা ব্রহ্মভতা  
হইয়াছে । ২—৩

## ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগিনীতন্ত্রমুত্তমম্ ।  
 পাবনং পরমং ধত্ত্বং মোক্ষকফলদায়কম্ ॥৪  
 গোপিতব্যং প্রযত্নেন মম ত্বং প্রাণবল্লভে ।  
 যথাত্মো লভতে নৈবং তথা কুরু প্রিয়ংবদে ॥৫  
 এতন্ত্বং বরারোহে সুরাসুরসুহৃৎভম্ ।  
 কাঙ্ক্ষন্তি দেবতাঃ সর্বাঃ শ্রোতুং তন্ত্রমনুত্তমম্ ।  
 যক্ষাণাং পরমেশানি ন তেভ্যঃ কথিতং ময়া ॥  
 কথয়ামি তব স্নেহাদ্বন্দ্বোহং পরমং হিয়া ॥ ৬  
 বিদ্যাংকান্তিসমানাভ-দন্তপংক্তিবলাকিনীম্ ॥  
 নম্যামি তাং বিশ্বমাতাং কালমেঘসমদ্রুতিম্ । ৭  
 মুণ্ডমালাবলীরম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্ ॥৮

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! মোক্ষফলপ্রদ, পরমধত্ত্ব পরমপাবন ও পর-  
 মোক্ষকষ্ট যোগিনীতন্ত্র আমি তোমাকে বলিব । হে প্রিয়বদে !  
 প্রাণবল্লভে ! পরম যত্নে তোমার ও আমার এই তন্ত্রের গোপন কর্তব্য  
 এবং যথার্থে ইহা অগ্রে লাভ করিতে না পারে, তুমি তাহা করিবে । এ  
 বরারোহে ! সুরা-সুরসুহৃৎ এই অনুত্তম তন্ত্র সমস্ত দেবগণই শ্রবণ  
 করিতে বাসনা করেন । হে পরমেশ্বর ! আমি ইহা যক্ষাদিরও নিকট  
 গিয়াছি নাই, এক্ষণে আমি তোমার পরমস্নেহপাশে আবদ্ধ, অতএব  
 তোমার নিকট কহিতেছি শ্রবণ কর । ৪—৮ ।

বাহার বদনমণ্ডলে বলাকবলীতুলা বিদ্যাংকান্তির ন্যায় আভাযুক্ত  
 বস্ত্রপংক্তি শোভা পাইতেছে, বাহার দেহ মুণ্ডমালাবলীদ্বারা স্নেহোদ্ভিত।

লোলজিহ্বাং ঘোররাবামারস্কলোচনত্রয়াম্ ।

কোটিকোটিকলানাংবিগলমুখমণ্ডলম্ ॥৯

অমাকলাসমুল্লাসকিরীটোজ্জ্বলমণ্ডলম্ ।

শবদ্বয়কর্ণভূষাং নানামণিবিভূষিতাম্ ॥১০

সূর্য্যকান্তেন্দুকান্তোঘপ্রোল্লাসকর্ণভূষণাম্ ।

মৃতহস্তসহশ্ৰৈস্ত কৃতকাদ্যৈঃ হসন্মুখীম্ ॥১১

স্বকদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্ ।

খড়্গমুণ্ডবরাভীতিসংশোভিতচতুর্ভুজাম্ ॥১২

দন্তুরাং পরমাঃ নিত্যং রক্তমণ্ডিতবিগ্রহাম্ ।

শিবপ্রেতসমাক্রুতাং মহাকালোপরিস্থিতাম্ ॥১৩

যিনি দিগধরা মুক্তকেশী, যিনি বিশ্বমাতা, বিধেধরী ও কালমেঘের  
ন্যায় কাণ্ডিবিশিষ্টা, সেই কালীদেবীকে নমস্কার করি । ৭—৮

যিনি লোলজিহ্বাবৃত্ত, যাহার লোচনত্রয় অলঙ্কৃতবর্ণ এবং রব  
বোরতর, যাহার মুখমণ্ডল হইতে কোট কোটি শব্দর বিগলিত  
হইতেছে । যাহার শিরোদেশে সমুজ্জ্বল কিরীটমণ্ডল উল্লসিত হইয়া  
শোভাবিস্তার করিতেছে ; যাহার শ্রবণযুগলে শবদ্বয় বিভূষিত হইতেছে,  
যাহার অঙ্গ সকল নানাবিধ মণিধারা বিভূষিত এবং সূর্য্যকান্ত ও  
চন্দ্রকান্ত মণি যাহার উল্লসিত কর্ণভূষণ, যাহার কটিতট শবহস্ত সহস্র  
দ্বারা বিরচিত কাকীমালাও ন্যায় পরিবেষ্টিত, যাহার মুখমণ্ডলে অটু  
অটু হাস শোভা পাইতেছে, যাহার স্বকণীয়ুগল হইতে শোণিতধারা  
বিগলিত হইয়া মুখমণ্ডল বিস্ফুরিত করিতেছে, যাহার ভূজচতুষ্টয়  
খড়্গ মুণ্ড এবং বর ও অস্ত্রধারা স্নশোভিত ; যাহার বিগ্রহ শোণিতচ্ছটা



বামপাদং শবহুদি দক্ষিণে লোকলাঙ্ঘিতম্ ।  
 কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং সমস্তভুবনোজ্জলম্ ॥১৪  
 বিদ্যাংপুঞ্জসমানাভোজ্জলজ্জটবিরাজিতম্ ।  
 রজতাদ্রিনিভং দেবং স্ফটিকাচলবিগ্রহম্ ॥১৫  
 দিগম্বরং মহাঘোরং চন্দ্রার্কপরিমণ্ডিতম্ ।  
 নানালঙ্কারভূষাঢ্যং ভাস্বৎসর্গতনুরুহম্ ॥  
 যোগনিদ্রা ধরং শস্যুং স্মেরাননসরোরুহম্ ॥১৬  
 বিপরীতরতাসক্তাং মহাকালেন সন্ততম্ ॥১৭  
 অশেষব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডপ্রকাশিতমহোজ্জলাম্ ।  
 শিবাভির্ঘোররাবাভির্কোষ্টিতাং প্রলয়োদিতাম্ ॥১৮

মণ্ডিত, দন্তপংক্তি উচ্চ ও বিকট, যিনি শিবপ্রেতোপরি আক্রান্ত এবং  
 মহাকালোপরি সংস্থিত, সেই পরমা নিত্য সনাতনী দেবীকে  
 নমস্কার । ৯—১৩

তাঁহার বামপদ শবহুদয়ে সংস্থিত এবং দক্ষিণ চরণ লোক  
 লাঙ্ঘিত কোটিসূর্য্যতুলাপ্রত সমস্ত ভুবন উজ্জলকারী বিদ্যাংপুঞ্জনিভ সমুজ্জল  
 জটাজাল মণ্ডিত রজতগিরির ন্যায় ধবল স্ফটিকাচলতুলা, দিগম্বর,  
 মহাঘোর দর্শন, চন্দ্র-সূর্য্য পরিভূষিত, এবং নানাবিধ ভূষণ শোভিত,  
 প্রদীপ্ত সুবর্ণ-সদৃশ লোমরাজি বিশিষ্ট যোগানন্দ্রারত, ঈষৎ হাস্তমুক্ত মুখ  
 কমল, অখিলব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডপ্রকাশকারী মহাকাল শব্দর বিত্তমান । ১৪—১৬

মহাকালের সহিত যিনি বিপরীত সুরতে আসক্তা, ঘোররাবী শিবগণে  
 পরিবেষ্টিতা, যিনি প্রলয়কালেব ন্যায় সংহার মূর্ত্তি, যিনি নখমণ্ডল দ্বারা

কোটিকোটিশরচ্চন্দ্রাকৃতানখমণ্ডলম্ ।  
 সুধাপূর্ণশীর্ষহস্তযোগিনীভির্বিরাজিতাম্ ॥১৯  
 আরক্তমুখমণ্ডাভির্মুদ্রাভিরযুগাং চ বৈ ।  
 ঘোররূপৈর্মহানাদৈশ্চণ্ডতাপৈশ্চ ভৈরবৈঃ ॥২০  
 গুহীতশবকঙ্কালজয়শব্দপরায়ণৈঃ ।  
 নৃত্যস্তম্বিবাদনপটৈরনিশাৎ দিগম্বরৈঃ ।  
 শ্মশানালয়মধ্যস্থাং ব্রহ্মাদ্যপনিষেবিতাম্ ॥২১  
 অধুনা শৃণু দেবেশি তন্ত্ররাজং সুহৃৎ ভূম্ ।  
 কথয়ামি তব স্নেহান্ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ।  
 অতীব স্নেহবন্ধেন ভক্ত্যা দাসোহস্মি তে প্রিয়ে ॥২২  
 গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং গুরুমূলমিদং জগৎ ।  
 গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব শিবঃ স্বয়ম্ ।  
 গুরুযস্য বশীভূতো দেবাস্তং প্রণমন্তি চ ॥২৩

কোটিকোটিশরচ্চন্দ্রকে নাকৃত করিতেছেন, যিনি মস্তকমণ্ডলে ও কর-  
 দ্বন্দ্বঃ সুধাধারিণী আরক্তমুখমণ্ডা ও মদমত্তা যোগিনীগণে বিরাজিতা  
 এবং যিনি মহানাদ, ঘোররূপ প্রচণ্ড প্রতাপ দিগম্বর নিরন্তর নৃত্য-বাস্ত-  
 নিরত শবকঙ্কালজালগ্রাহী ও জয়শব্দপরায়ণ ভৈরবনিকরে অমুগতা-  
 শ্মশানালয়মধ্যস্থা, ব্রহ্মাদি দেবগণে পরিসেবিতা, সেই মহাকালী দেবীকে  
 নমস্কার করি । ১৭—২১

ও দেবেশরি ! এক্ষণে সুহৃৎ ভূম তন্ত্ররাজ যোগিনীতন্ত্র শ্রবণ কর । হে  
 প্রিয়ে ! তোমার অতিশয় ভক্তি ও স্নেহনিবন্ধন আমি তোমার দাস,  
 অতএব তোমার প্রতি প্রণয়বশত এই শ্রেষ্ঠ তন্ত্র তোমার নিকট কীৰ্ত্তন  
 করিতেছি, কিন্তু কদাচিত্ ইহা প্রকাশ করিও না ॥২২

অপি ব্যাধিগলৎপাদপ্রক্ষালনজলং যদি ।  
 পিবেদমৃতভাবেন যঃ স দেবীপুরং ব্রজেৎ ॥২৪  
 সুরাং যদ্যপ্যসংস্কারাং গুৰ্ব্বনুজ্ঞাবিধঃ পিবেৎ ।  
 প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাপি বেদেহপি স্থিত এব হি ॥২৫  
 অপি তন্ত্রবিরুদ্ধঃ বা গুরুণা কথ্যতে যদি ।  
 অথবা স্মৃতং বেদৈশ্চাহারুদ্রবচো যথা ।  
 সৰ্ব্বং গুৰ্ব্বাজ্ঞয়া কাৰ্য্যং তন্ত্রস্মাগমনং বিনা ॥২৬  
 অদ্বৈতং দেবতৈশ্চর্য্যং ন দ্বৈতং গুরুণা সহ ।  
 নাদ্বৈতং প্রবতে কাৰ্য্যং ন সমোহস্তীহ ভুবনে ॥২৭  
 গুরুর্গতিগুরুর্দেবো গুরুর্দেবী তথা প্রিয়ে ।  
 সর্বলোকে মর্ত্যলোকে নাগলোকে চ বর্ত্ততে ॥২৮  
 অল্পজ্ঞো নাল্পবিজ্ঞো বা গুরুদেবঃ সদাগতিঃ ।  
 গুরুবদ্গুরুপুত্রেষু গুরুবত্তৎসূতাदिषু ॥২৯

হে দেবি ! এই শাস্ত্র গুরুমূলক এবং এই জগৎ ও গুরুমূলক ; গুরুই  
 পরম ব্রহ্ম এবং গুরুই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ । গুরু যাহার বশীভূত হন, দেবতা-  
 গণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন । গুরু ব্যাধিবিগলিত হইলেও যদি  
 তাঁহার পাদ-প্রক্ষালনবারি পান করে, তবে সেই মানব দেবীপুরে গমন  
 করিয়া থাকে । গুরুর আজ্ঞাবিধির বশবর্ত্তী হইয়া অসংস্কার সুরাপান  
 করিলেও তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং তদ্বারা বেদবিধির অমর্য্যাদা  
 হয় না । ২৩-২৫

গুরু নিজমতে যাহা ব্যক্ত করিবেন, তন্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও তাহা বেদতুল্য  
 এবং মহারুদ্রদেবের বাক্যতুল্য জানিবে । তদ্বাগম ব্যক্তিরেকেও গুরু

গুরুপত্নী মহেশানি গুরুরেব ন সংশয়ঃ ।  
 গুরোকৃচ্ছিষ্টবৎ দেবি তৎস্মতোচ্ছিষ্টমেব চ ।  
 ভোজনীয়ং ন সন্দেহো বিকারশ্চেদধোগতিঃ ॥৩০  
 গুরুচ্ছিষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভম্ ।  
 গুরুচ্ছিষ্টং তথা প্রোক্তং মহাপুতঃ পরাংপরম্ ॥৩১  
 গুরুণা গুরুপত্ন্যা বা গুরুপুত্রেন বা প্রিয়ে ।  
 ভুক্তান্নং মুষ্টিমাত্রং বা যো হৃদ্যাদর্শবিশ্রুতি ।  
 চিরজীবী জ্বরারোগবিমুক্তোহন্তে শিবো ভবেৎ ॥৩২

অজ্ঞায় সৰ্বকাৰ্য্যই কৰ্ত্তব্য । দেবতৈশ্বৰ্য্য অদ্বৈত, গুরুর সহিত তাহার  
 দ্বৈতভাব নাই । অদ্বৈত, গুরুকে ও গুরুকায়্য অতিক্রম করিতে  
 পারে না । ত্রিভুবনে গুরুব সমান কেহই নাই । হে প্রিয়ে ! স্বৰ্গলোকে  
 মর্ত্যালোকে ও নাগলোকে গুরুই গতি, গুরুই দেব এবং গুরুই দেবী ।  
 গুরু অন্নজ্ঞানসম্পন্নই হউন বা বহুজ্ঞানসম্পন্নই হউন, গুরু সততই গতি ।  
 হে মহেশ্বৰি ! গুরুপুত্র এবং গুরুপুত্রের পুত্র সকল গুরুলা ভাবনা  
 করবে । ২৬—২৯

হে মহেশানি । গুরুপত্নী, গুরুর তুল্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।  
 হে প্রেয়সি ! গুরুর উচ্ছিষ্টের ন্যায় গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্টও ভোজনীয় ।  
 তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহাতে বিকার জন্মিলে অধোগতি হয় ।  
 হে মহাদেবি ! গুরুর উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ, গুরুর উচ্ছিষ্ট মহাপবিত্র ও  
 পরাংপর বস্তু । হে প্রিয়ে ! গুরু, গুরুপত্নী বা গুরুপুত্র কৰ্ত্তৃক দত্ত  
 মুষ্টিমাত্র ভুক্তবান্ধে অন্নও যে ব্যক্তি বংশতি বৎসর ভক্ষণ করে,  
 সে জরা ও বাধ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরজীবী হয় এবং অন্তকালে শিব  
 হইয়া থাকে । সন্দেহ নাই । ২৭—৩২ ।

গুরুব্রতিকে যদি বসেং পঞ্চাশদ্বষমুত্তমে ।

ভৈরবাচারসম্পন্নস্তৎপাদপরিচারকঃ ॥

ইহ ভুক্ত্বা বরান ভোগানন্তে দেবগণো ভবেৎ ॥ ৩৫

রূপযৌবনসম্পন্নৈ রুদ্রকন্ঠাগণৈঃ সহ ।

অসৌ বিহরতি বীরো যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥ ৩৬

প্রাতরুথায় যো নিত্যঃ গুরো দণ্ডনতিপরেং ।

তৎস্মৃতং তন্তনয়াং বা প্রণমেদ্বিধিপূর্বকম্ ।

স সিধ্যতি বরারোহে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ৩৭

যত্রাশায়াং গুরোঃ স্থানং নিত্যং প্রাতশ্চ তম্ভয়ঃ ।

গুরুং তদয়িতাপুত্রপুত্রীকৃদিশ্য মানবঃ ।

প্রণমেদ্বক্তিসংযুক্তঃ স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮

হ সন্তমে ! যে মানব, ভৈরবাচারসম্পন্ন এবং গুরুপাদপদ্মের পরিচারক  
কর্তব্য গুরুর সম্মিথানে পঞ্চাশৎ বৎসর বাস করে, সে ইহকালে উৎকৃষ্ট  
ভোগ্য সম্ভোগ করিয়া অন্তকালে দেবগণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে । এবং  
সেই গীর, যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য ও তারকা বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল রূপ-  
যৌবনসম্পন্ন রুদ্রকন্ঠাগণের সহিত বিহার করিষা থাকে । হে বরারোহে !  
যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, গুরুকে, গুরুতনয়কে এবং  
গুরুতনয়কে বিধিপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকে, সে অবশ্যই  
সিদ্ধ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই । যে দিকে গুরুর স্থান,  
প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেইদিকে নম্ন করিয়া গুরুপত্নীকে বা তাঁহাব  
পঙ্কজকন্ঠকে উদ্দেশ্য করিয়া, যে মানব ভক্তি-সংযুক্তচিত্তে প্রণাম করে,  
স ইহলোকে সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই । কৈলাসই গুরুর স্থান, চিস্তামণি

গুরোঃ স্থানং হি কৈলাসং গৃহং চিন্তামণেগৃহম্ ।

বৃক্ষালী কল্পবৃক্ষালী লতা কল্পলতা স্মৃতা ।

জলখাতং স্বৰ্গগঙ্গা সৰ্বং পুণ্যময়ং শিবে ॥৩৭

গুরুগৃহে স্থিতা দাম্ব্যো ভৈরব্য পরিকীর্তিতাঃ ।

ভূত্যা ভৈরবরূপাশ্চ ভাবয়েন্মতিমান্ সদা ॥৩৮

প্রদক্ষিণং কৃতং যেন গুরোঃ স্থানং মহেশ্বরী ।

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বহুধরা ॥৩৯

### শ্রীদেব্যানাচ ।

গুরুঃ কো বা মহেশান বদ মে করুণাময় ।

তদ্ব্যাপ্যধিক এবায়ং গুরুদ্বয় প্রকীর্তিতঃ ॥৩০

গৃহই গুরুর গৃহ, কল্পবৃক্ষাবলীই গুরুর বৃক্ষাবলী, কল্পলতাই গুরুর লতা ।  
স্বৰ্গ গঙ্গাই গুরুর জলখাত, অতএব হে শিবে ! গুরুর সকলই পুণ্যময় ।  
মহেশ্বরী ! মতিমান্ ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে করেন যে, গুরুগৃহে গুপ্তা দাসীগণ  
ভৈরবাতুলা, ভূতাগণ ভৈরবরূপ, যে গুরুর স্থান প্রদক্ষিণ করে,  
সে ব্যক্তি সপ্তদ্বীপা বহুধরা প্রদক্ষিণ করার ফলপ্রাপ্ত হই  
জানিবে ॥ ৩৩—৩৯ ॥

দেবী কহিলেন,— হে মহেশান ! হে করুণাময় ! গুরু কে ? তাঁহার  
স্বরূপ আমার নিকট কীর্তন করুন, আপনি তদ্ব্যাজ্ঞান হইতেও গুরুর  
আধিক্য কীর্তন করিলেন, অতএব তাঁহার বিশেষ বিবরণ অবগত করিতে  
বাসনা হয় ॥ ৪০

ঈশ্বর উবাচ ।

আদিনাথ মহাদেবি মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ ।  
 গুরুঃ স এব দেবেশি সর্বমন্ত্ৰেহধুনা পরঃ ॥৪১  
 শৈবে শাক্তে বৈষ্ণবে চ গাণপত্যে তথৈন্দবে ।  
 মহাশৈবে চ সৌরে চ স গুরুর্নিত্য সংশয়ঃ ।  
 মন্ত্রবক্তা স এব স্মারাপরঃ পরমেশ্বরি ॥৪২  
 মন্ত্রপ্রদানকালে হি মানুষ্যো নগনন্দিন ।  
 অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করি ।  
 অতস্ত গুরুতাদেবি হমানুষ্যী ন সংশয়ঃ ॥৪৩  
 মন্ত্রদাতা শিরঃপদো যজ্জ্ঞানং কুরুতে গুরুঃ ।  
 তজ্জ্ঞানং কুরুতে দেবি শিষ্যোহপি শীর্ষপঙ্কজে ॥৪৪  
 অতএব মহেশানি এক এব গুরুঃ স্মৃতঃ ।  
 অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মানুষ্যস্য মহেশ্বরি ॥  
 মাহাত্ম্যঃ কীৰ্ত্তিতঃ তস্য সর্বশাস্ত্রেষু শঙ্করি ॥৪৫

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! াঘান আদিনাথ মহাকাল, তিনিই  
 এক্ষণে পরম গুরু । শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, ঐন্দব, মহাশৈব,  
 সৌরাদি মন্ত্রে তিনিই মন্ত্রবক্তা, গুরু অপর কেহই নন, তাহাতে সন্দেহ  
 নাই । হে পরমেশ্বরি ! হে নগনন্দিনি ; মন্ত্র প্রদানকালে তিনিই  
 মানুষরূপে মন্ত্র প্রদান করেন । হে শঙ্করি ! তৎকালে সেই গুরুরূপে  
 মহাকালেরই অধিষ্ঠান চইয়া থাকে । হে দেবি ! এই হেতু গুরু  
 সমস্ত কস্য অমানুষ জানিবে, তাহাতে সংশয় নাই । শিবস্বরূপ  
 মহাকাল গুরু সহস্রাব পদে বিরাজিত । হে দেবি । শিষ্য নিজ শীর্ষ পঙ্কজে

বিশেষমন্ত্রবক্ষামি মাহাত্ম্যং গুরুগোচরম্ ।  
 পশুমন্ত্রপ্রদানে তু মর্যাদা দশাপৌরুষী ॥৪৬  
 বীরমন্ত্রপ্রদানে তু পঞ্চবিংশতিপৌরুষী ।  
 মহাবিষ্ণুসু সর্বাসু পঞ্চাশৎপৌরুষী মতা ॥৪৭  
 ব্রহ্মযোগপ্রদানে তু মর্যাদা শতপৌরুষী ।  
 ব্রহ্মযোগো মহাদেবি ভেরুগুয়াং প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৪৮  
 গুরুপাদোদকং পুণ্যং সৰ্বতীৰ্থাবগাহনম্ ।  
 সৰ্বতীৰ্থাবগাহে তু যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥৪৯  
 তৎফলং প্রাপ্নুয়ান্মৰ্ত্ত্যে গুরুপাদোদকাৎ কণাৎ ।  
 স স্নাতঃ সৰ্বতীৰ্থেষু যোহভিষেকং সমাচরেৎ ॥৫০  
 পীতঃ পূতঞ্চ কুরুতে সৰ্বপাপেভা এব হি ।  
 বিশেষতো মহামায়ে তৎক্ষণাচ্ছিবতাং ব্রজেৎ ॥৫১  
 গুরোঃ পদরজোশীর্ষে ধারয়েদ্যন্ত মানবঃ ।  
 সৰ্বপাপবিনিমুক্তঃ স শিবো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥৫২

সেই গুরুর ধ্যান করিবে । অতএব হে মহেশানি । গুরুই  
 একমাত্র প্রধান জানিবে । হে মহেশ্বর ! মন্ত্রদানকালে সেই অমাক্ষ  
 দেবের অধিষ্ঠান হয় । হে শরির ! সেই গুরুর মাহাত্ম্য সৰ্বশাস্ত্রেই  
 কীর্তিত হইয়াছে । ৪১—৪৫

হে মহাদেবি ! আমি তোমার নিকট গুরুমাহাত্ম্য বিশেষরূপে  
 কীর্তন করিয়াছি । পশুমন্ত্র প্রদানে গুরুর দশপৌরুষীমর্যাদা, বীরমন্ত্র  
 প্রদানে পঞ্চবিংশতিপৌরুষী, সৰ্বমহাবিষ্ণুমন্ত্র প্রদানে পঞ্চাশৎপৌরুষী,  
 ব্রহ্মমন্ত্র প্রদানে শতপৌরুষী মর্যাদা জানিবে । ভেরুগুয়াতঃ ব্রহ্মযোগ



তেনৈব রজসা দেবি তিলকং যন্তু কারয়েৎ ।

চতুভূজো ন সন্দেহঃ স বৈকুণ্ঠপতির্ভবেৎ ॥৫৩

তদ্রজো ভক্ষাতে যেন একস্মিন্ দিবসেহপি চ ।

কোটিযজ্ঞমহাফলং লভতে স ন সংশয়ঃ ॥৫৪

ইতি তে কথিতং দেবি রহসাং গুরুগোচরম্ ।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্ককীয়ং কুলপৌরুষম্ ॥৫৫

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সৰ্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বরসংবানে

চতুর্কংশতিসাহস্রে প্রথমঃ পটলঃ ।

পরিকীর্তিত হইয়াছে । সৰ্ব্বসাধাবগ্ৰাহনে যে পুণ্য, গুরুর পাদোদক পান করিলেও সেই পুণ্য হয় । সকল তীর্থে অবগাহন করিয়া মানবগণ যে ফল পায়, গুরুপাদোদকের কণামাত্র পান করিয়াই সেই ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । যেনই গুরুপাদোদকে স্নান করে, তাহার এককালেই সকল তীর্থস্নানের ফলপ্রাপ্তি হয়, এবং পান করিলে সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হয় । হে মহামায়ে ! বিশেষতঃ এই পাদোদক পানফলে সে শিবত্বলাভ করে । যে মানব, নিজ মস্তকে গুরুপাদপদ্ম ধুলি ধারণ করে, সে সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিব তুল্য হয় সন্দেহ নাই । ৪৬ - ৫০

হে দেবি ! গুরুপদব্রজোদ্বারা যে তিলক করে, সে চতুভূজ হইয়া বৈকুণ্ঠপতি হয়, তাহাতে সংশয় নাই । যে মানব একদিন মাত্র গুরুপাদধুলি ভক্ষণ করে, সে কোটি মহাযজ্ঞের ফললাভ করে, সন্দেহ নাই । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট গুরুর রহসা কহিলাম, স্ককীয় কুলপৌরুষস্বরূপ এই গুরুতত্ত্ব গোপনীয় জানিবে । ৫৩ - ৫৫

প্রথম পটল সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ।

শ্রীদেব্যাচাৰ্য ।

পরমানন্দসন্দোহ চরাচরজগদ্গুরো ।

ঐতং তে গুরুমাহাশ্রয়ং গুহ্যং গুহ্যতরং হি যৎ ॥১

অহং শ্রোতুমিচ্ছামি কালীং সকলতারিণীম্ ।

কথিতা সা মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা চ যামলে ॥২

মহামহাব্রহ্মবিদ্যা চামুণ্ডা তন্ত্রগোচরে ।

আচ্ছাপয় মহাদেব রহস্যং রূপয়া শিব ॥৩

ঈশ্বর উবাচ ।

মহামহাব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যেয়ং কালিকা মতা ।

যামাসাদা চ নির্বাণমুক্তিমেতি নরাধমঃ ॥৪

অস্যা উপাসকাস্তে চ ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।

রহস্যং কথ্যতে দেবি সৰ্বলোকা উপাসকাঃ ॥ ৫

## দ্বিতীয় পটল ।

দেবী কহিলেন,—হে পরমানন্দসন্দোহ চরাচরজগদ্গুরো মহাদেব !  
আপনার নিকটে আমি গুহ্য হইতে গুহ্যতম গুরুমাহাশ্রয় অবগণ করিলাম ।  
হে দেব ! এক্ষণে আমি অখিলতারিণী কালিকাবিভার কথা অবগণ করিতে  
অভিলাষ করিতেছি । সেই মহাবিভার ও সিদ্ধবিভার বিষয় বামলতায়  
কথিত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রেও মহামহাব্রহ্মবিভার ও চামুণ্ডার বিষয়  
কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । হে মহাদেব ! আমার প্রতি কৰুণাপ্রকাশ করিয়া  
এই কালীরহস্য কীৰ্ত্তন করুন । ১—৩

কালিকায়াঃ প্রসাদেন সর্বৈ মুক্ত্যাদিভাগিনঃ ।  
 সা কালীনাং সহস্রাণি জপ্যানি চ হি কোটিশঃ ॥৬  
 তস্মাৎ সুভগো ভবতি কালীসাধনতৎপরঃ ।  
 কালী চ জগতাং মাতা সর্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা ॥৭  
 কালীমন্ত্রং জপেদ্ব্যোহি কালীপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥৮  
 তাজসি ত্বং পরমৈতৎ পুমাংসং পরমং তথা ।  
 সদৃশত্বং কচিংকালে তাজসি ত্বং জগন্ময় ।  
 কালীবিদ্যা সমাসাদা ন তাজতি কদাচন ॥৯

ঈশ্বর কহিলেন,—এই মহামহা-ব্রহ্মবিজ্ঞান কালিকাবিদ্যা ; নরাদম  
 ব্যক্তিও এই বিজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নির্বাণমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়  
 যে দেবী একা বিষ্ণু ও শিবাদ সকলে ঐ মহামহাবিদ্যার উপাসক ।  
 যে দেবেশি ! এক্ষণে কালিকাদেবীর উপাসনা-রহস্য কহিতেছি—সকল  
 লোকই উপাসক হইতে পারে ; কালিকার প্রসাদে সকলেই মুক্তি  
 ভাগী হইতে পারে । সেই কালিকাবিদ্যা-মন্ত্র সহস্রবার বা  
 কোটির জপ করিলে কালীসাধনতৎপর মানব সেই  
 পুণ্যকালে ভাগ্যবান হয় । কালী জগতের মাতা, ইহা সকল শাস্ত্রের  
 নিশ্চিত হইয়াছে । যে নর কালীমন্ত্র জপ করে, সে কালীর পুত্র  
 হইতে সন্দেহ নাই । হে জগন্ময়ি ! কালীমন্ত্রতৎপর এই পরমপুষ্ককে  
 তুমিও কদাচিত্ ত্যাগ করিতে পার এবং কখনও অরূপই ত্যাগ করিতে  
 পার, কিন্তু কালীবিদ্যা এই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া কদাচিত্ ত্যাগ  
 করিতে পারেন না । ৪—২ ।

গতং শৃঙ্গস্য শৃঙ্গরঃ ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিপ্রতা ।  
 মন্ত্রগ্রহণমাত্রৈ তু সর্বৈ শিবসমাঃ কিল ॥১০  
 বারাগসীং নগরীং বা গঙ্গাং প্রাপ্য যথৈব তে ।  
 তন্মন্ত্রগ্রহণাদেব সর্বৈ শিবসমাঃ কিল ॥১১  
 অপি চেৎ তৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোহস্তু চেৎ ।  
 তস্যৈব জননী ধন্যা পিতা তস্য সুরোত্তমঃ ॥১২  
 তস্যৈব পিতরঃ সর্গঃ যাস্তু যন্তাৎ সুহৃন্নাভম্ ।  
 যেন ভাগ্যবশাদেবি সা বা ভক্ত্যা সমাশ্রিতা ॥১৩  
 আশংসন্তু হি পিতরো নরাণাং পুণ্যকন্মণাম্ ।  
 কদাস্মাকং কলে পুত্রঃ কালীমন্ত্রমপাশ্রয়েৎ ।  
 তদা মুক্তিপুরীং প্রাপ্য বিররাম সন্নিদেব হি ॥১৪

যদি শৃঙ্গর শৃঙ্গর এবং ব্রাহ্মণের বিপ্রতা গত হইয়া থাকে, তথাপি কালীমন্ত্র গ্রহণমাত্রই তাহারা শিবত্ব লাভ হয়। এই সকল শৃঙ্গর ও বিপ্রগণ বারাগসীনগরীতে বা গঙ্গাতটে যদি কালীমন্ত্র গ্রহণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহারা শিবই প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! যদি আমাদের সমান নারী ও আমাদের তুল্য পুরুষ থাকেন, তবে তাঁহারা ইহ কালীমন্ত্ররত মানবের জননী ও জনক হইতে পারেন। এবং তাঁহাদের জননী ধরনীতে শ্রদ্ধা ও তাঁহার পিতা সুবোত্তম হইবেন। ১০—১২

হে দেবি! যে ব্যক্তি ভাগ্যবশে ভক্তিপূরক কালীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার পিতৃগণ ছল্লাভ স্বর্গলাভ করেন। পুণ্যকারী নরগণের পিতৃগণ কামনা করেন যে, আমাদের কুলপুত্রগণ কখন কালীমন্ত্র আশ্রয় করিবে, তাহা হইলে আমরা মুক্তিপুরী প্রাপ্ত হইয়া নিত্য বিরাম উপভোগ করিব। ১৩—১৪

কালী তারা তথা ছিন্না গুরুশ্চ ভূপতিস্থতা ।  
 এক্ষেন চ বোধ্যবাং ভেদেন নরকং ব্রজেৎ ॥১৭  
 তারাশিষ্যন্ত্যজেৎ কালীং কালীশিষ্যস্ত তারিণীম্ ।  
 ছিন্নামহিষমর্দিন্যোঃ কদাচিৎ পূজনং শ্রুতম্ ॥১৬  
 যদি বা পূজ্যতে দেবি নাশ্চদৈ ন প্রপূজয়েৎ ।  
 কালীহেন চ সংভাব্য অশ্রুত পূজয়েচ্ছিবে ॥১৭  
 যা কালী পরমা বিদ্যা সৈব তারা ন সংশয়ঃ ।  
 এতযোর্ভেদভাবেন নানামন্তা ভবন্তি হি ।  
 উক্তং তৎ কালিকাকল্পে তারাকল্পে চ তে ময়া ॥১৮

শ্রীদেব্যাচাৰ্য্য ।

নানাবিধানাং দেবেশ কথয়ন্ত প্রিয়ংবদ ।  
 বিশেষতো মহাদেব রহস্যং জপকর্ম্মণঃ ॥১৯

ঈশ্বর উবাচ ।

বর্ণমালা শুভা প্রোক্তা সদমন্ত্রপ্রদীপনী ।  
 তন্ত্ৰাঃ প্রতিনিধির্দেবী মহাশঙ্করময়ী শুভা ॥২০

কালী এবং তারা ও অশ্রুত মহাবিদ্যা গুরু ও ভূপতি এই সকলকেই একরূপ জ্ঞান করিবে, ভেদজ্ঞান করিলে নরকে গতি হয় । কিন্তু তারাশিষ্য কালী পূজা না করিয়া তারারই এবং কালীশিষ্য তারার পূজা না করিয়া কালীরই পূজা করিবে, কদাচিৎ ছিন্না ও মহিষ-মর্দিনীর পূজাও কুরিতে পারে ॥১৫—১৬

হে দেবি ! যদিই বা অশ্রুত দেবতার পূজা করে তবে অপরের পূজা না করিয়া তারাকে কালীরূপে এবং কালীকে তারারূপে ভাবনা করিয়া

মহাশঙ্খং করে यस্য তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ।

তদভাবে বীরবন্দ্যে ফাটিকী সৰ্ব্বসিদ্ধিদা ॥২১

মণিসংখ্যাং মহাদেবি মালায়াঃ কথয়ামি তে ।

পঞ্চবিংশতিভিন্নমোক্ষঃ পুষ্টিস্ত সপ্তবিংশতিঃ ॥২২

ত্রিংশদ্বিধং নসিদ্ধিঃ স্যাৎ পঞ্চাশন্মত্ৰসিদ্ধয়ে ।

অষ্টোত্তরশতৈঃ সৰ্বদা সিদ্ধিরেব মহেশ্বরি ॥২৩

পূজা করিবে। যিনি পরমা বিদ্যা কালী, তিনিই পরমা বিদ্যা তার, তাহাতে সংশয় নাই। এই উভয় মহেশ্বর ভেদে নানাবিধ মন্ত্র হইয়াছে। হে দেবি! আমি তোমাকে কালিকাকরে ও তারাকারে তৎসমুদায়ই কহিয়াছি। ১৭—১৮

দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ! হে প্রিয়ষদ! আপনি আমার নিকট নানাবিধ বিধান প্রকাশ করুন; হে মহাদেব! বিশেষতঃ জপকর্ম্মের বহুস্ত আমার শুনিতে বাসনা হয়। ১৯

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেব! কল্যাণদায়িনী বর্ণমালাই সৰ্ব্বমন্ত্রের উদ্বোধনকারিণী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। হে মহাদেবি! সেই বর্ণমালার প্রতিনিধি মহাশঙ্খময়ী মালাই মঙ্গলদায়িনী। বাহ্যর করদেশে মহাশঙ্খমালা তাহার সিদ্ধি অদূরেই বিদ্যমান। হে বীরবন্দ্যে! তদভাবে ফাটিকমালাই সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী বলিয়া জানিবে। হে দেবি! মালার মণিসংখ্যা কহিতেছি শ্রবণ কর। পঞ্চবিংশতি সংখ্যায় মোক্ষলাভ, সপ্তবিংশতি সংখ্যায় পুষ্টিলাভ, ত্রিংশৎ সংখ্যায় ধনসিদ্ধি, পঞ্চাশৎ সংখ্যায় মত্ৰসিদ্ধি, হে মহেশ্বরবি! অষ্টোত্তরশত সংখ্যায় সৰ্ব্বকামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ২০—২৩

শ্রীদেব্যাচাচ ।

এতৎ সাধারণং প্রোক্তং বিশেষং কামিনাং বদ ॥২৪

শ্রীশিব উবাচ ।

দন্তুমাল্য জপে কার্য্যা গলে ধার্য্যা নৃষু শুভা ।

দশনৈর্যদি কর্তব্য্য মন্ত্রসংখ্যা তথা প্রিয়ে ॥২৫

সর্বসিদ্ধিপ্রদা মালা রাজদন্তেন মেরুণা ।

অন্যত্রাপি চ দেবেশি মেরুত্তেনৈবমাদিশেৎ ॥২৬

সঙ্কল্পবাক্যে যৎসংখ্যা সংখ্যা তু জপহোময়োঃ ।

তৎ শৃণু মহেশানি ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥২৭

শতং সহস্রমযুতং লক্ষং কোটিস্তথৈব চ ।

সর্বত্র পরিসংখ্যেয়মবিশেষং মহেশ্বরি ॥২৮

বিশেষে তু মহেশানি বিশেষমাচরেৎ কচিং ।

শতাতিপ্রতিসংখ্যায়ামষ্টোত্তরং জপেৎ প্রিয়ে ॥২৯

দেবী কহিলেন, হে দেব ! ইহা সাধারণতই কহিলেন, কাম্যাক্ষি-  
গণের পক্ষে বিশেষ করিয়া বলুন ॥২৪

ঈশ্বর কহিলেন—হে 'প্রিয়ে । জপ বিষয়ে দন্তুমাল্য কর্তব্য, তাহা গলে  
ধারণ করলে মানবগণের শুভসাধিনী হয় । যদি দশন দ্বারা মন্ত্রসংখ্যা  
কর্তব্য হয়, তবে সৰ্ব প্রধান দন্তটিকে মেরু করিলে সেই মালা দ্বারা  
সৰ্বকামনা সিদ্ধ হয় । হে দেবি ! অন্য মালাতেও মেরুস্থলে সৰ্ব প্রধান  
মালাটিকে গ্রহণ করিবে হে মহেশ্বরি ! সঙ্কল্পবাক্য এবং জপ ও হোমে  
যে সংখ্যা নিরূপিত আছে তাহা ক্রমশঃ কহিতোঁছি শ্রবণ কর । ২৫—২৭

হে মহেশানি ! শত সহস্র অযুত লক্ষ ও কোটি সর্বত্রই এই  
সাধারণ সংখ্যা নিরূপিত আছে ; হে দেবি ! জপ বিষয়ে কোথাও

আদ্যন্তপৰ্ব্বদ্বিতয়ং হিহা চাষ্টকপৰ্ব্বভিঃ ।  
 জপান্তে চ তথা মালাং শিরসি ধারয়েত্ততঃ ॥৩০  
 রক্তপুষ্পার্ঘ্যতোয়েন ঘণ্টাবাদ্যপুরঃসরম্ ।  
 দেবৌ সমর্পয়েদ্ধৌমান্ ফলং তজ্জপকর্মণঃ ॥ ৩১  
 সাক্ষোপাঙ্গেন দেবেশি রহস্যং জপকর্মণঃ ।  
 উক্তং সরস্বতীতন্ত্রে তস্মাৎ জানীহি কামিনি ॥৩২  
 করমালা মহেশানি শিবশক্তিক্রমেণ চ ।  
 শৃণু পরমেশানি সর্বমন্ত্রপ্রসিদ্ধয়ে ॥৩৩  
 অনাম্যামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ ।  
 তচ্ছ্রনীমূলপর্য্যন্তং প্রজপেদশপৰ্ব্বভিঃ ॥ ৩৪  
 মধ্যমামূলে পৰ্ব্বণি মেরুহেন সমাচরেৎ ।  
 অষ্টোত্তরং জপেদেবি আত্মন্তুদ্বিতয়ং ত্যজেৎ ।

বিশেষ এই যে, শতাদি সংখ্যায় অষ্টসংখ্যা অধিক জপ করিতে হয় ।  
 আদি ও অন্ত এই পৰ্ব্বদ্বয় পরিত্যাগ পূর্বক অষ্ট পৰ্ব্বদ্বারা জপ করিতে  
 হয় । জপান্তে মালা একবার মন্তকে ধারণ কর্তব্য । ২৮—৩০

৩১ দেবি ! ধীমান্ ব্যক্তি রক্তপুষ্পদ্বারা অর্ঘ্য কিঞ্চিৎ জলের সহিত  
 ঘণ্টা বাজ সহকারে জপকর্মের ফল দেবীকে সমর্পণ করিবে । হে দেবেশি !  
 জপকর্মের সাক্ষোপাঙ্গ রহস্য সরস্বতীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে  
 অবগত হইবে । হে মহেশানি ! হে পরমেশ্বর ! সর্বমন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত  
 শিব ও শক্তিক্রমে করমালার বিবরণ অবগণ কর । ৩০—৩৩

অনাম্যকার মধ্যপৰ্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তচ্ছ্রনী  
 মূল পর্য্যন্ত দশ পৰ্ব্বদ্বারা জপ করিবে । মধ্যমার মূলপৰ্ব্ব মেরুতত্ত্বরূপে  
 বিবেচনা কারবে । হে দেবি ! অষ্টোত্তরজপকালে আত্ম ও অন্ত এই



শিবমালা সমাখ্যাতা শক্তিমালাঃ শৃণুষ মে ॥৩৫

অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিক্রমেণ চ ।

মধ্যমামূলপর্য্যন্তং প্রজপেদদশপর্বসু ॥৩৬

তর্জুনীদ্বিতয়ং পর্বতর্জুণ্যঃ পরমেশ্বরি ।

মেকং জানীহি দেবেশি তদ্বয়ং ন স্পৃশেৎ কচিৎ ॥৩৭

অষ্টোত্তরজপে পর্বাদ্যাস্তদ্বিতয়ং ত্যজেৎ ।

নিত্যং জপং করে কুর্যাৎ ন তু কাম্যং কদাচন ।

কাম্যমপি করে কুর্যান্মালাভাবে চ মৎ প্রিয়ে ॥৩৮

নিত্যকর্মাচ্ছিতজপো নিত্যজাপঃ স ঈরিতঃ ।

স্নানং সতর্পণং হোমো বলিস্তৃপ্তিশ্চ নিত্যতাক্ ॥৩৯

অনুলোমবিলোমেন সর্বমালাসু সংজপেৎ ।

কেবলঞ্চানুলোমেন প্রজপেৎ করমালয়া ॥৪০

দুইটি পরিত্যাগ করিবে। শিবমালা কশিলাম এক্ষণে শক্তিমালা শ্রবণ কর । ৩৪—৩৫

অনানিকার মধ্যপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার মূলপর্য্যন্ত দশপর্ব দ্বারা জপ করিবে। হে পরমেশ্বর! তর্জুনী পর্বদ্বয় যেরূপ স্বরূপ জানিবে, সেই দুইটি কদাচ স্পর্শ করিবে না। অষ্টোত্তর জপকালে আদ্য ও অন্তপর্ব পরিত্যাগ করিবে। নিত্য জপ করে করাই কর্তব্য, কিন্তু কাম্যজপ করদ্বারা কর্তব্য নহে। হে প্রিয়ে! কিন্তু মালাভাবে কাম্যজপ করদ্বারা করাও করা যাইতে পারে। নিত্যকন্মে যে জপ কর্তব্য, তাংহি নিত্যজপ বলিয়া কথিত হয়। স্নান, তদঙ্গ তর্পণ, হোম, বলি ও তর্পণ এই সকল নিত্য কর্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সকল মালাতেই অনুলোম ও বিলোম দ্বারা জপ কর্তব্য। করমালায় কেবল অনুলোমক্রমেই জপ করিবে ৩৬—৪০

পুমন্ত্রং প্রজপেদেবি শিবসম্ভবমালয়া ।  
 শক্তিমন্ত্রং জপেদেবি শক্তিসবস্তুমালয়া ॥৪১  
 চন্দ্রমন্ত্রং জপেদেবি করেণ শক্তমালয়া ।  
 সাবিত্রীং প্রজপেদেবি করেণ শিবমালয়া ॥৪২  
 সাবিত্রীজপনে শস্তা সৰ্ব্বদা করমালয়া ।  
 ফাটিকী মোক্ষিকী কোষী শস্তাপি শঙ্খসম্ভবা ॥৪৩  
 বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে ।  
 ত্রিপুরাজপনে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ ॥৪৪  
 শ্মশানধূস্তুরবীজৈঃ শস্তা ধূমাবতীজপে ।  
 করপৰ্শসমুদ্ভূতা নাড্যা সংগ্রথিতা সতী ॥৪৫  
 শস্তা চ বগলামুখ্যাঃ সত্যং সত্যং মহেশ্বরী ।  
 অসঙ্কলিতে চ যন্নানাদিকমথাপি বা ॥৪৬

হে দেবি ! শিবমালা দ্বারা পুমন্ত্র এবং শক্তিমালা দ্বারা শক্তিমন্ত্র জপ  
 কর্তব্য। হে দেবি ! চন্দ্রমন্ত্র কর দ্বারা শক্তি মালায় করিবে। ও  
 সাবিত্রীমন্ত্র কর দ্বারা শিবমালায় জপ করিবে। সাবিত্রী মন্ত্রজপে  
 করমালা অথবা ফাটিকী, মোক্ষিকী, কোষী এবং শঙ্খসম্ভবা মালাও  
 প্রশস্ত । ৪১—৪৬

বৈষ্ণবমন্ত্র জপে তুলসীমালা এবং গণপতি মন্ত্রজপে গজদন্ত রচিত মালাই  
 প্রশস্ত। রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দন নির্মিত মালা ত্রিপুরাজপে এবং ধূমাবতী  
 মন্ত্র জপে শ্মশানজাত ধূস্তুরমালাই প্রশস্ত হয়। হে মহেশ্বরী ! নর-করপৰ্শ  
 নির্মিত মালা নাড়ীদ্বারা গ্রথিতা হইয়া বগলামুখীমন্ত্র জপে প্রশস্ত

ন সম্যক্ ফলভাগ্ ভুয়াৎ তস্মান্নিয়মাচরেৎ ॥৪৭

তাত্ৰপাত্ৰং সদূৰ্দ্ধং সতিলং জলপূরিতম্ ।

সকুশং সফলং দেবী গৃহীত্বাচম্য কল্পতঃ ॥৪৮

অভ্যর্চ্য চ শিরঃপদ্মে শ্রীগুরুং করুণাময়ম্ ।

যক্ষাশাবদনো বাপি দেবেন্দ্রবদনোহপি বা ॥৪৯

মাসং পক্ষং তিথিঞ্চৈব দেবপক্ষাদিকন্তুথা ।

আদ্যন্তকালমুচ্চাৰ্য্য গোত্রং নাম চ কামিনাম্ ।

ক্রিয়াদ্বয়ং করিষ্যেহহমৈশান্ভামুৎসৃজেৎ পয়ঃ ॥৫০

চান্দ্রঃ সৌরস্ত সৰ্বত্র চান্দ্রঃ স্তাতিথিচোদনে ।

চান্দ্রোহপি মুখ্যঃ সৰ্বত্র গোণস্ত ক্রুরকৰ্ম্মণি ॥৫১

হয়। হে দেব! ইচ্ছা আমি তোমাকে সত্য করিয়া কহিলাম। মঙ্গল না করিয়া যে জপ, অথবা নিয়মিতের ন্যূন্যাদিক করিয়া জপ, তাহাতে সম্যক্ ফলভাগী হয় না, সেই হেতু নিয়ম-বন্ধন পূর্বক জপ করিবে। ৪৪—৪৭।

সতিল, সদূর্দ্ধাদল, সকুশ ও ফল সহিত জলপূরিত তাত্ৰপাত্ৰ গ্রহণ-পূর্বক বিধি অনুসারে আচমন এবং শিরঃপদ্মে করুণাময় গুরুর অঙ্গনা করিয়া কোবেরী অর্থাৎ উত্তরদিক বা দেবেন্দ্রাশয় অর্থাৎ পূর্বদিকে মুখ করিয়া মাস, পক্ষ, তিথি ও দেবপক্ষাদি এবং আদ্যন্ত কাল এবং যজমানের গোত্র ও নাম উচ্চারণ পূর্বক, “আমি ক্রিয়াজপ করিব” এই বলিয়া ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে ৪৮—৫০।

হে মহেশানি! চান্দ্র ও সৌরকাল উভয়ই প্রশস্ত, কিন্তু তিথি ঘটিত ক্রিয়ায় চান্দ্রকাল সৰ্বত্র মুখ্য, কিন্তু ক্রুরকৰ্ম্মে সৌরই মুখ্য হয়। ঋণ-দানে ও ঋণগ্রহণে এবং পুণ্যাদি নক্ষত্র ঘটিত কার্য্যে নাক্ষত্রিক মাস উত্ত-

ঋণদানে তথাদানে পৌষপৰ্বাদিষু প্রিয়ে ।  
 মাসো নাক্ষত্রিকঃ প্রোক্তঃ সাবনো বর্ষপৰ্ক্ষণি ॥৫২  
 এবং যুগে যুগে প্রোক্তঃ কলৌ সৌরস্তু সৰ্কতঃ ॥  
 সৌরে মাসি শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে ॥  
 ন সাবনো মহেশানি যস্মাৎ সা বিফলা ভবেৎ ॥৫৩  
 ক্রিয়াবতী বেদময়ী চান্দ্রমাসেহপি শস্যতে ॥  
 শুক্লপক্ষে শুভং সৰ্কমশুভঞ্চ সিততরে ॥৫৪  
 প্রাতঃকালঃ সমারভ্য যাবন্মধ্যদিনং রবেঃ ।  
 তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত যঃ সম্যক্ ফলমীহতে ॥৫৫  
 ক্রুরকর্ম্মাণি কুর্বীত শেষেহপি পরমেশ্বরি ।  
 গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি ॥৫৬  
 কালো নক্তং জপস্যোক্তং পূজাকালমিতি শৃণু ।  
 অর্দ্ধযামে গতে নক্তং অর্দ্ধযামে স্থিতে সদা ।

হয়, আর বৎসর ঘটিত কার্যে সাবন মাস গৃহীত হইয়া থাকে । এইরূপে  
 ক্রিয়াভেদে মাসভেদ যুগে যুগে উক্ত হয় । বিশেষতঃ কলিযুগে সৰ্কত্রই  
 সৌরমাস উক্ত হইয়া থাকে । সৌরমাসে দীক্ষা কলাগদাধিনিী হয়, কিন্তু  
 চন্দ্র বা নাক্ষত্রিক ক্রিয়া সাবনমাসে দীক্ষা কর্তব্য নহে, ঐ সকল সময়ে  
 দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে । ৫০—৫৩

বেদময়ী ক্রিয়া চান্দ্রমাসেও প্রশস্ত, কিন্তু শুক্লপক্ষ সৰ্কত্রই শুভ এবং  
 কৃষ্ণপক্ষ সৰ্কত্র অশুভ জানিবে । যে ব্যক্তি সম্যক্ ফল কামনা করে সে  
 প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রবির মধ্যাহ্নদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মই  
 করিবে । হে পরমেশ্বর ! ক্রুরকর্ম্ম অতঃপরও করিতে পারিবে । প্রথম

পূজাকালো ভবেদ্যামশ্চতুবর্গপ্রদঃ সদা ॥৫৭  
 শ্লিষ্টে দ্বৈ ঘটিকে যে তু রাত্রের্মধামযাময়োঃ ।  
 সা মহারাত্রিক্রুদ্ধিষ্ঠা তৎকৃতমক্ষয়ঃ ফলম্ ॥৫৮  
 যদ্যজ্ঞপ্তং ভুতং যদ্যং কৃতঞ্চ মোক্ষসাধনম্ ।  
 তৎসর্বমক্ষয়ঃ যাতি তথানন্তায় কল্পাতে ॥৫৯  
 ন নক্তা বৈশ্বদেবে সৌরে মহাসৌরে চ পৈতৃকে ।  
 মধ্যাহ্নে চ বিনা দেবি শশাঙ্কগ্রহণাধিন ।  
 দীক্ষা কাৰ্য্য প্রযত্নেন শুক্লপক্ষ বিভেদতঃ ॥৬০  
 মুক্তিকামঃ কৃষ্ণপক্ষে ভুক্তিকামঃ সিতে তথা ।  
 ভুক্তিকামে চ কর্তব্যঃ কৃণেৎ আ পাক্যাদিনাং ॥৬১  
 শুভকালে শুভাঃ সর্বমশুভখ্যাতিভিষ্চরেৎ ।  
 উপরাগে মহাতীরে কালদোষো ন বিগতে ॥৬২

প্রহরের পর তৃতীয় বাম পর্যন্ত কুর কাহার প্রশস্ত কাল উক্ত হয়  
 জপের প্রশস্ত কাল বাত্রি, এক্ষণে পূজাকাল শ্রবণ কর । বাত্রির অর্দ্ধযাম  
 গত হইলে অর্দ্ধযাম স্থিতিপর্যন্ত পূজাকাল উক্ত হয় । এই কালে পূজা  
 করিলে চতুবর্গ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই । বাত্রির মধ্যাহ্নের শেষ দুই  
 রঙের নাম মহারাত্রি । মহারাত্রিতে যে কৰ্ম্ম করা যায়, তাহা অক্ষয়  
 ফলজনক হয় । এই মহারাত্রিকালে কৃত জপ, হোম প্রভৃতি যাবতীয়  
 ক্রিয়া মোক্ষসাধক, অক্ষয় ফলদ ও অনন্ত পুণ্যফল প্রদান করিয়া  
 থাকে । ৫৪—৫৯

বৈশ্বকৰ্ম্ম, বাত্রিকালে কর্তব্য নয় । সৌরকৰ্ম্ম ও মহাসৌরকৰ্ম্ম এবং  
 পৈত্রকৰ্ম্ম মধ্যাহ্নে কর্তব্য । হে দেবি! চন্দ্র নৃত্যা গ্রহণে দীক্ষা প্রশস্ত ।  
 শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে দীক্ষাকার্য্য কর্তব্য । মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে

বারাণস্ত্যাং বিশেষেণ সৰ্বদা সৰ্ব্বমাচরেৎ ।

সদা কৃতযুগন্তত্র সৰ্বদা উত্তরাযণম্ ॥৬৩

অবিশেষং দিব্যরাত্রৌ সন্ধ্যায়াঞ্চ মহানিশি ।

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে বহৌ নৃত্যাবৰ্ত্তে পুনঃ শিবে ।

কাশ্যাঞ্চ নোদেতি কদা সন্ধিয়োগো বরাননে ॥৬৪

দ্বিত্রিত্যাং ক্রোশতঃ কাশী পঞ্চক্রোশী ভবান্তরে ॥

আয়ামপ্রস্থতো দেবি নিত্যেয়ং নিত্যদা শুভা ॥৬৫

ইয়ং নির্বাণনগরী পরং জ্যোতির্ময়ী শিবে ।

ব্রহ্মাণ্ডং স্থাপয়েত্তত্র সকুটং বস্তুমানবম্ ॥৬৬

যত্র ভ্রমণতো দেবি স নির্বাণ মবাপ্নুয়াৎ ।

সৰ্ববশ্মেনাপি কর্তব্যং বারাণস্ত্যাং দ্বিজার্ণবম্ ॥৬৭

এবং ভুক্তিকামী ব্যক্তি শুরুপক্ষে, দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভুক্তিকামী ও রুহপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার কাল পঞ্চমী পর্য্যন্ত। শুভকালে কার্যা করিলেই সকল শুভ হয়। আতুর ব্যক্তি অশুভ কালেও করিতে পারে। গ্রহণকালে ও মধ্যাহ্নে কালদোষ নাই। বিশেষতঃ বারাণসীতে সৰ্বদাই সৰ্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। তথায় সততই সত্যযুগ এবং সৰ্বদাই উত্তরাযণ। তথা দিবা, রাত্রি সন্ধ্যা ও মহানিশা এ সকল তথায় অবিশেষে গৃহীত হইয়া থাকে। হে শিবে! তথায় বহিতে ও জলে মুক্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। হে বরাননে! নিত্যশুভ কাশীতে কখন সন্ধি যোগাদির আদর দেখা যায় না। হুই তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া কাশীর অবস্থান; তদন্তিম দীর্ঘ গ্রন্থে পাঁচ ক্রোশ (পঞ্চক্রোশী) জানিবে। হে দেবি! এই কাশী নিত্যা ও নিত্যকাল শুভদায়িনী। হে শিবে! এই কাশী নির্বাণনগরী এবং পরমজ্যোতির্ময়ী। ইহাতে

বারাণস্তাং দ্বিজস্থানং ব্রহ্মযোগারতিস্থথা ।'

নিষ্কামো কৰ্ম্মবন্ধশ্চ সৰ্ব্বং নিৰ্ব্বাণকারণম্ ॥৬৮

গঙ্গাদিমুক্তিক্ষেত্রাদৌ জ্ঞানযোগাদিভিস্থথা ।

মৃতং পুতং নয়েৎ কাশ্যাং মুক্তৌ মমোপদেশতঃ ॥৬৯

ন বাসোহনৃত্র মে যস্মান্ন মুক্তিঃ কাশিকাং বিনা ।

তত্র যদ্যৎ কৃতং কৰ্ম্ম তদনন্তফলং লভেৎ ॥৭০

অক্ষয়ং হি ভবেৎ সৰ্ব্বং দৃঢ়াসিক্তিমবাপ্নুয়াৎ ।

তত্র সাংযোগিকং পুণ্যং তত্র চৈব বিমুচ্যতে ॥৭১

তত্রাহং তৎস্বরূপেণ পুষ্যামি নাশুখা শিবে ।

স্বল্পমে তিথিকালত্বে ক্রিয়াকালগতিৰ্ভবেৎ ।

কালে খলু সমারভ্য অকালেহপি সমাপয়েৎ ॥৭২

পৰ্বত মানব প্রভৃতি সৰ্ব্ব বস্তুর সহিত ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপিত আছে । ইহাতে ভ্রমণ করিলে নরগণ নিৰ্ব্বাণ মুক্তিপ্রাপ্ত হয় । বারাণসীতে সৰ্ব্বদা দান করিয়াও বিজ্ঞানের সন্তোষ বিধান কর্তব্য । বারাণসীতে ব্রহ্মণ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মযোগ জনক । এখানে নিষ্কামকৰ্ম্মে নিৰ্ব্বাণমুক্তি হইবে, কাশীতে সকাম কৰ্ম্মও নিৰ্ব্বাণ কারণ । গঙ্গাদি মোক্ষপ্রদ ক্ষেত্রাদিতে জ্ঞানাদিযোগেতে মুক্তি পায়; কিন্তু আমার আদেশে কাশীমত ব্যক্তিমাত্রকেই পবিত্র করিয়া মুক্তি প্রদান করে । কাশীতে আমার বাস, কাশী বাতীরকে কেহই মুক্তিদানে সমর্থ হয় না । এখায় যে যে কৰ্ম্ম করা যায়, তাহার অনন্ত ফললাভ করিতে পারা যায় । কাশীতে রূত সকল কৰ্ম্মও অক্ষয় হয়, কাশীতেই দৃঢ়সিক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় । হে শিবে! সেইখানেই সাংযোগিক পুণ্য, সেইখানেই মুক্তি, সেইখানেই আমি তদব্রহ্মরূপে পুষ্ট হই, তাহাতে অন্তথা নাই । যদি

সঙ্ক্যায়াং পতিতায়ান্ত গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ।

ততঃ কালোচিঁতাং সঙ্ক্যাং কৃত্বা কর্ণ সমাপয়েৎ ॥৭৩

ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং যৎ পৃষ্টং গিরিসম্ভবে ।

ইতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ তদু্ক্রয়ান্তব মানসে ॥৭৪

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্ববত্নোভমোন্তমে দেবীশ্বর সংবাদে

চতুর্বিংশতিসাহস্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ।

তিথিকাল স্বল্প থাকে এবং সেই কাল মধ্যে ক্রিয়া সমাপ্তি অসম্ভব হয়, তবে কালে আরম্ভ করিয়া অকালে সমাপন করিলে তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না । সঙ্ক্যা পতিতা হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিবে; তদনন্তর কালোচতা সঙ্ক্যা করিয়া কর্ণ সমাপন কর্তব্য । —হে গিরিনন্দিনি ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় কহিলাম, ইহার অধিকতর যাহা তোমার মানসে বিদ্যমান থাকে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল । ৬০—৭৪

দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত ।



## ତୃତୀୟଃ ଅଟଳଃ

শ্রীদেবুবাণ ।

ভগবন্ প্রমথাদীশ দেবদেব জগদ্গুরো :  
 যুদ্ধস্ত বারণং দেব জরাদিবারণং তথ ॥১  
 ক্ষিপ্ৰং ভবেৎ কথং নাথ কৃপয়া পরয় বন ।  
 নাশুভ্রাতা চ জগতাং হাং বিনা পরমেশ্বর ॥২

শ্রীদ্রশ্বর উনাচ

কথায়ামি তব স্নেহাং কবচং বারণং মহং ।  
 যুদ্ধস্য চ জরাদেশচ ক্ষিপ্রং তি নগনন্দিনি ।  
 প্রাকৃতেনৈব বাক্যেন কথায়ামি শূন্য তং ॥ ৩

“ওঁ নমো ভগবতি বজ্রশূলে হস্ত ভক্ষুঃ খাদতু আহো রক্তং  
 পিব কপালেন রক্তাক্ষি রক্তপটে ভক্ষ্মক্ষি ভক্ষ্মলিপ্তশরীরে  
 বজ্রাঘ্রপ্রকারনিচিতে পূর্বাঃ দিশং বদ্ধতু, দক্ষিণাঃ দিশং বদ্ধতু,  
 পশ্চিমাঃ দিশং বদ্ধতু’ নাগার্থং ধনায় গ্রহপতীনাং বদ্ধতু, নাগ-  
 পতিঃ বদ্ধতু, যক্ষরাক্ষসপিশাচানাং বদ্ধতু, প্রেতভূতগন্ধৰ্বা য়ে য়ে  
 কৈটবঃ পুত্রিকাশ্বেভ্যো রক্ষতু, উর্দ্ধ্বাং রক্ষতু, অপো রক্ষতু, স্বনিকাং  
 বদ্ধতু, জনমহাবলে এহেতি তুলোটিলেপ্তিশতাবলিবজ্রাঘ্রব্রজ-  
 প্রকারে ভং ফট্ ত্রী ত্রী শ্রী ফট্ হ্ ল্ ল্ ক্রী ক্ ক্ সৰ্ব্বগ্রহেভ্যঃ  
 সৰ্ব্বভাষ্টোপদ্রবেভ্যো ত্রী অশেষেভ্যো মাং রক্ষতু” ৷ ১৭

ইতীদং কবচং দেবি সুরাসুরমুছল্লভন ।

গ্রহজ্বরাদিভূতেষু সৰ্বকৰ্মসু যোজ্যে ॥৫

ন দেয়ং যত্র কুত্রাপি কবচং মন্মুখাচ্চ্যুতম্ ।  
দন্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্রাদ্‌যোগিনীনাং ভবেৎ পশুঃ ॥৬  
দগ্ধাচ্ছানুয যীরায় সংকুলীনায় যোগিনে ।  
সদাচারপ্রসঙ্গায় নিৰ্জিতাশেষশত্রবে ॥৭

শ্রীদেব্যাভি ।

প্রত্যং হি কবচং দিব্যং হন্মুখাশ্চোজনির্গতম্ ।  
ইদানাং শ্রেয়তুমিচ্ছামি জগদ্বশুকেরং পরম্ ॥৮

তৃতীয় পটল ।

দেবী কহিলেন, হে ভগবন্ ! প্রমথাদীশ দেবদেব জগদ্বশুরো শঙ্কর !  
যুদ্ধের বারণ এবং অসুরদি বারণ কিরূপে সত্ত্ব সম্পাদিত হয়, তাহা আমার  
নিকট বিশেষ রূপা প্রশংসন পূর্বক প্রকাশ করুন । হে নাথ ! হে পরমেশ্বর !  
আপনি ভিন্ন জগদেব অস্ত্র ত্রাণকর্তা কেহই নাই । ১ - ২

ঈশ্বর কহিলেন— হে নগেন্দ্রনন্दिनि ! আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ  
যুদ্ধের এবং অসুরদির আশুনিবারণ মহৎ কবচ কহিতেছি । তাহা অতি  
সহজ বাক্যেই বলিবে শ্রবণ কর । ৩

হে দেবি ! [২নং লিখিত মন্ত্ৰই কবচ] এই কবচ সুরাসুরমুচ্ছিন্ন হ । ইহা  
গ্রহজ্বরাদি ও ভূতগণের পীড়া প্রভৃতি সর্বকাৰ্য্যেই প্রযোজ্য । হে শিবে !  
আমার মুখপদ্মনির্গত এই কবচ যাকে তাকে প্রদান করা কষ্টবা নয়,  
দিলে সিদ্ধি হানি হয় এবং সেই ব্যক্তি যোগিনীগণের পশু হইয়া থাকে ।  
ইহা শাস্ত্র ধীর সঙ্কলজ, যোগী, সদাচারনিরত, এবং শত্রুজরীজনকে  
প্রদান করিবে । ৪ ৭

দেবী কহিলেন— হে দেব ! আপনার মুখপদ্ম-নির্গত দিব্য কবচ  
শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে উৎকৃষ্টতর জগদ্বশুকের কন্মাদি শ্রবণ করিতে  
অভিলাষ করি । ৮

## ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি জগন্মোহকরং মহৎ ।  
 নারদেন পুরা পৃষ্ঠং ময়ি কৈলাসমুর্দ্ধনি ।  
 কথিতং কবচং তস্মৈ সৰ্ব্বমোহকরং ময়া ॥৯  
 তেনৈব কবচে নৈব নারদো ব্রহ্মসম্ভবঃ ।  
 মোহয়ামাস ত্রৈলোক্যং ভিত্ত্বা হি কলহপ্রিয়ঃ ॥১০  
 তদসম্ভবমালোকা বিষ্ণুরাহ বিধেঃ স্মৃতম্ ।  
 কথং বা মোহিতং সৰ্বং বদ মে কারণং মূনে ॥  
 তৎসৰ্ব্বমভবদ্বিসৌ বিষ্ণুরাহ সমুদ্ভজাম্ ॥১১  
 কৈলাসশিখরাসীন মহাদেবং জগদ্গুরুম্ ।  
 পপ্রচ্ছ নারদো ধীমান্ সৰ্ব্বলোকহিতে রতঃ ॥১২

ঈশ্বর কহিলেন, - হে দেবি ! সেই মহৎ জগৎ মোহকর বশীকর  
 কহিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে কৈলাসশিখরে নারদ ঋষি আমাকে এই  
 বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তাহাকে আমি সৰ্ব্বমোহকর কবচ  
 কহিয়াছি । সেই কলহপ্রিয় ব্রহ্মসম্ভব দেবসি নারদ, সেই কবচ দ্বারা  
 ত্রৈলোক্যমণ্ডল ভেদ করিয়া মোহিত করিয়াছিলেন । তাঁহার সেই  
 অসম্ভব কার্য্য দর্শন করিয়া বিষ্ণু, সেই ব্রহ্মনন্দন নারদকে কহিলেন, হে  
 মূনে ! তুমি কি প্রকারে এই অখিল জগৎ মোহিত করিলে, তাহার  
 কারণ কীৰ্ত্তন কর । বিষ্ণু সেই মুনির নিকট হইতে তৎ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া  
 ক্ষীরোদনন্দিনীকে কহিয়াছিলেন । ৯—১১

সৰ্ব্বলোকহিতনিরত ধীমান্ নারদ কৈলাসশিখরে সমাসীন জগদ্গুরু  
 মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ১২

নারদ উবাচ ।

কালিকায়া-মহাবিদ্ভা কথ্যতাং মহতী প্রভো ।

কিমেতস্তাঃ ফলং দেব কিমেতন্মোহনং ভবেৎ ।

কেনোপায়েন সমরে ত্রাণং মে বদ শঙ্কর ॥১৩

ঈশ্বর উবাচ ।

ত্রিকালে গোপিতং দেবী কলিকালে চ প্রকাশিতম্ ।

কালী দিগম্বরী দেবী জগন্মোহনকারিণী ।

তচ্ছৃণু মনিশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যমোহনম্ভিদম্ ॥ ১৪

“অস্ত্র কালভৈরব-ঋষিরমুষ্ঠ্য প্ছন্দঃ শ্মশানকালী দেবতা  
সর্বত্র মোহনে বিনিয়োগঃ ॥১৫ ঐ হ্রীং হ্রীং স্বাহা বিবাদে  
পাতু মাং সদা । ক্রীং দক্ষিণকালিকাদেবতায়ৈ সভামধো  
জয়প্রদা ॥১৬ হ্রীং হ্রীং শ্রীমাঙ্গি শত্রুং মারয় মারয় ক্রীং ক্রীং  
ত্রৈলোক্যং বশমানয় হ্রীং শ্রীং ক্রীং মাং রক্ষ রক্ষ বিবাদে রাজ-  
গোহে চ দ্বাবিংশত্যক্ষরা পরা ॥১৭ ব্রহ্মরাক্ষস বেতাল সর্বত্র  
রক্ষ মাং সদা । কবচৈর্বর্জিতং যত্র তত্র মাং পাতু  
কালিকা । সর্বত্র রক্ষ মাং পাতু দেবি মমাগ্রস্বরূপিণী ॥” ১৮ ।

নারদ কহিলেন,- হে প্রভো ! শঙ্কর ! মহতী কালিকা মহাবিদ্ভার  
বিষয় বলুন । হে দেব ! ইহার ফল কি ? কিরূপে এই মোহন হয় ? কি  
উপায়ে সমরে পরিত্রাণ হয়, এই সমস্ত আমাকে কীর্তন করুন । ১৩

ঈশ্বর কহিলেন, এই মহাবিদ্ভা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিনযুগে  
গুপ্ত ছিল, কলিকালে প্রকাশিত হইয়াছে । ইনি দিগম্বরী জগন্মোহন-  
কারিণী কালিকা । অতএব হে মুনীন্দ্র ! এই সেই ত্রৈলোক্যমোহিনী  
বিদ্ভা শ্রবণ কর । ১৪

মূলের লিখিত মন্ত্রগুলিই কবচ ১৫—১৮

ইত্যেতৎ পরমং মোহং ভবদ্বাগো প্রকাশিতম্ ।  
 সদা যন্তু পঠেদ্বাপি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥১৯  
 ইদং কবচমজ্জায়া পূজয়েদ্বীরকামিনীম্ ।  
 সৰ্ব্বদা স মহাব্যাদিপীড়িতো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥  
 অজ্জায়ঃ স ভবেদ্রোগী কথিতং তব নারদ ॥২০  
 ধারণং কবচস্তাস্য ভূজ্জপত্রে বিশেষতঃ ।  
 সমন্তকবচং ধৃষ্টা ইচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রচ্যায়তে ॥২১  
 শুক্লাষ্টম্যাং লিখেন্মন্ত্রী ধারয়েৎ সৰ্গপত্রকে ।  
 কবচস্যাস্য মাহাত্ম্যং নালাং বক্তা মহামুনে ॥২২  
 শিখায়া ধারয়েদ্যোগী ফলাপী দক্ষিণে ভুজে ।  
 ইদং কল্পদ্রুমং দেব তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ।  
 গোপনীয়ং প্রবত্নেন পঠয়েচ্চ মহামুনে ॥২৩

হে নারদ ! তোমার ভাগ্যবশে এই পরম মোহিনীবিদ্যা প্রকাশিত  
 হইল। যে ব্যক্তি সৰ্ব্বদা ইহা পাঠ করে, সে ত্রৈলোক্য বশীভূত বলিতে  
 সমর্থ হয়। এই কবচ না জানিয়া যে বীরকামিনীর পূজা করে, সে  
 মহাব্যাদি গ্রস্ত হইয়া অজ্জায়ু হয়। সন্দেহ নাই, হে নারদ ! আমি  
 ইহা তোমাকেই কহিলাম। বিশেষতঃ ভূজ্জপত্রে লিখিয়া এই কবচ  
 মনসহিত ধারণ করিলে ইষ্টসিদ্ধি হয়। মনুষ্যন ব্যক্তি শুক্লাষ্টমীতে এই  
 কবচ লিখিয়া সৰ্গস্থ করিয়া ধারণ করিবে। হে মহামুনে ! এট কবচের  
 মাহাত্ম্য অনির্লচনীৰ। যোগীব্যক্তি শিখায় এবং ফলকামী ব্যক্তি ইহা  
 দক্ষিণভুজে ধারণ করিবে। হে দেবর্ষে ! এই কল্পদ্রুমতুল্য কবচ তোমার  
 স্নেহে প্রকাশিত হইল, ইহা যত্নপূৰ্ব্বক গোপন রাখিয়া নিয়তই পাঠ  
 করিবে ৷১৯—২৩

বিশ্বুরবাচ ।

ইত্যেবং কবচং নিত্যং মহালক্ষ্মীঃ প্রপঠ্যতাম্ ॥২৪

অবশ্যং বশমায়াতি ত্রৈলোক্যং তে চরাচরম্ ॥২৫

শিবেন কথিতং পূর্বং নারদে চ ফলেপ্সিতে ।

তৎপাঠান্নারদেনাপি মোহিতঞ্চ চরাচরম্ ॥২৬

শ্রীদেব্যাচ ।

পরমেশ জগদ্বন্দ্য প্রমথেশ বরপ্রদ ।

নরাণামুপকার্যায় ক্রহি যোগং সুবিস্তরম্ ।

যেনাশু লভতে রাজ্যং যেনাশু লভতে স্ত্রুতম্ ।

যেনাশু লভতে জ্ঞানং যেনাশু লভতে ধনম্ ।

যেনাশু লভতে কীৰ্ত্তিঃ যেনাশু লভতেহখিলম্ ॥ ২৭-২৯

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।

উক্তং ফেৎকারিণীতন্ত্রে নীলতন্ত্রে চ বিস্তরম্ ॥৩০

বিষ্ণু কহিলেন, হে মহালক্ষ্মি ! এই কবচ তুমি সৰ্ব্বদা পাঠ কর, চরাচর ত্রৈলোক্য অবশ্য তোমার বশীভূত হইবে । পূর্বে মহাদেব ইহা কলকামী নারদকে কহিয়াছিলেন, নারদ এই কবচ পাঠ করিয়া চরাচর মোহিত করিতেন । ২৪—২৬ ।

দেবী আরও কহিলেন, হে পরমেশ ! চরাচর-জগদ্বন্দ্য বরপ্রদ প্রমথেশ ! নরগণের উপকারার্থ বন্ধারা আশু রাজ্যলাভ, পুত্রলাভ, জ্ঞানলাভ, ধনলাভ, কীৰ্ত্তিলাভ এবং বন্ধারা অখিল বস্তুই লাভ হয়, সেই যোগ সুবিস্তাররূপে বলুন । ২৭—২৯

ইদানীং বিস্তারদেবি কথায়ামি শুচিস্মিতে ।  
 উদেতি ভানুশ্চন্দ্রো বা পশ্চিমে বা পতেদ্ ভুবি ।  
 যদি শুশ্যতি পয়োধির্ন মিথ্যা চ কদাচন ॥৩১  
 যোগরাজো মহেশানি অব্যর্থোহয়ং সর্দৈব হি ।  
 বিষ্ণুচক্রং যথাব্যর্থং ত্রিশূলঞ্চ যথা মম ।  
 কুলিশং দেবরাজস্য তথা যোগো ময়োদিতঃ ॥৩২  
 যথৈব নিশ্চিতং দেবি ব্রহ্মণঃ কমলাসনম্ ।  
 তথৈব নিশ্চিতো দেবি যোগোহয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩  
 কল্পবৃক্ষো যথাদেবি আকাজ্জাপরিপূরকঃ ।  
 অয়ং যোগবরো দেবি তথৈব পরিকীর্তিতঃ ॥৩৪

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! তুমি আমাকে বাহ্য জিজ্ঞাসা করিলে,  
 তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । ফেৎকারিণীতন্ত্রে এবং নীলতন্ত্রে ইহা  
 বিস্তারিতরূপে উক্ত হইয়াছে । হে শুচিস্মিতে ! এক্ষণে আমি তোমার  
 নিকটে ইহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । যদিও পশ্চিমদিকে  
 সূর্য্যের উদয় হয়, চন্দ্র যদি ভূতলে পতিত হয়, সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায় ;  
 তথাপি এই সকল বাক্য কদাচিৎ মিথ্যা হয় না । হে মহেশ্বরী !  
 এই যোগরাজ নিয়তই অব্যর্থ । বিষ্ণুর চক্র, আমার ত্রিশূল, দেবরাজের  
 বজ্র যেমন অব্যর্থ, সেইরূপ নহুন্ত এই যোগও অব্যর্থ জানিও । হে  
 দেবি ! ব্রহ্মার কমলাসন যেমন অটল, সেইরূপ এই যোগও নিশ্চিত সুদৃঢ়  
 জানিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । হে দেবি ! কল্পবৃক্ষ যেমন আকাজ্জার  
 পরিপূরক, এই যোগবরও সেইরূপ বাসনাপূরক জানিবে । ৩০-৩৪

রাজ্যার্থঞ্চ কুলার্থঞ্চ সূতার্থং স্বর্ণপত্রে ।  
 আয়ামপ্রস্থতোদেবি ষোড়শাঙ্গুলসম্মিতে ॥৩৫  
 যজ্ঞার্থঞ্চ ধনার্থঞ্চ কীর্ত্ত্যর্থং রাজতে শুভে ॥৩৬  
 তথা মানমিতোদেবি তদ্বস্ত্রাস্ত্রে বিনাশনে ।  
 স্বর্ণে বা পরমেশানি অস্ত্রাণি ভূর্জপত্রে ॥৩৭  
 লিখেন্নম্রং বরারোহে তারিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদম্ ।  
 রাজ্যার্থী চ ধনার্থী চ পুত্রার্থী কীর্ত্তিকাম্যকঃ ॥৩৮  
 বুদ্ধার্থী বিলিখেদেবি লেখন্য সূমনোহরম্ ॥৩৯  
 স্বর্ণযষ্ঠাঙ্গুলায়াশ্চ কনিষ্ঠায়াঃ প্রমাণতঃ ।  
 জ্ঞানার্থং কুশমূলে চান্তর্থে দুর্ক্সয়া লিখেৎ ॥৪০  
 আচম্য পুরতো দেবি নহা চ গুরুপাদুকাম্ ।  
 উত্তরাশামুখো ভূত্বা পূজয়িত্বা চ তারিণীম্ ॥৪১  
 কুঙ্কমং রোচনাজটামাংসী চন্দনমেব চ ।  
 কাশ্মীরং কস্তুরীং লাক্ষাং সিন্দূরঞ্চ বরাননে ॥৪২

হে দেবি ! রাজ্যার্থ, কুলার্থ ও সূতনিমিত্ত, দৈর্ঘ্য প্রস্থে ষোড়শাঙ্গুল পরিমিত স্বর্ণ পত্রে (পাতে) যজ্ঞার্থ ধনার্থ ও কীর্ত্তিনিমিত্ত রাজতপত্রে, নারণ নিমিত্ত উক্ত পরিমিত তাম্রপত্রে এবং অস্ত্র কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত স্বর্ণপত্রে বা ভূর্জপত্রে সর্বসিদ্ধিপ্রদ তোমার এই মন্ত্র লিখিবে । হে বরারোহে ! রাজ্যার্থী, ধনার্থী ও কীর্ত্তিকামী এবং ঐশ্বর্য্যার্থী কনিষ্ঠ যষ্ঠাঙ্গুলি প্রমাণ স্বর্ণ লেখনী দ্বারা ঐ সর্বসিদ্ধিপ্রদ তারিণীমন্ত্র মনোহররূপে লিখিবে । জ্ঞানার্থী কুশমূলে এবং অস্ত্রকর্ম্মার্থী দুর্ক্স দ্বারা লিখিবে । ৩৫—৪০

হে বরাননে । প্রথমে আচমন করিয়া গুরুপাদুকার নমস্কার পুরঃসর



সৰ্বমেকীকৃতেনাদৌ ষট্‌কোণচক্রমালিখেৎ ।

তন্মধ্যে বিলিখেত্তারাং সাদ্ধিবেদাঙ্করীং পরাম্ ॥৪৩

সাদ্ধিপঞ্চাঙ্করীং বাপি তন্ময়ো বেদমধ্যগম্ ।

সাধ্যং লিখেত্তচ্চ সাধ্যং শৃণুশ্চ শম্ভুবল্লভে ॥ ৪৪

“অমুকস্ত্রামুকং বাক্যং বশীকুরু চ কুর্বিতি ।

অমুকস্ত্রামুকং জ্ঞানং সিদ্ধিং কুরু চ কুর্বিতি ॥৪৫

অমুকীনাং শুভং পুত্রমুৎপাদয়োৎপাদয়েতি চ ।

অমুকস্ত্রামুকং ধনং দেহি দেহীতি কামিনি” ॥৪৬

এবমেব ক্রমেণৈব সাধ্যং সংলিখ্য যত্নতঃ ।

ক্লীববহীনান্ দীর্ঘবর্ণান্ ষট্‌কোণে ষট্‌সমালিখেৎ ॥৪৭

বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং সূদৃষ্টং স্তম্বনোহরম্ ।

অষ্টপত্রং লিখেত্তত্র কিঙ্করকুণ্ডলং যুগম্ ॥৪৮

অষ্টপত্রে অষ্টবর্ণান্ বক্ষ্যমাণান্ লিখেত্ততঃ ।

বাগ্‌ভবং ভুবনেশানি কামং হং প্রণবং তথা ॥৪৯

উত্তরমুখে তারিণীর পূজা করিবে । তদনন্তর কুঙ্কর, রোচনা, জটানাসী, চন্দন, কাশ্মীর, কস্তুরী, লাক্ষা ও সিন্দূর এই সকল বস্তু একত্র করিয়া প্রথমে ষট্‌কোণচক্র লিখিবে । তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতর সাদ্ধিচতুরঙ্করী অথবা সাদ্ধিপঞ্চাঙ্করী তারামন্ত্র লিখিবে । তদন্তর তদগতচিত্তে ঐ চক্রমধ্যে (বেদিমধ্যে) সাধ্য বিষয় অর্থাৎ বাঞ্ছিত বিষয় লিপিত হইবে সেই সাধ্য বিষয় শ্রবণ কর । (মূলের লিপিত মহুই সাধ্যমন্ত্র ।) ৪১—৪৬ ।

হে শম্ভুবল্লভে ! এইরূপ ক্রমে বস্ত্রপূর্ক সাধ্য লিখন করিবে । ঐ ষট্‌কোণে ক্লীব বিহীন ছয়টা দীর্ঘবর্ণ লিখিবে । তদনন্তর অষ্টদল বৃত্তাকার

মায়ামন্ত্রং ততঃ স্বাহা পূর্বাদিক্রমতোলিখেৎ ।  
 চতুরশ্চ চতুর্দ্বারমেবং যন্ত্রং সমালিখেৎ ॥৫০  
 জ্ঞানাপ্তৌ চ সিদ্ধয়েহপি অগ্নত্র স্বমৃতোদয়ে ।  
 গুরৌ শুক্রে তথা সোমে মঙ্গলে বা বুধেহহি চ ।  
 তারায়ান্ সানুকূলায়ান্ ভজেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥৫১  
 পীতবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য জতুনা পরিবেষ্টয়েৎ ।  
 পট্টবস্ত্রেণ রক্তেণ বগ্নীয়াৎ সাধকোত্তমঃ ॥৫২  
 স্বর্ণপীঠেষু সংস্থাপ্য সংখ্যানমাচরেৎ কৃত্তী ।  
 ভূমিপৃষ্ঠে নৈব কুর্য্যাৎ ন নিশ্চাল্যেন স সংস্বতম্ ॥ ৫৩  
 বিদীর্ণং লজ্জনং বাপি নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন ।  
 আয়ামে প্রস্থতো দেবি ষোড়শাদ্বলমানতঃ ।  
 ঘটং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন সর্ববদৃষ্টিমনোহরম্ ॥ ৫৪

যুগলে যুগল কিঙ্করবিশিষ্ট মনোহর পদ্ম এবং অষ্টপত্রে অষ্টবর্ণ লিখিবে । হে  
 ভুবনেশি ! পূর্বাদিক্রমে বাগ্ভব, (ঐং) কাম, (ক্লীং) হং প্রণব ( ঔ ) এবং  
 মায়ামন্ত্র (ত্রীং) ও স্বাহা লিখিতে হইবে । তৎপরে চতুর্কোণ চতুর্দ্বার বিশিষ্ট  
 যন্ত্র লিখিবে । জ্ঞানপ্রাপ্তি ও অগ্নিসিদ্ধি বিষয়ে এবং অগ্নাত্র শুভকার্য্যে শুক্র,  
 শুক্র, সোম, মঙ্গল বা বুধবারে, সানুকূল তারায়, সমাহিতচিত্তে মন্ত্রজপ  
 কর্তব্য । ৪৭ - ৫১

হে শিবে ! সাধকসত্তম পীতবস্ত্র ও জতুদ্বারা ঐ মন্ত্রাধারশাত্র বেষ্টন  
 করিবে । তারপর তাহা রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্রে বন্ধন করিবে । অনন্তর কৃত্তি  
 ব্যক্তি স্বর্ণপীঠে তাহা সংস্থাপন করিয়া “সংখ্যান” অর্থাৎ যোগ বা  
 জপসংখ্যা আরম্ভ করিবে । কখন ভূমিপৃষ্ঠে রেখাদি অঙ্কন দ্বারা  
 বা নিশ্চাল্য দ্বারা সংখ্যা রাখিবে না । জপকালীন, মালার মেরু বিদীর্ণ বা

রাজ্যার্থী কাঞ্চনেনৈব পুত্রার্থী রজতেন চ ।

তাত্রেণ চৈব যুদ্ধার্থী মৃদাপ্যন্ত্র কারয়েৎ ॥৫৫

তত্র মুক্তাং প্রবালঞ্চ মণিং রজতকাঞ্চনে ।

ধাতুং ক্ষিপ্ত্বা মুখং তস্ত পল্লবৈঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥৫৬

ক্ষৌমযুগ্মেন রক্তেন প্রচ্ছাদ্য প্রযতঃ সুধীঃ ।

অষ্টাঙ্গুলস্বর্ণপত্রে চতুরশ্চ সমস্ততঃ ॥৫৭

তত্র মন্ত্রং লিখৈচ্চৈব ঘট্রে সংস্থাপ্য যত্নতঃ ।

চতুঃষষ্ঠ্যুপচারেণ যজ্ঞেত্তারাং পরাং শিবাম্ ॥৫৮

হোমস্থানে কৃতে চতুর্বিংশত্যঙ্গুলকল্পিকে ।

অঙ্ককং পুষ্পকং দেবি ষোড়শচ্ছদনং কুলে ॥৫৯

কিঞ্জলৈর্মমণ্ডিতং দেবি বলিমাাদায় পূর্ববৎ ।

নিবেদয়েন্মহাভক্ত্যা বলিমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥

পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা চ পূজয়েৎ ।

লজ্জন করিবে না । হে দেবি ! দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে ষোড়শাঙ্গুল পরিমাণে দৃষ্টি-মনোহর ঘট যত্নপূর্বক সংস্থাপন করিবে । রাজ্যার্থী কাঞ্চন দ্বারা, পুত্রার্থী রজতদ্বারা, যুদ্ধার্থী তাম্রদ্বারা, অথ কামার্থী মুক্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করাইবে । ঐ ঘটে মণি, মুক্তা, প্রবাল, রজত ও কাঞ্চন, ধান্য নিক্ষেপণ পূর্বক মুখভাগে পল্লব প্রদান করিয়া রক্তবর্ণ ক্ষৌমবসন যুগলে ঐ ঘট যত্নপূর্বক আচ্ছাদন করিবে । তৎপরে অষ্টাঙ্গুল স্বর্ণপত্রে চারিদিকে চতুষ্কোণাকারে মন্ত্র লিখিয়া, ঐ ঘটে সংস্থাপনপূর্বক, চতুঃষষ্ঠি উপচার দ্বারা, পরমা শিবরূপিণী তারার আরাধনা করিবে । ৫২—৫৮

হে দেবি ! অনন্তর চতুর্বিংশত্যঙ্গুল পরিমাণ হোমস্থান বিরচিত করিয়া ষোড়শচ্ছদ কিঞ্জলমণ্ডিত অঙ্ককপুষ্প ও বলি দ্বারা পূর্ববৎ মহাভক্তি

অষ্টোত্তরসহস্রস্ত হৃদা সাধকসত্তমঃ ।

তৎপুটোপরি দেবেশি পুষ্পাক্ষতং বিনিক্ষিপেৎ ॥৬১

ভূমিং গ্রামমিতাং দত্তাদ্রাজ্যমিচ্ছতি কামুকঃ ।

দক্ষিণাং যুদ্ধকামী চ কাঞ্চনাস্থৌ মহেশ্বরী ॥৬২

শালগ্রামশিলামেকাং স্বর্ণরেখাগুলকৃতাম্ ।

জ্ঞানসিন্ধোঃ প্রদত্তাত্তু অন্নাত্র গাঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥৬৩

ভোজয়েদ্ভ্রাম্ভগান্ ধীরঃ কুমারীঃ কল্পপল্লবি !

ততস্ত ধারয়েদ্যন্তং পুরুষো দক্ষিণে ভূজে ॥৬৪

নারী বামভূজে চৈব শিশুশ্চ কণ্ঠগোচরে ॥৬৫

ইত্যেবং কথিতং রম্যং ন দেয়ং প্রাণ সঙ্কটে ॥৬৬

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোক্তমোক্তমে দেবীশ্বরসংবাদে

চতুর্বিংশতিসাহস্রে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥৩

সমন্বিত হইয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলিমন্ত্র দ্বারা পূর্ববৎ নিবেদন করিবে । পঞ্চগবা ও পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা কর্তব্য । সাধকসত্তম, অষ্টোত্তর সহস্রবার হোমাহুতি প্রদান করিবে । হে দেবেশি ! সেই পুটের উপরে পুষ্পাক্ষত নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর রাজ্যাভিলাষী গ্রামপরিমিতা ভূমি, যুদ্ধার্থী কাঞ্চন নির্মিত অশ্বযুগল, জ্ঞানার্থী স্বর্ণরেখাদি দ্বারা অলঙ্কৃত শালগ্রামশিলা এবং অন্নকামী গো এবং কাঞ্চন দক্ষিণা প্রদান করিবে । হে কল্পপল্লবি ! তদন্তর ধীরব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া ঐ যন্ত্র পুরুষগণ দক্ষিণভূজে, নারীগণ বামভূজে এবং শিশুগণ কণ্ঠে ধারণ করিবে । হে শিবে ! এই আমি তোমাকে রাজ্যলাভাদি যোগ কহিলাম, ইহা প্রাণান্তেও অপাত্রে প্রদান করিবে না । ৫৯-৬৬

যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে তৃতীয় পটল সমাপ্ত ৩

## চতুর্থঃ পটলঃ

দেব্যুবাচ ।

দেবদেব জগদ্বন্দ্য সুরাসুরনমস্কৃত ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বৌরষট্‌কর্মসাধনম্ ॥১

ধন্যং পুণ্যবতাং রাজ্যাং রাজ্যাদিকবয়োযুষাম্ ।

ত্রিযাস্ত সিদ্ধসংস্থানাং সর্বভোগবিলাসিনাম্ ॥২

ঈশ্বর উবাচ ॥

শাস্তিবশ্যস্তত্ত্বানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা ।

মারণং পরমেশানি ষট্‌কর্মেদং প্রকীর্তিতম্ ॥২

তারিণীং কালিকাং ছিন্নামধিকৃত্য জগন্ময়ি ।

কথয়ামি তব স্নেহাং দ্রুতসিদ্ধিকরং পরম্ ॥৪

রতির্ববাণী রমা জ্যোষ্ঠা মাতঙ্গী কুলকামিনী ।

ছুর্গা চৈব ভদ্রকালী কর্ষাদৌ কর্ষসিদ্ধয়ে ॥৫

দেবী কহিলেন,— হে সুরাসুরনমস্কৃত জগদ্বন্দ্য দেবদেব ! এক্ষণে  
আনি পুণ্যবান্ রাজ্যগণের, রাজ্যযৌবনাদি বয়োভোগিগণের, স্ত্রীগণের  
সিদ্ধগণের এবং সর্বভোগবিলাসিগণের মধ্যে ধন্য ও গ্রহণীয় বৌরভাবান্বিত  
ষট্‌কর্ম-সাধন শ্রবণ করিতে বাসনা করি ১-২

ঈশ্বর কহিলেন, হে পরমেশি ! শাস্তি, বশ, তত্ত্বন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন  
ও মারণ এই ছয়টাই ষট্‌কর্ম বলিয়া উক্ত হয় । হে জগন্ময়ি ! তোমার  
প্রতি স্নেহবশতঃ তারিণী, কালিকা ও ছিন্নমস্তা সম্বন্ধীয় শীঘ্রসিদ্ধিকর  
পরম বিষয় আমি তোমাকে কহিতেছি ১-৪

ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ যজেন্দ্রীরঃ স্বশক্তিভঃ ।  
 শূন্যাগারে মহারণ্যে দেবতায়তনেহপি বা ॥৬  
 পঞ্চকর্ম প্রকুব্বীত মারণস্ত শবোপরি ।  
 তদভাবে পিতৃভূমৌ বাসাংসি কথয়ামি তে ॥৭  
 মুখ্যং দিগম্বরং জ্ঞেয়ং দ্বীপিচর্ম দ্বিতীয়কম্ ।  
 তদভাবে রক্তক্ষৌমং নাগদ্বত্রং প্রকল্পয়েৎ ॥৮  
 স্বর্ণমাদৌ দ্বিতীয়ে চ রাজতং স্তম্ভনে শিলা ।  
 বিদ্বেষোচ্চাটনে তাত্রং কপালং মারণে শুভম্ ॥৯  
 বিপ্রাদন্তো নরঃ প্রক্লে যুবা চ কৃষ্ণবর্ণকঃ ।  
 অহুর্ভিক্ষাব্যাধিমূতো মালা তস্য শুভাবহা ॥১০  
 অভাবে স্ফাটিকী জপ্যা ইন্দ্রাক্ষৈর্ববা জপেৎ প্রিয়ে ।  
 মৃদি বা কোমলে বাপি বিষ্টরে বা সুরেশ্বরি ॥১১

রতি, বাণী, রমা, জ্যোষ্ঠা, মাতঙ্গী, কুলকামিনী, দুর্গা, ভদ্রকালী বীর-  
 সাধক ক্রিয়াক্ষেত্রে কর্মসিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদিগকে নিজশক্তি অনুসারে  
 ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিবে । শূন্যাগার, মহারণ্য অথবা দেবায়-  
 তনে প্রথমোক্ত পঞ্চকর্ম করিবে, কিন্তু মারণকর্ম শবোপরি কর্তব্য ;  
 তদভাবে শ্মশানভূমে মারণ করিবে । এক্ষণে এই ক্রিয়ায় বসনের বিষয়  
 বলিতেছি শ্রবণ কর । ৫—৬

দ্বিতীয়ই মুখ্য, ব্যাঘ্রচর্ম দ্বিতীয়, তদভাবে রক্তবর্ণ ক্ষৌম বস্ত্র  
 গ্রহণ করিবে, অগ্নিবস্ত্র নিষিদ্ধ । শান্তিতে স্বর্ণ, বশীকরণে রজত, স্তম্ভনে  
 শিলা, বিদ্বেষে ও উচ্চাটনে তাত্র এবং মারণে নর কপাল শুভকর ।  
 বিপ্র ভিন্ন জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ যুবা অহুর্ভিক্ষপীড়িত বা ব্যাধিহীন মৃত  
 ব্যক্তির অস্থিমালাই শুভদায়িনী । তদভাবে স্ফটিক মালা, বা ইন্দ্রাক্ষ

মুণ্ডে বা যোনিকে দেবি হৃদে ব্যাঘ্রস্ত বা প্রিয়ে ।  
 একহস্তে দ্বিহস্তে বা চতুর্হস্তে সমন্ততঃ ॥ ১২  
 স্থিরাসনশ্চরেৎ সম্যক্ স্বাভয়ং তত্র চিন্তয়েৎ ।  
 ভয়ে জাতে মহেশানি ভৈরবোক্তমমুং জপেৎ ॥ ১৩  
 বিষযুগ্মং বজ্রজালে হনযুগ্মমতঃপরম্ ।  
 সর্বভূতানুতঃ কূর্চমস্ত্রান্তো ভৈরবো মমুঃ ॥ ১৪  
 ততোভূতবলিং দত্বাৎ সাধকো ধর্মসম্মিতম্ ।  
 অশ্বথেন মহেশানি তদ্বর্ষকীলকঞ্চরেৎ ॥ ১৫  
 সূর্য্যবারাদিযোগেন পঞ্চকর্ম্ম সমাচরেৎ ।  
 শনৌ চ মারণং দেবি নিশ্চিতং বীরবন্দিতে ॥ ১৬  
 রাত্রিযোগে চ কর্তব্যং সর্বকর্ম্ম শুচিস্মিতে ।  
 প্রাণিহান্ প্রজপেৎ সম্যক্ স্বমন্ত্রমমুতং শবে ।  
 প্রয়োগস্ত ফলাবাপ্তৌ স্ব স্ব রক্ষাকরং মহৎ ॥ ১৭

দ্বারা জপ করিবে। হে প্রিয়ে! হে সুরেশ্বর! মৃত্তিকায় অথবা কোমল  
 কুশাসনে, মুণ্ডে বা যোনিতে কিম্বা ব্যাঘ্রচর্মে; একহস্ত বা দ্বিহস্ত অথবা  
 চারিদিকে চতুর্হস্ত স্থানে সম্যকরূপে স্থিরাসন করিয়া সাধক আপনার  
 অভয় চিন্তা করিবে। হে মহেশ্বর! ভয় জন্মিলে ভৈরবোক্ত মন্ত্রজপ  
 করিবে ৮—১৩

হে মহেশানি। বজ্রজালে বিষযুগ্ম, হনযুগ্ম এবং কূর্চমন্ত্র যোগ করিলে  
 ভৈরবমন্ত্র হয়। এই মন্ত্র সর্ব প্রাণীর পূজ্য। তদনন্তর সাধক ব্যক্তি  
 যথাশাস্ত্র ভূতবলি প্রদান করিবে। অশ্বথবৃক্ষের শাখা দ্বারা যথাবিধি  
 কীলক সংস্থাপন কর্তব্য। সূর্য্যবারাদিযোগে পঞ্চকর্ম্মের আচরণ  
 করিবে। হে বীরবন্দিতে দেবি! উদ্যম্যে শনিবারে মারণ ক্রিয়া প্রশস্ত।

ততঃ সাধ্যাদিনে মন্ত্রী যামমত্রে গতে নিশি ।  
 গণাদিপঞ্চভির্দেবৈ যজ্ঞে কুলবিনাশিনীম্ ॥ ১৮  
 দিখাসা গলিতাশেষচিকুরঃ কুলকৌলিকঃ ।  
 শক্তিসূক্তো জপেদ্বিছাং সদা হ্যাং মনসা স্মরেৎ ॥ ১৯  
 লক্ষসঙ্খ্যং মহেশানি শক্তিপূজাপুরঃসরঃ ।  
 প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ কৌলিকাदीন্ দিনান্তরে ॥ ২০  
 মাংসং মদ্যং তথা মৎস্তং হনেদ্বহ্নৌ শতং শতম্ ।  
 দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদ্গুরুরূপেণ শাস্তুবি ॥ ২১  
 এবমুক্তবিধানেন দিগ্ভ্যো বা বীরপুঙ্গবঃ ।  
 যদি কুর্য্যান্মহেশানি দেবানপি তথা নয়েৎ ॥ ২২

হে শুচিস্মিতে ! উক্ত পঞ্চকর্ম্ম রাত্রিতেই কর্তব্য । বিচক্ষণ সাধক স্বীয়  
 মন্ত্র রাত্রিযোগে শবোপরি অযুত সংখ্যক জপ করিবে । হে শুচিস্মিতে  
 প্রয়োগের ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত নিজ নিজ রক্ষাবিধান কর্তব্য । তদনন্তর  
 উক্ত মন্ত্র সাধনের দিনে মন্ত্রবান্ ব্যক্তি রাত্রিকালে প্রহরমাত্র গত হইলে  
 গণাদি পঞ্চদেবতাসহিত কুলবিনাশিনী দেবীর পূজা করিবে । দিখসন  
 প্রযুক্ত সমস্ত কেশ, কুলকৌলিক ও শক্তিসূক্ত হইয়া নিরন্তর নিজমনে  
 মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক জপ করিবে । হে মহেশ্বর! লক্ষবার শক্তিপূজা  
 করণানন্তর প্রত্যহ বিপ্রগণকে এবং দিনান্তরে কুলকৌলিকগণকে ভোজন  
 করাইবে । মাংস, মদ্য ও মৎস্ত দ্বারা অনলে দুই শত বার হোম করিয়া  
 গুরুকে প্রচুরতরুরূপে দক্ষিণা দান করিবে । ১৪—২১

হে শাস্তুবি ! এইরূপে উক্ত বিধানক্রমে বীরশ্রেষ্ঠগণ এই সকল  
 কার্য্য সমাধা করিলে, দেবতাপ্রণকেও সেই স্থানে আনয়ন করিতে



নাপেক্ষা জায়তে কাস্তে চাবশ্যং ফলভাগ্ভবেৎ ।  
 মহাপ্রয়োগে দেবেশি কৃষ্ণছাগং বলিং হরেৎ ॥ ২৩  
 পূজাস্তে সততং দেবি তন্মাংসৈর্বহ্নিমর্চয়েৎ ।  
 বিধিঃ সর্বত্র কথিতে দিব্যবীরপশুক্রমাৎ ॥ ২৪  
 ক্রমেণ ফলমাপ্নোতি ব্যত্যায়ে পাতকী ভবেৎ ।  
 ইত্যং কথিতং তুভ্যং সম্যক্ ষট্‌কর্ম্মগোচরম্ ॥ ২৫  
 গোপনীয়ং খলে দৃষ্টে পশুপামরসন্নিধৌ ॥ ২৬

দেবান্বাচ ।

সুরাভ্যাঃ কিংবিধা দেব শক্তিবর্ষা কীদৃশী শুভা ।  
 ষট্‌কর্ম্মসু যথাযোগ্যং বদ মে করুণানিধে ॥ ২৭

সমর্থ হয় অধিক কি এই ক্রিয়া আংশিক অনুষ্ঠিত হইলেও উক্ত ফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। হে কাস্তে! যদি ইহাতে উপেক্ষা না থাকে তবে অবশ্যই ইহার ফলভাগী হইবে। হে দেবেশি! মহাপ্রয়োগে কৃষ্ণছাগ বলি আহারণ কর্তব্য। হে দেবি! পূজার পর তাহার মাংসে অগ্নির অচ্চনা করিবে। দিব্য বীর পশুক্রমে সর্বত্র বিধি কথিত হইয়াছে। ক্রম অনুসারে কার্য্য করিলে ফলপ্রাপ্ত এবং ব্যত্যায করিলে পাপভাগী হয়। এই আমি তোমাকে ষট্‌কর্ম্মের বিষয় সম্যক্ কহিলাম। খল, দৃষ্ট ও পশুতুল্য পামর বস্তির নিকট ইহা গোপন করা কর্তব্য। ২২—২৬

দেবী কহিলেন,—হে করুণানিধে! ষট্‌কর্ম্ম বিষয়ে কোন্ কোন্ সুরা শুভকরী এবং কিরূপ শক্তিই বা কলাগকরী হয়, যথাযোগ্য এই সকল কীর্তন করুন। ২৭

ঈশ্বর-উবাচ ।

মাধ্বী শাস্তিকরী প্রোক্তা বৈশ্যে চ ফাটিকী শুভা ।

স্তম্ভনে ডাকিনী জ্বেয়া বিদ্বেষে পৈষ্টিকী মতা ॥ ২৮

উচ্চাটনে তথা গোড়ী মারণে ভৈরবী মতা ।

এতাসাং লক্ষণং দেবি কথিতং কুলমোহনে ॥ ২৯

পদ্মিনী শাস্তিদাপ্রোক্তা বশ্যে চ শঙ্খিনী মতা ।

স্তম্ভনোচ্চাটনে দেবি প্রশস্ত নাগবল্লভা ॥ ৩০

মারণে চ তথা শস্তা ডাকিনী শত্রুমৃত্যুদা ।

গৌরাঙ্গি দীর্ঘকেশী যা সদা চামৃতভাষিণী ॥ ৩১

রক্তনেত্রা স্রুশীলা চ পদ্মিনী সাধনে শুভা ।

মন্ত্রসিদ্ধিকরী হেয্য শঙ্খিনী সাপি ভাবিনী ॥ ৩২

দীর্ঘাঙ্গী সা শঙ্খিনী স্রাজ্জগজ্জনকারিণী ।

সমাসী শূদ্রদেহী চ ন খর্ব্বা নাতিদীর্ঘিকা ॥ ৩৩

ঈশ্বর কহিলেন, - শাস্তি বিষয়ে মাধ্বী, বশীকরণে ফাটিকী, স্তম্ভনে ডাকিনী, বিদ্বেষে পৈষ্টিকী, উচ্চাটনে গোড়ী ও মারণে ভৈরবী শুভকরী হয়। হে দেবি! এই সকল শক্তির লক্ষণ কুলমোহনতন্ত্রে কথিত হইয়াছে। শাস্তিকার্য্যে পদ্মিনী, বশ্যে শঙ্খিনী, স্তম্ভনে ও উচ্চাটনে নাগবল্লভা প্রশস্তা। মারণে ডাকিনী প্রশস্তা, অধিক কি এই ডাকিনী শত্রুমৃত্যু প্রদা হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গা, দীর্ঘকেশী, সর্বদা অমৃতভাষিণী রক্ত নেত্রা পদ্মিনী সাধন বিষয়ে শুভদায়িনী হয়। হে ভাবিনি। শঙ্খিনী মন্ত্র সিদ্ধিকরী। শঙ্খিনী ও দীর্ঘাঙ্গী নিখিল জনরঞ্জনকারিণী। সমাসী শূদ্রতুল্যদেহধারিণী নাতিখর্ব্বা এবং নাতিদীর্ঘা, দীর্ঘকেশী, মধ্যপুষ্ঠা

দীর্ঘকেশী মধ্যপুষ্ঠা মূহুভাষা চ নাগিনী ।  
 কৃষ্ণাঙ্গী কৃশাঙ্গী চ দন্তরা মদতাপিতা ॥ ৩৪  
 ব্রহ্মকেশী দীর্ঘঘোণা সদা নিষ্ঠুরবাদিনী ।  
 সদা ক্রুদ্ধা দীর্ঘদেহা মহারাবপরায়ণা ॥  
 নিলজ্জা হাস্তহীনা চ নিদ্রালুর্বহুভক্ষিকা ।  
 ইয়ং সা ডাকিনী প্রোক্তা মৃত্যুযোগে প্রশস্ত্যতে ॥ ৩৫। ৩৬  
 এতাস্ত শক্তয়ো দেবি সর্বজাতিসমুদ্ভবাঃ ।  
 নাপত্যশ্চ সুরত্যশ্চ জাতপুত্রাদিকাঃ শুভাঃ ।  
 গ্রাহা কুলরসৈঃ পূজ্যা ভক্তিভাবেন কামিনী ॥ ৩৭ ॥

দেব্যাংচ ।

কেন কেন চ মন্ত্ৰেণ মন্ত্রী ষট্‌কর্ম্মভাগ্‌ ভবেৎ ।  
 তত্তন্মন্ত্ৰং মহেশান যত্নহং তব বল্লভা ॥ ৩৮ ॥

ও নাগিনী মূহুভাষিণী হয়। কৃষ্ণাঙ্গী ও কৃশাঙ্গী দন্তরা, মদতাপিতা, ব্রহ্মকেশী, দীর্ঘনাসা, নিরস্তুর নিষ্ঠুরবাদিনী, সদাক্রুদ্ধা, দীর্ঘদেহা, মহারাবিণী, নিলজ্জা, হাস্তহীনা, নিদ্রালু ও বহুভক্ষিণী ইনিই ডাকিনী বলিয়া উক্তা হন, এই ডাকিনীই মৃত্যুযোগে প্রশস্তা। হে দেবি! সর্বজাতিসমুদ্ভব এই সকলই শক্তি, সমস্তানা, সুরতিবিশিষ্টা ও জীববৎসা শুভকারিণী। এই সকলই শক্তিই গ্রাহ্য, এই সকল কামিনীকে কুলরসদ্বারা ভক্তি ভাবে পূজা করিবে। ২৮—৩৭

দেবী কহিলেন,—হে মহেশ! যদি আমি আপনার বল্লভা হই, তবে মন্ত্ৰবান্‌ ব্যক্তি কোন্‌ কোন্‌ মন্ত্ৰ দ্বারা ষট্‌কর্ম্মসেবী হয়, সেই সেই মন্ত্ৰ আমার নিকট বলুন। ৩৮

ঈশ্বর-উবাচ ।

একাক্ষরং কালিকায়ান্তারায়ান্ত ত্রিবীজকম্ ।

বজ্রবৈরোচনী যোধোমনুরেকাদশাক্ষরঃ ॥ ৩৯

সৰ্ব্বতেজোহপহারী চ মমুরাখ্যাত এব চ ।

বহুনাত্র কিমুক্তেন শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ॥ ৪০

কেবলং শক্তিয়ুক্তশ্চ জপেদেবীং সমাহিতঃ ।

অবশ্যং ফলমাপ্নোতি নাশ্রুথা বীরবন্দিতে ॥ ৪১

খলো যদি ফলপ্রাপ্তঃ সবলো যদি নিষ্ফলঃ ।

ভবেদেতন্মহেশানি তদা সৰ্ব্বং বৃথা ভবেৎ ॥ ৪২

অহং ধাতা তথা পাতা রক্ষানুদ্যোগিনঃ শিবে ।

তথাপি নহি সিদ্ধিঃ স্মাচ্চিত্রমেতন্নগাঅজে ॥ ৪৩

এবম্ভ মারণং দেবি বিশেষাৎ কথয়ামি তে ।

সান্তং বহিসমাযুক্তং বামনেত্রবিভূষিতম্ ॥ ৪৪

ঈশ্বর কহিলেন,—কালিকার বীজ একাক্ষর, তারার বীজ ত্র্যাক্ষর, বজ্রবৈরচনীর বীজ একাদশাক্ষর । এই সকল সৰ্ব্বতেজোবিনাশী মন্ত্র কহিলাম । অগ্নি প্রাণবল্লভে ! বহু কথার প্রয়োজন নাই । কেবল শক্তিয়ুক্ত হইয়া সমাহিতচিত্তে দেবীকে জপ করিবে, হে বীরবন্দিতে ! তাহা হইলে অবশ্যই ফলপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই, ফল প্রাপ্তির ইহা ভিন্ন অত্র উপায় নাই । যদি খলব্যক্তি ফলপ্রাপ্ত হয় এবং সবল যদি নিষ্ফল হয়, তবে এই সকল বৃথা অর্থাৎ এই সকল বৃথা প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ৩৯—৪২

হে শিবে ! আমি ধাতা, পাতা, এবং উদ্যোগিগণের রক্ষক ; তবে যদি সিদ্ধি না হয়, তবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে । হে

হ্রাঁ হ্রঁ হ্রঁ অমুক মারয় মারয় স্বাহা ।

কূর্চ্চযুগ্মং ততোদেবি অমুকং মারয় মারয় ॥ ৪৫

চতুর্দশাঙ্গরোমহঃ স্বাহাস্তুঃ শক্রনাশকঃ ।

খদিরাঙ্গারমাদায় কুজাষ্টম্যাং বিশেষতঃ ॥৪৬

লেখয়েৎ পুত্তলীং শক্রস্বরূপাং লৌহপত্রকে ।

নিশায়াং মস্তকে নেত্রে ললাটে হৃদয়ে করে ॥ ৪৭

লাভৌ গুহ্যে কটৌ পৃষ্ঠে ক্রমোক্তেন পাদদ্বয়ে ।

মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য প্রতিষ্ঠাং তত্রকারয়েৎ ॥৪৮

সংহারমুদ্রাং বন্ধা তু ধ্যায়েদেবীং জয়প্রদাম্ ।

দীর্ঘাকারাং কৃষ্ণবর্ণাং সদোক্তস্তনমস্তকাম্ ॥৪৯

নৃমুণ্ডযুগলং হস্তে চক্ৰায়ন্তী দিগম্বরীম্ ।

শক্রনাশকরীং দেবীং ধ্যায়েচ্ছত্রাঙ্কয়া চ ॥৫০

নগনন্দি দেবি! আমি তোমাকে প্রকরণ বিশেষভাবে বলিতেছি । সাস্তু, বহিসংযুক্ত চন্দ্রাবিত মন্ত্র মারণ বিষয়ে প্রশস্ত । হে দেবি! হ্রীং তং হ্রঁ অমুকং মারয় মারয় স্বাহা । ঐ মন্ত্র কূর্চ্চযুক্ত করিয়া অমুকং মারয় মারয় বলিতে হইবে । চতুর্দশাঙ্গর স্বাহাস্তু মন্ত্র শক্রনাশক জানিবে । খদিরের অঙ্গার আহরণ করিয়া বিশেষতঃ কুজবারযুক্ত অষ্টমীতে লৌহপাত্রে শক্রর স্বরূপ পুত্তলিকা লিখিত করিয়া রাত্রিকালে মস্তকে, নেত্রে ললাটে, হৃদয়ে, করে, নাভিতে, গুহ্যে, কটিতে, পৃষ্ঠে, পাদদ্বয়ে ক্রমশঃ মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া তথায় প্রতিষ্ঠা করিবে । তদনন্তর সংহারমুদ্রা বন্ধনপূর্বক জয়প্রদা দেবাকে ধ্যান করিবে । দীর্ঘাকারা, কৃষ্ণবর্ণা, সত্যতোদগতস্তনা ও উদগতমস্তক দিগম্বর, করপুত নরমুণ্ডযুগল

এবং ধ্যায়েষ্টকাচূর্ণৈর্বামহপ্তেন শঙ্করি ।  
 ওঁ শক্রনাশকত্রৈ নম ইতি দত্তা মহেশ্বরী ॥ ৫১  
 হরিজ্ঞাচূর্ণসহিতাং ধারাং দত্তাননেন তু ।  
 অমুকস্ত শোণিতং পিব পিবেতি তৎপরম্ ।  
 মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নম ইতি মন্ত্রতঃ ॥ ৫২  
 মধ্যাহ্নে মধ্যরাত্রে তু পূজয়িত্বাশতাষ্টকম্ ।  
 জপেদেকাদশাহে চ রোগঃ স্ত্যাত্ত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩  
 দশাধিকৈকবিংশাহে মৃত্যুরেব রিপোক্ৰবম্ ।  
 কথবাশ্রুপ্রকারেণ শক্রক্ষয়মহং বদে ॥ ৫৪  
 পুংগোশকৃৎ সমাদায় পূজয়েদুষ্ণবারিণা ।  
 বিপরীতক্রমেণৈব জপপূজাদিকঙ্করেৎ ॥ ৫৫  
 মহাদেবায় নম ইতি পুংগোশকৃৎ সমাহরেৎ ।  
 শিবায় নম ইতি মন্ত্ৰেণ গঠনঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৫৬

এইরূপে চৰ্চণ করিতেছেন । শক্রক্ষয়ের নিমিত্ত শক্রনাশকরী দেবীকে  
 ধ্যান করিবে । ৪৩—৫০

হে শঙ্করি ! এই ধ্যান করিয়া ইষ্টকাচূর্ণ দ্বারা বামহস্তে ওঁ শক্রনাশকত্রৈ  
 নমঃ এই মন্ত্রে হরিজ্ঞা চূর্ণ সহিত ধারা প্রদান করিবে । তৎপরে  
 “অমুকস্ত শোণিতং পিব পিব মাংসং খাদয় খাদয় হ্রীং নমঃ” এই মন্ত্রে  
 মধ্যাহ্নে বা মধ্যরাত্রে একশত অষ্টবার পূজাপূর্বক জপ করিবে । এইরূপ  
 করিলে একাদশ দিবসে শত্রুর রোগ হইবে সন্দেহ নাই । একবিংশতি দিন  
 একদণ্ডে রিপুর নিশ্চয় মৃত্যু হইবে । অথবা অশ্রুপ্রকারে আমি শক্রমারণ  
 কহিতেছি, শ্রবণ কর । বৃষের গোময় আনিয়া উষ্ণবারি দ্বারা তাহার পূজা

পশুপতয়ে নম ইতি প্রাণান্ সংস্থাপয়েত্ততঃ ।  
 লৌহপাত্রে মহেশানি খাদিরাজ্জারযোগতঃ ॥  
 শত্রুপ্রতিকৃতিং লিখ্য তত্র সংস্থাপয়েচ্ছিবম্ ॥ ৫৭  
 ততোধ্যায়েন্নহারুদ্রং ধ্যানং শৃণু সমাহিতঃ ।  
 শত্রোর্বক্ষঃ স্থিতং রুদ্রং জলদগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ৫৮  
 বামহস্তধরং কেশং দক্ষিণ প্রাণকর্ষণম্ ।  
 নরচক্ষ্মাশ্বরং দেবং মহাব্যালাদিবেষ্টিতম্ ॥ ৫৯  
 পিণাকধ্বগিহাগচ্ছ ইত্যাদিনাবাহ যত্নতঃ ।  
 শূলপাণয়ে নম ইতি স্নাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৬০

করিবে । বিপরীত ক্রমে জপ পূজাদির অনুষ্ঠান কর্তব্য । মহাদেবায়ঃ  
 নমঃ এই মন্ত্রে বুধগোময় আহরণ করিয়া শিবায়ে নমঃ এই মন্ত্রে গঠন  
 সম্পাদনপূর্বক পশুপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে । ৫১—৫৬

হে মহেশ্বর ! লৌহপাত্রে খাদিরাজ্জার দ্বারা শত্রুর প্রতিকৃতি  
 লিখিয়া তথায় স্থাপন করিবে । তদনন্তর মহারুদ্রের ধ্যান কর্তব্য । এই  
 ধ্যান সমাহিতচিত্তে অবগণ কর । শত্রুর বক্ষঃস্থলস্থিত প্রেক্ষলিত অগ্নিপ্রভ  
 বাম হস্তে শত্রুর কেশধারী এবং দক্ষিণহস্তে শত্রুর প্রাণকর্ষী, নরচক্ষ্মাশ্বর  
 মহাসর্পাদিবেষ্টিত রুদ্রদেবকে ধ্যান করিবে । পিণাকধ্বক্ ইহাগচ্ছ  
 ইত্যাদি মন্ত্রে যত্নপূর্বক আহ্বান করিয়া শূলপাণয়ে নমঃ এই মন্ত্রে স্নান  
 করাইবে । সাধকোত্তম ব্যক্তি মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা  
 পূজা করিবে । তদনন্তর অগ্নিকোণাদি পর্য্যন্ত দৈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ  
 হইতে সর্বায়ে ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ এইরূপ ভাবে বিপরীতক্রমে পূজা কর্তব্য ।  
 ওঁ শিবায়ে নমঃ, ওঁ মূলমন্ত্র অষ্টাবিংশতি বার জপ কর্তব্য । হুঁ ক্রমশঃ এই

মহেশ্বরায় নম ইতি পাঠাদিনা প্রপূজয়েৎ ।  
 ঈশানাদিত্তথা মূৰ্ত্তিং ব্যাংক্রমেণ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬১  
 অগ্নিকোণাদিপৰ্য্যন্তং সূৰ্য্যরীত্যা মহেশ্বরি ।  
 ওঁ শিবায় নমঃ ওঁ মূলমষ্টাবিংশতি সংজপেৎ ॥ ৬২  
 হং ক্ষময়েতি বামেন করেণ তু বিসৰ্জ্জয়েৎ ।  
 অজিত কেশব বিষ্ণো হরে সত্য জনাৰ্দ্দন ।  
 হংস নারায়ণায় স্বাহা মন্ত্রমেব সকৃজ্জপেৎ ॥ ৬৩  
 হং নমো ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা ।  
 ইতি যঃ শিবঃ নমঃ ইত্যপি সকৃজ্জপেৎ ॥ ৬৪  
 'এবমেকাদশাহেন শত্ৰুশ্রাদানমঞ্জসা ।  
 অবশ্যং জায়তে দেবি সত্যং সত্যং ত্রিলোচনে ॥ ৬৫  
 কথয়ামি মহাদেবি বৈরন্তস্তনমুত্তমম্ ।  
 কুস্তকারস্ত পয়নাদানয়েৎ পিঠরং শূলম্ ।  
 একং দ্বয়ং ত্রিকক্ষুটং যৎ কৃতং সাধকোত্তমঃ ॥ ৬৬

মন্ত্রে বাম কর দ্বারা বিসৰ্জন করিবে । অজিত কেশব বিষ্ণো হরে সত্য জনাৰ্দ্দন । হংস নারায়ণায় স্বাহা এই মন্ত্র একবার জপ্তব্য । “হং নমো ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা” এই মন্ত্র এবং “ওঁ নমঃ শিবায়” এই মন্ত্র একবার জপ করিবে । এইরূপ করিলে একাদশ দিবসে একেবারে শত্রু উন্মাদিত হইয়া উঠিবে । হে দেবি ! ইহা সত্য সত্যই ঘটবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ৫৭—৬৫

হে ত্রিলোচনে ! উত্তম শত্রুশস্ত্রন কহিতেছি, শ্রবণ কর । কুস্ত-  
 কারের পয়ন হইতে পিঠরশূল আনয়ন করিবে । হে মহেশ্বর ! সাধকো-



আনীয় চ উখামধ্যান্তস্য পযুসিতস্তথা ।  
 নিক্ষিপ্য পিঠরে শুকনালিকাপত্রবিস্তরং ।  
 ভস্মপরি চ সংস্থাপ্য বাটিকায়াঃ সুরেশ্বরি ।  
 ঐশাশ্রাং বিবরং কৃষ্টা শনৈর্ক্বারে মহেশ্বরি । ৬৭  
 পুনর্মধ্যাহ্নকালে চ নির্জ্জনে সতি ভাবিনি ।  
 চতুর্দিক্ষু বাটিকায়াগর্তস্থ নিকটাং প্রিয়ে ॥ ৬৮  
 তত্তাবতীমহং ভূমিং চৌরেভ্যোরক্ষ্যামি চ ।  
 প্রফুল্লমনসা দেবী ভূমৌ পরিগ্রহকরেং ॥ ৬৯  
 তাবতাক্ষ ততোভূমিং বামাবর্তনে ভাবিনি ।  
 পরিক্রম্য পুনস্তত্র গর্তস্থ নিকটং ব্রজেং ॥ ৭০  
 তত্রৈব নির্জ্জনে গর্তে শলাকাং লৌহনির্ম্মিতান্ ।  
 রোপয়িত্ব তত্স্থপরি পিঠরং সশরাবকং ।  
 সংস্থাপ্য মৃন্তিঃ সম্পূর্য্য তদগর্তং গৃহমাত্রজেং ॥ ৭১

---

—তম তাহাতে এক দুই তিন স্ফুট করিয়া ঐ পিঠরে উখামধ্যস্থিত  
 পর্য্যুষিত ভস্ম নিক্ষেপপূর্ব্বক বিস্তর শুক নালীকাপত্র ভস্মপরি  
 সংস্থাপন করিয়া বাটীর ঈশানকোণে শনিবারে গর্ত করিবে। হে  
 ভাবিনি! অনন্তর মধ্যাহ্নকালে নির্জ্জন হইলে বাটিকার চারিদিকে  
 গর্তের নিকট হইবে, হে প্রিয়ে! ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি চৌর হইতে  
 রক্ষা রাখিতেছি। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রক্ষিত ভূমির একটা  
 সীমা মনে মনে নির্দেশ করিবে। হে দেবি মহেশ্বরি! সেই তাবতী-  
 ভূমি বামাবর্তে পরিক্রমণ করিয়া পুনর্বার গর্তের নিকট গমন করিবে।  
 গোপনে সেই গর্তেই লৌহনির্ম্মিত শলাকা প্রোথিত করিয়া তত্স্থপরি

গতিস্তস্ত ভবেদেবি চৌরাদীনাং তথা খলু ॥  
 অয়ং যোগবরোদেবি ছল্লভোবসুধাতলে ॥ ৭২  
 পিশাচভূতবেতালকুয়াণ্ডব্রক্ষরাক্ষসাং ।  
 দানবানাং তথাক্ষেমাং গতিস্তত্র নজায়তে ॥ ৭৩  
 ধনপুত্রসমৃদ্ধিস্ত বর্দ্ধিতেহনিশস্তথা ।  
 দিনে দিনে ধর্মবুদ্ধিজায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৪

শ্রীদেবুবাচ ।

ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ লোকানুগ্রহকারক ।  
 সাধনং সর্বমন্ত্রস্ত সর্বাশাপরিপূরকম্ ।  
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামিতদ্বদস্বমহেশ্বর ॥ ১

শ্রীঈশ্বর-উবাচ ।

শয্যায়াং সাধনমাদৌ বক্ষোহং পরমাত্মতম্ ।  
 সার্কিয়ামগতায়ান্ত নিশায়াং সাধকোত্তমঃ ॥ ২

শরাবসহিত পিঠর সংস্থাপন পূর্বক মৃত্তিকা দ্বারা সেই গর্ত পূরিত  
 করিয়া গৃহে গমন করিবে। হে দেবি! এইরূপ করিলে চৌরাদির  
 গতি স্তম্ভ হইবে। হে দেবি! এই উৎকৃষ্টযোগ বসুধাতলে ছল্লভ।  
 এই যোগ করিলে পিশাচ, ভূত, বেতাল, কুয়াণ্ড, ব্রক্ষরাক্ষস, দানব  
 ও অস্ত্রাত্ত ভূতগণের তথায় গতি হয় না। অহনিশ ধন পুত্র ও সমৃদ্ধি  
 বৃদ্ধি ও দিন দিন ধর্মবুদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সংশয় নাই। ৬৪—৭৪

দেবি কহিলেন, হে সর্বধর্মজ্ঞ লোকানুগ্রাহক ভগবন্! সকল মন্ত্রের  
 সর্বাশাপরিপূরক সাধন শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, হে মহেশ্বর!  
 আপনি তাহা কীর্তন করুন। ঈশ্বর কহিলেন, প্রথম পরমাত্ম শয্যা সাধন

ଭୂଷା ଦିଗନ୍ଧରଃ ସମ୍ୟାଗାଚମ୍ୟା ବିଧିବତ୍ତଦା ।  
 ଅଭ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଳମନ୍ତ୍ରେଣ ଶୟାୟାନ୍ତତ୍ର ସଂବିଶେଃ ॥ ୩  
 ଶୁକ୍ରଂ ପରଶୁକ୍ରକୈବ ପରାପରଶୁକ୍ରସ୍ତଥା ।  
 ପରମେଷ୍ଠିଶୁକ୍ରକୈବ ବାମେହତାର୍ଚ୍ଚ୍ୟା ଗଣେଶ୍ଚରମ୍ ॥ ୪  
 ଦକ୍ଷିଣେ ଚ ଶ୍ରବେରୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମବାସିନେ ନମଃ ।  
 ତତୋମାୟମାସନାୟ ନମଃ ଇତ୍ୟର୍ଚ୍ଚୟେଚ୍ଛିବେ ॥ ୫  
 ଶୟାଂ ଶୟା ତଳେ ଦେବି ପ୍ରଣବଂ ବାଗ୍ଭବଂ ଫଟ୍ ।  
 ଲିଖିତ୍ବାଚମ୍ୟା ଯତ୍ନେନ ସମନ୍ତୋକ୍ତବିଧାନତଃ ॥ ୬  
 ପ୍ରଣବଂ ମଣିଧରୀକୈବ ବଜ୍ରାଞ୍ଜି ଚେନ୍ମହାପଦମ୍ ।  
 ପ୍ରତିସରେ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ମାଂ ହଂ ଫଟ୍ ସ୍ବାହୟାୟୁତମ୍ ॥ ୭  
 ଅନେନ ମନୁନା ଦେବି ଶିଖାଂ ବଧ୍ବା ବିଧାନତଃ ।  
 ଅଞ୍ଜନାସକରନ୍ତାସୌ ମାତୃକାନ୍ତାସମେବ ଚ ॥ ୮  
 ଭୂତଶୁକ୍ତାଦିକଂ କୃତ୍ବା ହଂପଦ୍ମେ ପରମାଂ ଶିବାମ୍ ।  
 ଧ୍ୟାତ୍ବା ଭକ୍ତ୍ୟା ସମତାର୍ଚ୍ଚ୍ୟା ମାନସୈଃ ସାଧକୋତ୍ତମଃ ॥ ୯

ବଳିବ । ସାଧକୋତ୍ତମ, ରାତ୍ରିବ ସାଞ୍ଜେଃ ପ୍ରହର ଗତ ହଇଲେ, ଦିଗନ୍ଧର ହଇଛା  
 ଶୟାବିଧି ଆଚମନ ପୁରଃସର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଓ ଶୟାୟ ଅଭ୍ୟାନ୍ୟ କରିଛା ସେହି ଶୟାୟ  
 ଗମନ କରିବେ । ଅନନ୍ତର ବାମଭାଗେ, ଶୁକ୍ର, ପରମଶୁକ୍ର, ପରାପରଶୁକ୍ର,  
 ପରମେଷ୍ଠିଶୁକ୍ର ଏହି ସକଳ ଶୁକ୍ରକେ ଏବଂ ଗଣେଶ୍ଚରକେ ଦକ୍ଷିଣେ ଶ୍ରବ ଓକ୍ତଭାଗେ  
 ଶ୍ୟାମବାସୀକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ “ଆୟାମାସନାୟ ନମଃ” ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା  
 କରିବେ । ହେ ଶିବେ! ଶୟାତଳେ ପ୍ରଣବ ଏବଂ ଫଟ୍ ସ୍ବାଗ୍ଭବ ମନ୍ତ୍ର ଲିଖିତ୍ବା ଆଚ-  
 ମନାନ୍ତେ ନିଜମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧାନେ “ଓଁ ମଣିଧରି ବଜ୍ରାଞ୍ଜି ଚେନ୍ମହାପଦଃ ପ୍ରତିସରେ  
 ରକ୍ତ ରକ୍ତ ମାଂ ହଂ ଫଟ୍ ସ୍ବାହା”, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ବିଧିପୂର୍ବକ ଶିଖାବନ୍ଧନ କରିବେ ।

শয্যাভলে প্রণীয়তাং মন্ত্রোপরি বরাননে ।  
 প্রণবঞ্চ ততোদেবি বটুকৈভ্যোনমস্তথা ॥ ১০  
 ইতি মন্ত্ৰেণ মনযা বটুকং পাঢ়াদিভির্ঘজেৎ ।  
 ততস্ত বহ্নিবীজেন সমস্তাজ্জলধাবয়া ॥ ১১  
 বহ্নিপ্রাচিরমাচিন্ত্য সংকল্পঞ্চ সমাদরাৎ ।  
 জপং কৃত্বা সমপর্য্যথ বিধিনা পরমেশ্বরী ।  
 পুনঃ সঙ্কল্য দেবেশি কুর্য্যাৎ সর্ব্বক্রমং শিবে ॥ ১২  
 হোমঞ্চ তর্পণঞ্চৈব অভিষেকং ততঃপরম্ ।  
 বিপ্রস্ত ভোজনঞ্চৈব অভাবে দ্বিগুণং জপেৎ ॥ ১৩  
 কাঞ্চনং দক্ষিণাং দদ্বাচ্ছিত্রাবধারণকরেৎ ।  
 সংপ্রোচ্য বটুকং দেবি ক্ষমশ্বেতি বিসজ্জয়েৎ ॥ ১৪

অনন্তর অঙ্গষ্ঠাস করস্তাস মাতৃকাস্তাস ও ভূতশুদ্ধাদি সমাপন পূর্ব্ব  
 তৎপরে ভক্তিপূর্ব্বক মানস পূজা করিয়া পবনা শিবার ধ্যান  
 করিবে । ১—২

হে বরাননে ! তদনন্তরে শয্যাভলে প্রণবযুক্ত মন্ত্র বিস্তাস করিয়া  
 তৎপরে “বটুকৈভ্যোনমঃ” মন্ত্ৰে পাদ্যাদি দ্বারা বটুকের মানস পূজা  
 কর্তব্য । তৎপরে বহ্নিবীজ দ্বারা চারিদিকে জলধারায় বহ্নি প্রাচীর চিন্তা  
 করিয়া বিধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে । হে পরমেশ ! অনন্তর জপ ও জপ  
 সমর্পণ করিয়া পুনর্বার সঙ্কল্প পূর্ব্বক অন্তান্ত বাবতীয় পূজাক্রম অনুষ্ঠান  
 করিবে । হোম, তর্পণ ও অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সকল  
 অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে । হে শিবে ! পরমেশ্বরী !  
 তদনন্তর কাঞ্চন দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক অচ্ছিত্রাবধারণ করিবে । তৎপরে  
 “হে বটুকস্তং ক্ষমস্ব” এই মন্ত্ৰে বটুককে বিসর্জন করিবে । হে দেবি !

ଏବମୁକ୍ତଂ ମହାଦେବି ଶୟାସାଧନମୁତ୍ତମମ୍ ।  
 ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିକରଂ ଶିଞ୍ଚମନ୍ତ୍ରଂ ସାୟୁଜ୍ୟାଦାୟକମ୍ ॥ ୧୫  
 ଅଥ ଶୃଂ ତ୍ରିବାଟିନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ବାଟିନ୍ତ୍ର ସାଧନମ୍ ।  
 ଗନ୍ଧା ତୁ ତ୍ରିପଥଂ ବାପି ଚତୁଷ୍ପଥଂ ବରାନନେ ॥ ୧୬  
 ପ୍ରଣମେଦ୍ ଗୁରୁମଭ୍ୟର୍ଚ୍ଚ ମନିଷରୀତି ଚ ମନ୍ତ୍ରତଃ ।  
 ବନ୍ଧା ଶ୍ରେଷ୍ଠିକ୍ତ ବଜ୍ରାନ୍ତେ ନିର୍ଭୟଃ ସାଧକୋତ୍ତମଃ ॥ ୧୭  
 ଅଶାନବାସିନୋ ଯେ ଯେ ଦେବାଦେବାଞ୍ଚ ଶୈରବାଃ ।  
 ଦୟାଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ସର୍ବେ ସିଦ୍ଧିଦାଞ୍ଚ ଭବନ୍ତୁ ମେ ॥ ୧୮  
 ପ୍ରଣମେଂ ପ୍ରଣବାନ୍ତେନ ମନୁନାନେନ ଭକ୍ତିତଃ ।  
 ତତଃ ପୂର୍ବମୁଦ୍ଧୋବାପି ଉତ୍ତରାଶାମୁଦ୍ଧୋପି ବା ॥ ୧୯  
 ଉପବିଶ୍ଵ ସମାଚମ୍ୟ ଅସ୍ତିବାଚ୍ୟ ମହେଶ୍ଵରି ।  
 ସ୍ଥାନଂ ସମ୍ଭାର୍ଜ୍ୟ ତତ୍ତ୍ରେବ ପ୍ରେତବୀଜଂ ଲିଖେଂ ସୁଧୀଃ ॥ ୨୦  
 ବୀଜୋପରି ମହାଦେବି ବିହିତାସନମାସ୍ତରେଂ ।  
 ତତ୍ରୋପବିଶ୍ଵ ଦେବେଶି ହୃଦୀଞ୍ଚଦେବତାଂ ସ୍ମରେଂ ॥ ୨୧

ଏହି ଆମି ତୋମାକେ ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିକର ଆମାର ସାୟୁଜ୍ୟ ସାଧକ ଉତ୍ତମ ଶୟାସାଧନ  
 କଲିଲମ୍ । ଏକ୍ଷଣେ ତ୍ରିବାଟି ଓ ଚତୁର୍ବାଟିର ସାଧନ ଶ୍ରବଣ କର । ୧୦— ୧୫

ହେ ବରାନନେ ! ତ୍ରିପଥ ବା ଚତୁଷ୍ପଥେ ଗମନପୂର୍ବକ ଶୁକ୍ଳାଦିକେ ପ୍ରଣାମ  
 କରିବା, ମନିଷରୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠବନ୍ଧନ ପୂର୍ବକ ବଜ୍ରମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣକରତ ସାଧକ  
 ନିର୍ଭୟ ହୁଏବେ । ତଦନନ୍ତର “ଓ ଅଶାନବାସିନୋ ଯେ ଯେ ଦେବା ଦେବାଞ୍ଚ  
 ଶୈରବାଃ । ଦୟାଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ସର୍ବେ ସିଦ୍ଧିଦାଞ୍ଚ ଭବନ୍ତୁ ମେ ।” ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ  
 ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରିବେ । ହେ ମହେଶ୍ଵରି ! ତଦନନ୍ତର ସୁଧୀ ସାଧକ ପୂର୍ବମୁଖ  
 ବା ଉତ୍ତରମୁଖ ହେବା ଉପବେଶନପୂର୍ବକ ଆଚମନାନ୍ତେ ଅସ୍ତିବାଚନପୁରଃସର ହାନ

যথেষ্টমনসারাধ্যাং অষ্টান্ম চ বলিং হরেং ।  
 কালাদিভ্যো মহেশানি পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ২১  
 কালী কপালিনী কুৰ্ব্বা কুরুকুৰ্ব্বা বিরোধিনী ।  
 বিপ্রচিন্তা তথা নীলা বলাকা চ ধনদ্বিষঃ ॥ ২৩  
 প্রণবাদি নমোহস্তেন পূজাবল্যাদিনা স্মৃতাঃ ।  
 সঙ্কল্পাষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বাচ্ছিদ্রাবধারণম্ ।  
 কৃষ্টা স্থানং পরিত্যজ্য দেবীং স্মরন্ গৃহং ব্রজেৎ ॥ ২৪  
 এবমুক্তং সাধনস্তে সর্বসিদ্ধনিষেবিতম্ ।  
 যস্যৈ কস্যৈ ন দাতব্যং সাধকানাং পরং হিতম্ ॥ ২৫  
 অতঃপরমহং বক্ষ্যে বিশ্বমূলস্য সাধনম্ ।  
 বিশ্বমূলং মহেশানি সমস্তাং বোড়শঙ্করম্ ॥ ২৬

মার্জনা করিয়া, সেই স্থানেই প্রেতবীজ লিখিবে । হে দেবি ! বীজোপরি  
 বিহিত আসন আন্তরগপূৰ্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিয়া হৃদয়ে ইষ্টদেবতার  
 স্মরণ কর্তব্য । মানসাদি আরাধনা করিয়া অষ্টদিকে বলি আহরণপূৰ্ব্বক  
 যথাবিধি কালাদির পূজা করিয়া প্রণবাদি নমোহস্তম্বয়ে কালী,  
 কপালিনী, কুৰ্ব্বা, কুরুকুৰ্ব্বা, বিরোধিনী, বিপ্রচিন্তা, লীলা, বনা ও  
 বলাকার যথাবিধি পূজা পূৰ্ব্বক বলি প্রদান করিবে । পরে সংকল্প করিয়া  
 অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে তদনন্তর  
 সেই স্থান পরিত্যাগপূৰ্ব্বক দেবীকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহে গমন  
 করিবে । হে দেবি ! এই আমি তোমাকে সিদ্ধ সাধকগণের সাধনের  
 বিষয় कहিলাম, ইহা যাহাকে তাহাকে দাতব্য নয়, ইহা সাধকগণের পরম  
 হিতজনক জানিও ॥ ১৬ - ২৫

একুণে আমি তোমাকে বিশ্বমূল সাধন বলিব । হে মহেশানি !

মম জটাস্বরূপং হি পৰ্ণং জানীহি স্তুন্দরি ।

ঋগ্‌যজুঃসামসদৃশং পত্রত্রয়ং বরাননে ॥ ২৭

শাখা হি সৰ্ব্বশাস্ত্রাণি জানীহি মীনলোচনে ।

কল্পবৃক্ষসমো বিষ্ণো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।

মহালক্ষ্মীবিবলবৃক্ষোজাতঃ শ্রীশৈলপৰ্বতে ॥ ২৮

শ্রীদেব্যুবাচ ।

কথং সা বিষ্ণুবনিতা বিলবৃক্ষো বভূব হি ।

বৃন্তান্তং পরমার্চ্যং বদ মে করুণাময় ॥ ২৯

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বৃন্তান্তং পরমাদ্বুতম্ ।

সত্যে তু পূজয়ামাস লিঙ্গং রামেশ্বরতিধম্ ॥ ৩০

জ্যোতিরূপং মদীয়াংশং প্রার্থ্য ব্রহ্মাদিভিঃ সহ ।

তত্র মেহনুগ্রহাদ্ বাণী সৰ্বেষাং প্রিয়তাং গতা ॥ ৩১

বিষ্মূলের চারিদিকে ঘোড়শব্দে পরিমিত স্থানই বিষ্মূল বলিয়া অভিহিত । হে স্তুন্দরি ! তাহার পত্র আমার জটাস্বরূপ, হে বরাননে ! তাহার ত্রিপত্র ঋক্‌ যজুঃ ও সামবেদ । শাখা সৰ্ব্বশাস্ত্র জানিবো হে মীনলোচনে ! বিলবৃক্ষ কল্পবৃক্ষ তুল্য এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবস্বরূপ । মহালক্ষ্মী বিলবৃক্ষ হইয়া শ্রীশৈলপৰ্বতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ২৬—২৮

দেবী কহিলেন, হে করুণাময় ! বিষ্ণু বনিতা কিরূপে বিলবৃক্ষ হইয়া জন্মিলেন, এই পরমার্চ্য বৃন্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, বর্ণন করিয়া আমার কোতূহল চরিতার্থ করুন । ২৯

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! এই পরমাদ্বুত বৃন্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ

বিষ্ণোরতিপ্রিয়া নিত্যং সাভুৎ সরস্বতী সদা ।  
 তাদৃক্ প্রীতি ন লক্ষ্মীকং জায়তে কেশবস্ত ৮ ॥ ৩২  
 ইতি চিন্তাপরা লক্ষ্মীর্যযো শ্রীশৈলমুত্তমম্ ।  
 প্রাপ্তামাল্লিঙ্গমেকান্তে তপস্তপেহতিদারুণম্ ॥ ৩৩  
 তথাপি হৃদি নৈবাভুৎ কৃপা মে পরমেশ্বরি !  
 তদা সা বৃক্ষরূপেণ স্থিতা লিঙ্গ্যগ্রতঃ সতী ॥ ৩৪  
 পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈঃ স্বীয়ৈঃ পূজয়ামাস সন্ততম্ ।  
 কোটিবর্ষে মহেশানি ততোমেহ্নুগ্রহো ভবেৎ ॥ ৩৫  
 তেনৈবানুগ্রহেণৈব বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থিতা ভবেৎ ।  
 সর্দৈব পরমেশানি বিহরেৎ সা সর্দৈব হি ॥ ৩৬

কর। সত্যযুগে জ্যোতীরূপ মদীয়াংশ রামেশ্বর নামক লিঙ্গ, ব্রহ্মাদি  
 দেবতাসহিত দেবীগণ পূজা করিয়াছিলেন। তাহাতে আমার অনুগ্রহ-  
 বশে বাণীদেবী সকলের প্রিয়া হইলেন। এবং সেই সরস্বতী, বিষ্ণুর সতত  
 প্রিয়া হইলেন। তৎকালে কেশবের লক্ষ্মীর প্রতি তাদৃশী প্রীতি জন্মিল  
 না। এই হেতু লক্ষ্মীদেবী চিন্তাবিতা হইয়া উত্তম শ্রীশৈলপর্বতে গমন  
 করিলেন। তথায় আমার এক লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া অতি দারুণ তপস্তা  
 জ্ঞারস্ত করিলেন। হে পরমেশ্বর! তথাপিও আমার কৃপা হইল না  
 দেখিয়া, লক্ষ্মীদেবী আমার লিঙ্গের অগ্রস্থিত স্থানে বৃক্ষরূপে অবস্থান  
 করিয়া আপনার পত্রপুষ্প ও ফলদ্বারা নিরন্তর আমার পূজা করিতে  
 লাগিলেন। হে মহেশানি! তদনন্তর কোটিবর্ষপরে আমার অনুগ্রহ  
 হইলে সেই অনুগ্রহবলে লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা হইলেন এবং তিনি  
 নিরন্তর তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ৩০—৩৬



অতস্তু কারণাদেবি তদ্রূপেণ হরিপ্রিয়া ।  
 সৰ্দৈব পূজয়েন্মাং সা মন্তুস্তা সাতুলা শিবে ॥ ৩৭  
 অতস্তু বৃক্ষমাশ্রয় তিষ্ঠামি চ দিবানিশম্ ।  
 সৰ্ব্বতীর্থময়ো দেব সৰ্ব্বদেবময়ঃ সদা ॥ ৩৮  
 শ্রীবৃক্ষঃ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ ।  
 তৎফলৈস্তৎপ্রসূনৈৰ্বা ততপত্ৰৈর্যঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৯  
 তৎকাষ্ঠ চন্দনৈৰ্বাপি স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৪০  
 তৎকাষ্ঠচন্দনং ভালে যো ধারয়তি সংভ্রমাৎ ।  
 মন্তনুং শিববুদ্ধ্যা সা নমেদেবি মুদাস্থিতা ॥ ৪১  
 অতস্তুচন্দনং দেবি ধারয়েন্ন কদাচন ।  
 তৎপত্রং তৎপ্রসূনং বা কদাপি ধারয়েন্ন হি ॥ ৪২  
 বিশ্বমূলে মহেশানি প্রাণাস্ত্যজতি যোনিরঃ ।  
 রুদ্রদেহো ভবেৎ সত্যং পাপকোটিযুতোহি সঃ ॥ ৪৩  
 অতস্তৎসাধনং দেবি সৰ্ব্বেষাং প্রিয়কারণকম্ ।  
 তত্র গতা বিশ্বমূলং প্রাপ্যদ্ গুরুচতুষ্টয়ম্ ।

হে পরমেশানি ! দেবি ! এই কারণেই সেই হরিপ্রিয়া সেই বৃক্ষরূপে  
 সৰ্বদাই অতান্ত ভক্তিপূর্বক আমার পূজা করিয়া থাকেন । হে শিবো !  
 তিনি সৰ্বদাই আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী, এই কারণে আমি অহর্নিশ  
 বিশ্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করি । হে পরমেশ্বর ! দেবি ! অতএব  
 বিশ্ববৃক্ষ সৰ্বদাই সৰ্ব্বতীর্থময় ও সৰ্ব্ব দেবময় তাহাতে সংশয়মাত্র নাই ॥  
 বিশ্বপত্রে বা বিশ্বপুষ্পে বা বিশ্বফলে বা বিশ্বকাষ্ঠের চন্দনে যে আমার  
 পূজা করে, হে দেবি ! সে আমার প্রিয় সে আমার ভক্ত । হে দেবি !

অভ্যর্চ্য যত্তোদেবি ক্ষেত্রপালং প্রপূজ্য চ ॥ ৪৪  
 ক্ষেত্রপাল মহাভাগ শশানাধিপ সূত্রত ।  
 সিদ্ধিং দেহি জগৎকর্তা স্থানং দেহি নমোহস্ততে ॥ ৪৫  
 অনেন প্রণবাঞ্ছেন মনুনা প্রণমেত্ততঃ ।  
 ততঃ স্থানস্ত সংপূজ্য লিখেত্তত্র বরাননে ॥ ৪৬  
 বাগ্ ভবং প্রেতবীজঞ্চ পুনর্বাগ্ ভবমেব চ ।  
 তদন্তে মূলমন্ত্রঞ্চ বিলিখেৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৪৭  
 পূজয়িত্বা চ কাল্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরী ।  
 সংকল্প্যাষ্টোত্তরযুতং জপ্ত্বাচ্ছিদ্রাবধারণেৎ ॥ ৪৮  
 পরিত্যজ্য ততঃ স্থানং গুরুং স্মরন্ গৃহং ব্রজেৎ ।  
 ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং সারাৎসার পরাৎপরা ॥ ৪৯  
 গোপনীয়ং সদা ভদ্রে বিশেষাৎ পশুসংকুলে ॥ ৫০

বিষয়ক শিবসদৃশ, বিবর্তক আমার তনু এই বুদ্ধিতে আমার প্রতি ক্ষৌর্য  
 প্রদর্শন মানসে লগাটে বিষয়কের চন্দনধারী মানবকে রমা সানন্দে নম-  
 স্কার করিয়া থাকেন। অতএব হে দেবি! সেই চন্দন নরগণ কল্যাচ ধারণ  
 করিবে না। এবং তাহার পত্র বা পুষ্প ধারণ কর্তব্য নয়। হে  
 মহেশানি! যে নর বিষমূলে প্রাণত্যাগ করে, সে যদি কোটিপাপ  
 সংযুতও হয় তথাপি সে কুদ্রদেহ ধারণ করে। হে দেবি! অতএব  
 তাঁহার সাধন সর্বদেবতার প্রিয়কর। সেই বিষমূলে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ  
 গুরুচতুষ্টয়ের পূজাপূর্ব্বক পরমবদ্রে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। তখনস্তর  
 —“ক্ষেত্রপাল, মহাভাগ, শশানাধিপ, সূত্রত, তুমি জগৎকর্তা আমাকে  
 স্থান দাও এবং সিদ্ধি প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার”। প্রণবাদি এই

ইদানীং শৃণু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুত্তমম্ ।

যৎ কৃতা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ॥ ৫১

নরমহিষমার্জারমুণ্ডত্রয়ং বরাননে ।

অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ ॥ ৫২

শিবাসর্পসারমেয় বৃষভানাং মহেশ্বরি ।

পঞ্চমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতম্ ॥ ৫৩

অথবা পরমেশানি নরাণাং পঞ্চমুণ্ডকান্ ।

তথা শতং সহস্রং বায়ুতং লক্ষং তথৈব চ ॥

নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরি ।

নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্ব প্রোথয়িত্ব ধরাতলে ॥ ৫৪—৫৫

মন্ত্রে প্রণাম করিবে। হে বরাননে! তদনন্তর সেই স্থান পূজা করিয়া বাগ্ভববীজ, প্রেতবীজ, পুনর্কার বাগ্ভববীজ তৎপরে মূলমন্ত্র লিখিবে। হে পরমেশ্বর! সাধকোত্তম, তৎপরেই কালাদির পূজা পূর্বকং সমাপন করিয়া সংকল্পপূর্বক অষ্টোত্তরশত জপ সমাপনান্তে অচ্ছিদ্রাধারণ করিবে। তদন্তর গুরুকে স্মরণ করিতে করিতে সেইস্থান পরিচার পূর্বক নিজগৃহে গমন করিবে। এই আমি তোমাঞ্চে সারাংশের পরাংপর দিব্যসাধন কহিলাম, হে ভদ্রে! ইহা সততই বিশেষতঃ পশুসংকুলস্থানে গোপনীয় ॥৩৭—৫০

হে দেবেশি! এক্ষণে উত্তম মুণ্ডসাধন শ্রবণ কর। নরগণ এই মুণ্ডে সাধন করিয়া মহাদেবীর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বরাননে! নরমুণ্ড, মহিষমুণ্ড ও মার্জারমুণ্ড অথবা নৃমুণ্ডত্রয় যত্নপূর্বক আহরণ করিবে। শিবামুণ্ড, সর্পমুণ্ড, কুকুরমুণ্ড, বৃষমুণ্ড, নরমুণ্ড, এই

বিতস্তিপ্রমিতাং বেদীং তস্যোপরি প্রকল্পয়েৎ ।  
 'আয়ামপ্রস্থতো দেবি চতুর্হস্তো সমাচরেৎ ॥ ৫৬'  
 সহস্রলক্ষপর্য্যন্তং ষোড়শীং হস্তসন্মিতাং ।  
 ততঃপরং মহাদেবি শতহস্তমিতাঞ্চরেৎ ॥ ৫৭  
 তস্তান্ত ভূতনাথাদীন্ চতুর্দিক্ সমর্চয়েৎ ॥ ৫৮  
 পূর্বোক্তভূতনাথায় নমোমন্ত্রেণ দেশিকঃ ।  
 পাত্মাদিভিঃ পূজয়িত্বা বলিং দত্ত্বাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৫৯  
 এবম্ দক্ষিণে দেবি শ্মশানাধিপমাদরাৎ ।  
 তদ্বচ্চ পশ্চিমে ভাগে কালভৈরবমুত্তমম্ ॥ ৬০  
 শ্মশানমুত্তরে তদ্বৎ পূজয়িত্বা বলিং দদেৎ ।  
 বেদীমধ্যে প্রেতবীজং ফট্কারং তদনন্তরম্ ॥ ৬১  
 পাদ্যাদিভিরনৈনৈষ কুণ্ডেভাঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৬২

কয়েকটিই পঞ্চমুণ্ড বলিয়া অভিহিত । অথবা হে মহেশ্বর! পঞ্চ  
 নরমুণ্ডই পঞ্চমুণ্ডরূপে গৃহীত হয় । অথবা শত সহস্র, অযুত লক্ষ,  
 নিযুত বা কোটি যত অধিক সংখ্যক নমুণ্ড সংগৃহীত হয়, হে শুভকর!  
 পরমেশ্বর! তাহা ধরাতলে প্রোথিত করিয়া তাহার উপরে উক্ত  
 বিতস্তি পরিমিত বেদী প্রস্তুত করিবে । দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে তাহা চারিহস্ত  
 পরিমিত হইবে । সহস্র অবধি লক্ষমুণ্ড পর্য্যন্ত ষোড়শহস্ত বেদী এবং  
 নিযুত অবধি কোটিসংখ্যকমুণ্ডে শতহস্ত পরিমিত বেদী প্রস্তুত কর্তব্য ।  
 সেই বেদীতে চারিদিকে ভূতনাথাদির পূজা করিবে । সাধকব্যক্তি,  
 পূর্বোক্ত ভূতনাথকে নমোমন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া যজ্ঞপূর্বক  
 বলি প্রদান করিবে । ৫১—৫২

এইরূপে দক্ষিণদিকে শ্মশানাধিপতিকে এবং পশ্চিমদিকে 'উক্ত

নৈঋত্যাং হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ বীজং বলিঞ্চ সাধকোত্তমঃ ।

তত্রৈব পূজয়েত্তজ্জ্যা ভারতীং শুভ্রবিগ্রহাম্ ॥ ৬৩

বাগ্‌দেবতা মঙ্গয়ুতা নমোহস্তবাগ্‌ভবাদিনা ।

অনেন মনুনাভার্চ্য বলিস্তিস্তৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৬৪

হে বীরসৰ্ব্ব দেবেশ মুগুরূপ জগৎপতে ।

দয়াং করু মহাভাগ সিদ্ধিদোভব মজ্জপে ॥ ৬৫

বেদিকাপর্যানেনৈব পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং ক্রিপেৎ ।

শবং কুর্যাদবহ্নিসংস্থং পাশমিস্থকলাঘিতম্ ॥ ৬৬

মায়াবীজং কুর্চ্চবীজং ফট্‌কারঃ তদনন্তরম্ ।

পাছাদি ভরনেনৈব কুণ্ডেভ্যঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৬৭

নৈঋত্যাং হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমোমন্ত্রেণ দেশিকঃ ।

বায়বো হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ নমোমন্ত্রেণ তৎপরং ॥ ৬৮

কালভৈরবকে । উত্তরে শ্মশানের পূজা করিয়া আদর পূর্বক বলিপ্রদান কর্তব্য । বেদীমধ্যে প্রেতবীজ ও ফট্‌কার মন্ত্রে পাছাদি দ্বারা কুণ্ড সকলের পূজা করিবেন । সাধকোত্তম নৈঋত কোণে “হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ” এই বীজমন্ত্র লিখিয়া সেই স্থানেই শ্বেতবর্ণী সরস্বতীর ভক্তি-পূর্বক অর্চনা করিবে । অঙ্গয়ুত বাগ্‌দেবতাকে নমোহস্ত বাগ্‌ভবাদিমন্ত্রে অর্চনা করিয়া তাঁহাকে বলি নিবেদন কর্তব্য । “হে মুগুরূপিন্ সৰ্ব্বদেবেশ ! হে বীর জগৎপতে ! দয়া করিয়া আমার এই জপে সিদ্ধি প্রদান কর ।” এই মন্ত্র দ্বারা বেদিকার উপরিভাগে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে । পরে শবকে বহ্নিসংস্থ এবং পাশকে ইন্দু-কলাঘিত করিয়া মায়াবীজ ও কুর্চ্চবীজ ফট্‌কারমন্ত্রে পাছাদি দ্বারা কুণ্ড পূজা করিবে । ৬০—৬৭

ঈশানে হ্রীং দয়্যায়ৈ নমোমন্ত্ৰেণ শাস্ত্রবি ।  
 অগ্নৌ হ্রীং চণ্ডোগ্রায়ৈ নমোমন্ত্ৰেণ সাধকঃ ॥৬৯  
 পূজয়িত্বা বলিং দত্ত্বা উথায় সন্মুখে ততঃ ।  
 শশ্মানবাসিনো মে য়ে দেবাদেব্যশ্চ ভৈরবাঃ ।  
 দয়াং কুর্ব্বন্তু তে সৰ্ব্বে সিদ্ধিদাস্তে ভবন্তু মে ।  
 অনেন প্রণবাচেন পুষ্পাজলিত্রয়ং ক্ষিপেৎ ॥৭০৭১  
 ততঃ স্থানন্তু সংস্পৃশ্য বশোভব বদেদিত্তি ।  
 বিষ্ণুরাসনমাস্তীৰ্য্য উপবিশ্য মহেশ্বরি ॥৭২  
 অষ্টাধিকায়ুতং জপং কৃত্বাচ্ছিত্রাবধারণেৎ ।  
 স্থানং পরিকৃত্য নহা দেবীং ধ্যায়ন্ গৃহং ব্রজেৎ ॥৭৩  
 পুরশ্চর্য্যাবিধৌ দেবি শেষং শৃণু শাস্ত্রবি ॥  
 কীলকং নৈব কুর্য্যাতু ত্রিমুণ্ডোপরি কহিচিৎ ॥৭৪

সাধক হ্রীং চণ্ডিকায়ে নমঃ এই মন্ত্ৰে নৈঋতকোণে, তৎপরে  
 হ্রীং ভদ্রকালৈ নমঃ এই মন্ত্ৰে বায়ুকোণে, হ্রীং দয়্যায়ৈ নমঃ এই  
 মন্ত্ৰে, ঈশাণকোণে, হ্রীং চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ এইমন্ত্ৰে অগ্নিকোণে পূজা  
 করিয়া বলি প্রদানপূর্ব্বক উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সন্মুখে “শশ্মান বাসিনো”  
 ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণবাদি মন্ত্রদ্বারা পুষ্পাজলিত্রয় নিক্ষেপ করিবে ।  
 তদনন্তর স্থান স্পর্শপূর্ব্বক বশীভব এই বাক্য বলিবে । হে মহেশ্বরি !  
 তৎপরে কুশাশন আস্তীর্ণ করিয়া তত্পরি উপবেশনপূর্ব্বক অষ্টাধিক  
 অযুত জপ করিয়া অচ্ছিত্রাবধারণ করিবে । তদনন্তর স্থান পরিকারপূর্ব্বক  
 দেবীকে প্রণাম এবং ধ্যান করিয়া গৃহগমন করিবে । ৬৮—৭৩

হে শাস্ত্রবি দেবি ! অনন্তর পুরশ্চরণ বিধি শ্রবণ কর । তাহাতে

শূন্তাগারে নদীতীরে পৰ্বতে বা চতুৰ্পথে ।  
 বিষ্ণুমূলে শ্মশানে বা নিৰ্জ্জনে চৈকলিঙ্গকে ॥৭৫  
 এতেষু প্রোথয়েন্মুণ্ডান্ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।  
 এবম্বিধ প্রোথয়িত্বা চ নরং মুণ্ডং বিধানতঃ ॥৭৬  
 অনেন সৰ্বসিদ্ধিঃস্বাদ্ বহুভিঃ কিমু সূত্রেতে ।  
 ইত্যেবং কথিতং দেবি মুণ্ডানাং সাধনং শিবে ।  
 যৎকৃৎস্বা সৰ্বসিদ্ধানামধিপোভূবি জায়তে ॥৭৭  
 ইতি যোগিনীতন্ত্রে সৰ্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে দেবীশ্বর-  
 ্যসংবাদে চতুৰ্বিংশতিসাহস্রো পঞ্চমঃ পটলঃ ।

ত্রিমুণ্ডোপরি কদাচিৎ কৌলকও করিবে না । হে দেবি ! সৰ্বকামার্থসিদ্ধির  
 নিমিত্ত শূন্তাগারে, নদীতীরে, পৰ্বতে, চতুৰ্পথে বা বিষ্ণুমূলে অথবা শ্মশানে,  
 নিৰ্জ্জনে বা একলিঙ্গে সৰ্বকামনাসিদ্ধির নিমিত্ত এই সকল স্থানে মুণ্ড-  
 সকল প্রোথিত করিবে । এইরূপে যথাবিধি নরমুণ্ড প্রোথিত করিয়া এই  
 বিধানে পূজা করিলে সৰ্বসিদ্ধি হয়, হে সূত্রেতে ! অধিক বাক্যে প্রয়োজন  
 কি ? হে দেবি ! হে শিবে ! এই আমি তোমাকে মুণ্ডসাধন কহিলাম ।  
 ইহা সাধন করিয়া অবনিতলে সৰ্বসিদ্ধিগণের ঈশ্বর হইতে পারে । ৭৪—৭৭  
 ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে পঞ্চম পটল সমাপ্ত ।

## ষষ্ঠঃ পটলঃ ।

দেবু্যবাচ ।

ভগবন্ সৰ্ববর্ষজ্ঞ সৰ্বাগমবিশারদ ।

গুরুত্বং সৰ্বমস্ত্রাণাং করুণাময়সাগর ॥১

সৰ্ববর্ষকৃতাসুরং যোগিহুংপদভাস্করাঃ ।

দিব্যভাবোবীরভাবোমহতেন প্রদর্শিতঃ ।

হয়া তত্র বিশেষণ বদ মে চন্দ্রশেখর ॥২

ঈশ্বরউবাচ ।

দিব্যবীরবিভেদেন যোগদ্বয়ং সমীরিতং ।

তদ্যোগাদভবত কৌলোদিব্যবীরোমহেশ্বরী ॥৩

তদ্যোগং হি বিনা দেবি তৎকর্ম যঃ সমাচরেৎ ।

স নো যোগী ভবেদেবি মুমুক্শুঃ কুলকামিনি ॥৪

দেবী কহিলেন,—হে সৰ্বজ্ঞ সৰ্বাগমবিশারদ ভগবন্ ভব ! আপনি সৰ্বমস্ত্রেণ গুরু ও করুণার সাগর । আপনারা সৰ্ববর্ষ সাধন করিয়াছেন, যোগিহুংপদের ভাস্কর, আপনি দিব্যভাব ও বীরভাব প্রদর্শিত করিয়াছেন, হে চন্দ্রশেখর ! এক্ষণে তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করুন । ১—২

ঈশ্বর কহিলেন,—দ্বিবা ও বীরভেদে যোগ দুই প্রকার । হে মহেশ্বরী ! সেই যোগ প্রভাবে দিব্যবীরভাবী কৌল বলিয়া উক্ত হয় । হে দেবি ! তদ্যোগ ব্যতিরেকে যে সেই কর্ম আচরণ করে, সে মুমুক্শু যোগী হয় না ।



তাবন্তেহং প্রবক্ষ্যামি শ্রদ্ধা কর্ণেহবতংসয় ।  
 আত্মানং পরম ব্রহ্ম চিস্তুয়েদথবা নচেৎ ॥ ৫  
 আত্মদেহং শ্বেষ্টরূপং সদৈব পরিচিস্তুয়েৎ ।  
 ব্রহ্মাতঞ্চ তথা সর্বং স্বরূপেণ বিভাবয়েৎ ॥ ৬  
 দিব্যযোগমিমং দেবি সাবধানেন গোপয় ।  
 বীরযোগং শৃণুশ্বেমং সর্বদেব নমস্কৃতং ॥ ৭  
 বিন্দুত্রয়ং কলাক্রান্তং প্রথমং পরিচিস্তুয়েৎ ।  
 তন্তস্মান্ভাবয়েজ্জাতং স্ত্রীরূপং ষোড়শাদিকং ॥ ৮  
 বালার্ককোটিসংজ্যোতিঃপ্রকাশিতদিগন্তরং ।  
 মূর্দ্ধাদি স্তনপর্যাস্ত-মূর্দ্ধবিন্দোঃ সমুদ্ভবম্ ॥ ৯  
 বিন্দুযাবন্মধ্যদেহং কণ্ঠাদিকটিশীর্ষকম্ ।  
 স্তনদ্বয়েণ ভাষন্তং ত্রিবলীপরিমণ্ডিতম্ ॥ ১০

হে কুলকামিনি! আমি তৎসমুদায় তোমাকে কহিব, শ্রবণ করিয়া  
 কর্ণভূষণ কর। আত্মাকে পরমব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবে, অথবা, আত্মদেহই  
 ইষ্টরূপ এইরূপ নিরন্তর চিন্তা করিবে। আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড শ্বেষ্টরূপ  
 এইরূপ ভাবনা কর্তব্য। হে দেবি! ইহাই দিব্যযোগ, তুমি ইহা সাবধানে  
 গোপন রাখিবে। ৩—৬

হে পরমেশ্বরী! সর্বদেবনমস্কৃত বীরযোগ শ্রবণ কর। প্রথমে  
 কলাযুক্ত বিন্দুত্রয় চিন্তা করিবে। তদনন্তর তাহা হইতে ষোড়শবর্ষীয়  
 স্ত্রীরূপ ভাবনা করিবে। ঐ স্ত্রীর কোটি বালস্বর্ষাসম জ্যোতির্মণ্ডলে দিগ্ধ-  
 গুল প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্দ্ধাদি স্তন পর্যাস্ত উর্দ্ধবিন্দু হইতে ঐ জ্যোতিঃ  
 প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যদেহই মধ্যবিন্দু তাহা কণ্ঠ হইতে

যে আদিকঞ্চ পাদান্তং কামন্তং পরিচিস্তয়েৎ ॥১১

নানালঙ্কারভূষাঢ্যং ব্রহ্মেশবিষ্ণুবন্দিতম্ ।

এবং কামকলারূপং স্বাত্মদেহং বিচিস্তয়েৎ ॥১২

সদৈব পরমেশানি বীরযোগমিদম্ শৃণু ।

সংক্ষেপাৎ কথয়িষ্যামি তয়োরাচারমুক্তমম্ ॥১৩

মত্তং মাংসং তথা মৎস্তং মুদ্রা মৈথুন মেব চ ।

ইদমাচরণং দেবি পশোন দিব্যবীরয়োঃ ॥১৪

স দেবাচারবান ভূষাৎ দিব্যোবীরোমহেশ্বরি ।

যদি দৈবান্মহেশানি মত্তাদি চ ন লভ্যতে ॥১৫

কস্মিন্নহনি দেবেশি তদাত্মানং সমাচরেৎ ।

তথাপি ন হি ত্যক্তব্যমিদমাচরণং শিবে ॥১৬

কটির উক্তভাগ পর্য্যন্ত ; ঐ ভাগ স্তনদ্বয়ে স্বীকৃতিমান এবং ত্রিবলি দ্বারা পরিশোভিত । অনন্তর যোনি আদি পাদান্ত পর্য্যন্ত একান্তচিত্তে চিন্তা করিবে । ঐ স্ত্রীরূপ নানাভূষণাঢ্য এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বন্দিত । আত্মদেহকে এইরূপ কামকলারূপে চিন্তা করিবে । হে জগদীশ্বর ! ইহাই বীরযোগ । এক্ষণে সংক্ষেপে ঐ উভয়যোগের উত্তম আচার কহিব শ্রবণ কর । ৭ - ১৩

মদ্য, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা ও মৈথুন এই আচার পশু ভাবের নহে,—পরন্তু দিব্য ও বীরভাবের জানিবে । হে মহেশ্বর ! দিব্যযোগী ও বীরযোগী দেবাচারবান হইবে । হে মহেশানি ! যদি কোন দিনে দৈবযোগে মদ্য প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে আত্মাকে তদাদিরূপে ভাবনা করিবে । তথাপি এই আচরণ ত্যাগ করিবে না ।

মহামত্য়ং বিনা কোলঃ ক্ষণাদূৰ্দ্ধ্বং ন তিষ্ঠতি ।  
 তস্মান্মত্য়াদিকং দেবি সেবিতব্যং দিনে দিনে ॥১৭  
 অনুষ্ঠানবিধিং বক্ষ্যে শৃণু স্বং পৰ্বতাভ্রজে ।  
 গুরুণা দীক্ষিতা ভূত্বা কোলত্য়াসং সমাচরেৎ ॥১৮  
 তদ্বিধিশ্চোত্তরে তস্মৈ এতৎ স্যাত্তু কুলার্ণবে ।  
 ময়োক্তং তৎক্রমেণৈব অভিষেকদ্বয়ধরেৎ ॥১৯  
 নাম লব্ধ্বা গুরোশ্চাপি বৃণুয়াদ্যোগমুত্তমঃ ।  
 দিব্যস্থা বীরযোগস্থা যথা কৰ্ম্মানুসারতঃ ॥২০  
 তৎক্ষণাৎ প্রিয়তামেত্য মুক্তোভবতি কালতঃ ।  
 যন্ত দিব্যোভবেৎ সত্যং স বিষ্ণুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১  
 যো রুদ্রো ভবিতা শেষে বীর-এব ন সংশয়ঃ ।  
 যত্রদেশে নরস্তিষ্ঠেদ্দিব্যোবা বীরপুঙ্গবঃ ॥২২

মহামত্যা বাতিরেকে কোল ক্ষণোদ্ধ্বকাল অবস্থিত হয় না, হে দেবি !  
 সেই হেতু প্রতিদিন মদ্যাদি সেবা করিবে। হে পার্বতি ! এক্ষণে অনুষ্ঠান-  
 বিধি শ্রবণ কর। গুরুকর্তৃক দীক্ষিত হইয়া কোলত্য়াস কর্তব্য, সেই  
 বিধি উত্তরতন্ত্রে এবং এই বিধি কুলার্ণবে আমি কহিয়াছি। তদনুসারে  
 দুইবার অভিষেকান্তে উত্তমযোগী গুরু নাম লইয়া দিব্য হউক বা  
 বীর হউক, অধিকার অনুসারে অবলম্বন করিবে, তৎক্ষণাৎ ঐ যোগ প্রিয়  
 হইয়া কালানুসারে মুক্তি প্রদান করে। যিনি দিব্য যোগী, তিনি বিষ্ণু  
 তাহাতে সন্দেহ নাই, যিনি বীরযোগী তিনি ও রুদ্র তাহাতে সংশয়  
 নাই। হে দেবেশি ! যে দেশে দিব্যযোগী বা বীরযোগী অবস্থান

তত্ত্বকুলস্থা দেবেশি স দেশঃ ক্ষিত্যিরাট স্বয়ং ।  
 সিদ্ধিক্ষেত্রং সমুদ্ভিষ্টং সমস্তাদশযোজনম্ ॥২৩  
 তত্রৈব সর্বতীর্থানি তত্র গঙ্গা সরিৎসরা ।  
 যোগিনীছল্লাভাপ্যেতদ্ ডাকিনীভিঃ সরীসৃপৈঃ ॥২৪  
 ব্রহ্মরাক্ষসবেতালৈঃ কুত্মাণ্ডৈর্ভৈরবৈঃ শিবৈঃ ।  
 গুহ্যৈর্দানবৈর্বাপি মারীভিষক্ষকিন্নরৈঃ ॥২৫  
 রোগেহু'ষ্টৈর্মৃগৈশ্চৈব ছুভিক্ষৈঃ সর্পসংকুলৈঃ ।  
 অবশ্যং মঙ্গলং তত্র তৎপুরোপরিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৬  
 সুভিক্ষ্যং ক্ষেমমারোগ্যমেবং তে ধর্মকোষকঃ ।  
 স্ফুরন্তি সর্বশাস্ত্রানি সর্বস্মাদপি নিত্যশঃ ॥ ২৭  
 ব্রহ্মাবিশুশিবাदीনাং সুপ্রিয়ঃ সাধকোত্তমঃ ।  
 তরবোহপি হি জীবন্তে পশুঃ পক্ষী স জীষতি ॥২৮

করেন, সেই দেশ এবং সেই কুল সর্বক্ষিত্যের মধ্যে উত্তম ও পুণ্যজনক হয়। যেখানে দিব্য বা বীরযোগী বাস করেন, তাহার চারিদিকের দশ যোজনস্থান সিদ্ধক্ষেত্র হয়। সেই স্থানেই সর্বতীর্থ এবং সেইখানেই সরিৎসরা গঙ্গা অবস্থান করেন। ঐ স্থান যোগিনীগণের ছল্লাভ এবং ডাকিনী, সরীসৃপ, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, কুত্মাণ্ড ভৈরব, গুহ্যক, দানব, মায়া, যক্ষ, কিন্নর, রোগ, ছুইজন্ত, ছুভিক্ষ, সর্পকুল, এই সকলেরই হুর্গম্য। তথায় অবশ্যই মঙ্গল বিরাজ করে। যে পুরে দিব্যবীর যোগী অবস্থান করেন, সেই পুরীর শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তথায় সুভিক্ষ, ক্ষেম আরোগ্য এবং সকল ধর্ম অবস্থিত হয়, তথায় সর্বজনহিতকর সর্ববিধ শাস্ত্র স্মৃতি প্রাপ্ত হয়। ১৪—২৭

কুলধৰ্ম্মে মনোযস্য স্বধৰ্ম্মশ্চ ব্যবস্থিতঃ ।

যত্র কুত্র মৃতৌ দেবি দিব্যো বা বীরপুঙ্গবঃ ॥ ২৯

তত্রৈব পরমং জ্ঞানং কর্ণমূলে দদাম্যহম্ ।

কুলধৰ্ম্মমিদং দেবি সংসেব্যং স নরন্তরম্ ॥

কুলধৰ্ম্মপরা দেবি সর্বৈ চ ত্রিদিবৌকসঃ ।

মুনয়োমামানবানাগাঃ সিদ্ধিগন্ধৰ্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ৩০

ঋষয়োবসবো দৈত্যা য়েহপি স্যুঃ কুলপুঙ্গবাঃ ।

কুলধৰ্ম্মপ্রসাদেন তে সর্ব কুলনায়কঃ ॥ ৩১

ইন্দ্রাদ্যাঃ খেচরাকুটা ভবেয় শ্চিরজীবিনঃ ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তে তথা ফলভাগিনঃ ॥ ৩২

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো ব্রহ্মচারী গৃহী তথা ।

বানপ্রস্থোতশ্চৈব ভবেয়ুস্তে কুলানুগাঃ ॥ ৩৩

হে প্রিয়ে! এই দিব্য ও বীরসাদক ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাদির স্তূতি প্রায়  
হইল। হে দেবি! তথায় তরুগণ মৃত হইয়া না। পশুপক্ষী জীবিত থাকে, যাহার  
কুলধৰ্ম্ম মন আছে, যাহার স্বধৰ্ম্ম ব্যবস্থাসম্মত, সেই দিব্য বা বীর পুঙ্গব  
যেখানে সেখানে মৃত হইলেও তাহার কর্ণমূলে আমি পরমজ্ঞান প্রদান  
করিয়া থাকি। হে দেবি! এই কুলধৰ্ম্ম নিরন্তর সেবা কর্তব্য, হে শিবে!  
কুলধৰ্ম্মানরত দেবগণ, মুনীগণ, মানবগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধৰ্বগণ,  
কিন্নরগণ, ঋষিগণ, বহুগণ, দৈত্যগণ, যে কেহ কুলশ্রেষ্ঠ আছেন, তাঁহারা  
ধৰ্ম্ম কন্ঠে প্রসাদে কুলনায়ক হইয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ও খেচরগণ  
ইহাতে চিরজীবী হইয়াছেন। আমাকে যে, যেক্রমে ভজনা করে সে  
সেইক্রমেই ফলভাগী হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ,

তেষাং বিধিং শৃণুদ্যাদ্যমতস্ত্বং কুলনাথিকে ।  
 গুড়াদ্রকরসেনৈব সুরা তু ব্রাহ্মণস্য চ ॥৩৪  
 নারিকেলোদকং কাংস্যে ক্ষত্রিয়স্য বরাননে ।  
 বৈশ্যস্য মাক্ষিকং প্রোক্তং কাংস্তস্থং বরবর্ণিনি ॥৩৫  
 মাংসং মৎস্যস্ত সৰ্ব্বেষাং লবণাদ্রকমীরিতম্ ।  
 ভৃঞ্জাধাসাদিকং যদ্যচ্চৰ্ব্বণীয়ং প্রচক্ষতে ॥৩৬  
 সা মূঢ়া কথিতা দেবি সৰ্ব্বেষাং নগনন্দিনী ।  
 ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণস্যৈব ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়স্য চ ॥৩৭  
 বৈশ্যা বৈশ্যস্য দেবিশি মৈথুনে যদ্বিধিঃ স্ততঃ ।  
 বৈশ্যা বা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিপ্রিয়মাং মহেশ্বর ।  
 ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণস্যাপি কথিতা বরবর্ণিনি ॥৩৮  
 শূদ্রা বা ব্রাহ্মণাহীনাং ত্রিবর্ণানামভাবতঃ ॥৩৯  
 ব্রহ্মক্ষত্রবিশাঈব আশ্রমিণামিদং ব্রতম্ ।  
 ত্রিবর্ণবিহিতানাঞ্চ যতীনাং শৃণুসম্প্রতি ॥৪০

যতি প্রভৃতি সকলেই কুলানুগামী হইবে । হে কুলনাথিকে ! তাহাদের  
 বিধি শ্রবণ কর । ২৮—৩৪

গুড় ও আদ্রকরস মিশ্রিত করিলে ব্রাহ্মণের সুরা হয় । কাংস্ত-  
 পাত্রে নারিকেলোদক ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের কাংস্তস্থ মাক্ষিক মধুসুরা  
 কল্পিত হয়, লবণাক্ত আদ্রক, মৎস্ত ও মাংস সকলের পক্ষেই  
 সমান । হে নগনন্দিনি ! ভৃষ্ট ধাত্বাদি যে চৰ্ব্বণীয়দ্রব্য তাহাই মূঢ়া বলিয়া  
 কথিত হয়, ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যা বৈশ্যের, মৈথুন  
 বিষয়ে প্রশস্তা । তদভাবে বৈশ্যা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এবং ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণের  
 এবং শূদ্রা ব্রাহ্মণাদির ত্রিবর্ণের মৈথুন যোগ্য হয়, বর্ণাশ্রমী বিপ্র, ক্ষত্র ও

সহস্রারোপরি বিন্দো কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে ।

মৈথুনং শয়নং দিব্যং যতীনাং পরকীর্তিতম্ ॥৪১

অবধূতাশ্রমী যো হি তস্য বক্ষ্যে বিধিং শৃণু ।

পৌষ্টিকাদী ন সর্ববাণি মদ্যানি তস্য শাস্তবি ॥৪২

মৎসামাংসং তস্য দেবি জলভূচর খেচরম্ ।

পূর্বোক্তা চ ভবেন্দুজ্ঞা দেবতা সারাস্বিতা ॥৪৩

মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য মৈথুনং সর্বযোনিষু ।

ক্ষতযোনি স্তাড়িতব্য্য অতাং দৈব তাড়য়েৎ ॥৪৪

অক্ষতাতাড়নাদেবি সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ।

দ্বাদশকাধিকা যোনির্যাবৎ ষষ্টি প্রজায়তে ।

তাবত্ মৈথুনং তস্যাং স্বয়ম্ভবা ॥৪৫

অবধূতসাক্ষরাঃ শূদ্রে সর্বাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

বিশেষং মৈথুনং তস্মৈ কথয়ামি শৃণু মে ॥৪৬

বৈশ্বগণের এই বিধি উক্ত হইল । এক্ষণে ত্রিবর্ণ বিহিত যতিগণের বিধি  
শ্রবণ কর । ৩৫—৪০

হে শিবে! সহস্রার পদোপরি বিন্দুতে যে কুলকুণ্ডলিনীর  
মিলন, তাহা যতিগণের পরম মৈথুন পরিকীর্তিত হইয়াছে, অধুতাশ্রমীর  
বিধি শ্রবণ কর । পৌষ্টিকাদি সর্ববিধ মদ্য, জলচর, ভূচর ও খেচর মৎস্ত  
ও মাংস তাহার সেবনীয় । পূর্বোক্ত মুদ্রাই তাহার পক্ষে সেবনীয়, সে  
মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সর্বযোনিতেই মৈথুনাচরণ করিবে । কিন্তু  
ক্ষতযোনিই গ্রাহ্য করিবে, অক্ষতযোনি সেব্য নয়, হে দেবি! অক্ষতযোনি  
গ্রহণ করিলে সিদ্ধি হানি হয় । দ্বাদশ বর্ষ হইতে ষষ্টি বর্ষ পর্যন্ত যোনি  
পুষ্টা জানিবে; এই কালে যোনি স্বয়ম্ভবা অর্থাৎ স্বয়ং প্রসূতা হয়, অতএব

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যাং ত্যক্ত্বা তু সৰ্বজাতিষু ।  
 মৈথুনং প্রচরেদ্বীমান্ দেবতাভাবচেষ্টিতম্ ॥৪৭  
 গৃহমেধী ভবেচ্ছূদ্রোনাগ্ন্যাশ্রমা ভবেৎ কদা ।  
 শূদ্রবদগ্জজাতীনানাচারোহয়ং প্রকীর্তিতঃ ॥৪৮  
 গুরুবদে ত্রিবর্ণে তু তথা মাতামহে কুলে ।  
 মৈথুনং স্নসমুদ্ভিষ্টমবধূতাশ্রমেহপি চ ॥৪৯  
 কালী তারা ছিন্নমস্তা সূন্দরী ভৈরবী তথা ।  
 মাতঙ্গী চ তথা বিজা বিজাধূমাবতী তথা ॥৫০  
 এতাসাং সাধকাচারশ্চাবধূতসমঃ স্মৃতঃ ।  
 সৰ্বব্রাহ্মণে সৰ্ববর্ণে সৰ্ববযোগে তথা শিবে ॥৫১  
 সৰ্বস্থানেষু সৰ্বত্র ন বিশেষঃ কচিদ্ব্যবেৎ ।  
 আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্ ॥৫২

তাবৎ কালেই মৈথুন প্রশস্ত । অবধূতাচার সমস্তই শূদ্রে পরিকীর্তিত হইয়া থাকে । মৈথুনে তাহার বিশেষ শ্রবণ কর । ধীমান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পরিত্যাগ করিয়া সৰ্বজাতিতেই দিবাচার বিহিত মৈথুন করিবে, শূদ্র সৰ্বদা গৃহাশ্রমী হইবে, কদাচ অগ্ন্যাশ্রমী হইবে না । শূদ্রেতর অগ্নজাতিরও শূদ্রবৎ আচার কীর্তিত হয় । অবধূতাশ্রমেও গুরুর স্ত্রায় দুই ও তিনবর্ণে এবং মাতামহকুলে মৈথুন উক্ত হইয়াছে, কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, সূন্দরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, বিজা, বিজাধূমাবতী, ইহাদের সাধকগণের আচার অবধূতের তুল্য । ৪১—৫০

হে শিবে ! সৰ্বব্রাহ্মণে, সৰ্ববর্ণে সৰ্ববযোগে, সৰ্বস্থানে সৰ্বত্রই ইহার বিশেষ কোথাও নাই । আনন্দ, ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা দেহে ব্যবস্থিত



এবং বিশ্রোদেবতায়ৈঃ স্বগাত্ররুধিরং দদেৎ ।  
 শক্তিনাশবিকারোহস্তি স্বদেহ রুধিরার্পণে ॥৫৩  
 তন্ত্ৰাভিযাজনং দ্রব্যং দীয়তে কুলযোগিভিঃ ।  
 দ্রব্যাদিসকলং দেবী ব্যাজকসাপারাক্ককম্ ॥৫৪  
 কেবলেনাগ্রযোগেন মাধ্যঃ কালাত্ৰ্যপাসকঃ ।  
 ভৈরবায় দ্বিতীয়েন শিবত্বঞ্চ তৃতীয়কম্ ॥৫৫  
 চতুর্থে সর্বসিদ্ধীশাশ্চত্রেমেতন্নগাত্মজে ।  
 পরেণ পরতারং যাতি মম তুল্যো ন সংশয় ॥৫৬  
 সেবিতো কুলতত্ত্বো তু কুলতত্ত্ব সুদর্শিনঃ ।  
 জায়তে ন ভৈরবাস্তে বেশান্তৎসমদর্শিন ॥৫৭  
 তমঃ পরিবৃতং বেষণ যথা দীপেন দৃশাতে ।  
 তথা মায়াবৃত্তে বৃত্তে জ্ঞানদাপেন দৃশাতে ॥৫৮

আছে, অতএব বিপ্রগণ দেবতাকে আত্মগাত্রের রুধির প্রদান করিবে ।  
 নিজদেহের রুধির অর্পণ করিলে শক্তিনাশ ও বিকারাদি হয়, অতএব  
 কুলযোগিগণ ঐ রুধিরের অভিযাজক দ্রব্যও প্রদান করিতে পারেন । হে  
 দেবি ! দ্রব্যাদি সকল ব্যাজক দ্রব্য, তাহার অপারাক্ক স্বরূপ উক্ত হয়,  
 কেবল আদ্যযোগ দ্বারাই কালী আদি মহাবিদ্যার উপাসক হয় । দ্বিতীয়  
 যোগে ভৈরবের, তৃতীয় যোগে শিবের এবং চতুর্থযোগে সর্বসিদ্ধি হয়,  
 হে নাগাত্মজে ! ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় । পরপর দ্বারা শ্রেষ্ঠতর প্রাপ্ত  
 হইয়া আমার তুল্য হয় সন্দেহ নাই । কুল-গদর্শীগণ, কুলতত্ত্বের সেবা  
 করিলে ভৈরবী ও তৎসমবেশ ও তদসমদর্শী হয়, অন্ধকারাবৃত গৃহ ঘেমন,  
 দীপ দ্বারা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মায়াবৃত্ত বিষয়জ্ঞানদীপ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া

নিরন্তুভেদবস্ত স্যাম্মেধ্যামেধ্যাদিবস্তম্ ।  
 জীবমুক্তোদেহভাবোদেহান্তে ক্ষেমমাপ্নুয়াৎ ॥৫৯  
 পীত্বা কুলরসং বীরোব্রক্ষধ্যানমুপাশ্রয়েৎ ।  
 ব্রক্ষধ্যানং মহেশানি ব্রক্ষনির্ব্বাণকারণম্ ॥৬০  
 তচ্ছং শৃণু মহেশানি সারাৎসারং পরাৎপরম্ ।  
 স্বকায়জীবদেহাদিব্রক্ষাণ্ডোহনন্তমেব চ ॥৬১  
 এবং হি সকলং দেবি দেহে মহার্ণবাদি যৎ ।  
 ন চিন্তনীয়ং তৎ সৰ্ব্বং নাস্তীতি পরিভাবয়েৎ ॥৬২  
 মাৎস্যীয়কং মহাতেজশ্চৈতন্য ব্যাপকং যথয়া ।  
 অহমেবং জালরূপশ্চাধারদেহবর্জিতঃ ॥৬৩  
 আত্মানমপি দেবেশি তদভেদেন চিন্তয়েৎ ।  
 ব্রক্ষধ্যানং মিদং প্রোক্তমেতৎ স্থিরতরায় চ ॥৬৪

থাকে, জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে, বস্তুর ভেদে নিরন্ত হয়, মেধ্য ও  
 অমেধ্য অর্থাৎ পবিত্র ও অপবিত্র বস্তুর সমুদায়ের প্রভেদ বুদ্ধি তিরোহিত  
 হয়। এ রূপে জীবমুক্ত দেহভার প্রাপ্ত হইয়া দেহনাশে পরম মঙ্গলরূপ  
 মুক্তিলাভ করে। বীরযোগী কুলরস পান করিয়া ব্রক্ষধ্যান আশ্রয়  
 করিবে। হে মহেশানি! ব্রক্ষধ্যান ও ব্রক্ষনির্ব্বাণ প্রাপ্তির কারণ,  
 সেই সেই সারাৎসার পরাৎপর বিষয় শ্রবণ কর। ৫১—৬১

স্বকীয় জীবাত্মা ও দেহাদি অধিল ব্রক্ষাণ্ড, মহার্ণবাদি যাহা কিছু এই  
 সমস্তই অলীক এইরূপ ভাবনা করিয়া তাহা চিন্তা করিবে না, মাৎস্যরীক  
 তেজঃ মহাতেজঃ তাহা চৈতন্য ব্যাপক, আমি জলরূপ দেহবর্জিত আধার,  
 হে মহাদেবি! আত্মাকে ও তদভেদে চিন্তা করিবে, এই আমি স্থিরতর

সেবন্তে যোগিনোজ্ঞ্যং নাশুখা তু কদাচন ।  
 ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাভুচিস্তনম্ ॥৬৫  
 তত্র দদ্যাৎ ফলং দেবি তস্যন্তে নৈব গম্যাতে ।  
 ময়া বা ব্রহ্মণাবাপি বিষ্ণুমাপি কথঞ্চন ॥৬৬  
 অতএব মহেশানি নিত্যকৰ্ম্ম ন লোপয়েৎ ।  
 দ্রব্যাব্যভাবে মহেশানি জলেনাপি সমাচরেৎ ॥৬৭  
 অথবা মনসা নিত্যং কুলযোগং সমাচরেৎ ।  
 বক্ষোহযুতবিধিং ভদ্রে শৃণুস্ব কমলাননে ॥৬৮  
 কুণ্ডল্যামিলনাদ্বিন্দোঃ শ্রবতে যঃ পরামৃতম্ ।  
 পিবেদ্যোগী মহেশানি সত্যং সত্যং বরাননে ॥৬৯  
 কুলযোগং মহাদেবি মহাপানমিদং স্মৃতম্ ।  
 পাপপুণ্যং পশুং হৃদা জ্ঞানখড়্গেন শাস্তবি ॥৭০

ব্রহ্মধ্যান কহিলাম, এই ব্রহ্ম বাতিরেকে যোগিগণ অন্তকোন বস্তু চিন্তা  
 করিবেন না । ব্রহ্মাহমস্মি, আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে ব্যক্তি ক্ষণকাল আত্ম-  
 চিন্তা করে, দেবী তাহাকেই ফল প্রদান করেন । তাহা না হইলে, আমি  
 ব্রহ্মা কিম্বা বিষ্ণু কেহ তাহা জানিতে পারেন না । অতএব হে মহেশ্বর !  
 নিত্যকৰ্ম্মের লোপ করিবে না । হে মহেশানি ! দ্রব্যাব্যভাবে জলদ্বারাও  
 নিত্যকৰ্ম্ম কর্তব্য ; অথবা মনে মনে প্রতিদিন কুলযোগের আচরণ করিবে,  
 হে কমলাননে ! আমি অযুতবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর । ৬২—৬৮

হে বরাননে ! হে ভদ্রে ! কুলকুণ্ডলিনীর মিলনে বিন্দু হইতে যে  
 উৎকৃষ্ট অমৃত ঞ্জত হয়, তাহা যোগিগণ পান করিবে, আমি তোমাকে  
 সত্য সত্যই কহিলাম, হে পরেশ ! এই মহাপানই কুলযোগ জানিবে,  
 হে শাস্তবি ! জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা পাপ পুণ্যরূপ পশু হনন করিয়া

পরমাত্মনি নয়েচ্ছিত্তং পলানীতে নিগত্বতে  
 মনসা শ্বেদ্রিয়ং সৰ্বং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ ॥৭১  
 মৎস্যাশী স ভবেদ্যোগী মুক্তবন্ধস্তথ প্রিয়ে ।  
 অশেষব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং পরংব্রহ্মণি সংনয়েৎ ॥৭২  
 পরশক্ত্যাভ্যাসংযোগো ন বীৰ্য্যো মৈথুনং মতম্ ।  
 এবম্ভে কথিতং দেবি সারাৎসার পরাৎপরম্ ।  
 গোপনীয়ং গোপনীয়ং মম সৰ্বস্বসাধনম্ ॥৭৩  
 ইতি যোগিনীতন্ত্রে সৰ্বতন্ত্রোক্তমোক্তমে দেবীশ্বরসংবাদে  
 চতুর্বিংশতিসাহস্রে ষষ্ঠ পটলঃ ।

চিত্তরূপ মাংস পরমাত্মায় নিয়োজিত করিবে, আপনার ইন্দ্রিয়গণকে  
 সংযমিত করিয়া আত্মায় যোজিত করিলে, সেই মৎস্যাশী যোগী  
 বন্ধন মুক্ত হইয়া তোমার প্রিয় হয় । হে প্রিয়ে ! অশেষ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড  
 পরমাত্মায় সংনীত করিবে । পরশক্তির সহিত আত্মার সংযোগেই  
 মৈথুন, বীৰ্য্য দ্বারা মৈথুন—মৈথুন নহে । হে দেবি ! এই আমি তোমাতে  
 সারাৎসার পরাৎপর আমার সৰ্বস্ব সাধন कहিলাম, ইহা গোপনীয়  
 জানিবে ॥ ৬৯—৭৩

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত ।

## সপ্তম পটলঃ ।

শ্রীদেবী উবাচ ।

নমস্তভ্যং মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।

জয়াশেষজগন্নাথ ভক্তবৎসল ঈশ্বর ॥ ১

পরামন্দসন্দোহ কারাণানাঞ্চ কারণ ।

দিব্যবীরপ্রভেদেন শ্রুতং যোগদ্বয়ং মায়া ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিদ্যাং স্বপ্নবতীং শুভাম্ ॥

মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যাং তথা মধুমতীমপি ।

আসফলং সাধনঞ্চ বদ মে পরমেশ্বর ॥ ৩

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যস্ম্যং স্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৪

ওঁ হ্রীং স্বপুরাবাহি কালি স্বপ্নে কথয়ামুকস্যমুকম্

দেহি ক্রীং স্বাহা ॥ ৪

---

দেবী কহিলেন, হে সংসারসাগরতারক মহাদেব ! তোমাকে নমস্কার ।  
হে পরমানন্দসন্দোহকারণ শঙ্কর ! আপনি জয়যুক্ত হউন । দিব্য ও  
প্রভেদে যোগদ্বয় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে শুভকরী স্বপ্নবতী বিদ্যা মৃত-  
সঞ্জীবনী বিদ্যা ও মধুমতী বিদ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, সেই সকলের  
সাধন ও সাফল্য সহিত কীৰ্ত্তন করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ  
করুন । ১-৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! তুমি আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা করিলে  
তাহা শ্রবণ কর । “ওঁ হ্রীং স্বপুরাবাহি ! কালিস্বপ্নে কথয়ামুকতমুকঃ

প্রণবং পূর্বমুদ্ভূত মায়াবীজং তদন্তরম্ ।  
 তদন্তে স্বপূরাবাহি কালি সম্বোধনদ্বয়ম্ ॥ ৬  
 স্বপ্নে কথয় তৎপশ্চাদমুকন্ততঃ ।  
 দেহিপদাং কালীবীজমন্তে বহুবধুস্তথা ॥ ৭  
 ইয়ং স্বপ্নাবতীবিজ্ঞা ত্রৈলোক্যে চাতিচুল্লভা ।  
 মহ চমমকারকরী মহাকালেন ভাষিতা ॥ ৮  
 অষ্টোত্তরশতং নিত্যং জপেদ্বর্ষচতুষ্টয়ম্ ।  
 ততঃ সিদ্ধা ভবেদ্বিজ্ঞা স্বপ্নে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ ॥ ৯  
 স্বপ্নে দর্শয়তে সর্বং যদযশ্মনসি কল্পতে ।  
 মৃতসঞ্জীবনীং বিজ্ঞামিতঃ শৃণু নগাত্মজৈঃ ॥ ১০  
 অমৃতং বীজমাভাষ্য মৃতসঞ্জীবনী ত চ ।  
 স্বমল্লাচ্চ ততঃ পশ্চান্মৃতমুথাপয়হিমম্ ॥ ১১  
 বৃহদ্রানুবধুমন্তে ত্রৈলোক্যে চাপি বিক্ৰতা ।

দেহি ক্রীং স্বাহা ।” প্রথম প্রণব, তৎপরে মায়াবীজ, তদন্তর স্বপূরাবাহি  
 এই সম্বোধন দ্বয়, পরে স্বপ্নে কথয় অমুকস্তামুকং দেহি, পরে দেহি এই  
 পঙ্কেত পর কালীবীজ তৎপরে বহুবধু অর্থাৎ স্বাহা মন্ত্র পদ উচ্চারণ  
 করিবে, ইহাই স্বপ্নাবতী বিজ্ঞা এই বিজ্ঞা ত্রৈলোক্যে চুল্লভ, ইহা মহাকাল  
 কর্তৃক কথিতা এবং মহাচমৎকারিণী, ইহা চারিবৎসরকাল একশত অষ্টবার  
 জপ করিলে তবে এই বিজ্ঞা সিদ্ধা হয় এবং প্রতিদিনই স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হ’ন ।  
 যাহা যাহা মনে কল্পনা করা যায় তাহাই স্বপ্নে দেখাইয়া থাকে । হে  
 নগনন্দিনি ! অতঃপর মৃতসঞ্জীবনী বিজ্ঞা শ্রবণ কর । ৩—১০

অমৃতবীজ উক্ত করিয়া মৃতসঞ্জীবনীর এই বাক্য উচ্চারণ পূর্বক স্বমন্ত্র

সমুপ্তেয়ং মহাবিদ্ধা সারাৎসারং তরং মৃতম্ ॥ ২

নতমষ্টোত্তরশতং জপমাত্রেণ শাস্তবি ।

সিদ্ধিদা সা ভবেদ্বিদ্ধা মৃতসঞ্জীবনী ততম্ ॥ ১৩

কালালয়ং গতো যো বা চিত্তাধুমাগতোহপি বা ।

মন্ত্রং জপন্ স্পৃশেচ্ছবং তদা দেবি বরাননে ॥ ১৪

চিরজীবী ভবেৎ সত্যং নাত্র কার্য্য বিচরণা ।

বন্ধে মধুমতীং বিদ্যাং সর্ব্বরজনকারিণীম্ ॥ ১৫

শ্রীমধুমতি ইত্যুক্ত্বা দিশঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ ।

সাগরোপূররত্নানিসর্ব্বেষাং কথিণীভি চ ॥ ১৬

উচ্চারণের পর মৃতমুখাপন্নত্বিং অর্থাৎ এই মৃতকে উত্থাপিত করে, এইমন্ত্র, তৎপরে অগ্নিজায়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এই মহাবিদ্ধা বাক্য বিখ্যাত, ইহা সুসুপ্তা থাকেন। এই বিদ্যা সারাৎসার তরা জানিবে, প্রতি-  
দিনই অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে এই মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্ধা সিদ্ধিপ্রদা  
হন, যে বমালয়ে গমন করিয়াছে, অথবা যাহার চিত্তাধুম উন্মিত হইয়াছে ;  
এই বিদ্ধা জপ করিলে তাহার শব স্পর্শ করিলে সে চিরজীবী হয়। হে  
বরাননে ! ইহাতে কার্য্য বিচরণা বা সংশয় কিছুই নাই। ১১—১৪

হে দেবি ! এক্ষণে সর্ব্বরজনকারিণী মধুমতী বিদ্ধা বর্ণন করিব,  
“শ্রীমধুমতী দিশঃস্থাবরজঙ্গমাঃ সাগরপূররত্নানি সর্ব্বেষাং কথিণি,  
ঠং ঠং স্বাহা” এই বহুচন্দ্রাকরী মহাবিদ্ধা উৎকৃষ্টতরা জানিবে। এই  
মন্ত্র ত্রৈলোক্যের আকর্ষণী দেবতুল্য মহাবিদ্ধা আমি তোমাকে  
কহিলাম, যে নর ইহা একবৎসরকাল একশত অষ্টবার করিয়া নিত্য  
নিত্য জপ করে, তাহার এই বিদ্ধা সিদ্ধ হয়। এই মহাবিদ্ধা সর্ব্বজ্ঞান-  
প্রকাশিনী, ইহা সুমেরু, দিক, সাগর, নদী, রত্ন, পুরী, স্ত্রী, শৈল, বনম্পতি

ঠং ঠং স্বাহা মহাবিদ্যা বসুচন্দ্রাকরী পরা ।  
 ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী বিদ্যা প্রোক্তেয়ং দেবহুর্জভা ॥ ১৭  
 একবর্ষং জপেন্নিত্যং শতমষ্টোত্তরং নরঃ ।  
 ততঃ সিদ্ধা মহাবিদ্যা সর্বজ্ঞান প্রকাশিন ॥ ১৮  
 আকর্ষয়েৎ সুমেরুঞ্চ দিশঃ সাগরমেব চ ।  
 নদীং রত্নানি চ পুরীং স্ত্রিয়ঃ শৈলান বনস্পতীন্ ॥ ১৯  
 অলভ্যানি চ অব্যাগি পাতাল দিস্তিতীহপি ।  
 পুরস্থানঞ্চ বৃত্তান্তং রাজ্যঞ্চ বিদ্বিষামপি ।  
 নক্তং তল্লশতজপাৎ সিদ্ধিং প্রাপ্তোতি সাধকঃ ॥ ২০

শ্রীদেবুবাচ ।

দেব দেব জগদ্ধাম প্রসীদ সুমুখ প্রভো ।  
 যৎ পৃষ্ঠং যচ্ছ তং নাথ শ্রোতুমিচ্ছাসম্প্রতি ।  
 পদ্মাবতীমহাবিদ্যাং সর্ববিদ্যাবিনোদিনীম্ ॥

এবং পাতালস্থিত অলভ্য সমুদায়ও আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহা দ্বারা রাজ-  
 গণের পুরস্থানবৃত্তান্ত সমুদায় জানিতে পারা যায় । সাধক ব্যক্তি রাত্রি-  
 কালে শয্যায় শতবার জপ করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ১৫—২০

দেবী কহিলেন, হে দেবদেব ! জগন্নাথ ! হে সুমুখ ! হে প্রভো !  
 হে নাথ ! স্বাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলাম, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে সর্ববিজ্ঞা-  
 বিনোদিনী পদ্মাবতী মহাবিদ্যা শ্রবণ করিতে বাসনা হয় । ২১



শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

কথয়ামি বরারোহে বিদ্যাং পদ্মাবতীং শুভাম্ ।  
 প্রণবং পূর্বমুক্ত্য মায়াবীজং তদন্তরম্ ।  
 পদ্মাবতীপদং দেবী সম্বুদ্ধ্যন্তং সমুদ্বরেৎ ॥১  
 ত্রৈলোক্যবার্ত্তামন্তে চ কথয়দ্ধন্দ্র মুচ্চরেৎ ।  
 স্বাহান্তেয়ং মহাবিদ্যা কথিত কল্পবল্লরী ॥২  
 অষ্টোত্তরশতং নিত্যং জপেদ্বর্ষদ্বয়ং প্রিয়ে ।  
 ততঃ সিদ্ধা মহাবিদ্যা সর্বং বদতি সাধকে ॥৩  
 তল্লে স্থিত্বা নক্তযোগে জপেন্মন্ত্রং শতাষ্টকং ।  
 জগদ্ধিতশ্চ বৃত্তান্তং তজ্জানাতি দিনে দিনে ॥৪  
 ব্রহ্মবিষ্ণুাদিকানাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্তাপি শঙ্করি !  
 বৃত্তান্তং কথয়েৎ স্বপ্নে বিদ্যাপদ্মাবতী শুভা ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ঋতঞ্চ সাধনং পুণ্যং মহাকালেন ভাষিতম্ ।  
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছানি বশীকরণমুত্তমঃ ।  
 অল্পসাধ্যং মহাদেব ঋতসিদ্ধিকরং মহৎ ॥ ৫

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

তবানুরোধাদ্বেবেশি কথয়ামি শৃণুস্ব তৎ ।  
 পুরা তে কথিতং দেবি যোগিনাং জ্ঞানসম্ভবে ॥

শ্রীঈশ্বর কহিলেন, হে বরারোহে ! শুভদায়িনী পদ্মাবতী বিদ্যা কহিব ।  
 প্রথমে প্রণব উচ্চারণপূর্বক তৎপরে মায়াবীজ উক্ত করিয়া সম্বোধনান্ত

সংক্ষেপাদধুনা দেবি বিস্তরাৎ কথ্যামি তে ।

গোপিতব্যং প্রযত্নেন সৰ্ব্বদা পশুসঙ্কুলে । ৭।৮

কুজ্বারে নক্তযোগে অমায়াঞ্চ তিথৌ নরঃ ।

শত্ৰুনাং লিখিত্বা তু বামপদতলে শ্রুসেৎ ॥৯

পদ্মাবতী দেবীর পদসমুদ্ধার করিবে । পরে ত্রৈলোক্যবার্তা উচ্চারণ করিয়া কথয় কথয় এই পদদ্বয় উচ্চারণপূর্বক অস্ত্রে স্বাহা পদসমুদ্ধার করিবেন । এই আমি তোমাকে কল্পলতাতুল্য মহাবিজ্ঞা কহিলাম, হে প্রিয়ে ! এই মন্ত্র প্রতিদিন একশত অষ্টবার জুমারয়ে দুই বৎসর জপ করিলে সিদ্ধ হইয়া সাধক সৰ্ববিষয়েই বলিতে সমর্থ হন, যে মানব শয্যায় অবস্থিত হইয়া রজনীযোগে একশত অষ্টবার এই মন্ত্র জপ করে, তিনি দিনে দিনে জগতের হিতবৃন্তাস্ত সকল জানিতে পারেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ও ত্রৈলোক্যের বৃন্তাস্তও বিদিত হন । শুভদায়িনী পদ্মাবতী বিজ্ঞা তাহাকে স্বপ্নযোগে ঐ সমস্ত বৃন্তাস্ত কহিয়া থাকেন । ২২—২৬

দেবী কহিলেন, মহাকালকর্তৃক কণিত পবিত্র সাধন সমুদায় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে উত্তম বশীকরণ শ্রবণে অভিলাষ করিতেছি ; হে মহাদেব ! যাহা স্বপ্নদাধ্য এবং আশুসিদ্ধিকর, তাহাই কীৰ্ত্তন করিয়া আমার কোতুহল চরিতার্থ করুন । ২৭

পরমেশ্বর কহিলেন, হে দেবেশি ! তোমার অনুরোধবশে আমি বশীকরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর, হে যোগিজ্ঞানপ্রদে ! পূর্বে আমি তোমাকে এই বশীকরণ সংক্ষেপে কহিয়াছি, এক্ষণে তাহা তোমাকে বিস্তারিতরূপে কহিব । ইহা পশুসংকুল স্থানে সৰ্ব্বদাই গোপন কর্তব্য । ৭-৮ কুজবাসরে অমারাঞ্জে উদ্দিষ্ট শত্ৰুর নাম লিখিত্বা বামপদতলে শ্রুত করিবে । সুখীবাঙ্কি সেই পদের উপরিভাগে বাগ্ভব বীজ এক শত আট বার জপ করিলে, সেই

তৎপাদোপরি দেবেশি বগ্ভবং প্রজপেৎ সুধীঃ ।  
 অষ্টোত্তরশতং দেবি তদা বাদী বশোভবেৎ ।  
 অতিমুকোভবেচ্ছক্রর্কিবাদে ব্যবহারকে ।  
 ত্যক্ষং পৃষ্ট্বা যথা সর্পোজডোভবতি কামিনি ।  
 তথৈব তৎ সমালোক্য জডো বাদী ন সংশয় ॥ ১০  
 তথান্নং সংপ্রবক্ষ্যামি বশীকরণমুত্তমম্ ।  
 যেন যোগপ্রভাবেন ভুবনং বশমানয়েৎ ॥ ১১  
 প্রণবং পূর্বমুকৃত্য সূন্দরী ভৈরবী তথা ।  
 যোগিনীপদতো দেবি রাজা প্রজা মহারথী ॥ ১২  
 বশঙ্করী তথাপ্রোচ্য অং ইং উং তথা বদেৎ ।  
 ষড়্বিংশত্যক্ষরোমন্ত্রঃ কথিং কল্পপাদপঃ ॥ ১৩  
 অনেন মমুনা দেবি তৈলঞ্চ চন্দনঞ্চ বা ।  
 শতাব্ধিঃ জপ্তবং ততৈলং মুখে দদ্যাদ্বরূপনে ॥ ১৪

প্রতিষন্দী ব্যক্তি বশীভূত হয় ! বিবাদ এবং ব্যবহার বিষয়ে বাদী  
 অতিশয় মুগ্ধ হয় । হে দেবি ! গুরুদর্শনে সর্প যেমন জড় হয়, বাদী  
 তাহাকে দেখিয়া সেই রূপ জড় হয় সন্দেহ নাই ॥ ১০ এক্ষণে উৎকৃষ্টতর  
 অস্ত্র বশীকরণ বলিব । সেই বশ্যযোগ প্রভাবে ত্রিভুবন বশে আমিতে সমর্থ  
 হয় ॥ ১১ প্রথম প্রণবোক্তার, তৎপরে সূন্দরী ভৈরবী, তদনন্তর যোগিনী  
 এই পদের অস্ত্রে রাজা প্রজা, মহারথী ॥ ১২ তারপর বশঙ্করি এই পদ উক্ত  
 করিয়া অং ইং উং ঞ্ং এই সকল বীজ উচ্চারণ কর্তব্য । এই মন্ত্র ষড়্  
 বিংশত্যক্ষর, ইহা কল্পতরু তুল্য ফলপ্রসূ ॥ ১৩ হে নগাস্বজ্ঞে ! এই মন্ত্র  
 তৈল ও চন্দনে একশত অষ্টবার জপ করিয়া সেই তৈল মুখে ব্রক্ষণ ॥ ১৪

তচ্চন্দনে তিলকং ভালে দদ্যনগাঙ্গজ্ঞে ।

জগদ্ব্যাক্রিয়ামেতাং কৃষ্ণা সাধকসত্তমঃ ॥১৫

চেতু পশ্যতি তং দেবি স বশো নাত্রসংশয়ঃ ।

এবমেব বিধানেন দেবেন্দ্রমপি মোহয়েৎ ।

কিং পুনর্মানবান্ দেবি সার্বভৌমান্ নরাধিপান্ ॥ ১৬

অথোচ্যতে মহাদেবি বশীকরণমুত্তমম্ ।

সর্বেষাং জগতাং দেবি মোহনং পরমাদৃতং ॥ ১৭

মন্ত্রমাদৌ প্রবক্ষ্যামি সর্বতন্ত্রেষু গোপিতং ॥১৮

প্রণবং পূর্বমুক্ত্য বদেদ্রাজমুখীপদং ।

পুনরাজমুখী প্রোচ্য মায়াবীজদ্বয়ং বদেৎ ।

কামবীজ ততঃ পশ্চাদ্দেবি দেবীপদদ্বয়ম্ ।

মহাদেবি পদং পশ্চাদ্দেবি দেবাধিদেবি চ ।

সম্বোধনান্তং দেবেশি পদমেতচ্চতুষ্টয়ম্ ।

সর্বজনস্তাভিমুখং মম বশং কুরু কুর্বিতি ।

স্বাহান্তোয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ববশ্যাপ্রদোমহান্ ॥ ১৯২০২১

এবং সেই চন্দনে কপালে তিলক করিলে তাহা জগদ্বশীকরণের কারণ হয়। ঐরূপ করিয়া যাহাকে দর্শন করিবে, সেই বশে আসিবে সংশয় নাই ॥১৫ হে দেবি ! সামান্ত মানবগণ এবং সার্বভৌম নৃপতিগণের কথা কি কহিব। ১৬ ইহা দ্বারা দেবেন্দ্রকেও মোহিত করিতে পারা যায়। হে মহাদেবি ! এক্ষণে অন্ত্র উত্তম বশীকরণ বলিতেছি, ইহাদ্বারা সর্ব-জগতের পরমাদৃত রূপে মোহ হইয়া থাকে ॥১৭ সর্বতন্ত্রে গোপিত মন্ত্র

ইতি মন্ত্ৰেণ শয্যান্থঃ প্রাতঃকালে মহেশ্বরী ।  
 ত্রিবারং দক্ষহস্তেন মুখং সংমার্জ্জয়েৎ কৃতি ॥২২  
 এবম্ভু প্রত্যহং কুর্যাজ্জগদ্বশ্যায়কামিনি ।  
 অবশ্যং জায়তে বশ্যং জগদেতর্চরাচরম্ ॥২৩

শ্রীদেব্যাচ ।

ঋতমেতন্মহাদেব হং প্রসাদাং পুরাতনম্ ।  
 স্বপ্নাবতী চ যা বিদ্যা কথিতা বিগতোময়া ৷২৪  
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিশেষং যত্র যদ্ববেৎ ।  
 তয়দম্ম মহাদেবি যদি তেহনুগ্রহোময়ী ॥২৫

শ্রীজগন্নাথ উবাচ ।

কথয়ামি শৃণু প্রাজ্ঞি বিদ্যাং স্বপ্নাবতীং পরাম্ ॥২৬  
 প্রণবং পূর্বমুক্ত্য বধুবীজং সমুদ্বরেৎ ।

প্রথমেই বলিব ॥৮ প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিবা পরে রাজমুখী এই  
 পদ উক্ত করিবে, তৎপরে রাজমুখী এই পদ বলিয়া মায়াবীজদ্বয় উক্ত  
 করিবে, তদনন্তর কামবীজ, তার পর দেবী এঃ পদদ্বয় কহিয়া তদন্তে  
 মহাদেবী পদ, তৎপশ্চাৎ দেবাদিদেবি । সম্বোধনান্ত এই পদচতুষ্টয় উচ্চা-  
 রণ করিবে । সর্বজনভিমুখং মম বশং কুরু কুরু, তদন্তে স্বাহাপদ  
 উচ্চারণ করিবে । ইহা সর্ববশীকর মহামন্ত্র ॥১৯:২০:২১ হে মহেশ্বরী !  
 কৃতী ব্যক্তি শয্যায় থাকিয়া প্রাতঃকালে তিনবার দক্ষিণ হস্তে মুখ মার্জন  
 করিবে । হে শিবে ! জগৎবশীকরণের নিমিত্ত প্রত্যহ এই রূপ করিবে ।  
 ইহাতে এই চরাচর জগৎ অবশ্য বশ্য হইবে, সন্দেহ নাই ॥২২:২৩

স্বপ্নাবতী পদান্তে চ স্বপ্নং কথয় চোদ্ধরেৎ ।  
 মায়াবীজং ততঃ স্বাহা মন্ত্রমেতন্নগাত্মজে ।  
 দিবা ভুক্ত্বা হবিষ্যন্নং রাত্ৰৌ জপ্ত্বা সহস্রকং ॥ ২৭-২৮  
 ততঃ শুদ্ধায়াং শয্যায়াং তদা স্বপ্নে হি পশ্যতি ।  
 মনসা চিন্তিতং যদ্যন্তঃ সর্বং পরমেশ্বরী ॥ ২৯  
 অথাপরং প্রবক্ষ্যামি স্বপ্নপ্রবোধমুত্তমম্ ।  
 যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্বং জ্ঞানান্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৩০  
 প্রণবং প্রাক্ সমুচ্চার্য হিলি হ্রং শূলপাণয়ে ।  
 স্বাহাস্তোত্রয়ং মহামন্ত্রঃ প্রোক্তস্তে কমলেক্ষণে ॥ ৩১

দেবী কহিলেন, হে মহাদেব ! আমি আপনার প্রসাদে এই পুরাতন  
 কথা শ্রবণ করিলাম । আপনি, আমাকে যে স্বপ্নাবতী বিদ্যা কহিলেন,  
 তাহা আমি অবগতি করিলাম ॥ ২৪ কিন্তু তাহার বিশেষ বিধি এক্ষণে  
 শ্রবণ করিতে বাসনা করি ; যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে,  
 তাহা হইলে কীৰ্ত্তন করুন ॥ ২৫ ঈশ্বর কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ ! উৎকৃষ্টতর  
 স্বপ্নাবতী বিদ্যা কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৬ প্রথমে প্রণবোক্তার পরে বহু-  
 বীজ, তৎপরে স্বপ্নাবতী পদান্তে স্বপ্নং কথয় এই পদোক্তার করিবে,  
 তদনন্তর মায়াবীজ, পরে স্বাহা প্রয়োগ করিবে । হে নগাত্মজে ! ইহাই  
 মন্ত্র । দিবাং হবিষ্যন্ন ভোজনপূর্বক রাত্রিকালে ঐ মন্ত্র সহস্রবার জপ  
 করিষ্য, শুদ্ধশয্যা স্বপ্নে তাহাই অবলোকন করিষ্য থাকে ॥ ২৭ ২৮ স্বাহা  
 স্বাহা মানসে চিন্তা করে, স্বপ্নে সেই সমস্তই দর্শন করে ॥ ২৯ হে  
 পরমেশ্বরী ! এক্ষণে অপর উত্তম স্বপ্ন প্রবোধ কহিতেছি, তাহার জ্ঞান

বিধানং পূর্ববৎ সর্বং জপান্তে প্রার্থনং শৃণু ॥ ৩২

ওঁ নমো জগজ্জিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে ।

বামদেবসুরূপায় স্বপ্রাধিপত্যে নমঃ ॥

স্বপ্নে কথয় মে তত্ত্বং সর্বং কার্য্যং শুভাশুভং ॥ ৩৩

ইতি মন্ত্রেণ সংপ্রার্থ্য সর্বং জ্ঞানাতি তাবতঃ ।

এতস্তে কথিতং দেবি স্বপ্নবোধমমুত্তমম্ ॥ ৩৪

রহস্যং পরমং রম্যং বশীকরণমুত্তমং ।

সর্ববল্লভমহাদেযি সর্ব জ্ঞানপ্রদায়কম্ ॥ ৩৫

নিরস্তুরং মহাদেবি সেবিতঃ সিদ্ধিশঙ্করৈঃ ।

মধুমত্যাঃ প্রসাদেন সর্বৈত্ত্বং সর্ববোনিয়ু ॥ ৩৬

মাত্রেই মানবগণ নিশ্চিতই সকল বিষয় জানিতে পারে ॥৩০ হে কমলেক্ষণে! প্রথমে প্রণবোদ্ধার করিয়া তৎপরে হিলি হ্রীং শূলপাণয়ে তৎপরে স্বাহা উচ্চারণ করিবে। হে দেবি! এই আমি তোমাকে মহামন্ত্র কহিলাম ॥৩১ ইহার বিধান পূর্বের জ্ঞায় জানিও। এক্ষণে জপান্তে প্রার্থনা অবগণ কর ॥৩২ ওঁ নমো জগ-জ্জিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে। বামদেব সুরূপায় স্বপ্রাধিপত্যে নমঃ। স্বপ্নে কথয়মেত্ত্বং সর্বকার্য্যং শুভাশুভং ॥৩৩ এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলে সকলই জানিতে পারে। হে দেবি! এই আমি তোমাকে অতুত্তম স্বপ্ন বোধ এবং পরম রহস্য মনোহর বশীকরণ কহিলাম ॥৩৪ হে মহাদেবি! ইহা সর্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে। সিদ্ধি শঙ্করগণ, ইহার সততই সেবা করেন ॥৩৫ মধুমতীর প্রসাদে সর্ববোনিয়ি বিষয় সর্বথা

যাচন্তুঃ পরমেশানি তস্মাদ্বাং সমুপাশ্রয়েৎ ।  
 স্বপ্নাবত্যাদিবিদ্যায়া যো জপঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৩৭  
 বর্ষসংখ্যা ক্রমেণৈব সিদ্ধকামস্ত শাস্তবি ।  
 স্বং জপস্ত বিনা দেবি ফলসিদ্ধিঃ সমীরিতা ।  
 সিদ্ধবিজ্ঞাপ্রভাবেন তাং সুসিদ্ধাঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৩৮  
 ইতি তে কথিতং সম্যগ্রহস্তাং পরমাদ্বুতঃ ।  
 গোপনীয়ং খলে তুষ্টে পশুপামরসন্নিধৌ ॥ ৩৯  
 অনুথা কুরুতে যন্ত স ভক্ষ্যো ডাকিনীগণৈঃ ।  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গোপনীয়ঃ বিশেষতঃ ॥ ৪০  
 দঢ়াচ্ছান্তায় দাস্তায় সৎকুলীনায় যোগিনে ।  
 ভক্তায় পাপ হীনায় সাধকায় মহাত্মনে ॥ ৪১  
 ইতি যোগিনীতন্ত্রে মহাতন্ত্ররাজে দেবীশ্বরসম্বাদে চতু-  
 র্বিংশতিসাহস্রো সপ্তমঃ পটলঃ ।

উক্ত হইয়াছে ॥৩৬ হে পরমেশানি ! তোমার জিজ্ঞাসার এই সমস্ত  
 কহিলাম । হে শাস্তবি ! স্বপ্নাবত্যাং বিদ্যাং জপের যে প্রকার  
 কহিয়াছি ॥৩৭ তাহা বর্ষসংখ্যা ক্রমে সিদ্ধি হইয়া থাকে । সেইরূপ  
 জপ ব্যতিরেকে ফল সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই । সুরাসুরগণ সিদ্ধবিদ্যার  
 প্রভাবেই সেই সকল বিদ্যা সুসিদ্ধ করিতে পারেন ॥৩৮ এই আমি  
 তোমাকে পরমাদ্বুত সমস্ত রহস্যই কহিলাম । ইহা খল, তুষ্ট, পশু এবং  
 পামর সন্নিধানে সততই গোপনীয় ॥৩৯ ইহার যে অন্যথা করে ডাকিনীগণ  
 তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ সেই হেতু ইহা বিশেষরূপে গোপন



## অষ্টমঃ পটলঃ ।

শ্রীদেব্যাচ ।

শ্রুতং হি সাধনং সৰ্ব্বং অগ্নুখাস্তোজনির্গতম্ ।

দেবদানবগন্ধৰ্বসিন্ধুচারণসেবিতম্ ॥ ১

পরমানন্দসন্দোহং সান্দ্রানন্দবিভূতিদম্ ।

পরং পারং পরং পুণ্যং পবিত্রং পরমং মহৎ ॥২

যোগিন্যুৎপত্তিকথনং ত্রৈলোক্যস্তাপি দুর্লভম্ ।

কথয়স্ব মহাদেব কেবলানন্দরূহিতম্ ॥৩

ঈশ্বর উবাচ ।

পূৰ্ব্বং যদাবয়োর্বৃত্তং সৰ্ব্বং তদ্বিশ্রুতং শিবে ।

অত্যন্তশুভং পরমং দেবাস্থরভয়ঙ্কর ॥৪

রাখিবে । শান্ত, দাশ, কুলীন, যোগী, ভক্ত, পাপহীন, মহাত্মা সাধককে  
ইহা প্রদান করিবে ॥৪১

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে সপ্তম পটল ।

শ্রীদেবী কহিলেন, হে দেব ! আমি আপনার বদন সরোজ বিনির্গত,  
দেবদানবগন্ধৰ্বসিন্ধুচারণগণ নিষেবিত পরমানন্দ সন্দোহ, সান্দ্রানন্দ  
বিভূতিপ্রদ পরপাররূপ, পরমপুণ্যস্বরূপ, পবিত্র ও পরমমহৎ সৰ্ব্ববিধ  
অবগণ করিলাম, এক্ষণে উপরিউক্ত গুণসমূহসংযুক্ত এবং ত্রৈলোক্যেরও  
দুর্লভ, কেবলানন্দবর্দ্ধন যোগিনীগণের উৎপত্তি কথন কীর্তন করুন ॥১২।৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে শিবে ! পূর্বে আমাদের উভয়ের যাহা যাহা  
ষটিয়াছিল, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছে ? যাহা হউক, অত্যন্ত শুভ, দেবা-

প্রাচীনমতিগোপ্যং হি সারাৎসারং পরাৎপরম্ ।

শৃণু বক্ষ্যামি চার্ক্বক্ষি সমাসেন শিবপ্রিয়ে ॥৫

গোপনীয়ং হি দং ভদ্রে যোনি পরনরে যথা ॥৬

ব্রহ্মাণ্ডস্যাযুষঃ শেষে সৰ্ব্বসত্ত্ববিবৰ্জিতম্ ।

ভূম্যাদিপঞ্চতত্ত্বং তু কেবলে সংস্থিত শিবে ॥৭

ত্বাং মাং বিনা মহেশানি নাসীৎ কিঞ্চিচ্ছগজ্রয়ে ।

এতস্মিন্নন্তরে ত্বাং বৈ পপ্রচ্ছাহং প্রহাসতঃ ॥৮

মমাধিকা যোগ্যতা বা ত্বাপি বা মহেশ্বরী ।

ইদানীং পরমেশানি নতো ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥৯

স্বাতুং স্থানং ন কুত্রাস্তি কুত্র স্থাস্তামি ভাবিনি ।

যদ্যন্ময়া, কতং সৰ্বং তৎ সৰ্বং গতমেব হি ॥১০

বিবিক্তোহহং সদা দেবি ভবসংসারকৰ্ম্মণি ।

স্বাতুং স্থাগমিদানীং ত্বং কল্পয়স্ব মহেশ্বরী ॥১১

স্বরগণের ভয়ঙ্কর ও প্রাচীন, অতি গোপনীয়, সারাৎসার পরাৎপর পরম বিষয় বলিতেছি। হে চার্ক্বক্ষি! তুমি তৎসমস্তই শ্রবণ কর ॥৫ হে শিব-প্রিয়ে! হে ভদ্রে, পরপুরুষ সন্নিধানে যোনি যেমন গোপনীয়, ইহাও সেই-রূপ গোপনীয় জানিবে ॥৬ ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুশেষে সংসার সৰ্ব্বতত্ত্ববিবৰ্জিত হইলে এবং ভূম্যাদি পঞ্চতত্ত্বমাত্র কেবলাত্মায় অবস্থিত হইলে ॥৭ হে মহেশ্বরী! তুমি আর আমি ব্যতীত এই ত্রিজগতে আর কিছুই ছিল না। এই অবসরে আমি হাস্য করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥৮ হে মহেশ্বরী! আমি অপেক্ষা বোধ হয় বা তোমার যোগ্যতা অধিক।

ইতি শ্রদ্ধা তদা দেবি ক্রোধে নারুণলোচনা ।

উবাচ মাং সুনিষ্ঠরং ছুরাচারাদিদারুণা ॥১২

যদ্যৎ কৃতং ত্বয়া দেব মামুপাশ্রিত্য সর্বদা ।

মাং বিনা তে মহাদেব শব্দমিতি নিশ্চিতম্ ॥১৩

ষোগে হি তে মহেশান ময়া সর্বমিদং ততম্ ।

কল্লিত বৎসরূপেণ যোগ্যতা কা তবাস্তি তে ॥১৪

কারণা বস্থ্যাপন্ন সদাহং ধাত্রীরূপিণী ।

না কার্য্যং মেহি বৎ কিঞ্চিৎ সদাহংছক্ষরাপরা ॥ ১৫

কার্য্যভাবসমাপন্ন সদা প্রকৃতিরূপিণী ।

তদা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বৈ সর্বৈহপারিভবন্তি হি ॥১৬

এই দেখ, এক্ষণে ব্রহ্মাওমণ্ডল শূন্যাকার, কোথাও থাকিবার স্থান নাই, হে ভাবিনি! এখন কোথায় থাকিব। আমি যাহা করিয়াছিলাম, তৎসমস্তই বিগত হইয়াছে; তুমি জানই যে, আমি সংসারকর্মে সংস্পর্শ-শূন্য থাকিতে সর্বদাই ইচ্ছা করিয়া থাকি। হে মহেশ্বর! এক্ষণে তুমি অবস্থানের নিমিত্ত স্থান কল্পনা কর ॥১১০১১ হে দেবি! তুমি তাহা শ্রবণান্তর ক্রোধে লোহিতলোচনা ও ছুরাচারদারুণা হইয়া অতি নিষ্ঠুরাকর বচন আমাকে বলিতে আরম্ভ করিলে ॥১২ তুমি যাহাই কর তাহাতেই সর্বদা আমার উপর নির্ভর করিয়া থাক, আমা ব্যতিরেকে তুমি শব হইয়া থাক ॥১৩ তোমার যোগমাত্রে আমি এই সংসার বিস্তারিত করিয়া তোমাকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়াছি, তোমার যোগ্যতা কিছুই নাই ॥১৪ আমি সর্বদাই কারণাবস্থাপন্ন বিধাতৃরূপিণী। আমার কিছুই অকার্য্য নাই, আমি সততই অক্ষরা ও পরমারূপে বিদ্যমান আছি ॥১৫ আমি নিয়তই কার্য্যভাব সম্পন্ন প্রকৃতিরূপিণী। তৎকালে ব্রহ্মাদি সকলেই আবিভূত হয় ॥১৬ এই চরাচর বিশ্ব আমারই মায়ায়

মম মায় ময়মিদং বিশ্বং দেব চরাচরম্ ।  
 বিক্ষেপাববণে মাসারস্তো হে পরমেশ্বর ॥১৭  
 ইতি শ্রদ্ধা বচস্তেহহং বজ্রতুলাং সুদারুণম্ ।  
 নোবাচ কিঞ্চিত্তাং দেবী স্থিরহমভবন্তদা ॥১৮  
 পরীতোহহং সদা দেবি দুঃখেনাস্তরঞ্জন চ ।  
 ততঃ স্থিরীকৃত্য হৃদি উপায়ং ভব নিগ্রহে ॥১৯  
 জগাম পশ্চিমে ভাগে ব্রহ্মাণ্ডস্য বরাননে ।  
 গহা তত্র মহাদেবি নির্জনে দারুণং পুরা  
 স্বদেহভস্মনা দৈত্যং প্রাগদৃষ্টং শ্রুতং মুদম্ ।  
 দানবেন্দ্রং মহাঘোরং ঘোরনামানমদ্ভুতম্ ॥ ২০২১  
 কোটিযোজনবিস্তীর্ণং ছাত্রিংশলক্ষপ্রস্থিতম্ ।  
 কোটিহস্তং মহারোদ্রং কোটিলোচনসমুজ্জ্বলম্ ॥২২

বিনিশ্চিত । হে পরমেশ্বর ! আমার বিক্ষেপ ও আবরণ নামক শক্তি  
 ঘষেই জগতের সমস্ত কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে ॥১৭ তোমার এইরূপ  
 বজ্রতুলা দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তোমাকে তখন কিছুই না বলিয়া  
 ভূষীভূত হইয়া থাকিলাম ॥১৮ হে দেবি ! আমি নিয়ত আন্তরিক  
 দুঃখভরে তাপিত হইয়া, তোমার নিগ্রহের নিমিত্ত মনে মনে এক উপায়  
 অবধারিত করিলাম ॥১৯ অনন্তর আমি ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চিমভাগে গমন  
 করিয়া নির্জনে নিজ দেহের ভস্মদ্বারা এক দারুণ মহা ঘোর ঘোরনামক  
 এক অপূৰ্ণ অদ্ভুত দানবেন্দ্রের সৃষ্টি করিলাম ॥২০২১ ঐ দৈত্য, দৈর্ঘ্যে  
 কোটিযোজন এবং প্রস্থে বত্রিশলক্ষযোজন হইবে তাহার হস্ত কোটিসংখ্যক,  
 লোচন উজ্জ্বল ॥২২ বদন পঞ্চাশং লক্ষ, ঐ বদন জালাবলি দ্বারা আচ্ছন্ন ।

পঞ্চাশল্লক্ষবদনং জ্বালাবলিসমাকুলং ।  
 তস্মৈ দত্ত্বা মহাসিদ্ধীরণিমায়া মহেশ্বরী ॥ ২৩  
 সর্বভাবে মৎসদৃশে বিধায় তং সুদারুণম্ ।  
 উল্লাসমনসা দেবি আগতোহহং তবাস্তিকম্ ॥ ২৪  
 সোহপি তস্মৈ দানবেন্দ্রঃ গ্রাসং কৃৎস্না জনাৰ্ণবম্ ।  
 গেণ্ডুকে হে বিধায়ৈব সুবেলবেল পৰ্ব্বতো ॥ ২৫  
 তদা মম মনোজ্ঞায়া জম্বাদীশচ মাং প্রতি ।  
 ইদানীং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং জীবহীন মজায়ত ॥ ২৬  
 আজ্ঞাপয় মহাদেব পশ্যামি সকলং শিব ।  
 তদা বিহস্ম মনসা তবোৎকর্ষানুবর্জয়ন্ ॥ ২৭  
 উবাচ স্বামহং ভদ্রে আগচ্ছ পশ্চিমাং দিশং ।  
 সর্বত্রাস্ত্র দেবেশি দৃষ্ট্বা পশ্চাতং ময়ি ॥ ২৮  
 স্ত্রীণাং স্তম্ভাবো দেবেশি য এবাধঃ স্থিতো ভবেৎ ।  
 তত্রৈব মহতী শ্রদ্ধা দৃষ্ট্বা যাতুং সদা ভবেৎ ॥ ২৯।৩০

---

তাহাকে আমি অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি প্রদানপূর্বক সেই দারুণ দৈত্যকে  
 সর্বতোভাবে আমার সদৃশ করিয়া উল্লাসিত মানসে তোমার নিকট  
 আগমন করিলাম ॥২৩।২৪ সেই দানবের জনাৰ্ণব গ্রাস এবং সুবেল ও  
 বেল পৰ্ব্বতে দুই গণ্ডুষে অবস্থাপিত করিয়া রহিল ।২৫ তখন তুমি  
 আমার মনোভাব জানিতে পারিয়া আমাকে কহিয়াছিলে যে, হে  
 মহাদেব! এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড জীবহীন হইল ।২৬ হে শিব! আজ্ঞা  
 কর, আমি সকলই দর্শন করিব । তখন আমি মনে মনে হাস্ত করিয়া

ইতি জ্ঞান ময়োক্তং তন্নিবেদনং শিবে ।  
 ততঃ প্রয়োজনাভাবাৎ তব স্বভাবতঃ শিবে ॥৩১।৩২  
 ন গতাত্তত্র দেবেশি স্থিতা ত্বৎ নমান্তিকে ।  
 মহাদ্বাদে চ কাস্তারে যত্র কেদারকেশ্বরঃ ॥৩৩।৩৪  
 তত্র গতা মহাদেবী জগন্মোহনকারিণী ।  
 বিব্যাধ দৈত্যরাজেন্দ্রং কামবাণান্ সহস্রশঃ ॥৩৫  
 অত উথায় দৈত্যেন্দ্রঃ কামবাণেন বিহ্বলঃ ।  
 করান্ প্রসার্য সকলান্ আহ চাটুবচো ভ্রশম্ ॥৩৬  
 ঘোর উবাচ ।  
 মে ক্রোড়ে স্বঃ সমাগচ্ছ ভব সর্বেশ্বরী ।  
 নুদা ত্যাহ মাং কামজলধৌ নিমগ্নং স্বাস্তদানতঃ ।

তোমার উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনপূর্ব্বক ২৭ কহিলাম, হে ভদ্রে ! আইস পশ্চিমদিকে  
 গমন করি । হে দেবেশি ! আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতত্ত্ব সর্ব্বত্রই দর্শন  
 করিয়া গমন করিয়াছিলে । ২৮ সৰ্ব্বদাই স্বীগণের স্বভাব অধিষ্ঠিতঃ  
 হয় । সেই স্থান দর্শন করিয়া তোমার তথায় গমন করিতে মহতী  
 শ্রদ্ধা হইল । ২৯।৩০ তাহা আমি জানিয়া তোমাকে তথায় বাইতে  
 নিবেদন করিলাম, তদনন্তর প্রয়োজনাভাবে এবং তোমার স্বভাববশে  
 ৩১।৩২ তুমি অতত্ত্ব গমন না করিয়া আমার নিকটেই অবস্থান করিয়া-  
 ছিলে । কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া পরে যে মহৎ কাস্তার স্থানে  
 কেদারকেশ্বর আছেন । ৩৩।৩৪ জগন্মোহনকারিণী ! সেই স্থানে তুমি  
 গমন করিয়া, সেই দৈত্যরাজকে সহস্র সহস্র কামবাণে বিদ্ধ করিয়াছিলে ।  
 সেই দৈত্য কামবাণে বিহ্বল ও উত্তিত হইয়া সমস্ত কর প্রদারণ  
 করিয়া অনেকপ্রকার চাটুবচন বলিতে আরম্ভ করিল । ৩৫।৩৬

ঘোর কহিল, তুমি তখন আমার ক্রোড়ে আসিয়া আনন্দে

কিঞ্চিৎ কালং ন জীবামি ত্বাং বিনাহং কথঞ্চন ।

আলিঙ্গ্য পতিভাবেন জীবনং রক্ষ সুন্দরি ॥৩৬

ইত্যাदि চাটুবাকৈস্ত্বাং মুহুম্মুর্ছজ্জগাদ চ ।

ততঃ সা ত্বমবাদাশ্চ সকটাক্ষং শুচিস্মিতম্ ॥ ৩৭

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ত্বঃ সৰ্বদৈত্যেন্দ্রঃ সৰ্ববভোক্তা ত্বং বৈ বলী দেবনিকায় এব ।

ত্বং বীৰ্য্যবান্ সৰ্ববিনাশনশ্চ ত্বাং বৈ বরামোষদি তৎ কৰোষি ॥৩৮

মদীয় বৃত্তান্তমিহ শৃণু নাবস্থিতিঃ কাপি ভবেন্ন যস্মাৎ ।

পুরা প্রতিজ্ঞা হি ময়া কৃতা যা তাং পালয় ত্বং যদি মাং গ্রহীতুং ॥৩৯

মনস্ত চৈবং খলু দৈত্যরাজ যো মাং বিনির্জিত্য রণে স্থিতঃ স্ম্যৎ ।

স মে তু ভর্তা ন চান্ত এব তদাদিতো যুদ্ধমিতঃ শ্রয়স্ব ॥৪০

হইয়া থাক । আমি, কামসাপ্পার নিমগ্ন হইঘাছি, এক্ষণে আলিঙ্গন দান করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর । হে সুন্দরি ! আমি তোমা ব্যতিরেকে কদাপি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিব না । প্রিয়ে ! তুমি আমাকে পতিভাবে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা কর ॥৩৭ এইরূপ বহু-প্রকার চাটুবাক্য তোমাকে বারবার বলিতে লাগিল । তখন তুমি তাহাকে কটাক্ষ সহিত সঙ্কিতবচনে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলে ।৩৮

দেবী কহিলেন, তুমি সকল দৈত্যের ইন্দ্র, সৰ্বভোগী, তুমি দেবগণ অপেক্ষাও বলবান, তুমি বীৰ্য্যবান ও সকলেরই বিনাশকারক, যদি তুমি আমার সেই কার্য্য সাধন কর, তবে আমি তোমাকে বরণ করিব । তুমি আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর । সেই কার্য্য পরিপূর্ণ না হওয়াতেই কোথাও আমার অবস্থিতি হয় নাই । আমাকে যদি গ্রহণ করিতে তোমার অভিলাষ থাকে, তবে আমি পূৰ্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া

শ্রীঈশ্বর-উবাচ ।

এবং ধ্রুবানাং হাং দেবি ক্রোধেন মহতা যত ।  
 উচ্চৈর্নির্ভৎ সয়ামাস প্রলয়াস্তোধিষর্ঘরং ॥  
 ততঃ সমুথিতোঘোরঃ কালরুদ্রঞ্চ ত্র্যকৃতঃ ।  
 সমাহর্তুং তদা দৈত্যোদ্যাবতিস্মাখিলং জগৎ ॥৪১  
 তথাপি ত্বং গৃহীতুং স ক্ষমোমাভুং কথকন ।  
 তদা বেগেন মহতা গপ্ত্বাস দানবেশ্বরঃ ॥৪২  
 হস্তাঘর্ষবশান্তে চ পর্বতাঃ চূর্ণতাং গতাং ।  
 পদাঘাতাচ্চপরমা মগ্নাহিস্তুজ্জলার্ণবে ॥৪৩  
 তদ্বহব্রমবাতেন প্রোচ্ছলজ্জ্বলমণ্ডলং ।  
 উর্দ্ধাধশ্চ কটহান্তং মহাভীমতরঙ্গকং ॥৪৪

ছিলাম তাহা পালন কর । আমার প্রতিজ্ঞা এই, যে ব্যক্তি রূপে আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে, সেই আমার ভর্তা, ইহা ব্যতীত অজ্ঞ চেহেত আমার ভর্তা হইতে পারিবে না । অতএব প্রথমেই আমার সহিত তুমি যুদ্ধ কর । ৩৯।৪০

ঈশ্বর কহিলেন হে দেবি ! তুমি যখন এই রূপ বলিতেছিলে, তখন সেই ভয়ঙ্কর দৈত্য প্রলয়পন্থোধির ত্রায় মহা ভয়ঙ্কর ঘর্ষরবে তোমাকে ভংগন করিতে লাগিল । তৎপরে সেই মহাঘোরতর ঘোর দৈত্য মহাকাল রুদ্রকে নক্সার করিয়া, অখিল জগৎ সংহার করিবার নিমিত্ত উথিত হইয়া ধাবিত হইল ॥৪১ তথাপিও সে তোমাকে কোন প্রকারে ধরিতে সমর্থ হইল না । সেই দানবেশ্বর তখন বেগে গমন করিতে লাগিল ॥৪২ তাহার হস্ত স্পর্শে পর্বত সকল চূর্ণীভূত হইতে লাগিল পদাঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া জলার্ণবে মগ্ন হইতে লাগিল ॥৪৩ তাহার অঙ্গবাত ভ্রমে জলধিমণ্ডল উচ্ছলিত হইয়া মহা-



ব্রহ্মাণ্ডং পরিসংব্যাপ্য ভ্রমতে স নিরন্তরং ।  
 ধৰ্ত্তুং কামোমহামায়ে ত্বাং ধৰ্ত্তুং ত্ব ক্রমোভবেৎ ॥৪৫  
 অগ্রেহগ্রে ত্বাং পশ্যতিস্ম কেবলং দৈত্যশৃঙ্গবঃ ।  
 যদ্যদ্যুদ্ধং কৃতং তেন কথিত্যং নৈব শক্যতে ॥৪৬  
 যদ্ যৎ ক্ষিপ্তং ত্বয়ি শিবে তৎ সৰ্বং তস্মাসাদগতং ।  
 যত্তেজসা মহেশানি তত্রাপি ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥৪৭  
 ভবনিরন্তরং দৈত্যোঘোরোঘোরপরাক্রমঃ ।  
 আশ্চর্য্যং শৃণু দেবেশি যুদ্ধবৃত্তং মহোজ্জলং ॥৪৮  
 জল জাতাং কটাহাতু ধূলিকুণ্ডপদ্যতে ভূশং ।  
 এবমেকাহতো যুদ্ধং কোটিবর্ষনভূতদা ॥৪৯  
 এবং তত্র মহেশানি যুদ্ধকালে ভয়াতুরঃ ।

ভীম তরঙ্গ সহকারে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধাধঃ কটাহ পর্য্যন্ত নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। হে মহানায়ে! সে তোমাকে ধরিবার ইচ্ছা করিয়া ধাবিত হইলেও ধরিতে পারিল না ৪৪।৪৫ তোমাকে অগ্রে অগ্রে কেবল গমন করিতে দেখিতে লাগিল। সে যেভাবে বেক্রপ যুদ্ধ করিল, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না ॥ ২৬ হে শিবে! গোমার প্রাতি সে যে যে অহ্ন নিক্ষেপ করিল, তৎসমস্তই তস্মাৎ হইয়া গেল। হে মহেশানি! তথাপি তেজোভরে ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া, সেই ঘোরদৈত্য ক্রমে ক্রমে ঘোর পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। হে সুন্দরী! অতি আশ্চর্য্য অবগণ কর ॥৪৭॥৪৮ সেই মহা তুমুল যুদ্ধকালে জলজাত কটাহ হইতে ভূরি ভূরি ধূলি উষিত হইতে লাগিল। একাহ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটিবৎসর যুদ্ধ হইয়া ছিল ॥৪৯ হে মহেশানি! এইরূপ যুদ্ধকালে আমি ভয়াতুর হইয়া, যোগ

অহং যোগঃ সমাপ্রিত্য অতি সূক্ষ্মতরং বপুঃ ।

বিধায় পরমেশানি ক্রামাপ্রিত্য স্থিতঃ সদা ॥৫০

কথঞ্চিদপি প্রাপ্য হাং ধৰ্ত্তং দৈতরাট্ তদা ।

চিন্তয়ামাস চ খলু হাং হস্তং বিবিধক্রমং ॥ ৫১

বন্ধয়িত্বা শরীরং স্রং ঘর্ষয়িত্বা চ বাহুনা ।

কটাহে মারয়িষ্যামি মহাভূষ্টাহি ক্রামহং ॥৫২

ইতি সন্ধিন্ত্য মনসা বন্ধয়িত্বা কলেবরং ।

পুরিতং তেন ব্রহ্মাণ্ডং ঘোরের্ষষমুপাগমৎ ॥৫৩

উবাচ হাং তদা দৈত্যঃ হতা যাস্তসি কুত্র বা ।

ভবতী ভূশমালোক্য দৈত্যঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরিতং ॥৫৪

দয়োক্তোহসৌ ঘোরদৈত্যস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ সূক্ষ্মতে ।

কথং ব্যস্তো ভবান্ জাতোনিহন্নি ক্রামহং মুদা ॥৫৫

অবলম্বনপূর্বক সূক্ষ্মতর শরীর ধারণ করিয়া তোমাকেই আশ্রয় করিয়া  
অবস্থিত রহিলাম ॥৫০ দৈত্যরাজ তোমাকে কোনরূপেই ধরিতে না  
পারিয়া তোমাকে হনন করিবার জন্য বহুবিধ উপায় চিন্তা করিতে  
লাগিল ॥৫১ অবশেষে স্রী শরীর সম্বন্ধিত করিয়া এবং বাহুদ্বারা তাহা ঘর্ষণ  
করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল । যে আমি মহাভূষ্টস্বভাবা নারীকে এই  
কটাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া সংহার করিব ॥৫২ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া,  
আপন কলেবর বন্ধিত করিতে লাগিল তদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত হইল  
দেখিয়া, ঘোর দৈত্য অত্যন্ত আনন্দিত হইল ॥৫৩ তখন সেই দৈত্যরাজ  
তোমাকে কহিল, এখন আপনাকে হত প্রায় দেখিয়া কোথায় পলায়ন  
করিবে । তুমি দৈত্যকে নিজ কলেবরে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত করিতে  
দেখিয়া ॥৫৪ কহিয়াছিলে, রে চক্ষুতি ঘোর দৈত্য ! থাক্ থাক্, তুই ব্যস্ত

অধুনৈব মহাদুষ্ট জানাসি নহি মাং কদা ।  
 মন্তঃ সৃষ্টিঃ সমুৎপত্তা ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥৫৬  
 ময়ৈব পাল্যতে সর্বং মম মায়াময়ং জগৎ ।  
 মন্তোনাত্মং কিঞ্চিদস্তি ব্রহ্মৈবাহং সনাতনঃ ॥৫৭  
 শৃণু মুচ্যবরাস্মাকং পরমং মঙ্গলং মহৎ ।  
 দুষ্টভাবেন বা দৈত্য শিষ্টভাবেন বা পুনঃ ॥  
 ভজন্তে মাং যথা যোহি তথা কামং দদাসি তে ।  
 নিদানন্ত প্রযচ্ছামি মহাফল মনুস্তমং ॥৫৮॥৫৯  
 ত্রয়াহং সেবিতা দৈত্য বহুকালং ন সংশয়ঃ ।  
 সমাপ্ত মেকচিত্তেন মমৈবা হকরোদ্যতঃ ॥৬০

হইতেছি কেন ? এখন তোমাকে আমি অবলীলায় সংহার করিতেছি । ৫৫  
 রে মহাদুষ্ট ! এখনও আমাকে তুই জানিতে পারিতেছি না কেন ? জানিস  
 আমি হইতেই সৃষ্টি সমুৎপন্ন এবং আমাতেই তাহা সয় পাইয়া থাকে ।  
 আমিই এই অখিল সংসার পালন করিয়া থাকি ; এই জগত আমারই  
 মায়াময় জানিও ॥৫৬ আমি হইতে ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, আমিই সনাতন  
 ব্রহ্ম ॥৫৭ রে মুঢ়মতি ! পরম মহৎ মঙ্গলভাব আমার শ্রবণ কর ! রে দৈত্য ।  
 মন্দভাবেই হউক, আর স্তম্ভভাবেই হউক, আমায় যে যে ভাবে ভজনা  
 করে, আমি তাহার সেই কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি ; আমিই অমূল্য  
 মহাফল ॥৫৮৥৫৯ নিদানরূপ ব্রহ্ম নিকৰ্ণ প্রদান করি । হে দৈত্য ! তুমি  
 বহুকাল আমার সেবা করিয়াছ, সন্দেহ নাই । তুমি আমার প্রতি একান্ত  
 চিন্তা হইয়া আমাকে, প্রাপ্ত হইবার বাসনা করিয়াছ, অতএব তুমি শিব  
 তুল্য সন্দেহ নাই ॥৬০

## যোগনাত্তম্ ।

শিবোহি নাত্র সন্দেহো মৎকৃতে যদশ্রমস্তব ।  
ইদানীং পশ্য মজ্জপং ব্রহ্মানন্দং পরং পদং ॥৬১  
যদৃষ্টবান পুনঃ কোহপি কদাপ্যবির্ভবেৎ কিল ।  
ধ্যাত্বা যৎ পরমং রূপং শিবং ন্যূনমিতি প্রভো ॥৬২  
তজ্জপং পরমং ধাম কালীরূপমিত শৃণু ।  
ইতং পরতরং রূপং ব্রহ্মণোনাস্তি কুত্রচিৎ ॥৬৩  
ইতুক্ত্বাং তদা দেব ভবানী ভবমোচনী ।  
ধ্যাত্বা যৎ পরমং রূপং অহং কালীতি বাদিনী ॥৬৪  
অসকৃৎ পরমেশানি জাতা স্বং কালিকা তদা ।  
কৃষ্ণবর্ণ মহাঘোরা মহাকালাপরিস্থিতা ॥৬৫  
মুণ্ডমালাবলীরম্যস্থ মুক্তকেশী স্মিতাননা ।  
লোলজিহ্বাং রক্তঘোরলোচনত্রয়রাজিতা ॥ ৬৬

যেহেতু আমার নিমিত্ত তুমি বহুতর শ্রম করিতেছ। অতএব এক্ষণে  
তুমি আমার পরমপদ ব্রহ্মানন্দরূপ অবলোকন কর ॥

এই শিবময় পরমপদ ধ্যান করিয়াও কেহ দেখিতে পায় না ॥৬২  
সেই পদ তুমি সত্তর অবলোকন কর, যেহেতু তাহা দেখিবার নিমিত্ত অন্ত  
কেহও আবির্ভূত হইতে পারে। সেইরূপ পরমধাম, তাহা কালীরূপ  
জানিবে। পরব্রহ্মে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর রূপ কোথাও নাই ॥৬৪  
হে দেবি! তখন হে ভবানী ভবমোচনী! তুমি এই সকল বাক্য বলিয়া  
পরমরূপ ধ্যানপূর্বক আমি কালী আমি কালী এই বাক্য বলিতে বলিতে  
বারবার কালিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে ॥৬৪।৬৫ সেই কালী কৃষ্ণবর্ণা  
মহাঘোররূপা, মহাকালের উপরি সংস্থিতা, মুণ্ডমালাবলিঘারা শোভিতা,  
মুক্তকেশী, স্মিতাননা, লোলজিহ্বা এবং রক্তবর্ণ লোচনদ্বয়ে বিরাজিতা ॥৬৬

অমাকলাসমুল্লাসা কিরীটোজ্জলবিগ্রহা ।  
 শিবা কোটিসহস্রৈস্ত তেজোমণ্ডল সম্ভবৈঃ ।  
 মহারাবৈশ্চতুদ্ভিষ্কু যতোঘোরপরাক্রমৈঃ ।  
 রশ্মিবৃন্দসমুদ্ভূতা যোগিত্ত্বাঃ কোটি কোটিশঃ ॥  
 সমস্তাদ্ঘোররূপস্থা মহাযুদ্ধমহোৎসুকাঃ ।  
 প্রতিলোমকূপমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডং কোটিকোটিশঃ ॥  
 ভাসন্তে সততং দেবি সৰ্ব্বাঃ সূর্য্যময়াঃ পুনঃ ॥৬৭৭৬৮৬৯  
 এবং ত্রাং কালিকাং দৃষ্ট্বা মুচ্ছিতোদানবেশ্বরঃ ।  
 প্রতীতোহসৌ মহাকাল্য দৃষ্ট্বা শ্রীমুখমণ্ডলং ॥৭০  
 তৎক্ষণাদানবাধীশে ব্রহ্মজ্ঞানমহাবাপ্তবান্ ।  
 ততস্তং দানবাধীশং জ্ঞানে ভক্তং স্তুনির্ম্মলং ।  
 জিহ্বয়া লোলয়া কালী চকৰ্ষচ রণান্তরে ॥৭১

কিরীট দ্বারা উজ্জল বিগ্রহা এবং অমাকলাসমুল্লাসিত তেজোমণ্ডল-  
 সম্ভূত, ঘোররব, ঘোরপরাক্রম, কোটিসহস্র শিবাগণ দ্বারা পরি-  
 বেষ্টিত। মহাকালীর রশ্মিবৃন্দসমূহ হইতে ঘোররূপা মহাযুদ্ধ সমুৎসুকা  
 কোটি কোটি যোগিনীগণ চারিদিক হইতে উৎপন্ন হইল। হে দেবি !  
 সেই সমস্ত যোগিনীগণ হৃদয়ের দীপ্তি পাইতে লাগিল। মহাকালীর  
 প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৬৮৬৯  
 সেই দানবেশ্বর এবং ত্রাং সেই কালীকে অবলোকন করিয়া মুচ্ছিত হইল ।  
 মহাকালীর শ্রীমুখমণ্ডল দর্শনে ঐ দানব প্রীতি প্রাপ্ত হইল। সেই  
 দানবেশ্বর তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইল ॥৭০ তদনন্তর মহাকালী  
 সেই স্তুনির্ম্মল ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানবান দানবরাজকে লোলজিহ্বা দ্বারা রণমধ্যে

ব্রহ্মাণ্ড সহিতাং মাতা চৰ্চয়িত্বামৃতংক্ষণাৎ ।  
চকর লীলায় কালী ঘোরবাদ্যমহোৎসুকা ।  
নানাযন্ত্রস্ত বৃহতঃ পতাকা ব্যাপিকা তনা ॥৭২



## নবম পটলঃ ।

ঈশ্বর উল্লাস ।

তদ্রাক্ষিত্ব মহাশর্চ্যা ভয়বিহ্বলমানসঃ ।  
অহং জগাব সহসা তত্র কান্তারমুত্তমঃ ।১  
সুষুন্মাবত্নানা দেবি তত্র গহ্না ময়া কিল ।  
সমুদ্দিষ্টং শ্রুতং যদযং কথিতুং নৈব শক্যতে ॥২

আকর্ষণ করিলেন ॥৭১ এবং জগন্মাতা ব্রহ্মাণ্ডসহিত আহাকে চর্ষণ করিয়া  
ক্ষণমধ্যেই সংহার করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর মহাকাশী লীলায় বৃহৎ  
বৃহৎ যন্ত্রের ঘোর বাজ্য মহোৎসব করিলেন এবং নভোব্যাপিনী পতাকা-  
বলী উল্লেখন পূর্বক আন্দোলিত করিলেন ॥৭২

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে অষ্টম পটল ।

ঈশ্বর কহিলেন, সেই মহাশর্চ্যা ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ভয়বিহ্বল-  
চিত্তে আমি সেই উত্তম কান্তারে সহসা আগমন করিলাম ॥১ হে দেবি !  
সুষুন্মাবত্নদ্বারা সেই স্থানে আগমন করিয়া যাহা যাচ্চা আমি শ্রবণ করি-

সৰ্বাশ্চৰ্য্যময়ং দেবি ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কচিৎ ।  
 অতীব বৃহদাকারাঃ ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটিকোটিশঃ ॥৩  
 চরন্তি সৰ্বদা দেবি কঃ সংখ্যাতুং ক্ষমোভবেৎ ।  
 কোটিকোটিমুখা দেবি কোটিকোটিভূজা স্তথা ॥৪  
 এবঞ্চ বিবিকারা ব্রহ্মাবিশুশিবাদয়ঃ ।  
 মহদৈশ্চৰ্য্যসম্পন্নাঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডবাসিনঃ ॥৫  
 সৰ্বাশ্চৰ্য্যময়ং দেবি দৃষ্টা কুশলমানসঃ ।  
 সৰ্বং মে বিশ্বতং জাতং কোহহং চিন্তাপরায়ণঃ ॥৬  
 অহং কঃ কুত্র আয়াতঃ কেন পৃচ্ছতি কুত্রচিৎ ।  
 এবং নানাবিধং দেবি ভুবনে বিশ্বতঃ সদা ॥৭  
 নানাস্থানসম্ভ্রমঞ্চ স্মর্য্য নাস্তি মে কদা ।  
 ততশ্চ কোটিবর্ষান্তে প্রাপ্তং তে হৃদয়ানুজং ॥৮

লাম, সে সমুদয় প্রকাশ করিতে আমার সামর্থ্য হইতেছে না ॥২ হে  
 দেবি ! তাহা সৰ্বাশ্চৰ্য্যময়, সেরূপ কোথাও দর্শন বা শ্রবণও করি নাই ।  
 অতীব বৃহৎদাকার কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সততই বিচরণ করিতেছে ॥  
 তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে ? তন্মধ্যে কোটি কোটি মুখ, কোটি কোটি  
 ভূজবিশিষ্ট বিবিধ প্রকার আকারধারী, প্রতিব্রহ্মাণ্ডনিবাসী ব্রহ্মা বিষ্ণু  
 শিবাদি মহদৈশ্চৰ্য্য সম্পন্নগণ সুখে বিচরণ করিতেছে ॥৩ হে দেবি ! ঐ  
 সৰ্বাশ্চৰ্য্যময় ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া, আমি হিহ্বলমানস হইলাম,  
 আমি সকলই বিশ্বত হইলাম, আমি কে ? এই চিন্তা তখন আমার মানসে  
 উদয় হইল ॥৪ আমি কে কোথা হইতে আগমন করিলাম, কোথাও কেহ  
 কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছে না । এইরূপে চিন্তা দ্বারা আমি ভুবনের  
 সমস্তই ভুলিয়া গেলাম ॥৭

তত্র গত্বা ময়া সর্বং দৃষ্টকাস্ত্যঃসুন্দরং ।  
 তৎ সর্বং পরমেশানি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥৯  
 স্বধর্ম্মার্থোদয়ং শাস্ত্রং কারণং সুখ মোক্ষয়োঃ ।  
 পরাত্মাগমোবেদা জীবদর্শনমিন্দ্রিয়ঃ ॥১০  
 দেহঃ পুরাণমঙ্গানি স্মৃতয়ানি মানি চ ।  
 তত্রৈব সর্বশাস্ত্রানি লোমাদীনি বরাননে ॥১১  
 জীবাআনো যথা তেদ স্তথা বেদাগমেদপি ।  
 পত্রাগ্রে পত্রমধ্যে চ পত্রান্তে হৃদয়াশুজে ॥১২  
 দৃষ্ট্বা বর্ণাবলী বাতু তীত্রতেজোময়ী শুভা ।  
 শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তশ্চন্দ্র এব বা ॥১৩  
 অত্যানি সর্বশাস্ত্রাণি ক্ষুদ্রাণি যানি কানি চ ।  
 কিস্তু পূর্ববল্লোলোকে জ্ঞাত্তাহং কথিতং তব ॥১৪

আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, আমার কিছুই স্মরণ হইল না, তাহার পর কোটিবর্ষ পরে তোমার হৃদয়াশুজ প্রাপ্ত হইয়া আমি পরিতৃপ্ত হইলাম । ৮ হে পরমেশানি ! আমি, সেখানে গমন করিয়া যে যে পরমসুন্দর আশ্রয় অবলোকন করিলাম, সেই সমস্ত বর্ণন করিবার শক্তি আমার নাই । ৯ বৎসামাত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । সুখ ও মোক্ষের কারণ ধর্ম্মার্থময় শাস্ত্র, পরমাত্মা সামবেদ, জীবাআ দর্শন, ইন্দ্রিয় ॥১০ দেহ, পুরাণ অঙ্গসকল, স্মৃতিশাস্ত্র সমুদায় হোমাদি সর্বশাস্ত্র সন্দর্শন করিলাম । ১১ বেদাগম সকলে জীবাআর ষে রূপ ভেদ, তাহা হৃদয়াশুজে পত্রাগ্রে, পত্রমধ্যে ও পত্রান্তে ॥১২ দর্শনাস্তর, তীত্রতেজোময়ী শুভকরী বর্ণাবলী দর্শন করিলাম । শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, চন্দ্রঃ ॥১৩ ও জ্যোতিষ এবং



ততোময়া শতংদেবি কর্ণিকান্তর্ষ্মহোজ্জ্বলং ।

কোটিকোটিদিবানাথনিশানাথসমুজ্জ্বলং ॥১৫

কোটীকোটীমহাবহ্নিতেজোমণ্ডলমণ্ডিতং ।

তন্মধ্যে তু ময়া দৃষ্টং বর্ণপুঞ্জং মহোজ্জ্বলং ॥১৬

সূর্য্যকোটিসমাতাসয়ং চন্দ্রকোটীশুশীতলং ।

বহ্নিকোটিমহোজ্জ্বলং পরংব্রহ্মময়ং ধ্রুবং ॥

সর্বজ্ঞানসয়ং দেবি সর্বার্চ্যময়ং সদা ।

সর্বযজ্ঞময়ং দেবি সর্বতীর্থময়ং সদা ॥ ১৭

সর্বপুণ্যময়ং দেবি সর্বধর্ম্মময়স্তথা ।

ব্রহ্মজ্ঞানময়ং তথা দেবি ব্রহ্মানন্দময়ং তথা ।

প্রমাণং সর্বশাস্ত্রাণাং বেদাদীনাং মহেশ্বরী ॥১৮

প্রমাণং সর্বসংস্থানাং ব্রহ্মতেজঃ পরং হিতং ।

সর্বমায়াবহিভূতং সর্বমায়ানিকৃন্তনাং ॥১৯

অতঃ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাস্ত্র দেখিলাম ॥১৪ তদনন্তর আমি পূর্ণা-  
লোকে জাত হইলাম, যে কর্ণিকা সর্বং তৎক্ষণাত্ৰ সংশয়ঃ ॥১৫ ততঃ  
কিঞ্জকপুঞ্জেনু গতা দৃষ্টং ময়া কিল । বর্ণ মধ্যে এবং কোটি কোটি  
তর্ষ্য ও চন্দ্রের ত্রায় সমুজ্জ্বল এবং কোটি কোটি মহাবহ্নি  
তেজোমণ্ডলে মণ্ডিত মহোজ্জ্বল বর্ণপুঞ্জ রহিয়াছে । যে মহেশ্বরী !  
তন্মধ্যে কোটিতর্ষ্য সমান দীপ্তিময়, কোটি চন্দ্রের ত্রায় শুশীতল, কোটি  
বহ্নির ত্রায় মহোজ্জ্বল, নিত্য পরব্রহ্মময়, সর্বজ্ঞানময় সর্বার্চ্যময় সর্বযজ্ঞ-  
ময়, সর্বতীর্থময়, সর্বপুণ্যময়, সর্বধর্ম্মময়, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দময়, বেদাদি  
সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ এবং সর্ববিধ সত্ত্বের ব্রহ্মতেজময় পরম ও হিতকর প্রমাণ

সৰ্বানন্দময়ং দেবি ব্রহ্মানন্দময়ং সদা ।  
 পূৰ্ণানন্দময়ং দেবিঃ ব্রহ্ম সৰ্বাণমুক্তমং ॥২০  
 সৰ্বমায়াময়ং দেবি সৰ্ববিদ্যাময়া পুনঃ ।  
 সৰ্বতপোময়ং দেবি সৰ্বদিক্ৰিময়স্তথা ॥২১  
 সৰ্বমুক্তিময়ং দেবি সৰ্ববেদময়ং তথা ।  
 সৰ্বলোকময়ং দেবি সৰ্বভোগময়ং তথা ॥২২  
 সৰ্বশাস্ত্রময়ং দেবি সৰ্বযোগময়ং তথা ।  
 দৃষ্টাগমমিমং তত্র মম জ্ঞানাক্ষসাগরে ।  
 গয়শ কষাথোহব্রাহ্মণ্যং যথা সূর্য্যোদয়োজ্জলং ॥২৩২৫  
 অভ্যস্তং হি ময়া সৰ্বং মহাকালীপ্রসাদতঃ ।  
 দৃষ্টাভ্যস্তং ময়া পূজময়ং দেবি সূর্য্যান্তিসমপ্রভঃ ॥২৭  
 ত্বেয়োমাংসাংসকং সাংখ্যং পাতঞ্জলং কথা পুনঃ ।  
 বৈশেষিকং যথাপূৰ্ব্বং ময়া জ্ঞাতং হি তৎক্ষণাৎ ।

অবলোকন করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম । সৰ্বমায়ার বহির্ভূত, সৰ্বমায়ার  
 নিবর্তক, সৰ্বানন্দময়, ব্রহ্মানন্দময়, পূৰ্ণানন্দময়, উক্ত ব্রহ্ম নির্বাণ এবং  
 সৰ্বমায়াময়, সৰ্ববিদ্যাময়, সৰ্বতপোময়, সৰ্বদিক্ৰিময়, সৰ্বমুক্তিময়, সৰ্ব-  
 বেদময়, সৰ্বলোকময়, সৰ্বভোগময়, সৰ্বশাস্ত্রময়, সৰ্বযোগময়, আগম অব-  
 লোকন করিলাম । তাহাতে আমার অজ্ঞানাক্ষসাগরের শরীরী বিগত  
 হইয়া গেল । আমি সূর্য্যোদয়োজ্জল জ্ঞান দর্শন করিলাম । আমি মহা-  
 কালীর প্রসাদে তৎসমস্ত শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিলাম । ১৬.২৫ সে সকল দর্শন  
 করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ সমস্তই অভ্যাস করিলাম, তাহাতে সন্দেহ নাই । ২৬  
 তদনন্তর কিঙ্করপুঞ্জে গমন করিয়া দেখিলাম, সূর্য্যাকাশি সমান প্রভাসম্পন্ন  
 ॥২৭ বর্ণপূজময় ত্রায়, মীমাংসা সাংখ্য, পাতঞ্জল বৈশেষিক শাস্ত্র সকল

ততোবর্ণাবলীং দৃষ্ট্বা কর্ণিকা প্রান্তদেশতঃ ।  
 শতসূর্য্যসমভাসাং সর্ববরঞ্জন কারিণীং ॥২৮  
 আয়ুর্বেদভিষগেদা মহাভ্যস্তাদৈব হি ।  
 তদন্তরে মহাদেবি দৃষ্ট্বা বর্ণাবলীং শুভাং ।  
 সহস্রাদিত্যসঙ্কশা শুদ্ধবর্ণা সকোলা ॥  
 স্মৃতিতিহাসৌ দেবেশি পুরাণানি ময়া পুনঃ ॥  
 ময়াভ্যস্তং হি তৎ সর্বং তৎক্ষণাত্মহৎ সংশয়ঃ ২৯।৩১  
 তথাপি ভ্রমেদেহোমে ন শুদ্ধতি কদাচন ॥৩২  
 তদন্তরে ময়া দৃষ্টং সূর্য্যকোটিসমপ্রভা ।  
 ব্রহ্মজ্ঞানং ময়া দেবি ব্রহ্মতেজঃপরীবৃতং ৩৩  
 বেদান্তামতি বিখ্যাতং বর্ণপুঞ্জমহৎপ্রভং ।  
 ময়াভ্যস্তং তৎক্ষণাত্মহদেভ্যশ্চ মোহতঃ ৩৪  
 তদন্তরে ময়া দৃষ্টং বর্ণপুঞ্জসমুজ্জ্বলং ।  
 কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিশুশীতলং ।

আমি যথাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অবগত হইলাম।২৮ তদনন্তর কর্ণিকার  
 প্রান্তদেশে শতসূর্য্য সমান দীপ্তিশালিনী সর্ববরঞ্জনকারিণী বর্ণাবলী  
 দর্শনানন্তর আয়ুর্বেদ ও ভিষগের তথনি অভ্যাস করিলাম ২৯ মহাদেবি !  
 বর্ণাবলী দর্শনানন্তর সহস্রাদিত্যসঙ্কশ মহোজ্জ্বল শুদ্ধ বর্ণসকল দর্শনানন্তর,  
 স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ সকল তৎক্ষণাৎ অভ্যাস করিলাম ২৯।৩১  
 তদন্তর হোমপদ্ধতি অবলোকন করিয়া, তদনন্তর, কোটি সূর্য্যসমান  
 প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মতেজঃ পরিবৃত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ৩২।৩৩ বর্ণপুঞ্জ মহাপ্রভ  
 সমন্বিত বেদান্ত এই নামে বিখ্যাত মহাশাস্ত্র আমি অবিলম্বেই অভ্যাস  
 করিলাম।৩৪ তার পর বর্ণপুঞ্জে সমুজ্জ্বল, কোটিসূর্য্য সমান দীপ্তিমান্

সর্বজ্ঞানময়ং দেবি সর্বতীর্থময়ং সদা ।  
 সর্ববজ্রময়ং দেবি সর্বধর্মময়ং তথা ।  
 প্রমাণং সর্বসঙ্গানাং শাস্ত্রাদীনাং মহেশ্বরী ।  
 বেদচতুষ্টয়ং সামাথর্বঋগ্‌যজুঃস্তুতমং ॥  
 মারভ্যস্তং হি তৎ সর্বং তৎক্ষণাত্ৰ সংশয়ঃ ।  
 তথাপি ন চ তৃপ্তির্মে জায়তে ন চ তৎক্ষণাৎ ॥৩৫।৩৭  
 সর্বজ্ঞানসর্বতত্ত্বসর্ব সন্ধিময়োহহং ।৩৮  
 তদা নমস্কৃতাং দেবি তৈ স্থাং কালীং সনাতনীং ।  
 শিবাভিষোগনীভিঃ চ মৃত্যুস্তীং ব্রহ্মরূপিণীং । ৩৯  
 স্থিহা স্থিহা স মুখে মে দৃষ্টা শ্রীমুখমণ্ডলং ।  
 তত উদ্ভটানমাসাদ্য বিদলে চাগতং ময়া ॥৪০  
 আজ্ঞাচক্রে ক্রবোর্মধ্যে মহাকাল্যা মহেশ্বরি ।  
 ভদা মম স্মৃতির্জাতো ব্রহ্মবিষ্ণুকৃতে পুনঃ ॥৪১

কোটি চন্দ্রুলা সুশীতল, সর্বজ্ঞানময়, সর্বতীর্থময়, সর্ববজ্রময়, সর্বধর্মময়, সর্বদেবের এবং সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ, সাম, অথর্ব ঋগ্‌ যজুঃ এই অমৃতম বেদ চতুষ্টয়, তৎক্ষণাৎ আমি অভ্যাস করিলাম । তথাপিও তাহাতে আমার তৃপ্তি হইল না । ৩৫।৩৭ তারপর আমি সর্বজ্ঞানময়, সর্বসত্ত্বময়, সর্বসন্ধিময় হইয়া ৩৮ বেদবেদান্তাদি দ্বারা নমস্কৃতা, যেই সনাতনী ব্রহ্মরূপিণী মহাকালী দেবিকে শিবাগণ ও যোগিনীগণের সহিত নর্ত্তনশীলা অলোকন করিতে লাগিলেন । থাকিয়া থাকিয়া তিনি আমার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন । অনন্তর তাঁহার শ্রীমুখ দর্শনপূর্বক আমি, উদ্ভটায়মান হইয়া দ্বিদলপদ্মে গমন করিলাম ৪০ হে মহেশ্বরি ! ক্রবোর

তন্নৃতসময়ে কালাদয়োশ্চিবুকয়োশ্চিতৌ ।

চ্যুতে স্বেদৌ মাহেশানি তাভ্যাং জাতৌ ঞ্ণোচিতৌ ॥ ৪২

ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ তৌ দৃষ্টৌ ভয়কম্পিত বিগ্রহৌ ।

তদা তৌশ্চ গতো তুর্ণং নাসিকারন্ধয়োদয়োঃ ।

কাল্যাস্তদায়াতাতা পিঙ্গলায়াং মহেশ্বরী ।

ডড়ায়াক্ষ ততো বিষ্ণু স্তত্র গচ্ছা চ তৌ শুভৌ ॥

মহাবিড়ম্বতো ভূতৌ দৃষ্ট্বাক্ষমনেকশঃ ।

রুদন্তৌ সততং দেবি বিস্মৃতং কিং ভবিষ্যতি ৷৪৩৪৫

এবমাদ রুদন্তৌ তৌ প্রধাবতাস্তিষ্ঠতঃ ।

তারীশ্বরৌ মহেশ্বরী মহাছুঃখেদে ছুঃখিতৌ । ৪৬

মধ্যস্থিত মহাকালীর আস্ত্রাক্রম অবস্থিতিকালে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আমার  
স্বত্বপথে উদিত হইলেন। ৪১ হে দেবি! সেই মৃত্যু কালীন কালীর  
চিবুক হইতে বেদবিন্দু পতিত হইল। ঐ বিন্দুদ্বয় হইতে গুণ ও  
চিত্ত জন্মগ্রহণ করিল। ৪২ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঐ দুইজনকে দর্শন করিয়া ভয়ে  
কম্পিত বলেবর হইলেন। তাঁহারা শীঘ্রই নাসিকার রন্ধদ্বয় মধ্য দিয়া  
বহির্গত হইয়া গেলেন।

তারপর বিধাতা মহাকালীর পিঙ্গলায় এবং বিষ্ণু ঈড়া নাড়ীতে গমন  
করিলেন। তাঁহারা উভয়ে মহা বিড়ম্বিত হইলেন এবং অনেক  
আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রোদন করিতে লাগিলেন,  
হে মহাদেব! তুমি এসকল বিষ্মৃত হইতেছ কেন? ৪৩ ৪৫ এইরূপে  
মহাছুঃখে ছুঃখিত হইয়া, উভয় রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত

জ্ঞাহা মহা মহেশানি প্রাণ্‌গতংবিষ্ণুমন্দিরং ।  
 তস্মৈ দত্তং ময়া জ্ঞানং মন্ত্রং পরমঙ্গলম্ ॥৪৭  
 তৎক্ষণান্মম তুল্যোহসৌ বামাস্তে কেবলো মম ।  
 তস্মৈ দত্তং সৰ্ব্বশাস্ত্রং বাজ্ঞাত্রেণাগমং বিনা ॥৪৮  
 গরুড়স্থো মহাবিষ্ণু হৃষ্ট পুষ্টো বভূব হ ।  
 তমাদায় গতস্তত্র ব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বরি ॥৪৯  
 গহা তস্মৈ ময়া দত্তং মন্ত্রং পরমদ্রুতং ।  
 মহাজ্ঞানী মহাদেবী তৎক্ষণাৎ স পিতামহঃ ॥৫০  
 মম তুল্যো, জায়তেহসৌ দক্ষাস্তে মম কেবলঃ ।  
 স বিধিঃ পরমেশানি মম শাসনত'স্তদা ।  
 দত্তং তস্মৈ সৰ্ব্বশাস্ত্রং বেদশাস্ত্রঞ্চ বিষ্ণুনা ॥৫১  
 গতব্যর্থঃ স্তদাব্রহ্মা হৃষ্টঃ পুষ্টঃ সদৈব হি ।  
 অতআদিগুরুস্থং হি বর্ততে মম সৰ্ব্বদা ॥৫২

হইতে লাগিলেন ৷৪৬ হে মহেশানি ! ইহা আমি জানিতে পারিয়া  
 প্রথমে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরমমঙ্গল জ্ঞানমন্ত্র প্রদান  
 করিলাম ৷৪৭ এই তিন আমাৎ তুল্য হইয়া বামাস্তে রহিলেন, আমি  
 তাহাকে আগম বাতীত সমস্ত শাস্ত্র বাজ্ঞাত্রে প্রদান করিলাম ৷৪৮ সেই  
 বিষ্ণু গরুড়স্থিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বরি ! আমি  
 বিষ্ণুকে গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মান্দে প্রবেশপূর্বক ৷৪৯ ব্রহ্মকে পরমাদ্রুত মন্ত্র  
 প্রদান করিলাম । হে মহাদেবি ! তৎক্ষণাৎ তাহাতে সেই পিতামহ  
 মহাজ্ঞানী হইলেন ৫০ ব্রহ্ম আমার তুল্য হইয়া, দক্ষিণাস্তে অবস্থিত  
 করিলেন । হে মহেশানি ! আমার শাসনবশতঃ তখন বিষ্ণু বিধাতাকে

তদঙ্গীকৃত্য তজ্জ্ঞানং সহ তাভ্যাং মহেশ্বরি ।

পরং কাল্যা ময়া যাতং তন তেন পথা ময়া ॥৫৩

শিবাভিযোগিনীভিষ্চ মহানৃত্যপরায়ণা ।

শতকোটিদিব্যবর্ষং নৃত্যতিস্ম পরাশ্রিকা ॥৫৪

নানাবাদ্যমহোল্লাসা নানালঙ্কারগাথিকা ॥৫৫

চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিসৌম্যৈর্বিচিঠৈশ্চ প্রস্মনকৈঃ

উথিতৈঃ পতিতৈঃ পুষ্পৈর্দিব্যগন্ধৈর্মহোৎসুকা ।

বীক্ষণাগো চরেদেবি সদানৃত্যপরে রহ ॥৫৬

শতশোব্রক্ষাণ্ডসমা পাতকাভিষ্চ রঞ্জিতা ।

বিচিত্রাভিষ্চ বহুভির্দ্ব্যাক্রান্তাভিরেব চ ॥৫৭

অতস্তোতুলং সমারকাবয়ং কালীং করালিকাং ॥ ৫৮

শর্কশাস্ত্র ও বেদশাস্ত্র প্রদান করিলেন ।৫১ তারপর ব্রক্ষা গন্তব্য হইয়া, সর্বদা হুঁপুট হইতে লাগিলেন । অতএব তুমি সঞ্চর্য্যাই আমার আদিগুরু ।৫২ হে মহেশ্বরি ! ব্রক্ষা সেই জ্ঞান অঙ্গীকার করিলেন, আমি তাহাদের সহিত কালীর সেই সেই পথ দ্বারা গমন করিলাম ।৫৩ মহাকালী, শিবা ও যোগিনীগণের সহিত শতকোটি দিব্যবৎসর মহানৃত্যে অনন্তরূপে রহিলেন ।৫৪ সেই পরাশ্রিকা কালী নানাবাদ্যযোগে মহোল্লাস করিতে লাগিলেন ।৫৫ চন্দ্রসূর্য্য ও বাহুর ত্রায় বিচিত্র দিব্যগন্ধ উথিত ও পতিত এবং বীক্ষণের আগোচর কুসুমমন্ডল দ্বারা ও ডাশালিনী এবং নানাবিধ অঙ্গকারে বিভূষিতা হইয়া, নির্জনে অনন্তরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।৫৬ শত শত ব্রক্ষাণ্ডসম বিচিত্র বহুতর পাতকাবানদ্বারা বেষ্টিত হইয়া, শোভা পাইতে লাগিলেন ।৫৭ তারপর আমরা গজলনেত্র গদগদবচনে করপুটে শ্রীশীর্ষ হইয়া সেই করালী কালীর স্তব করিতে আরম্ভ

সাশ্রুপ্লুতাগদগদোক্ত্যা নতশীর্ষাঃ পুটেঃ কঠৈঃ ।  
 তদাদৌ বিধিরন্তোবাং সৰ্ব্বশাস্ত্রেণ ভক্তিতঃ ॥  
 কোটিবর্ষং মহেশানি তমুবাচ তদা পরাঃ ॥ ৫৯  
 যদগুনস্তমহো ধাতঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থবিজ্ঞাতঃ ।  
 অনুসন্ধান বেত্তাসি সৃজকস্তং সদা ভব ॥ ৬০  
 ইত্যাজ্ঞপ্ত স্ততোধাতা কৃতকৃত্যোহভবস্তদা ।  
 ততোহন্তৌ যৌনমহাবিষ্ণুঃ সৰ্ববেদেন শাস্তবি ॥ ৬১  
 দশকোটিয়নাকঃ ততস্তমব্রবীচ্ছিবা ॥ ৬২  
 বেদজ্ঞোহসি মহাবিবেজ্ঞো মন্ত্রজ্ঞোহসি গুণালয়ঃ ।  
 ধর্মজ্ঞোহসিলোক স্ব-দেব সৃষ্টোবিবর্জকঃ ॥ ৬৩  
 ইত্যাজ্ঞাস্ত শিরে কৃত্বাকৃত্যথোহসৌ জগদ্ধিতঃ ।  
 ততোহহং পুরমাং নিত্যং কালী ব্রহ্মসনাতনোং ॥  
 তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা আগমেন মহেশ্বরি ।  
 বিশকোটি বৎসরাণাং মামুবাচ তদা তুয়া ॥ ৬৪

করিলাম ॥ ৫৮ প্রথমে বিধাতা ভক্তিপূর্বক সৰ্বশাস্ত্র দ্বারা স্তব করিতে  
 গাঙ্গিলেন : মহাকালী কোটিবর্ষ পরে আনাকে কহিলেন ॥ ৫৯ হে ধাতঃ !  
 তুমি অনুসন্ধানবেত্তা, এবং সৰ্ব শাস্ত্রার্থজ্ঞ, অতএব তুমি সৃষ্টিকর্তা হও ॥ ৬০  
 বিধাতা এইরূপে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হইলেন । তারপর মহাবিষ্ণু,  
 সৰ্ববেদদ্বারা সেই পরমা মহাকালীর স্তব করিলে : আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১  
 হে মহেশানি ! দশকোটি বৎসর পরে শিবা তাঁহাকে কহিলেন ॥ ৬২ হে  
 মহাবিষ্ণু ! তুমি দেবজ্ঞ, মন্ত্রভক্ত এবং গুণালয় ও ধর্মজ্ঞ অতএব তুমি  
 পালক হইয়া সৃষ্টি বর্জন কর ॥ ৬৩ এ জগতের হিতকারী বিষ্ণু কালীর



কাল্যুবাচ ।

আগমজ্ঞো মহাপ্রাজ্ঞো নিৰ্ম্মায়েহসি সদাশিব ।

সগুণস্বং মহাযোগী সৃষ্টিসংহারকোভব ॥৬৫

এবমাজ্ঞাং শিরে কৃত্বা পুনস্তৃপ্তাব তামহং ।

পঞ্চকোটিদিব্যবর্ষং মামুবাচ ততস্তু সা ॥

আগমে সংস্তুতা তেহহং তুষ্টী তেহস্মি সদাশিব ।

কিং প্রার্থ্যতে মহাদেব দদামি নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৬

ঈশ্বর উবাচ ।

তিষ্ঠামি সততঃ মাত দীয় চরণান্বজে ॥

শ্রীকাল্যুবাচ ।

ঘোরনাম্না দানবেন যাদ্গযুদ্ধং কৃতং ময়া ॥

তৎকোটিকোট্যাংশযুদ্ধং করিষ্যতেব যো ময়া ॥৬৭

এই আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন । তদনন্তর আমি, সেই পরমা নিত্যা, ব্রহ্মসনাতনী কালীকে আগমদ্বারা পরম ভক্তি সমন্বিত হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম । বিংশতি কোটি বৎসর পরে সেই মহাকালী আমাকে কহিলেন ॥৬৪

মহাকালী কহিলেন, হে সদাশিব ! তুমি আগমজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ, নিৰ্ম্মায়া সগুণ এবং মহাযোগী, অতএব তুমি সৃষ্টির সংহারক হও ॥৬৫ এইরূপ মস্তকে ধারণ করিয়া পুনর্বার তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম । আমাকে পঞ্চকোটি দিব্য বৎসর পরে কহিলেন, যে আমি তোমাকর্তৃক আগমদ্বারা সংস্তুত হইলাম, হে সদাশিব ! তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ, তোমাকে আমি তাহা দান করিব সন্দেহ নাই ॥৬৬

ঈশ্বর কহিলেন, হে মাতঃ ! আমি তোমার চরণান্বজে সততই অবস্থান করিব আমার এই বাসনা ॥৬৭

মহিষীগর্ভসংভূতস্তব রেতঃ সমুদ্ভবঃ ।

ভবিষ্যামি ত্বং দেবেশ মহিষাসুরনামধ্বক্ ।

আসুরং ভাবমাসাদ্য মহাযুদ্ধং করিষ্যসি ॥ ৬৮

তদা ত্বং নাশয়িষ্যাহং ভদ্রকালীস্বরূপতঃ ।

বামাঙ্গুষ্ঠং পদাঙ্গুষ্ঠ্য স্থাপয়িষ্যাসি তে হৃদে ॥ ৬৯

ইদানীং ত্বাং মহাদেব মম পদতলে সদা ।

তিষ্ঠ তং শবরূপেণ মম মানসতাং ব্রজ ॥ ৭০

ইত্যাক্তপ্তোং মহাদেব্যা পতিতাঃ পদসন্নিধৌ ।

দণ্ডবৎ প্রণিপাতেন লক্ষবর্ষং গতস্তদা ॥ ৭১

তত্রৈবাস্তুরগাং কালীচিহ্নপা ব্রহ্মমিহলা ॥

ইত্যেবং কথিতং ভূভ্যং যোগিন্যুৎপত্তিবিস্তরং ।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন সর্বেষাং সাধনোত্তমং ॥ ৭২

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীস্বরসংবাদে চতুর্বিংশতিসাহস্রো  
নবমঃ পটলঃ ।

মহাকালী কহিলেন, আমি ঘোরনামক দানবের সহিত যুদ্ধে প যুদ্ধ  
করিলাম, তোমার গুরুসম্ভূত, মহিষীর গর্ভোৎপন্ন যে আসুর, ঐ যুদ্ধের  
কোটি কোটি অংশ মাত্র যুদ্ধ করিবে, মহিষাসুর নামধারী সেই মহাসুর  
হইবে ॥ ৬৮ আমি তখন তাহাকে ভদ্রকালীরূপে বিনাশ করিয়া পদাঙ্গুর  
বামাঙ্গুষ্ঠ তোমার হৃদয়োপরে স্থাপন করিব ॥ ৬৯ হে মহাদেব ! এক্ষণে  
শবরূপে তুমি আমার আসনস্বরূপ হইয়া থাক ॥ ৭০ দেবী কর্তৃক এইরূপ  
আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আমি দেবীর পদসন্নিধানে নিপতিত হইয়া রহিলাম ।  
দণ্ডবৎ প্রণিপাতে লক্ষ বৎসর গত হইল ॥ ৭১ তদনন্তর চিৎস্বরূপা  
ব্রহ্মবিগ্রহা কালী সেই স্থানেই অন্তর্দান করিলেন ! হে দেবি ! এই  
আমি তোমাকে যোগিনীর উৎপত্তিবিবরণ বিস্তার ক্রমে কহিলাম,  
সর্বপ্রযত্নে সর্বসা ইহা গোপন করা কর্তব্য ॥ ৭২

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীস্বরসংবাদে চতুর্বিংশতিসাহস্রো

নবমঃ পটলঃ ।

## দশম পটলঃ ।

### ঈশ্বর উবাচ ।

উথায় চ পুনর্দেবী ন তাং দৃষ্ট্বা বয়ং পুনঃ ।  
বদন্তো ভৃশদুঃখার্থানিগ্নাঃ শোকসাগরে ॥১  
হা মাতস্তে মুখাস্তোজং কোটিচন্দ্রার্কশুকৃতং ।  
কীদৃক্ চরণরাজ্যন্তে কৃপাসাগরসংযমঃ ॥২  
বিস্তৃতং পরমং রূপং মহামায়াবমোহং ।  
কিস্তৃতং নখচন্দ্রানাং জ্যোতিপরমমঙ্গলং ॥  
কোটি কোটি নিশানাথবিগলমুখমণ্ডলং ।  
কিংভূতং কিং ভবেন্মাতঃ কঃ যাতমিদমভূতং ।  
হাহা মাত রদং রূপং সচ্চিদানন্দমব্যয়ং ।  
অস্ম্যাকং মাতৃভাবেন ন পশ্যাম পুনশ্চ তাং ॥৩৪

---

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! উদ্ভিত হইয়া আমি সেই মহাকালীকে  
দেখিতে পাইলাম না । অনন্তর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম ॥১ এবং  
অত্যন্ত দুঃখার্থ হইয়া, তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলাম ! হা নাথঃ !  
আপনার মুখপদ্ম কোটি কোটিচন্দ্রে গুরুত করিয়া থাকে, আপনার চরণ,  
করণার সাগর ও বিসারিত ॥২ মহামায়াবমোহন এবং পরম রূপ-  
সম্পন্ন । আপনার নখচন্দ্রে সকলের মঙ্গলকর জ্যোতিঃ অনির্কলচনীয । হে  
মাত কি হইল ? কি হইবে ? সেই অদ্বুতরূপ কোথায় গেল ? হা হা  
মাতঃ ! তোমার সেই রূপ, সচ্চিদানন্দ ও অব্যয় । আমরা মাতৃভাবে আর  
তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না ॥৩৪ পিতৃমাতৃহীন বালকগণ, যেমন

পিতৃমাতৃবিহীনাঃ ভ্রমন্তি বালক। যথা ।  
 রুদিহা রুদিহা চ বয়ং সর্বৈ তথাহ্বয়ন্ ॥  
 ইত্যাদি বিবিধৈর্দেব বিলাপৈঃ পরমেশ্বরি ।  
 নীত্যবয়ং পঞ্চলক্ষং বর্ষণামম্বুজেক্ষণে ।  
 রুদিহা পুনরুথায় রুদন্তো তৃশমুচ্চকৈঃ ।  
 মাতর্যাত ক যাতা অস্মাকং কিং ভবিষ্যতি ॥৫৬  
 বয়ন্তে কথমুৎপাদ্য নিঃক্লিপ্তাদুস্তরার্গবে ।  
 দয়া নাস্তি অহো মাতর্বয়ন্তে দানবালকঃ ।  
 ন পালয়সি চেদস্মান্ কোবাস্মান্ পালয়িষ্যতি ॥  
 ভ্যাং বিনা জননী নাস্তি নাস্মাকং তাত এব চ ।  
 ভ্রামদৃষ্ট্ৱা মরিষ্যামঃ সত্যমেব সুনিশ্চিতং ॥  
 মাতৃতাতবিহীনস্ত বালকস্য চ জীবনং ।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভ্রমণ করে, পেটরূপ আমরাও হইয়াছি ৬৥ তে  
 পরমেশ্বরি ! দেবি ! হে বরাননী ! এই রূপ বিবিধ বিলাপে আমাদের  
 পঞ্চ লক্ষ বৎসর গত হইল । রোদন করিয়া একবার পতিত হই,  
 আবার উত্থিত হইয়া মাতঃ ! মাতঃ ! তুমি কোথায় গিয়াছ ? আমাদের  
 কি হইবে, এইরূপে চিৎকার পূর্বক রোদন করিতে আশ্রয় করিলাম ॥৫৬  
 আমাদেরকে আপনি উৎপাদিত করিয়া হস্তর হৃৎকান্ডে নিক্ষেপ  
 করিলেন কেন ? অহো ! মাতঃ তোমার দীন-বালক আমরা, তোমার  
 কি কিছুমাত্র দয়া নাই । যদি আপনি আমাদেরকে পালন না করেন,  
 আমাদেরকে কে তবে প্রতিপালন করিবে ? তোমা বিনা আমাদের জনক  
 জননী কেহই নাই, তোমাকে না দেখিলে সত্য সত্য আমরা নিশ্চয় মরিব

কথং ভবতি হে মাতঙ্গীয়তাং স্বয়মেব হি ।  
 নিরুৎসুকহৃদস্মাকং কৃপা তস্ত্যাস্তদা ভবেৎ ॥  
 সোবাচ যোগিনী বাণীং মহামৃত প্রবৰিণী ॥৭

কাল্যাবাচ ।

মা ভয়ৰ্তা মহেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।  
 তিষ্ঠামি সততং দেবানিত্যাছরহমব্যয়া ॥৮  
 সচ্চিদানন্দরূপাহং ব্রহ্মৈবাহং স্ফুরৎপ্রভং ।  
 মম নাশোনাশ্তি কদা নিঃসন্দোহাস্ত তিষ্ঠতঃ ॥৯  
 যদ্রূপং দৃষ্টমস্মাকং যুস্মাভিঃ পরমং মতং ।  
 ধাত্বা যদ্রূপ মমলং জপঃ কুরুত মে মনুং ॥১০  
 তদেব মঙ্গলং লাভং ভবিষ্যতি মহাপ্রভং ।  
 ইদানীং ব্রহ্মণোদেহে বিশ বিষ্ণো স্থিরোভব ॥১১  
 অহো মহেশ দেবেশ ব্রহ্মদেহে প্রবিষ্যতি ।  
 যাবৎ সৃষ্টিং করোতীশ ইমাং জ্ঞানক্রিয়াময়ীং ॥১২

সন্দেহ নাই । হে মাতঃ ! স্মরণ আপান বিবেচনা করিয়া দেখুন ।  
 পিতৃমাতৃবিহীন বালকের জীবন কিরূপে থাকিতে পারে ? আমাদিগের  
 হৃদয়, এইরূপে শোক সন্তপ্ত ও নিরুৎসুক নিরীক্ষণ করিয়া সেই যোগিনী  
 মহাকালী মহামৃত বৰিণী বাণী, বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭

কালী কহিলেন, হে ভগবন্ ! হে বিষ্ণো ! হে মহেশ্বর ! তোমরা ভীত  
 হইও না ; আমি সৰ্বদাই রক্ষিয়াছি ॥ আমি নিত্য ও অব্যয়া । আমিই  
 সচ্চিদানন্দরূপ, আমিই স্ফুরৎপ্রভ ব্রহ্ম ॥৯ তোমরা আমার যে পরম  
 নির্মল রূপ দর্শন করিয়াছ, সেইরূপ ভাবনা করিয়া আমার মন্ত্র জপ  
 কর ॥১০ তাহা হইলে তোমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইবে । এক্ষণে হে

### ঈশ্বর উবাচ ।

ইতুক্তা সা মহাকালী দদাবস্মাসু শান্তবি ।

ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তিঃ সৰ্ব্বকার্যার্থসাধনীঃ ॥১৩

ইচ্ছা তু বিষ্ণুবেদস্তা ক্রিয়াশক্তিস্ত ব্রহ্মণে ।

মহাং দত্তা জ্ঞানশক্তিঃ সৰ্ববশক্তিস্বরূপিণা ॥১৪

তদোবাচমহাকালী শৃণুধ্বং পরমেশ্বর ।

অহং মিশামি মুখ্যাসু পূর্ণরূপেণ শঙ্করে ॥ ১৫

অয়মেব গুরুদেব গুরুদেবঃ শ্রীশিবঃ পরমেশ্বরঃ ।

অয়ং হি বক্তা শাস্ত্রাণাং নাপ্যন্তোহপি বিধির্হর ॥১৬

শ্রোত্রিয়াহং হি যুগ্মাকং সৰ্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ।

মোহয়িষ্যামি ব্রহ্মাণং বিষ্ণুং যাপি মহেশ্বরং ॥১৭

বিষ্ণো ! তুমি ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ কর ॥১১ অহো ! মহেশ ! দেবেশ !

তুমিও ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ কর, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর জ্ঞানক্রিয়াময়ী হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ না করেন ততদিন ইহার দেহে অস্থান কর ॥১২

ঈশ্বর কহিলেন হে সাক্ষবি ! এই বলিয়া সেই মহাকালী আমাদিগকে সৰ্ব্ব কার্যার্থসাধিকা ইচ্ছাজ্ঞান ও ক্রিয়াময়ী শক্তি প্রদান করিলেন ॥১৩ বিষ্ণুকে ইচ্ছাশক্তি, ব্রহ্মাকে ক্রিয়াশক্তি এবং আমাকে জ্ঞানশক্তি সম্প্রদান করিয়া সেই সৰ্ব্বশক্তি স্বরূপিণী আমাদিগকে কহিলেন, ॥১৪ হে পরমেশ্বর-গণ আমি তোমাদের সকলের মধ্যেই প্রবেশ করিতেছি । কিন্তু মহাদেব শঙ্করে পূর্ণরূপে প্রবেশ করিলাম ॥১৫ এই শঙ্করই গুরুদেব শ্রীশিব ও পরমেশ্বর, ইনিই সৰ্ব্বশাস্ত্রের বক্তা ; বিধাতা হরি বা অগ্নি কেহই নয় ॥১৬ আমি তোমাদের সকলেরই শ্রোত্রিয়া সংশয় নাই আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে মোহিত করিব ॥১৭

## ঈশ্বর উবাচ ।

ইত্যুক্তা স মহাকালী অস্মানু প্রবিবেশ হ ।  
 অহং মাধবেদেহে প্রবিষ্টো ব্রহ্মণস্তদা ॥ ১৮  
 ততস্তং মোহয়ামাস ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবিগ্রহম্ ।  
 ততো ব্রহ্মা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বয়ং জুহোতি চাব্যয়ং ॥ ১৯  
 স্বয়ন্তুরিতিবিখ্যাতং তদা প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ ।  
 কিং করোমি কু গচ্ছামি ইতি চিন্তাসমাকুলঃ ॥ ২০  
 এবমেব বিধাতাসাব্যুষিহা পরিবৎসরম্ ।  
 জলমেবসসর্জ্যদৌ ব্যাপকং পরমং মহৎ ॥ ২১  
 গুণাভিমানং ততোয়ং কারণার্ণবমুঘণম্ ।  
 তত্রস্থিতা হেমরূপমসৃজদ্বর্গসঞ্চয়ম্ ॥ ২২

ঈশ্বর কহিলেন, সেই মহাকালী ইহা কহিয়া আমাদের অন্তঃপ্রবিষ্টা  
 হইলেন । তখন মাধবের ও বিধাতার দেহে আমি প্রবিষ্ট হইলাম ॥ ১৮  
 তাহার পর ব্রহ্মা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং অব্যয়া মহাকালীর হোম করিলেন  
 সেই হেতু ব্রহ্মা স্বয়ন্তু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন সন্দেহ নাই । ১৯  
 ইহার পর কোণায় বাই, কি করি এইরূপ চিন্তায় ব্রহ্মা পর্য্যাকুল হইয়া  
 সংবৎসর এইরূপে বাস করিয়া, সর্বপ্রথমে সর্বব্যাপক পরম মহৎ জলের  
 সৃষ্টি করিলেন ॥ ২০ সেই জল গুণাভিমানসম্পন্ন এবং সেই জলই মহোদ্ধত  
 কারণার্ণব । সেই কারণার্ণবে থাকিয়া, ব্রহ্মা হেমরূপ বীৰ্য্যসঞ্চয় সৃজন  
 করিলেন ॥ ২১ বৃহদাকাশে সেই বীৰ্য্য তৎসম্মিথানে উৎপন্ন হইল । ব্রহ্মাশু-  
 নামে তাহাই বিখ্যাত হইয়া, কারণার্ণবে প্রমমান হয় ॥ ২২ হে দেবি !  
 স্বয়ং রুদ্রমূর্ত্তি আমি ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণ ও বিয়োগকার্য্য সর্কদা

তদ্বীৰ্য্যং বুদ্ধবুদং যাবদনীকং জাতমাস্তকে ।  
 তত্তদব্রক্ষাণ্ডমাখ্যাতং প্লবতে কারণার্ণবে ॥ ২৩  
 তত্তদব্রক্ষাণ্ডরক্ষার্থং ব্রক্ষাণ্ডানাং বিয়োগতাম্ ।  
 করোমি সততং দেবি রুদ্রমূর্ত্তিধরঃস্বয়ম্ ॥ ২৪  
 শূলপাণিস্মহাদেবি প্রতিব্রক্ষাণ্ডপার্শ্বতঃ ।  
 একৈকরুদ্ররূপেণ তিষ্ঠামি সততং শিবে ॥ ২৫  
 যথা ব্রক্ষাণ্ডয়োশ্চাপি সংযোগো জায়তে নহি ।  
 তথা করোমি সততং স্থিহ্না তৎকারণার্ণবে ।  
 এবমেব বয়ং সর্বৈব ব্রক্ষাবিস্ফুমহেশ্বরাঃ ॥ ২৬  
 প্রতিব্রক্ষাণ্ডমধ্যে মধ্যে তু প্রাতষ্ঠানাত্র সংশয় ।  
 ততো ব্রক্ষা জগদ্বাতা প্রতিব্রক্ষাণ্ডমধ্যতঃ ॥ ২৭  
 প্রবিশ্ঠৈকৈকরূপেণ অন্ততত্ত্বচতুষ্টয়ম্ ।  
 ভূমিমাগ্নি স্তথা বায়ুমাকাশঞ্চ সমৰ্জ্জ সঃ ॥ ২৮  
 এতৈস্ত পঞ্চভিস্ততৈঃ সর্বং সৃষ্টিমকারয়ৎ ।

সম্পাদন করিয়া থাকি ২৩ হে মহাদেবী শিবে ! আমি প্রতি ব্রক্ষাণ্ডের  
 পার্শ্বদেশে এক এক রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শূলপাণি হইয়া সব সময়েই অব-  
 স্থিতি কারি ২৪ আর সেই কারণার্ণবে অবস্থান করিয়া বাহাতে ব্রক্ষাণ্ড-  
 দ্বয়ের নাশ না হয়, সতত তাহাই সম্পন্ন করিয়া থাকি ২৫ ব্রক্ষা বিষ্ণু ও  
 মহেশ্বর আমরা সকলে প্রতি ব্রক্ষাণ্ড মধ্যেই এইভাবে অবস্থান করিয়া  
 থাকি, তাহাতে সংশয় নাই ২৬ তদনন্তর জগদ্বিবাতা ব্রক্ষা প্রতি ব্রক্ষাণ্ডের  
 মধ্যে প্রবেশপূরক এক একরূপে অন্ততত্ত্ব চতুষ্টয় অর্থাৎ ভূমি, অগ্নি বায়ু ও  
 আকাশ সৃজন করিলেন ২৭ এই পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চ পরমাণু দ্বারা এই  
 সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ২৮ তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণু, আপন



ততস্ত ভগবান্ বিষ্ণুরিচ্ছয়া ব্রহ্মণস্তদা ।  
 ব্রহ্মদেহাৎ সমুদ্ভূয় পালয়ামাস তাং সদা ॥ ২৯  
 সৃষ্টিব্রহ্মাঙ্কয়া দেবি প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ ।  
 পৃথক্ পৃথক্ সমাশ্রায় বিষ্ণুরূপং মহাভূজং ।  
 প্রতিব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তু সংহরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০  
 অহং হি পরমেশানি ব্রহ্মদেহং সমাশ্রিতঃ ।  
 এবং কিস্কিন্ময়রসি হং হি কিস্কিন্মহেশ্বরি ॥ ৩১  
 সৰ্ব্বকার্য্যং মমৈবৈতজ্জানাতি হি জগন্নিধিঃ ।  
 জলাদি সকলং তদ্বং ব্রহ্মাণ্ডাদিকবিস্তরঃ ॥ ৩২  
 দেবাদি সকলং দেবি দিগ্দিদিক্ চ চরাচরং ।  
 কার্য্যঞ্চ কারণং দেবি তথা বিষ্ণো সমুদ্ভবঃ ।  
 সৰ্বং জানাতি হি ব্রহ্মা মৎকৃতং মায়ায়া পুনঃ ॥ ৩৩  
 কিন্তু সৰ্বং হি মিথ্যৈব মাতুমার্য্যাহি কেবলং ।  
 তাং মায়াং হি ভজন্তে তৎপরং যান্তিতে নয়াং ॥ ৩৪

ইচ্ছার দ্বারা ব্রহ্মের ব্রহ্মদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া, সেই সৃষ্টিপালন করেন ॥২৯  
 হে দেবি ! ব্রহ্মার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল । প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি  
 পৃথক্ পৃথক্ মহাভূজ, বিষ্ণুরূপে অবস্থান করিয়া পালন আর রুদ্ধরূপে  
 পুনঃ পুনঃ সংহার করিয়া থাকি । হে পরমেশানি ! আমিই ব্রহ্মদেহ  
 সমাশ্রয় করিয়া থাকি ॥৩০ হে মহেশ্বরি ! তোমার কি কিছুই স্মরণ  
 হয় না । হে দেবি ! এই সমস্ত কার্য্য আমারই জানিবে । আমাতেই  
 জগৎ অবস্থিত আছে ॥৩১ জলাদিতত্ত্ব সকল ও ব্রহ্মাণ্ডাদি বিস্তার সকল  
 দেবাদি সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও চরাচর কার্য্য ও কারণ এবং বিষ্ণুর  
 উৎপত্তি এই সমস্তই ব্রহ্মামৎকৃত মায়াধারী অবগত আছেন ॥৩২৩৩ কিন্তু

তুষ্টা সা পরমামায়া মুক্তিমাত্রং প্রযচ্ছতি ।  
 রুষ্টা সা পরমামায়া ভূমিযোগং প্রযচ্ছতি ॥ ৩৫  
 তস্তাঃ পাদাশ্রুজে দেবি বশ্যা মুক্তিঃ সমাশ্রিতা ।  
 যস্ত তুষ্টা মহাদেবী মম মাতা মহেশ্বরী ।  
 দদৌ তস্যৈ চ ত্বাং মুক্তিং মহামায়া চ শঙ্করি ॥ ৩৬  
 শ্রুতং হি সকলং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর ।  
 অশ্রুতং পরমং তত্ত্বং ব্রহ্মাদীনামগোচরং ॥ ৩৭  
 উদানী শ্রোতুমিচ্ছামি যৎ প্রোক্তং কারণার্ণবং ।  
 কিমাদায় মহাদেব তদাধারকঃ কিম্বদ ॥  
 সৌমানং বদ দেবেশ যদি মেহোহপি মাং প্রতি ॥ ৩৮

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যদগুহ্যতরং শুভং ।  
 অতিগোপ্যং ত্বাপ্য হি ব্রহ্মবিষয়গুহ্যগোচরং ॥ ৩৯

হে দেবি ! এই সমস্তই মথ্যা, কেবল শক্তিমাত্রার মায়া জানিবে । যে  
 মানব সেই মায়াকে ভজনা করে, সে এই মায়া পার হইতে পারে । ৩৪  
 যদি পরমা মায়া তুষ্ট হন, তবে সে মুক্তি পায় তাহাতে সন্দেহ নাই । যদি  
 সেই মায়া রুষ্ট হন, তবে ভূমিযোগ অর্থাৎ যোনিগণ প্রদান করিয়া  
 থাকেন । ৩৫ তাহার পাদপদ্মে মুক্তিবশ্রা থাকিয়া, তাহা আশ্রয় করিয়া  
 আছে । সেই মহামায়া সমতা মহাকালী যাহার প্রতি পরিতুষ্টা হন,  
 তাহাকেই সে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ৩৭

দেবী কহিলেন, হে মহেশ্বর ! আপনার প্রসাদে আমি সকলই  
 শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে ব্রহ্মাদির অগোচর, অশ্রুত বৃত্তান্ত সকল শুনিতে  
 আমার বাসনা হয় । ৩৮ আপনি যে কারণার্ণবের কথা পূর্বে কহিলেন ;

মহার্ণবো ভবেদেবি মহাকালো মহেশ্বরঃ ।

তুল্যরূপং হি ক্রীড়ার্থং ভর্তারং পর্যকল্পয়েৎ ॥ ৪০

সৈবকালী জগন্মাতা মহাকালতুল্যা তু সা ।

ভূতাক্তেজসী রূপা মহাকালঞ্চ বিভ্রতী ॥ ৪১

শূন্যরূপা কৃষ্ণবর্ণা মত্তা স্যাচ্ছক্তে জসী ।

সীমা পৃষ্ঠা তয়া দেবি সৈবা ব্রহ্মেব কেবলং ॥ ৪২

তেজো রূপং ব্রহ্মতেজঃপ্রকাশরূপকং তথা ।

তন্ম প্রকাশ মহাদেবি ব্যাপ্যব্যাপকবর্জিত ॥ ৪৩

নাধেয়কৈব নাধারমদ্বিতীয়ং নিরন্তরং ।

ইদং হি সকলং দেবি সর্বং মায়াময়ং পুনঃ ॥ ৪৪

তাহা বিজ্ঞমান রহিয়াছে, কোন আধারে আর সেই আধারের সীমা বর্ণন করুন। হে দেব ! আমার প্রতি যদি স্নেহ থাকে, তবে ঐ সমস্ত কহিয়া, আমার কৌতুহল নিবারণ করুন । ৩২

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! ব্রহ্মাদির অগোচর, শুভাদপি শুভ, অতি-গোপ্য সুযোগ্য, ও শুভকর বিষয় বলিব, শ্রবণ কর । হে দেবি মহার্ণব ! মহাকাল মহেশ্বরের স্বরূপ । ৪০ সেই জগন্মাতা কালী ক্রীড়ার নিমিত্ত শূন্যরূপে ভর্তাকে কল্পনা করিয়াছেন । সেই জগন্মাতাই মহাকাল সামান্য হইয়া ঈর্ষ্যতেজোরূপা হইয়া মহাকালকে ধারণ করেছেন । ৪১ তিনিই শূন্যরূপা, কৃষ্ণবর্ণা উর্দ্ধতেজে মত্তা । দেবি ! তুমি সীমা জিজ্ঞাস করিতেছ ? সীমা কেবল ব্রহ্মাই জানিবে । ৪২ তেজোরূপ, ব্রহ্মতেজঃ এবং প্রকাশস্বরূপ । সেই প্রকাশ ব্যাপক ও অব্যাপক বর্জিত । ৪৩ সেই

মিথ্যেব সকলং দেবি সত্যং ব্রহ্মৈব কেবলং ।

ইদং হি কথিতং তুভ্যং সারাৎসারাং পরাৎপরাং ॥ ৪৫

গুহাদ্গুহতরং গুহ গুহাদ্গুহ্যং মহেশ্বরি ।

ইদং হি পরমং জ্ঞানং সৰ্ব্বমায়ানিকৃন্তনং ॥ ৪৫।৪৬

সৰ্ব্বজ্ঞানমতং ভেদং মহামার্ত্তগুবিগ্রহঃ ।

কোটি কোটি মহাদানাং কোটি কোটি মহাতপাং ।

কোটি কোটি মহাজ্ঞানাং কোটি কোটি মহাব্রতাং ॥৪৭

কোটি কোটিমহাতীৰ্থাদ্বগাহেন মহেশ্বরি ।

বহুজন্মব্যতীতে তু যদি শৃণোতি কহিচিৎ ।

তদা মুক্তোভাবদেবি সংসারে ন পুনৰ্ভবেৎ ॥৪৮।৪৯

ইত্যেব কথিতং তুভ্যং গোপয়স্ব স্বয়োনিবৎ ।

যথাত্মো লভতে নৈব তথা কুরু প্রযত্নতঃ ॥ ৫০

প্রকাশের আশেই নাই, আধার নাই, তাহা নিরন্তর অদ্বিতীয় । হে দেবি !  
সকলই মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য । এই আমি তোমাকে সারাৎসার,  
পরাৎপর, গুহা হইতেও গুহাতর, সৰ্ব্বমায়ানিকৃন্তন পদ্রমজ্ঞানের বিষয়  
বলিলাম । ৪৫ । ৪৬ মহামার্ত্তগুবিগ্রহ সৰ্ব্বজ্ঞানময় ভেদমাত্র । হে মহেশ্বর !  
কোটি কোটি মহাদান হইতে, কোটি কোটি মহাতপ হইতে, কোটি কোটি  
মহাজ্ঞান হইতে, কোটি কোটি মহাব্রত হইতে, কোটি কোটি মহাতীৰ্থে  
অবগাহন হইতে এই জ্ঞান উৎকৃষ্টতম জানিও । বহুজন্ম অশীত হইলে, যদি  
কেহ শ্রবণ করে, তবে সে মুক্ত হয় তাহাকে আর পুনর্বার সংসারে আসিয়া  
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ৪৭ । ৪৯ এই আমি তোমাকে সমস্ত कहিলাম,  
ইহা নিজঘোনির ন্যায় গোপন কারবে । যাহাতে ইহা অল্প কেহ লাভ

গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন মম সর্বস্ব মুক্তমং ॥ ৫১

দঢ়াচ্ছান্তায় ধীরায় যোগিনে কুলযোগিনে ।

জ্ঞানিনে দেবদেবেশি অন্তথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫২

কথিত সারভূতং তে খেলং খঞ্জননয়নে ।

ব্রহ্মজ্ঞানং ময়া দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫৩

নাতপরতরং কিঞ্চিৎ বিদ্বতে মন মানসে ।

গোপনীয় সদা ভদ্রে পশুপামরসন্নিধৌ ॥ ৫৪

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্বিংশতি সাহস্রে

দশমঃ পটলঃ ।

করিতে না পারে, তাহাই যত্নপূর্ব্ব করিবে । ৫০ ইহা যত্নপূর্ব্বক গোপনীয়, গোপনীয়, গোপনীয় জানিবে । আমার এই সর্ব্বস্বধন গোপনীয় জানিবে । ৫১ শান্ত সুধীর, যোগী কুলযোগী জ্ঞানী, সেও সকল ব্যক্তিকেই দান করা কর্তব্য, ইহার অন্তথা হইলে নরকে গমন করে । ৫২ হে খেলংখঞ্জননয়নে হে মহাদেবি ! হে দেবদেবেশি ! আমি সারভূত ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে কহিলাম, অধিক আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয় ? ৫৩ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্তা কিছুই আমার স্বদয়ে নাই, ইহা পশু ও পামর সন্নিধানে গোপনীয় । ৫৪

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে দশম পটল ।

# একাদশ পটলঃ ।

শ্রীদেব্যান্ভাষ ।

দেবদানবগন্ধর্বসুরেশসুরপূজিত ।  
গণেশনন্দিল্পেষগোবিন্দবিধিবন্দিত ॥১  
যোগীন্দ্রবন্দিতপদ সর্বলোকগুরো হর ।  
যা প্রোক্তা পরমা বিত্তা কাঙ্গী কলুষনাশিনী ॥২  
বন্দ্যম্ভুতং সাধনঞ্চ পূজনঞ্চ পুরঙ্কিয়াং ।  
মুদ্রাং বলিঞ্চ তথা হোমং ভাবং স্থানং তথৈবচ ॥  
ধ্যানং স্তোত্রঞ্চ কবচং অস্যাং শ্রুতং পুরা নয়্য ।  
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি স্থানং ভেদং মহেশ্বর ॥৩৪  
কুত্র বা প্রাপাতে মোক্ষঃ কুত্র বা সিদ্ধিক্রান্তমা ।  
ঝটিতৈব মহাদেব কৃপয়া বদ শঙ্কর ॥৫

দেবী কহিলেন, হে দেব দানব গন্ধর্ব ও সুরবন্দিত । হে সুরেশপূজিত  
গণেশনন্দিল্পেষ-গোবিন্দ-বিধি বন্দিত ১ যাহার পাদপদ্ম যোগীন্দ্রবন্দিত  
সর্বলোকগুরো পরমেশ্বর শঙ্কর । হর । আপনি যে কলুষনাশিনী পরমকালী  
বিত্তা ২ এবং যে যে মন্ত্র পুরঙ্কিয়া, সাধন পূজন, মুদ্রা, হোম বলি, ও ভাব  
স্থান ধ্যান, স্তোত্র এবং কবচ ইত্যাদি যাণ্ডা যাহা বলিলেন, তৎসমুদায়  
আমি শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে হে মহেশ্বর ! আমি স্থানভেদ শ্রবণ  
করিতে ইচ্ছা করি ৩৪ মোক্ষপ্রাপ্ত কোথায় বা হওয়া যায় আর কোথায়  
বা শিঘ্র উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা আপনি কৃপা করিয়া কীৰ্ত্তন

যদাশ্রিতো ক্রুতং লোকঃ স্বকার্যফলভাগ্ ভবেৎ ।  
প্রয়াসস্ত চ বাহুল্যং হি হা ই পরমেশ্বর ॥৬

ঈশ্বর উবাচ :

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্থানং পরমতুষ্ণভং ।  
ক্রুতসিদ্ধিকরং দেবি মহামোক্ষ ফল প্রদং ॥৭  
কালিকায়াঃ শ্মশানাদ্বি নাত্মং স্থানং প্রশস্যাতে ।  
তত্র যদ্যদ্ কৃতং কৰ্ম তদনুফলং লভেৎ ॥৮  
তত্র চৈকা পুরুষাণ্য কৃত্য ৫৭ পরমেশ্বরী ।  
নতু মৈবং মহাদেবি ভাবযুক্তঃ সশক্তিকঃ ॥৯  
অবশ্যং মন্ত্রসিদ্ধিঃ সান্নাত্র চিত্র কথনেন ।  
অনন্তফলদা পূজা সৰ্ব্বত্রৈব জলে স্থলে ॥১০  
দিব্য ভাবেন বা দেবি বীরভাবেন চৈত্বেন ।  
শক্তিং বা বৈষ্ণবং বাপি শৈব নাত্ম তথা পুনঃ ॥

করুন । হে শঙ্কর ! প্রয়াসবাহুলা ব্যতিরেকেই লোক সকল যাচা  
আশ্রয় করিয়া শীঘ্রই স্বকার্যের ফল লাভ করে, তাহা বলিতে অসুমতি  
হউক । ৬

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! মহামোক্ষফলপ্রদ, শীঘ্রসিদ্ধিকর পবন  
তুষ্ণভস্থান তোমাকে বলিতেছি অবগত কর ৭ কালিকার শ্মশান হইতে  
প্রস্তুত স্থান অত্র আর নাই, তথায় যে যে কৰ্ম করা যায়, তাহাই  
অনন্তফল প্রদ হইয়া থাকে ৮ হে পরমেশ্বরী ! মহাদেবি ! ভক্তি সমন্বিত  
ও ভাবযুক্ত হইয়া তথায় পুরুষারণ করিলে তাহার তুল্য কার্য আর

বারাণস্যাং জপেদ্যোহি মাসমাত্রং বরাননে ।

প্রাতঃকালঃ সমারভ্য যাবদ্ব্যধ্বান্দিনস্তবেৎ ॥

অবশ্যং মন্ত্রসিদ্ধিস্যাৎ সত্যমেব সুসিদ্ধিদে ॥

নির্বাণং তস্য দেবেশি অবশ্যং জায়তে শিবে ॥১১-১৩

মহাশ্মশানং দেবেশি আনন্দকানন তথা ।

অবিমুক্তঃ মহাদেবি তথা গৌরমুখং পুনঃ ॥১৪

বারানসী মহাক্ষেত্রং কালীরূপং পরাংপরঃ ।

তত্র যদ্ব্যং কৃতং দেবি কিং তস্য কণয়ামি তে ॥১৫

কামরূপে মহাপূজা সর্বসিদ্ধিফল প্রদা ।

নেপালস্য কাঞ্চাদ্রিঃ ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমঃ ॥১৬

করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্বিক্রবাসিনী ।

উত্তরাস্যাঃ কঙ্কগিরিঃ কর তোয়াত্নু পশ্চিমে ॥১৭

নাই, তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ।  
জলে বা স্থলে সর্বত্রই দিবাভাগে বীরভাবে পূজা করিলে তাহা অনন্ত  
ফল প্রদান করিয়া থাকে । ১১।১০ হে সর্বসিদ্ধি প্রদে ! শঙ্করি ! বৈষ্ণব  
শাক বা যে মন্ত্রই হউক যদি কেহ বারাণসীতে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ  
করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনমাস জপ করে তাহা হইলে অবশ্যই তাহার  
মন্ত্রসিদ্ধি হয়, ইহা নিশ্চয়ই সত্য জানিবে । হে দেবেশি ! শিবে ! তাহার  
অবশ্যই নির্বাণ মোক্ষ হয় ১১।১৩ হে অমরেশ্বর ! মহাদেবি ! বারাণসীর  
মহাশ্মশান আনন্দকানন, অধিযুক্ত ও গৌরীকানন ১৪ তাহা পরাংপর  
কালীরূপ মহাক্ষেত্র । যেই যেই কৰ্ম্ম তথায় করা যায়, তাহার ফল  
প্রকাশ করিবার আমার সামর্থ্য নাই ১৫ কামরূপে মহাপূজা  
করিলে সর্ববিধ সিদ্ধি ও সর্বফল লাভ হয় । নেপালের কাঞ্চন-  
গিরি, ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ১৬ করতোয়া অবধি দিক্রবাসিনী পর্য্যন্ত এবং



তীর্থশ্রেষ্ঠাদিকুনদী পূর্বস্যাঃ গিরিকন্তকে ।

দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি ॥

কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ ॥১৮

ঋণানি ত্রীণ্যপাকর্তুং যস্য চিত্তং প্রদদতি ।

স গচ্ছেৎ পরয়া ভক্ত্যা কামাখ্যাবোনিসরিধিঃ ॥১৯

তীর্থযাত্রা সমাসাচ্চ যদেকোহপ্যত্র গচ্ছিত ।

পদে পদেহশ্বমেধস্য ফলঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥২০

ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণঃ দীর্ঘেণ শত যোজনঃ ।

কামরূপং বজানীহি ত্রিকোণাকার মৃন্ময় ॥২১

ঈশানে চৈব কেদারো বায়বাঃ গজশাসনঃ ।

দক্ষিণে সঙ্গমে দেবি লাক্ষায়াব্রহ্মরেতসঃ ॥২২

ত্রিকোণ মেবঃ জানীহি সুরাসুরনমস্কৃতঃ ।

তত্র যে মানবাঃ সন্তি তে দেবানাত্র সশয়ঃ ॥২৩

উত্তরে কাঞ্চনগিরি ও তীর্থশ্রেষ্ঠ করতোয়ার পশ্চিমে ১৭ ইকুনদী পর্য্যন্ত, পূর্বদিকে গিরিকন্তক পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের ও লাক্ষানদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত স্থান কামরূপ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে নিশ্চিত আছে ১৮ পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ এই তিন ঋণত্রয় পরিশোধ করিতে যাত্রার মানস প্রসন্ন হয়, সে পরমভক্তি সহকারে কামাখ্যাব বোনি সন্নিধানে গমন করিবে ১৯ তীর্থযাত্রা অবলম্বন করিয়া যে কোন মানব এই তীর্থে গমন করে, পদে পদে তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয় ২০ হে দেবি! কামরূপ ত্রিকোণাকার, দৈর্ঘ্যে শতযোজন এবং বিস্তারে ত্রিংশৎ যোজন জানিবে । ঈশানে কেদার, বায়ু কোণে গজশাসন, দক্ষিণে ব্রহ্মরেতসঃ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের লাক্ষানদীর সঙ্গম ২১ ২২ কামরূপ এইরূপ ত্রিকোণ, এই স্থান

তত্র যদ্বজ্জলং দেবি তৎ সৰ্বং তীৰ্থমেব হি ।  
 উপবীৰ্ণাচ্চ বীৰ্ণাচ্চ উপপীঠ পীঠকং ॥২৪  
 সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরং ।  
 বিষ্ণুপীঠং মহাদেবি রুদ্রপীঠং তদন্তরং ॥২৫  
 নবযোনি রিতি খ্যাতা চতুর্দিকু সমন্ততঃ ।  
 তত্র তত্র মহাপূজোত্তরোফলাধিকা ॥২৬  
 দ্বিগুণং দ্বিগুণং ভদ্রে ফলমেবা সুনিশ্চিত ।  
 সৰ্ব্বেষাঞ্চৈব বিজ্ঞানাং সৰ্ব্বমন্ত্রসং শাস্ত্রি ॥২৭  
 পূজনে জপনে চৈব দ্বিগুণং দ্বিগুণং ফলং ।  
 নবযোনিঃ সমাখ্যাতা কামাখ্যা যোনিমণ্ডলং ॥২৮  
 অযোনিমহিপর্যন্ত য়া বিত্তগন্ধমাদন ।  
 পঞ্চকোশনিদং দেবি সৰ্ব্বেষামেব ত্বনভং ॥২৯

সুপ্রাশ্নব সকলেরই নমস্কৃত । যে সকল মানব তথায় আছে, তাহারা দেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই ।২৩ সেখানে যত জল আছে, । সে সমুদায়ই তীর্থ । হে-মহাদেবি ! তথায় উপবীৰ্ণ, বীৰ্ণ, পীঠ, উপপীঠ, সিদ্ধপীঠ, ব্রহ্মপীঠ, মহাপীঠ, বিষ্ণুপীঠ ও রুদ্রপীঠ, এই নবপীঠ নবযোনি বলিয়া বিখ্যাত এবং ইহার চারিদিকেই অবস্থিত ।২৫ সেই সেই মহাপূজা, উত্তরোত্তর স্থান সকলের অধিক অধিকফল প্রদান করিয়া থাকে । ঐ সকলে ক্রমশঃ দ্বিগুণ দ্বিগুণ ফল অবধারিত আছে ।২৬ তথায় সৰ্ববিধ বিজ্ঞার এবং সৰ্ববিধ মন্ত্রের পূজা ও জপ করিলে দ্বিগুণ দ্বিগুণ ফল লাভ হয় ।২৭ কামাখ্যা যোনিমণ্ডল নবযোনি দ্বারা আখ্যাত হয় ।২৮ যোনি অবধি মহি পর্য্যন্ত এবং বিজ্ঞা হইতে গন্ধমাদন পর্য্যন্ত এই

ব্রহ্মা বিষ্ণুশুরোশাঠৈঃ সেবিতং পরমাদ্বিতং ।  
 দেবামরগমিচ্ছন্তি কা কথ্যমানুষেষু চ ॥৩০  
 যোনিপীঠে মহেশানি পঞ্চকোশমিতে শিবে ।  
 যে গচ্ছন্তি শিবাকারা যে মৃত্যুস্তেহপুনর্ভবা ॥৩১  
 তে চ সূর্য্যকরং ক্লেশ ন প্রাপ্নাবন্তু কহিচিৎ !  
 যোনিপীঠে চ নিম্পাপ বসন্তি নরোত্তমাঃ ।  
 তে সর্বৈব শঙ্করাজাতা ত্রিনেত্রাশ্চমূর্দ্ধজাঃ ॥৩২  
 সর্বৈষাঈব বিদ্যানাং সর্বমন্ত্রস্য চেত্তরি ।  
 পূজনং জপনৈবৈব কুরুতে সাধকোত্তমঃ ।  
 অগ্নিমা দ্যম্ভ সিদ্ধিনামাশ্রয়ো জায়তে নরঃ ॥৩৩  
 তন্মধ্যে চ মহাদেবি গিরিনীলাচলোজ্জলঃ ।  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাকারঃ সর্বশক্তিময় পুনঃ ॥৩৪

পঞ্চকোশস্থান সকলেরই ছলভি ২২০ পরমাদ্বিত এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শুরেশ্বরাদি  
 কর্তৃক সেবিত । মানুষের কথা কি কহিব দেবগণ ও এইস্থানে মরণ  
 কামনা করেন ৩০ হে মহেশানি ! পঞ্চকোশ পরিমিত যোনিপীঠে যে  
 মানব গমন করে, সে শিবতুল্য হয় এবং মরনাস্তে আর জন্মগ্রহণ করিতে  
 হয় না ৩১ সেই নর সূর্য্যাক্ষের ক্লেশ কিছুমাত্র প্রাপ্ত হয় না । যে নরোত্তম-  
 গণ যোনিপীঠে বাস করে, তাগারা চন্দ্রমূর্দ্ধজ ও ত্রিনেত্র শঙ্কর তুল্য হয় ৩২  
 সাধকোত্তমগণ, সর্ববিধ বিদ্যার এবং সর্ববিধ মন্ত্রের পূজা এবং জপ  
 করিয়া থাকে । নরগণ এইস্থানে অনিমানি ঐষ্টবিধ ঐশ্বর্যালাভ করিতে  
 পারে ৩৩ হে মহাদেবি ॥ সেই যোনি পীঠমধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণুশিবাকার

তন্মধ্যে পরমেশানি মনোভবগুহাশরা ।  
 মনোভবগুহামধ্যে রক্তপানিয়রূপিণী ॥৩৫  
 কোটিলিঙ্গসমাকীর্ণা কামাখ্যা বল্লবল্লরী ।  
 তদ্বৈজস্যা তু সংদীপ্তা মনোভবগুহা সদা ॥৩৬  
 অস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেন লৌহোষাতি সুবর্ণতা ।  
 চতুহস্তপ্রমণানি সমস্তাং সর্বতাত্বজ্ঞে ।  
 অস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেন শিবতত্ত্বমিতি মানব ।  
 নিস্পাপোজায়তে দেবি তৎক্ষণাত্ৰ সংশয়ঃ ॥৩৭৩৮  
 অত্র যদ্যৎ কৃত' কৰ্ম তদনন্তফলং লভেৎ ॥৩৯  
 তন্মধ্যে পরমেশানি সমস্তাদাদশাঙ্গুলঃ ।  
 আপাতলক্ষদুং দেবি প্রোচ্ছলজ্জ্বলমণ্ডল ॥৪০  
 তজ্জ্বলং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং ।  
 ঐশ্বরং তজ্জ্বলং দেবি কারণাৰ্ণবসংজ্ঞকম্ ॥৪১

সদশক্তিময় নীলাচলোজ্জ্বলগিরি বিস্ত্রমান আছে ।৩৪ হে পরমেশ্বরী ।  
 তাহার মধ্যে উৎকৃষ্টতর মনোভবগুহা ! মনোভবগুহার মধ্যে রক্ত পানীয়া  
 —রূপিণী ।৩৫ কোটিলিঙ্গসমাকীর্ণা কামাখ্যা বল্লরী বিস্ত্রমান । ঐ  
 মনোভা৷ তাহার তেজে নিরন্তর সংদীপ্ত রহিয়াছে ।৩৬ উহার স্পর্শ  
 মাত্রেই লৌহ সুবর্ণ হয় । হে পরিতাত্বজ্ঞে ! উহা চারিদিকে চারিহস্ত  
 পরিমিত হইবে । উহার স্পর্শমাত্রেই, নরগণ শবৎ প্রাপ্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ  
 নিস্পাপ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ।৩৭-৩৮ ইহাতে যে যে কৰ্ম্মকৃত হয়, তৎ-  
 সমস্তই অনন্তফলপ্রদ হইয়া থাকে ।৩৯ হে পরমেশানি ! তাহার মধ্যে চারি  
 দিকে দাদশাঙ্গুল পরিমিত, পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রোচ্ছলিতজ্জ্বলমণ্ডল

বহু কিং কথ্যতে দেবি তজ্জলং পরমমৃতং ।  
 শঙ্কিতেনৈব কথিতং নাত্তর্জানীহি সুন্দরি ॥৪২  
 কাঙ্ক্ষাস্তি সন্ততং দেবি তজ্জলং সচরাচরং ।  
 তজ্জলস্পর্শমত্রেণ তদ্রুদস্পর্শেনৈব চ ।  
 তৎক্ষণান্মানবোদি দেবোভব ত নিশ্চিতং ।  
 পূণ্যপাপবিনিমুক্তো জীবন্মুক্তোভবেদক্রবং ॥৪৩ ৪৪  
 তদ্রুদ পূজয়েদ্যোহি রজ্জলেন মহেশ্বরি ।  
 জিহ্বাকোটিসহশ্রৈশ্চ বক্তৃকোটিশৈতরপি ।  
 বর্ণিতুং নৈব শক্যেন তৎফলং গিরিনন্দিনি ॥৪৫  
 হ্রদে হস্তং বিনিক্ষিপ্য জলমধ্যে মহেশ্বরি  
 অষ্টোত্তরশতজপামহা সিদ্ধিশ্চরো ভুবি ।  
 মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য তৎক্ষণান্নাত্ সংশয়ঃ ॥৪৬

হুহু বিস্তমান আছে, সেই জল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাস্থক ৷৪১ ৥ হে দেবি !  
 সেই জল ঐশ্বর্য্য এবং কারণার্ণব নামে বিখ্যাত ৷৪১ ৥ হে দেবি ! বহু  
 বাক্যাব্যয়ে কি ফল ? সেই জল পরমঅমৃত, ও সুন্দর ! আমি শঙ্কিত  
 হইয়া ইহা কহিলাম । চরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সেই জলের আকাঙ্ক্ষা  
 করিয়া থাকে । সেই হ্রদ ও সেই জলস্পর্শ করিবামাত্রই মানবগণ  
 দেবতা হয় এবং পাপপুণ্য হইতে নিশ্চুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়, তাহাতে  
 সন্দেহ নাই ৷৪৩৷৪৪ ৥ হে গিরিনন্দিনি ! যে নর, সেই হ্রদে সেই জল দ্বারা  
 পূজা করে, তাহার যে কি ফল হয় তাহা আমি সহস্র কোটি জিহ্বা এবং  
 শতকোটি আনন পাইলেও তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হই না ৷৪৫ ৥  
 মহেশ্বরি । সেই হ্রদের জলমধ্যে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ  
 করিলে, সেই ব্যক্তি পৃথিবী তলে মহাসিদ্ধির হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহার

শৈবোবা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তোরাস্যোমহেশ্বরী ।  
 জপ্যতে যৈস্ত মনোহতৎক্ষণাৎ সিদ্ধিমুচ্ছতি ॥৪৭  
 অষ্টোত্তরশতেনাপি নাত্র কার্য্যা বিচরণা ॥৪৮  
 কুশাগ্রোথিতং তদেবি পিতৃভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি ।  
 গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন নিযুতাদং মহেশ্বরী ॥৪৯  
 এতন্তে কথিতং দেবি কামাখ্যাযোনিমণ্ডলং ।  
 সংক্ষেপেণ মহেশানি বক্ষ্যামেবং বিশেষতঃ ॥ ৫০  
 কিম্বুশ্চ কথ্যতে দেবি মাহাত্ম্যাস্তে যশস্বিনী ।  
 তত্র কোটিযোগিনীভিঃ কালী বসতি তারিণী ॥ ৫১  
 ছিন্নমস্তা ভৈরবী সা সপ্তসদ্বিভেদিতা ।  
 ধূমা চ ভুবনেশানি মাতঙ্গী কমলালয়া ।  
 ভগক্লিনা ভগধারা তথা চৈব ভগন্দরী ।  
 দুর্গা চ জয়দুর্গা চ তথা মহিষমর্দিনী ॥ ৫২।৫৩

মন্ত্র সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই ।৪৬ হে মহেশানি ! শক্তিই হউক বৈষ্ণবই হউক  
 বা শৈবই হউক বা অন্তই যাহাই হউক, তথায় যে, অষ্টোত্তর শতবার  
 মন্ত্র জপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।৪৭  
 যে মানব, তথায় কুশের অগ্র দিয়া সেইজল পিতৃগণকে প্রদান করে, তাহার  
 ঋণাই তাহার নিযুতাদব্যাপি গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয় ।৪৮।৪৯ হে দেবি !  
 এই আমি তোমাকে কামাখ্যা যোনিমণ্ডল কহিলাম । এক্ষণে সংক্ষেপে  
 তাহার মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর । ৫০ হে যশস্বিনী । সেখানে কোটি  
 কোটি যোগিনীর সহিত জগত্তারিণী কালিকা সঙ্গী বাস করেন । ৫১ সপ্ত  
 সদ্বিভেদ ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী মাতঙ্গী কমলালয়া

উপবিষ্টাশ্চ যাঃ প্রোক্তাঃ সৰ্বাভিস্তাভিরেব চ ।  
 ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাঠৈর্মহাকালী যয়েৎ সদা ॥ ৫৪  
 ব্রহ্মমুখাশ্রয়ঃ পীঠং উগ্রতারাবিদ্দৈবতঃ ।  
 তংপীঠং দ্বিবিধং প্রোক্তং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বরী ॥ ৫৫  
 ব্যক্তাদ্গুপ্তং পুণ্যতরং ছরাপং সাধকোত্তমৈঃ ।  
 সৰ্ব্বত্র লভ্যতে দেবি কুলদ্বয়বিশারদৈঃ ॥ ৫৬  
 মনোভবগুহাবল্লৌ দেবশিখরমুন্নতং ।  
 তন্মহোপ্রমিতি খ্যাতং পীঠং পরমদুল্লভং ॥ ৫৭  
 সিদ্ধিকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী ।  
 নিবসেত্তত্র যা কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী ॥ ৫৮  
 তংপীঠোপরি সংবিধ্য দশধা চ জপেগমুঃ ।  
 তদা মন্ত্ৰ বিশুদ্ধিঃ স্রাৎ তদ্দেহেন শিবো ভবেৎ ॥ ৫৯

ভগন্ধিনী, ভবাদারা, ভগন্ধরী, দুর্গা, জয়দুর্গা, মহিষমর্দিনী ।৫২।৫৩ এবং  
 যে সকল উপবিষ্টা আছেন, সেই সকলেরই সহিত এবং ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু, ও  
 মহেশাদি দেবগণের সহিত মহাকালী সদাসর্বদা তথায় বাস করিতেছেন ।৫৪  
 হে দেবি ! উগ্রতারা যাহার অধিদেবতা, সেই ব্রহ্মমুখাশ্রয় পীঠ বিদ্যমান  
 আছে । সেই পীঠ দুই প্রকার, গুপ্ত ও ব্যক্ত ।৫৫ ব্যক্ত অপেক্ষা গুপ্ত-  
 পীঠ, সাধককে অধিকতর পুণ্য প্রদান করে । ঐ গুপ্তপীঠ দুল্লভ । কিন্তু  
 কুলদ্বয় বিশারদ অর্থাৎ বিদ্যাবীরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, সর্বত্রই তাহা লাভ  
 করিতে পারেন ।৫৬ মনোভব গুহায় অনলে দেবীর শিখর সমুন্নত রহি-  
 যাছে সেই পীঠ মহোপ্রনামে বিখ্যাত এবং পরম দুল্লভ ।৫৭ সেই পীঠে  
 ঘোরদৈত্য বিনাশিনী, ব্রহ্মরূপা, ভুবনেশ্বরী দেবতা, সিদ্ধিকালী বাস  
 করেন ।৫৮ সেই পীঠের উপরিভাগে উপবেশন পূর্বক দশবার জপ

যৎফলং তে ময়া প্রোক্তং হৃদমধ্যে সুলোচনে ।  
 পাদহীনং তৎফলং স্যাৎ পূর্ণং শিবজপার্চনে ॥ ৬০  
 অর্দ্ধং জালন্ধরে জ্যৈষ্মুডডীয়াণে তদর্দ্ধকং ।  
 অবশ্যাং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্নেপালে তিথিবাসরে ॥ ৬১  
 নীলকণ্ঠসমীপে তু নাত্র কার্য্যা বিচরণা ।  
 জপেন দেবদেবেশি কথিতং তে ময়া মুদ্রা ॥ ৬২  
 ত্রয়োদশাহে মহাসিদ্ধিরেকাত্রকাননে তথা ।  
 দশলক্ষেন গঙ্গায়াঃ সিদ্ধিরাবশ্যকঃ শিবে ॥ ৬৩  
 রাঢ়ায়াঃ বিকটাক্ষায়াঃ ক্ষুদ্রকঃ পর্বতাত্মজে ।  
 লক্ষত্রেয়েন সিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যমেব সুসিদ্ধিদে ॥ ৬৪  
 পুষ্করাখ্যে চ লক্ষেন প্রয়াগে বিশলক্ষতঃ ।  
 কোটিজপাদ্ভ্রোগাগিরৌ জালায়াঞ্চ দ্বিলক্ষতঃ ।

করিলে, তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয় এবং সে দেহাবচ্ছেদে শিবতুল্য হইয়া থাকে ৬০ হে সুলোচনে ! আমি তোমাকে হৃদমধ্যে যে ফল হয় তাহা কহিরাছি, সেই ফল পাদহীন হয় এবং শিবের জপ ও অর্চনায় সংপূর্ণ হইয়া থাকে ৬১ হে দেবি ! জালন্ধরে তাহার অর্দ্ধফল উড্ডীয়াণে তাহার অর্দ্ধেক জ্ঞানিবে । নেপালে নীলকণ্ঠ সমীপে তিথিবাসরে মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, তাহাতে বিন্দু মাত্র সংশয় নাই ৬২ হে দেবি ! দেবেশ্বরী ! একাত্রকাননে ত্রয়োদশাহ জপ করিলে মহাসিদ্ধি লাভ হয় : হে শিবে ! গঙ্গায় দশলক্ষ জপ করিলে অবশ্যই সে সিদ্ধিলাভ করে ৬৩ হে পর্বত-নন্দিনি ! রাঢ়ায় এবং বিকটাক্ষায় তিন লক্ষজপ করিলে সিদ্ধি হয় ৬৪ হে সুসিদ্ধিপ্রদে ! পুষ্করেতে লক্ষ জপে এবং প্রয়াগে বিশলক্ষ জপে । ৬৫



তত্রৈব বিরজা ক্ষেত্রে লক্ষদ্বাদশতঃ শিবে ।

হিমালয়ে দ্বিলক্ষ্যেণ কেদারে পঞ্চলক্ষতঃ ।

কৈলাসে দশলক্ষ্যেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চলক্ষতঃ ।

উজ্জয়িন্যাং দশাহেন মানসে মন্দরাচলে ।

অবশ্যাং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎজপনাং পূজনাচ্ছিবে ॥ ৬৫।৬৮

ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং যৎ পৃষ্টং গিরিসম্ভবে ।

মাতৃজারসমং দেবি সর্বদা পরিগোপয়েৎ ॥ ৬৯

### শ্রীদেব্যাচাৰ্য্য ।

ভো স্বামিন্ পরমানন্দ যোগিনামভয়প্রদ ।

কামাখ্যাযোনিমাহাত্ম্যং যদুক্তং মে হুয়া শিব ॥ ১

সত্যং সত্যং ন সন্দেহো আশ্চর্য্যং সর্বমেব হি ।

তন্তেন তন্ময়া জ্ঞাতং কলৌ কিং ন সুসিদ্ধিদম্ ॥ ২

দ্বৌ-গিরিতে কোটীজপে আলামুখীতে দুইলক্ষ জপে বিরজা ক্ষেত্রে দ্বাদশলক্ষ জপে, হিমালয়ে ত্রিশলক্ষ জপে, কেদারে পঞ্চলক্ষ জপে, কৈলাসে দশলক্ষ জপে, জয়ন্তীতে পঞ্চলক্ষ জপে, উজ্জয়িনীতে দশাহ জপে, মন্দরাচলে মাস নাত্র জপে ও পূজায় অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হয় ৬৫।৬৮ হে শিবে ! এই আমি তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর সমস্ত প্রদান করিলাম । ইহা মাতৃজার তুল্য সর্বদাই গোপনীয় । ৬৯

দেবী কহিলেন, হে স্বামিন্ ! পরমানন্দবিগ্রহ ! যোগিগণের অভয় প্রদ শিব ! আপনি যে কামাখ্যাযোনি মহাত্ম্য বর্ণন করিলেন । তাহা সত্য ও পরমাশ্চর্য্য, তাহা আমি সমস্তই অবগত হইলাম । হে করুণাময় ।

ন পশ্যামঃ শিবজ্ঞানং মন্ত্ৰসিদ্ধিস্তথৈব চ ।

কিমমেৎ কারণং নাথ বদ মে করুণাময় ॥ ৩

ঈশ্বরানুবাচ ।

নরকাসুরনামা তু বিষ্ণু বীৰ্য্যসমুদ্ভবঃ ।

পৃথিবীগর্ভসমুত্তো দানবানামধীশ্বরঃ ।

তস্মৈ বিষ্ণুর্দদৌ রাজ্যং কামরূপং মহাকলং ।

পৃথিবীবচনাৎ সোহপি দানববোবুদ্ধহৃদ্বিরঃ ॥৪।৫

কিরাতৈবটিতং জিহ্বা রণে কামনৃপো ভবেৎ ।

পুনশ্চ ভগবান্ তস্মৈ নিবাসায় দদৌ মুদা ॥ ৬

প্রাগ্জ্যোতিষ পুরং খ্যাতং কামাখ্যাধোনিমণ্ডলং ।

জিত্যাভিষেচনং রাজা বিষ্ণুঃ শক্তিং দদাবপি ॥ ৭

ততস্ত দর্শয়ামাস মনোভবগুহাং হরিঃ ।

সুস্নাতং নারকং তদ্বিধেয়ামাস বৈ তদা ॥ ৮

কলিত তাহা কি হেতু স্প্রসিক্ত প্রদ হয় না ।২ এইকালে কি জ্ঞাত,  
কি মন্ত্ৰসিদ্ধি দেখিতে পাই না। হে নাথ। ইহার কারণ বর্ণন করিয়া,  
দ্রবিতাপ করেন ৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! পৃথিবীর গর্ভসমুত্ত, বিষ্ণুর বীৰ্য্য সমুৎপন্ন  
নরকাসুর নামে এক দানব ছিল। বিষ্ণু তাহাকে মহাকলভূক্ত কামরূপ  
রাজ্য প্রদান করেন ৪ ৫ পৃথিবীর বরে যদ্ধ হৃদ্বিষ সেই দানব কিরাতের  
সহিত সংঘটিত যুদ্ধ জয়লাভ করিয়া নৃপতি শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।৬ ভগবান্  
বিষ্ণু প্রীত হইয়া, তাহাকে বাস করিবার নিমিত্ত পুনর্বার প্রাগ্জ্যোতিষ-  
পুর নামে বিখ্যাত কামাখ্যা ধোনিমণ্ডল প্রদান করেন। সে তাহাতে  
অভিষিক্ত রাজা হইলে, বিষ্ণু তাহাকে শক্তিপ্রদান করিলেন।৭ তদনন্তর হর

## বিশ্বকর্মাচ ।

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ববেদার্থসম্মতং ।  
 ব্রহ্মতং ব্রহ্মণা প্রাপ্তং বিষ্ণুত্বঞ্চ ময়া পুনঃ ।  
 শিবত্বঞ্চ শিবেনৈয় কামাখ্যায়া প্রসাদতঃ ।  
 তস্মাদ্যোনিং পূজয়ন্ত যত্নাং সর্বাহুতিত্বমুং ॥৯।১০  
 যদা তে স্তমুখী মাতা তদা তে সর্বসম্পদঃ ।  
 যদা তে বিমুখী মাতা তদা তেনাশুভঃ প্রবং ॥ ১১  
 তদৈবাহঞ্চ ত্যক্ষ্যামি পুত্রহং বেদ্যাহং পুনঃ ।  
 ইতি জ্ঞাতা পূজয়ন্ত বিশেষেণ বদামি কি ॥ ১২

## ঈশ্বর উবাচ

ইত্যুক্তা স যযৌ বিষ্ণুর্কৈকুণ্ঠঃ স্নিকৈতনঃ ।  
 নরকঃ পালয়ামাস বিষ্ণুং যদ্যদেব তি ॥ ১৩

তাহাকে মনোভব গুহা দেখাইলেন, নরকাসুর তাহাতে স্নান করিয়া  
 পাপপরিশৃঙ্খ হইল ।৮

বিষ্ণু কহিলেন, কামাখ্যায় মাহাত্ম্য সৰ্ব বেদার্থ সম্মত ! কামাখ্যায়  
 প্রসাদে ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব, শিব শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব  
 সৰ্ব্বাত্ম্যায় সৰ্ব্বপ্রথমে যোনিপূজা কর্তব্য ৯।১০ যখন কামাখ্যামাতা  
 তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্তমুখী হইবেন, তখন তোমার সম্পদলাভ  
 এবং যখন তিনি বিমুখী হইবেন, তখন তোমার অমঙ্গল জানিবে ।১১  
 তখন আমি ও ত্যাগ করিব । আমি পুত্রহ প্রভৃতি সমস্তই অবগত  
 আছি । ইহা জানিয়া তাঁহার পূজা কর, অধিক আর কি বলিব ।১২

ঈশ্বর কহিলেন, সেই বিষ্ণুদেব ইহা কহিয়া নিজনিবেতন বৈকুণ্ঠপুরে

এতস্মিন্তন্তরে দেবি বৃদ্ধান্তঃ শৃণু দারুণঃ ॥ ১৪  
 ব্রহ্মনোগানঃ পুত্রোবশিষ্ঠোহতীবসদ্যতিঃ ।  
 তারামাধয়ামাস তদা নীলাচলে মুনিঃ ॥ ১৫  
 তত্রৈবৈকদিনে দেবি জয়িত্বা স সুরেশ্বরী ।  
 কামাখ্যামণ্ডলে তারাং পুরদ্বারে সমাগমঃ ।  
 তত্র তং বারয়ামাস নরকে ব্রহ্মসন্তবং ॥ ১৬

নরক উবাচ ।

ইদানীং তিষ্ঠ বিপ্র হ নারাহি মণ্ডলান্তরে ।  
 এতর্হি পূজ্যতে দেবী পূজ্যন্তে হং গমিষ্যসি ॥ ১৭  
 ইত্বাদৌরিতমাকর্ণ্য নরকস্ত মুনীশ্বরঃ ।

গমন করিলেন । বিষ্ণু ধেক্ষপ আজ্ঞা করিলেন, নরকাসুর সমস্তই সেই  
 প্রতিপালন করিতে লাগিল । হে দেবি ! এইকালে এক দারুণ ভূকটন  
 উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ কর । ১৩-১৪ ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ ঋষি  
 অতিশয় যত্ননিষ্ট সেই মুনি একদিন তারার আরাধনা করিবার  
 নিমিত্ত নীলাচলে আগমন করিলেন । ১৫ হে দেবি ! একদিন সেই  
 মুনি সেই কামাখ্যামণ্ডলে সুরেশ্বরী তারাকে অর্চনা করিবার নিমিত্ত  
 পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন, সেখানে নরকাসুর সেই ব্রহ্মসন্তব মুনিবরকে  
 বারণ করিল । ১৬

নরক বলিল হে বিপ্র ! তুমি ঐ স্থানেই অবস্থান কর, এষ্টমণ্ডলে  
 আসিও না, এই দেখ এইখানে দেবীর পূজা করিতেছেন, পূজান্তর তুমি  
 আগমন করিবে । ১৭ মুনীশ্বর নরকেব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে  
 দ্বাদশাদিত্যের দ্বায় জাজ্বল্যমান হইলেন এবং লোহিত হইয়া নরকাসুরকে  
 কহিতে লাগিলেন । ১৭

দ্বাদশাদিতাসঙ্কাশো বভূব ক্রোধমুক্তিত ।

উবাচ নরকং বিপ্রো বশিষ্ঠস্তাত্মলোচনঃ ॥ ১৮

বশিষ্ঠ উবাচ ।

রে পাপিষ্ঠ কিমুক্তন্তে অযোগ্যেহং সূদুর্মতে ।

কামাখ্যাপূজনে কালে মা লভেম গৃহান্তরে ॥ ১৯

গন্তঃ যোন্তন্তরে মুঢ় ভূতাপি ব্রহ্মসন্তবঃ ।

ইদানীং পশ্য বীৰ্য্যং মে তব নাশকরং মহৎ ॥ ২০

ইতুক্তা চ বশিষ্ঠোহসৌ জগ্রাহ পানিনা জলঃ ।

কমণ্ডলোন্মহাদেবীঃ শশাপ দারুণং মুনিঃ ॥ ২১

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথক ব্রাহ্মণো মাতঃ কামাখ্যো ব্রহ্মসন্তবঃ ।

হিহা হ্যং হি ব্রজাম্যগ্ন্যন্তঃ চেৎ ক্রিয়তে হয়া ।

ব্রহ্মবধোদ্রবং পাপং সত্যং তেহগ ভবিষ্যতি ॥ ২২

বশিষ্ঠ কহিলেন, রে! পাপিষ্ঠ! তুই কি বলিলি! রে দুর্মতে আমি অযোগ্য? কামাখ্যার পূজার নিমিত্ত আমি যথাকালে গৃহান্তর গমন করিতে পারিব না? রে মুঢ়! আমি ব্রহ্মনন্দন ঋষি হইয়াও অগ্ন্য-  
ধোনিতে পূজার্ঘ্য গমন করিতে পারিব না? এক্ষণে তুই আমার বীৰ্য্য অবলোকন কর: ২০ এই মহৎ বীৰ্য্য অবশ্যই তোমার বিনাশ সাধন করিবে। এই বলিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ কমণ্ডলু হইতে কর দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া মহাদেবীকে নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন ২১

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মাতঃ কামাখ্যে! আমি ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মার পুত্র আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছি, তুমি আমার পূজার অত্যাচার করিলে, অতএব অস্ত্র তোমার ব্রহ্মবধপাপ হইবে ২২ আর

এবমত্র মহাপীঠে জপনাং পূজনাদপি ।

সিদ্ধিন্ জায়তে কহি কালে মদ্বচনাং পুনঃ ॥ ২৩

ঈশ্বর উবাচ ।

দন্তেয়ং দারুণং শাপং ত্যক্ত্বা তজ্জলমুত্তমং ।

নীলাচলং পরিত্যজ্য গতোহসৌ খাণ্ডবং গিরিমে ॥ ২৪

ততঃ সা পরমা বিদ্যা কামাখ্যা বিশ্ব বন্দিতা ।

মহাজ্যোতির্মময়ী দেবি সর্বপ্রকাশরূপিণী ॥

তাপ্যতোহহনিশং দেবি সর্বং হি স্বাক্ষতেজসা ।

তৎক্ষণাৎ পরিসংদহ্য গতা কৈলাসমন্দিরং ॥ ২৫ ২৬

তদৈব পরমেশানি মনোভবগুহা পুনঃ ।

মহাক্ষকারপটলৈরাবৃত্তা তদ্বিযোগতঃ ॥ ২৭

আমার বচনে এই মহাপীঠে জপ ও পূজা করিলে ফোমকালেও তাহা সিদ্ধ হইবে না । ২৩

ঈশ্বর কহিলেন, ঐ মুনি এই নিদারুণ অভিষাপ প্রদান পূর্বক, সেই পুণ্যবারি পরিহার পুরঃসর নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া ; খাণ্ডবগিরিতে গমন করিলেন । ২৪ তাহার পর সেই বিশ্ববন্দিতা মহাজ্যোতির্ময়ী সর্ব-প্রকাশ স্বরূপিণী, পরমাবিজ্ঞা, কামাখ্যা স্বাক্ষতেজে নিরন্তর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই তেজে নিদগ্ধা হইয়া কৈলাসমন্দিরে গমন করিলেন । ২৫ ২৬ হে পরমেশানি ! দেবি ! তাঁহার বিয়োগে সেই মনোভব গুহা অন্ধকারমণ্ডলে আবৃত হইয়া উঠিল । ২৭ সর্বলোক হাহাকার করিতে লাগিল । এবং সেই দানবেশ্বর মুচ্ছিত হইয়া রহিল । তদনন্তর আমি সেই পরমামায়া কামাখ্যা দেবীকে বিষমবদনা দর্শন করিয়া । ২৮ আদর পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম । হে শিবে ! তুমি সেই

হাহাকারং সৰ্বলোকে মুচ্ছিতোদানবেশ্বরঃ ।  
 ততস্তাং পরমাং মায়াং বিষগ্নবদনাং পুনঃ ॥২৮  
 দৃষ্ট্বাহং পরিপ্রপচ্ছ কামাখ্যাং পরিসাদরং ।  
 কথং শিবে সমায়াতা তন্ত্ৰা তদ্যোনি মণ্ডলং ॥২৯  
 বিষগ্নবদনা ভূষা কামাখ্যে বদ কারণং ।  
 হং দেবি পরমারাধ্যা মে হৃদি ভয়ং ॥  
 সৰ্বং প্রতিকরোম্যেব বিষগ্নবদনে কথং ॥৩০

### কামাখ্যানাট ।

বশিষ্ঠোব্রাহ্মণঃ পুত্র স্তারামারাধিতুং মুনিঃ ।  
 মদ্যোনিমণ্ডলে নাথ দ্বারং মে সমুপাগতঃ ॥৩১  
 প্রাতস্তপ্নিন্ ব্রাহ্মণো মাং যজতে মানবেশ্বরঃ ।  
 দ্বারপালোভবেজ্জাষাবন্মে পূজনং ভবেৎ ॥  
 তাবৎ কোহপি ন ক্ষমো হি গন্তুং মদ্যোনিমণ্ডলং ॥৩২

যোনিমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া কেন আগমন করিলে ৷২৯ হে কামাখ্যে দেবি ! বদনমণ্ডল তোমার বিষগ্ন অবলোকন করিতেছি, ইহার কারণ প্রকাশ কর । হে দেবি ! তুমি পরমারাধ্যা, তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থান কর, তুমি বিষগ্নবদন কেন হইলে, আমি সকলেরই প্রতীকার করিতেছি ৷৩০

কামাখ্যা কহিলেন, হে নাথ ! ব্রাহ্মণ পুত্র বশিষ্ঠ, তাহার আরাধনার নিমিত্ত, আমার যোনিমণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন ৷৩১ প্রাতঃকালে মানব প্রবর ব্রাহ্মণ যখন আমার পূজা করেন, তখন আমার যোনিমণ্ডলে কেহই গমন করিতে সক্ষম হয় না ৷৩২ যে পর্যন্ত আমার পূজা

এবং নিত্যঃনিয়মতং নরকেনাসুরেণ চ ।  
 ততস্তং বারয়ামাস নরকোব্রহ্মনন্দনং ॥৩৩  
 ততস্তেনৈব মুনিনা শাপোদত্তঃ সূদাক্ষণঃ ।  
 শাপং শৃণু মহাদেব কথনে রোদনং মমং ॥৩৪  
 ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশাঠৈঃ কাঙ্ক্ষ্যতে যৎ পরং স্থলং ।  
 তন্ময়া বিহিতং দেব কোবাপায়োহস্তি মে বদ ॥৩৫  
 হিন্দ্রা স্বং হি ব্রজেতেহ্যন্থথা চেৎ ক্রিয়তে স্বয়া ।  
 ব্রহ্মবধোদ্রবং পাপং সত্যং তেহহু ভবিষ্যতি ॥৩৬  
 এবমত্র মহাপীঠে জপনাং পূজনাদপি পূজনাং ।  
 সিদ্ধিন্ জায়তে কহি কালে মদ্বচনাং পুনঃ ॥৩৭  
 এবমেব মুনেঃ শাপাদাগতোহহং তবাস্তিকং ।  
 কিমুপায়ং করিষ্যামি বদ মে করুণাময় ॥৩৮

হয়, তাবৎ রাজা নরকাসুর দ্বারপালরূপে অবস্থিত করে। নরকাসুর  
 এইরূপ নিত্য নিয়ম করিয়াছে। ৩৩ নরকাসুর সেই সমাপ্ত ব্রহ্মনন্দন  
 বশিষ্ঠকে বারণ করিয়াছিল, সেই হেতু সেই মুনি সূদাক্ষণ অভিশাপ  
 প্রদান করিয়াছেন। হে মহাদেব। কহিতে আমার ক্রন্দন  
 আসিতেছে, তুমি আমার অভিশাপ শ্রবণ কর। ৩৪ ব্রহ্মবিষ্ণু  
 সুরাদি সকলেই যে পরম স্থলের আকাঙ্ক্ষা করেন, আমি সেই  
 পরম স্থল কামনা করিয়া বিহিত কার্য্যই করিয়াছি, ইহাতে আমার কি  
 দোষ হইতে পারে? ৩৫ আমি এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করি-  
 তেছি, এক্ষণে আমার পূজার অগ্রথা করিলে, অতএব আজি তোমার  
 ব্রাহ্মণ বধের পাপস্পর্শ হইবে। ৩৬ আর আমার বচনে, মহাপীঠে জপ  
 পূজা করিলে ও তাহা কোন কালেই সিদ্ধ হইবে না। ৩৭ মুনির এইরূপ



## ঈশ্বর উবাচ ।

এবমুক্তা রুদন্তীং তামাশ্বাস্ত চ পুনঃ পুনঃ ।

আগত্যাহং যোনিপীঠে জজাপ কালিকামম্বু ॥৩৯

শাপোদ্ধারায় দেবেশি তস্মাচ্ছাপাদ্বিমোচিতা ।

কামাখ্যাং স্থাপয়ামাস পূর্ববদ্যোনিমণ্ডলে ॥৪০

ততঃ সা পরমা মায়া মহাহর্ষমুপাগতা ।

কিন্তু কলৌ মহেশানি বর্ষাণাঞ্চ শতত্রয়ং ।

ব্রহ্মশাপোমহেশানি ফলিষ্যতি স্তুনিশ্চিতং ॥৪১

## দেবী উবাচ ।

বশিষ্ঠেন পুরা শপ্তা কামাখ্যা কামবাসিনী

নরকস্ত প্রসঙ্গেন ভৎ সর্বং কথিতং ময়ি ॥৪২

অভিশাপে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, করুণাময় ! ইহার কি উপায় বিধান করিব বল ॥৩৮

ঈশ্বর কহিলেন, তিনি এই সকল বাক্য বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আমি পুনঃ পুনঃ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া যোনিপীঠে আগমন পূর্বক শাপোদ্ধারের নিমিত্ত কালিকামম্বু জপ করিতে লাগিলাম ॥৩৯ হে দেবি ! তদ্বারা সেই শাপ হইতে বিমোচিতা করিয়া কামাখ্যা দেবীকে পূর্বের স্থায় সেই যোনিমণ্ডলে অবস্থান করিলাম ॥৪০ তদনন্তর সেই পরমায়া মহাহর্ষ যুতা হইলেন । কিন্তু হে মহেশানি ! কলিযুগে তিন শত বৎসর ব্রহ্মশাপ নিয়ন্ত্রয়ই ফলিবে সন্দেহ নাই ॥৪১

দেবী কহিলেন, পুরাকালে বশিষ্ঠ ঋষি, কামবাসিনী কামাখ্যা দেবীকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নরকাসুরের কথা প্রসঙ্গে কহিলেন এক্ষণে আমি তোমার শাপোদ্ধারের কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করি ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শাপোদ্ধারস্ত তে কথা ॥

কথং, শাপশ্চ জ্ঞাতব্যং স্তস্তাপি লক্ষণং বদ ॥

যচ্ছ্রদ্ধা সাধবঃ সর্বৈ দয়ামেষ্যন্তি সর্বদা ॥৪২

ঈশ্বর উবাচ ।

কুমতেঃ পূরভূপস্ত্য রাজ্যনাশো যদা ভবেৎ ।

তদ্দিনাৎ পরমেশানি ব্রহ্মশাপঃ প্রবর্ততে ॥৪৩

ততোহতীবহুরাচারো কামরূপে ভবিষ্যতি ।

প্রজাপীড়া রোগঃকৃতাঃ বহু দোষো ভবিষ্যতি ॥ ৪৪

সদা যুদ্ধ মহামারে যদা দুর্বৃত্তমেব চ ।

দেবদানবগন্ধর্ভবঃ সদা পীড়াপরায়ণাঃ ॥৪৫

কুপূর্বকুলচন্দ্রেণ তে শাকে চ দিবা নিশিৎ ।

সৌমারৈশ্চ কুবার্চৈশ্চ বনৈযুর্দ্ধমূলগণং ॥

কিরূপে শাপ অবগত হওয়া যায়, তাহার লক্ষণ বলুন, সাধুগণ যাহা শ্রবণ করিয়া সর্বদাই দয়াবিত্ত হইবেন ।৪২

ঈশ্বর কহিলেন, যখন হ্রস্বতি পুরভূপের রাজ্যনাশ হয়, সেই সময় হইতেই ব্রহ্মশাপ প্রবৃত্ত হইয়াছে ।৪৩ সেইহেতু কামরূপে অত্যন্ত দুরাচার সংঘটিত হইবে । এবং প্রজাপীড়া, রোগ প্রভৃতি বহুদোষাকর ব্যাপার উপস্থিত হইবে ।৪৪ হে মহামায়ে নিরন্তর যুদ্ধ ও দুর্বৃত্ততা প্রবর্তিত হইবে । দেবতা দানব ও গন্ধর্ভগণ সতাই পীড়া প্রাপ্ত পাইবে ।৪৫ জলূর্বকুল চন্দ্র মতেশাকে কামরূপপৃষ্ঠে সৌমারগণের সহিত কুবার্চ ও বনদিগের বহুসৈন্তসঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ হইবে, সেই সময়ে মকারাদি মহীপতি যবন সৌমারগণকে পরাজিত করিয়া এক বৎসর রাজ্য করিবে ।৪৬ । ৪৭ কুবার্চরাজ, তাহাকে সহাপ্রাপ্ত হইয়া নিজরাজ্য

ভবিষ্যতি কাম পৃষ্ঠে বহুসৈন্তসমাকুলং ।  
 ততোরণে চ সৌমারং জিত্ব যবন ঈপ্সিতং ॥৪৬  
 বর্ষমে বাকরোদ্ভাজ্যং মকরাদির্মহীপতিঃ ॥৪৭  
 তৎ সহায়ং সমাসাত্ত কুবাচঃ স্বীয়রাজ্যভাক্ ।  
 বর্ষান্তে যবনং জিত্বা সৌমারো রাজ্যনায়কঃ ॥৪৮  
 কুমারীচন্দ্রকালেন্দো গতে শাকে মহেশ্বরি ।  
 কামরূপে পুনঃ যুদ্ধসংযোগং সম্ভবিষ্যতি ॥৪৯  
 কামরূপে তথা রাজ্যং দ্বাদশাব্দা মহেশ্বরি ।  
 কুবাচসংগতো ভূতা যবনশ্চ করিষন্তি ।  
 যষ্টবর্গপঞ্চমাদি তুতঃ শরীর মিচ্ছতি ।  
 শামিব্যং কামরূপং সৌমারৈশ্চ কুবাচকৈঃ ॥৫০  
 যবনশ্চ কুবাচশ্চ সৌমারশ্চ তথাপ্লবঃ ॥  
 কামরূপাধিপো দেবি শাপমধ্যেন চাত্তক ॥৫১  
 এবমেব বহুবিধং বক্ষ্যে লক্ষণমরীশ্বরি ।  
 ক্রিয়তে সংকারকরং প্রত্যেকং পরমেশ্বরি ॥৫২

প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর একবর্ষান্তে সৌমারগণ, যবনগণকে পরাজয় পূর্বক  
 দ্রুতভূত করিয়া রাজ্যনায়ক হইবে । ৪৮ হে মহেশ্বরি । কুমারী কালেন্দু  
 শোক বিগত হইলে কামরূপে পুনর্বার যুদ্ধ সংযোগ সংঘটিত হইবে । ৪৯  
 তদন্তর কুবাচের সহিত মিলিত হইয়া যবনগণ দ্বাদশ বৎসর কামরূপে  
 রাজ্য করিবে । তদন্তর, কিছুকাল পরে সৌমার ও কুবাচগণের মধ্যে  
 সন্ধি সংঘটিত হইয়া কামরূপে শান্তি সংস্থাপিত হইবে । ৫০ শাপকাল  
 মধ্যে যবন কুবাচ সৌমার প্লবগণ কামরূপের অধিপতি হইয়া রাজত্ব

বশিষ্ঠস্ত তপোবাদাবহি শাম্যতি কামিনী ।  
 ভবিষ্যন্তি চ তরবঃ শালাখাপর্বতোপরি ॥৫৩  
 স্বৰ্গদ্বারে শিলাপাতে চৈকে বেপূরসন্নিধৌ ।  
 কামাখ্যায়ামঠে ভগ্নে উৰ্বশ্যা সদৃশজমঃ ।  
 ব্রহ্মপুত্রস্ত দেবেশি সূক্ষ্মধারা তু তস্ত চ ।  
 ষোড়শাদে গতে শাকে ভূমহারিপুচুষ্বে ।  
 বিগোতা ভবিতা নৃনং সৌম্যর কামপৃষ্ঠয়োঃ ॥৫৪  
 যন্মাংসং তত্র সংস্থার উত্তরাকালকোষয়োঃ ।  
 গমিষ্যন্তি চ রাজানঃ সৰ্ব্বৈ যুদ্ধ বিশারদ ॥৫৫  
 কুশাচৈর্যবনৈশ্চালৈর্কবহুসৈন্তসমাকুলৈঃ ।  
 ত্রিভিন্নৈচ্ছৈঃ সমাকীর্ণং মহাযুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥৫৬  
 অশ্বমুণ্ডৈরমুণ্ডৈর্গজমুণ্ডৈর্বিষেবতঃ ।  
 লোহিত্যরক্তপূর্ণশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৫৭

করিবে।৫১ হে দেবেশি ! এইরূপ বহুবিধ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর ।  
 হে পরমেশ্বর ! এই সকল বিষয়ই তুমি প্রত্যক্ষ করিও।৫২ তদনন্তর  
 বশিষ্ঠের তপোদাববহি প্রশমিত হইবে । শালাখা পর্বতোপরি তরুগণের  
 উৎপত্তি হইবে।৫৩ বেপূর সন্নিধানে স্বৰ্গদ্বারে শিলাপাত হইয়া কামা-  
 খ্যার মঠ ভগ্ন হইবে । উৰ্বশীর সহিত উৰ্বশীং সঙ্গম হইয়া ঐ নদের  
 ধারা সূক্ষ্ম হইবে । ষোড়শক শাক গত হইলে রাজগণ সৌম্যর ও  
 কামরূপ পৃষ্ঠ হইতে ভূমহারী রিপু চুষ্বেকে গমন করিবে সন্দেহ নাই।৫৪  
 তথায় ছয়মাস অবস্থান পূর্বক বহুসৈন্ত সমাকুল চন্দ্র যবন ও কুবাচগণের  
 সহিত যুদ্ধ বিশারদ রাজগণ উত্তরাকালও কোষদেশে গমন করিবে।৫৫  
 তথায় তিনজন স্নেহের সহিত এক সমাকুল মহাতুমুল যুদ্ধ হইবে।৫৬  
 সেই যুদ্ধে অশ্বমুণ্ড, নরমুণ্ড ও গজমুণ্ড কর্তিত হইয়া ধরাতল লোহিত

তদৈব পরমা মায়া যোগিনীগণবন্দিতা ।  
 কামাখ্যা কণকশ্চ মা বলিহস্তা হসস্মুখী ।  
 ললজিহ্বা মুগ্ধমালা দিগন্তা পরমাস্থিতা ।  
 পৰ্বতাগ্রং সমাশ্রিত্য রক্তপানং করিষ্যতি ॥৫৮৫৯  
 ততঃ কুবাচো যবনং হিত্বা সৌম্যবিনাশিতঃ ।  
 করতোয়ানদংযাবৎ করিষ্যতি মহদ্রণং ॥৬০  
 দশাহং তত্র সংস্থায় যাস্যন্তি পুনরালয়ং ।  
 ততোবিপ্রোন্মপো ভূত্বা কামরূপনিবাসিনঃ ।  
 করিষ্যতি জানন্ দেবি জপপূজাদিতংপরান্ ॥৬১  
 এবং বর্ষত্রয়ং রাজ্যং কৃত্বা দণ্ডী দ্বিজোন্মপঃ ।  
 ভবিষ্যতি মহামায়ে যোনিমণ্ডলসন্নিধৌ ।৬২  
 ততোদ্বাদশদলে নাভিঃ কল্পতে পূৰ্বভূমপঃ ।  
 ঐশানি মাগতঃ কামানেকচ্ছত্রং করিষ্যতি ।  
 তদ্রাজ্যং সকলং দেবি ধর্ম্মেণ পালয়িষ্যতি ॥৬৩৬৪

শোনিতে পরিপূর্ণ হইবে। ৫৭ তখন যোগিগণ বন্দিতা, শ্রামবর্ণা, দিগ্-  
 বসনা, লোলজিহ্বা বলিহস্তা ও হাস্তোন্মুখী পরমামায়া কামাখ্যা পৰ্বতাগ্র  
 আশ্রয় করিয়া রক্তপান করিবেন। ৫৮ ৫৯ তদন্তর কুবাচগণ, সৌম্যগণকে  
 বিনাশিত করিয়া, যবনগণকে পরিত্যাগ পূর্বক করতোয়া নদী পর্য্যন্ত  
 ভূভাগে মহাযুদ্ধ করিবে। ৬০ তথাঃ দশদিবস অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার  
 নিজালয়ে গমন করিবে। তদন্তর কামরূপনিবাসী বিপ্রগণ রাজা  
 হইয়া, জনগণকে জপ পূজাদি নিরত করিবেন। ৬১ দণ্ডীবিপ্র নরপতি  
 হইয়া এইরূপে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া যোনিমণ্ডল সন্নিধানে অবস্থিত  
 হইবেন। ৬২ তদন্তর পূর্বভূমিপতি ঐশান দিক্ হইতে আগমন করিয়া

তৎপত্নী শ্রীমবর্ণা স্যাৎ সদাৱাধিতপার্বতী ।  
 সরিতং তনয়ং সাক্ষী রাজানং রাজপুত্রকং ॥৬৫  
 তজ্জন্মদিবসাদ্বেবি যাবৎ স্যাদ্দাদশং দিনং ।  
 তাবৎ স্পর্শাচলে স্পর্শমণিরাবির্ভবিষ্যতি ॥৬৬  
 তেনৈব ধননঃ সর্বৈব কামরূপনিবাসিনঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি তদৈব স্যাৎ বশিষ্ঠশাপমোচনং ॥৬৭  
 তত স্তেজাংস ভূয়াংসি কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে ।  
 কামাখ্যাসন্নিধানে চ ভবিষ্যতি কলৌযুগে ॥৬৮  
 মন্ত্রসিদ্ধি ভবতা তদৈব যোনিমণ্ডলে ।  
 যথোক্তফলদা দেবি কামাখ্যা হি ভবিষ্যতি ॥৬৯  
 জড়ীতবন্ধু ক্লেশাপাদ বর্ষণাঞ্চ শতত্রয়ং ।  
 কামাখ্যা দেববন্দ্যাজিষ্কমলা লজ্জিতা স্বয়ং ॥৭০

দ্বাদশদলে নাভিকল্পনা এবং কামরূপে একছত্রের অন্তর্গত করিবেন ।৬৩  
 ৬৪ হে দেবি ! তখন তিনি এই রাজ্য ধর্ম্মানুসারে পালন করিবেন ।  
 তাহার পত্নী শ্রীমবর্ণা সাক্ষী হইয়া সততই পার্বতীর আরাধনা করি-  
 বেন ।৬৫ সেই সতী এক বিনীত রাজতনয় প্রসব করিবেন । হে  
 দেবি ! তাহার জন্মদিন হইতে দ্বাদশদিনে স্পর্শাচলে স্পর্শমণির আবি-  
 ভাব হইবে ।৬৬ তদ্বারা কামরূপনিবাসী সকলেই ধনশালী হইবে ।  
 হে দেবি ! বশিষ্ঠের তখন শাপমোচন হইবে ।৬৭ তাহার পর কামাখ্যার  
 যোনিমণ্ডলে ভূরি তেজের আবির্ভাব হইবে । কলিযুগে তখন কামাখ্যার  
 নিকট যোনিমণ্ডলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ॥৬৮ এবং কামাখ্যায় যথোক্ত-  
 ফলপ্রদা হইবেন ।৬৯ দেবগণ যাহার চরণকমল বন্দনা করেন, সেই  
 কামাখ্যা দেবী তিনশত বৎসর ব্রহ্মশাপে জড়ীভূতা থাকিয়া, আপনি

পূর্বং সকলং দেবি ততস্ত্ব স ভবিষ্যতি,

এবং কামপরিভ্রাণং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ।

কিং শ্রোতব্যমিতো দেবি গিরিজে কথ্যতং ত্বয়া ॥৭১

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্বিংশতি সাহস্রো

একাদশ পটলঃ ।

## দ্বাদশঃ পটলঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

দেবেশ পরমেশানি সর্ববজ্র সর্বপূজিত ।

কৃগচ্ছসি মুহূর্তাৎ কৃপয়া বদশঙ্কর ॥১

ঈশ্বর উবাচ ।

কৌচাখ্যানে চ দেশে চ যোনিগর্ভসমীপতঃ ।

সাক্ষী সতী ব্রাহ্মিকা হি রেবতী জলবিস্মৃতা ॥২

লজ্জিতা হইলেন ৭০ তাহার পর হে দেবি ! পূর্ববং সকলই ফলসিদ্ধি প্রদা হইবে। হে গিরিজে ! দেবি ! এই আমি তোমাকে কামরূপের পরিভ্রাণ কথা সংক্ষেপে কহিলাম, তোমার যদি এক্ষণে আর কোন শুনিবার থাকে, বল ৷৭১

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বর সংবাদে একাদশ পটল !

দেবি কহিলেন, হে পরমেশান ! সর্বপূজিত সর্ববজ্র শঙ্কর ! আপনি কোথায় কোথায় গমন করেন তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ৷১

ঈশ্বর কহিলেন; যোনিগর্ভের সন্নিধানে কোচক নামে এক দেশ আছে তথায় ব্রাহ্মিকা সাক্ষীসতী জলবিস্মৃতা স্নেহদেহোদ্ভবা রেবতী, যোগিনী

মেচ্ছদেহোদ্ভাবা যাতু যোগিনী স্তম্ভরী মতা ।  
তৎকূর্চো বঠিনো দ্বন্দ্বো যোনৌ তস্যাশ্চ পীনতা ॥৩  
ভিক্ষাচার প্রসঙ্গেন গচ্ছামি চ দিবানিশ ।  
তৎসন্নিধৌ মহেশানি ত্বয়া মে মরণং মহৎ ॥৪

শ্রীদেব্যাচাচ ।

কুত্রাসীৎ কিং তপস্তপ্তং কথং প্রাপ্তং মহীতলং !  
ত্বয়া সার্কং রতির্ধস্য নাল্লস্য তপসং ফলং ॥৫  
তথাপি চ কৃপা তষ্টাং লক্ষ্যতে মহতী ময়া ।  
ইদানিং কিমভূৎ সা হি কৃপয়া পরয়া বদ ॥৬

ঈশ্বর উবাচ ।

নগেন্দ্রতনয়ে বালে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে ।  
তৎ সাক্ষীচরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শুচিস্মিতে ॥৭

নামে স্তম্ভরী রমণী ছিলেন ।২ তাহার কুচযুগল কঠীন এবং যোনিমণ্ডল পীন ও মনোহর । আমি ভিক্ষাচার প্রসঙ্গে দিবানিশি তাহার নিকট গমন করি । হে মহেশানি ! তোমার নিকটে আমার এ সকল মহৎমরণ তুল্যবোধ হইতেছে ।৩।৪

দেবী কহিলেন, সেই রমণী কোথায় ছিল, সে তপস্তা কিরূপ করিয়া ছিল, কিরূপে সে মহীতল প্রাপ্ত হইল ? হে দেব ! তোমার সহিত বাহার রতিক্রিয়া তাহার ফলের ফল অল্প নহে । তাহার প্রতি আপনার মহতীকৃপা দেখিঃছি এক্ষণে তিনি কি হইয়াছেন ? হে নাথ ! কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ।৫।৬

ঈশ্বর কহিলেন হে আমার প্রাণবল্লভে বালে ! নগেন্দ্রনন্দিনি । হে শুচিস্মিতে ! সেই সাক্ষীর চরিত সামান্য কহিব, তুমি শ্রবণ কর ।৭ তিনি হৃষ্ট-



রসক্ৰীড়া কৃত্য সার্কমেকাননে মুদা ।  
 বেদাঙ্গসম্ভবা সাধ্বী যোগিনী সানুরী মতাম ॥৮  
 নাভূতস্যাঃ স্মৃতিপ্তির্শ্রমেণ ক্রিয়ায়াং নগাত্মজ ।  
 মানাপ্তু মুৎকটং তপং ত্রিয়ং মে ক্ষেত্রকামদা ॥৯  
 একাত্মগহনে দেবি পৰ্বতে তীর্থসংকুলে ।  
 তত্রৈকো ব্রাহ্মণো যাতো ভিক্ষার্থং তামুবাচ হ ॥১০  
 ন দন্তমুত্তরং তস্মৈ ভিক্ষা তিষ্ঠতু দূরতঃ ।  
 ততঃ শশাপ বিপ্রস্তাং শ্লেচ্ছতাং যাহি দুৰ্ম্মদে ॥১১  
 ইতুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রেশ্লেচ্ছতমাপ যোগিনী ।  
 অতোহথিনং সমর্থশ্চেৎ যাচিতং ন দদাতি চেৎ ॥১২

চিন্তে একাত্মকাননে আমার সহিত রসক্ৰীড়া করিয়াছিলেন । দেবাজ  
 সম্ভবা যোগিনী সুরী ছিলেন । হে নগনন্দিনি ! আমার সহিত রতি-  
 ক্রিয়ায় তাঁহার স্মৃতিপ্তি হয় নাই । তিনি আমার নিমিত্ত উৎকট তপস্তা  
 করিয়াছিলেন । এই যোগিনী আমার ক্ষেত্রকামদায়িনী ছিলেন ॥৯  
 হে দেবি ! একাত্মকাননে তীর্থসংকুল পৰ্বতে তিনি উপোনিরতা আছেন,  
 এমন সময়ে ভিক্ষা করিবার জন্ত এক ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হইয়া,  
 তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন ॥১০ ভিক্ষা দূরে থাকুক, তিনি তাঁহাকে  
 উত্তর প্রদান করিলেন না । তাহাতে ঐ বিপ্র তাঁহাকে শাপ প্রদান  
 করিলেন । যে দুৰ্ম্মতে ! তুমি শ্লেচ্ছা হও ॥১১ ব্রাহ্মণ এই বাক্য বলিয়া  
 চলিয়া গেলেন ; যোগিনী শ্লেচ্ছ প্রাপ্ত হইলেন । অতএব হে দেবি !  
 সমর্থ ব্যক্তি যাচিত হইয়া যদি যাচককে যথা শক্তি দান না করে, সে  
 অবশ্যই দুৰ্গতি প্রাপ্ত হয় ॥১২ সমর্থ ব্যক্তি যাচকের প্রতি বিনীতের  
 আচরণ করিবেন । হে দেবি ! আমি তাঁহার তপস্তায় সততই ক্রীত

স দুর্গতি মবাপ্নোতি সমর্থো বিনয়ং চরেৎ ।  
 তস্তাস্ত্র তপসা দেবি ক্রীতোহমভবং সদা ॥১৩  
 অসস্তয়া রতির্যাতা মম কামিনী সর্বদা ।  
 তস্যাং পুত্রো বিনুসিংহো মদৌরসসমুদ্ভবঃ ॥১৪  
 একেন জিতবান্ কামান্ সৌমারান্ গোড়পঞ্চমান্ ।  
 বিনির্জিত্য নৃপান্ সর্বান্ একশ্রীমান মহামতিঃ ॥১৫  
 তস্যাপি বহবং পুত্রাঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ ।  
 কুবাচা ধার্মিকাঃ সর্বের রাজানোযুদ্ধদুর্শদাঃ ॥১৬  
 তেহপি ত্বং স বিনুসিংহো যোগমাশ্রিত্য বিহ্বলে ।  
 তিষ্ঠতংব্যক্তরূপেণ পটু আকল্পমস্থিকে ॥১৭  
 কালাৎ সা মাধবা দেবী মদেহে লীনতাং গতা ॥১৮  
 যথা জায়া নন্দিমাতা তপেয়ং যোগিনী মাতঃ ।  
 যথা পুত্রো ভৃঙ্গরীটস্তথা বিনুর্মামাত্নত্নাঃ ॥১৯

---

রহিয়াছি ১৩ এই হেতুই তাঁহার সহিত আমার সর্বদা রতিভাব সম্বন্ধ  
 রহিয়াছে । তাঁহার গর্ভে আমার ঔরসে বিনুসিং নামে এক পুত্র  
 উৎপন্ন হয় ১৪ সেই মহামতি বিনুসিংহ একাকী সৌমারগণকে এবং  
 গোড় পঞ্চমগণকে ও নৃপতি সমুদায়কে পরাজিত করিয়া, এক প্রধান  
 শ্রীমান রাজা হইয়াছিল ১৫ সেই বিনুসিংহের পৃথিবীপালক বহু পুত্র  
 উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কুবাচগণ সকলকেই ধার্মিক রাজা ও যুদ্ধ-  
 দুর্শদ হইয়াছিল ১৬ সেই বিনুসিংহ বিহ্বলে যোগাশ্রয় করিয়া আকল্প-  
 পর্যন্ত অব্যক্তরূপে অবস্থান করিতেছে ১৭ হে অস্থিকে ! সেই মাধবা  
 দেবী কালবশে আমার দেহে লীন হইয়াছিল ১৮ নন্দিমাতা আমার

বিনুসিংহোহপি কল্লাস্তে পরাং সিদ্ধিমবাপ্যতি ॥২০

তদ্বংশজাস্তু রাজানঃ সৰ্বৈৰ্ কৈলাসবাসিনঃ ।

ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো ধনেশাঃ সৰ্ববশালিনঃ ॥২১

রূপযৌবনসম্পন্নৈর্দেবকন্ঠাগণৈঃ সহ ।

বিহরন্তি সদাদেবি ক্রীড়ন্তে ভৈরবী যথা ॥২২

যদা যদা ব্রহ্মশাপঃ কামাখ্যায়্যং ভবেৎ পুনঃ ।

তদা তদাবতীৰ্য্যাসৌ স্বস্য কামস্য পালকঃ ।

তথা তদ্বংশজাঃ সৰ্বৈৰ্ ভবেয়ুঃ কামপালকাঃ ॥২৩

কল্লাস্তমেবং দেবেশি যাবচ্ছাপে বিমুচ্যতে ।

তাবদেব মহামায়ে তদ্বীৰ্য্যে ক্রীড়িত ক্রবৎ ॥২৪

কল্লমেবং মহেশানি কলৌ বর্ষশতত্রয়ং ।

প্রাণাংশ্চ পরমেশানি ভুঙ্ক্তেশাপং পরাত্মিকা ।

যে রূপ জায়া, এই যোগিনীও সেইরূপ জানিবে । ভৃঙ্গুরীট আমার

যে রূপ পুত্র, এই বিনুসিংহও সেইরূপ জানিও । ১৯ বিনুসিংহও

কল্লাস্তকালে পরমাসিদ্ধ প্রাপ্ত হইবে । ২০ তাহার বংশজাত রাজারা

সকলেই কৈলাসবাসী হইবে এবং সর্বসমৃদ্ধিশালীগণ ধনেশ্বর হইবে এবং

তাহারা রূপযৌবনসম্পন্ন দেবকন্ঠাগণের । ২১ সহিত ভৈরব দিগের স্তায়

আনন্দে বিহার করিয়া থাকে । ২২ যখন যখন কামাখ্যায় ব্রহ্মশাপ হইবে,

তখন তখনই ঐ বিনুসিংহ অবতার হইয়া আপনার কামরূপ পালন

করিবে । তদ্বংশীয়গণ সকলেই কামরূপপালক হইবে । ২৩ আর কল্লাস্ত

পর্যন্ত যাবৎ শাপ মোচন না হয় ততদিন হে মহামায়ে ! তোমারই

প্রভাবে তাহার ক্রীড়া করিবে । হে মহেশানি ! কলিতে তিনশতবৎসরে

এইরূপ কল্ল হয় । হে পরমেশ্বর ! মহামায়ে ! শকরি ! পরমাত্মিকা

কামাখ্যা হি মহামায়ে তদন্তে সকলং ভবেৎ  
 এবন্তে কথিতং দেবি ব্রহ্মশাপবিমোচনং ॥২৫  
 কামাখ্যায়া মহেশানি সাফল্যেন ময়া ধ্রুবং ।  
 তাবদ্যন্ত ব্রহ্মশাপো নিষ্কৃতিস্তস্য দূরতঃ ॥২৬  
 তক্ষকেণাপি দংশস্য প্রতিকারোহি তৎক্ষণাৎ ।  
 ব্রহ্মশাপপ্রসক্তস্য কল্লান্তে স্যাৎ প্রতিক্রিয়া ॥২৭  
 নরকান্নিস্কৃতির্নাস্তি তস্যাভাবান্ন সংশয় ।  
 এবং তদ্বংশজাঃসর্বৈ পাড্যান্তেহহর্নিশং প্রিয়ে ॥২৮  
 নানাবিধমহোৎপাতৈ যাবৎ স্যাৎ সাপ্তপৌরুষং  
 তস্মাত্ত্ব ব্রাহ্মণং দেবি নামমন্ত্ৰেত কুত্রচিৎ ॥২৯  
 সর্বদেবময়ো বিপ্রো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ ।  
 ব্রহ্মতেজঃসমুদ্ভূতঃ সদা প্রাকৃতিকো দ্বিজঃ ॥৩০

কামাখ্যা বিপ্রশাপ ভোগ করিতেছে ; শাপান্তে তাঁহার সকলই সফল হইবে। হে দেবি! এই আমি তোমাকে কামাখ্যার শাপবিমোচন-বৃত্তান্ত সকলই কহিলাম।২৫ হে ঈশানি! ব্রহ্মশাপ যাহার ষটিয়াছে ; তাহার নিষ্কৃতি দূরে অবস্থিত করিতেছে।২৬ তক্ষকে দংশন করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার হইতে পারে ; কিন্তু ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ব্যক্তির কল্লান্তে না হইলে প্রতীকার হয় না।২৭ হে দেবি! প্রলয়ব্যতিরেকে তাহার নিষ্কৃতি নাই। হে প্রিয়ে! ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ব্যক্তির বংশধরগণ ও সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিবিধ উৎপাতে অহর্নিশ প্রপীড়িত হয়।২৮ সেই হেতু হে দেবি! ব্রাহ্মণের কখনই অবমাননা করিবে না।২৯ ব্রাহ্মণ সর্বদেবময় এবং ব্রহ্মবিষ্ণু শিবস্বরূপ। দ্বিজগণ যদিও প্রাকৃতিক অর্থাৎ পঞ্চভূতময়, তথাপি তাঁহারা ব্রহ্মতেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।৩০ যেখানে

ব্রাহ্মণে ভূজ্যতে যত্র তত্র ভুঙ্ক্তে হরিঃ স্বয়ং ।

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ খেচরা ঋষয়ো মুনিঃ ।

পিতরোদেবতা সর্বে ভুঞ্জতে নাত্র সংশয় ॥৩১

সর্বদেবময়োবিপ্র স্তস্মাত্তং নাবমানয় ।

ব্রাহ্মণঞ্চ কুমারীঞ্চ শক্তি মগ্নিঞ্চ শ্রুতিঞ্চ গাং ।

নিত্যমিচ্ছন্তি তে দেবাযজিতুং কৰ্ম্মভূমিষু ॥৩২

পূজিতৈকা কুমারী চেদ্বিতীয়া পূজনং ভবেৎ ।

কুমারীপূজনফলঃ ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥৩৩

কুমার্যাশ্চ শক্তশ্চ সর্বমেতচ্চরাচরং ।

একা চেদ্যুবতী দেবী পূজিতা স্বায়লোকিতা ।

সর্বাস্ত্রব পরাদেব্যাঃ পূজিতা স্থানসংশয় ॥৩৪

হতএকগুণং বহৌ দন্তমেকগুণং দ্বিজে ।

ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন, সেখানে হরি স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকেন, এবং তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র, খেচরগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ সকলেই ভোজন করেন, সন্দেহ নাই। ৩১ অতএব হে দেবি! ব্রাহ্মণ সর্বদেবময়, অতএব তুমি কখনই তাঁহাদের অবমাননা করিও না। হে দেবি! দেবগণ সততই কামনা করেন যে, কৰ্ম্মভূমিতে ব্রাহ্মণ, কুমারী শক্তি, অগ্নি শ্রুতি এবং গো এই সকলের নিতাই পূজা হউক। ৩২ যদি নরগণ একটি কুমারীর পূজা করে। তবে তাহার মহৎফল হয়। হে দেবি! কুমারী পূজনের ফল আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম। হে অধিকে! কুমারীগণ ও শক্তিগণ এই চরাচরস্বরূপ) হে দেবি! যদি একটি যুবতীর পূজা করা যায়, তবে তদ্বারাই সমস্ত দেবীগণই পূজিত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। ৩৪ বিশ্বাসপূর্বক বহিতে একগুণ হোম এবং বিপ্রগণকে

লভ্যতে কোটিগুণিতং বিশ্বাসামাত্র সংশয়ঃ ।  
 অবিস্থাসে শত গুণং ফলমেব স্ননিশ্চিতং ॥৩৫  
 গোত্রাসং পাবনং লোকে সর্বশাপনিকৃন্তনং ।  
 কুমার্যৈ চৈব যদন্তং তথা শক্ত্য মহেশ্বরি ॥৩৬  
 ননশ্যতিকদাপিতং কল্পকোটিশতায়ুতেঃ ।  
 ধর্ম্যোনির্হিতে দেবা ধর্ম্মো যজ্ঞাদকো মতঃ ॥৩৭  
 পরলোকে মহাবন্ধু ধর্ম্মোহত্র ন সংশয় ।  
 কর্ম্মণ্যেব কৃতত দেবি বৈদিক বহুজন্মনি ।  
 ততশ্চাগমকে ধর্ম্মে ধর্ম্মেণৈব প্রবর্ততে ॥৩৮  
 তত্র সম্প্রাপ্যতে মুক্তিঃ কর্ম্মবন্ধবিনাশিনী ।  
 ততস্ত বহুজন্মান্তে জ্ঞানমাসাং মুচ্যতে ॥৩৯  
 কর্ম্মণা লভতে ভক্তিভক্ত্যা জ্ঞান মূপালভেৎ ।  
 জ্ঞানান্মুক্তি মহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥৪০

একগুণ দান করিলে, কোটিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকে তাহাতে সংশয়  
 নাই। অবিস্থাস করিয়া হোম ও দান করিলে, শতগুণমাত্রায় ফলপ্রাপ্ত হয়,  
 ইহা স্ননিশ্চিত জানিবে। হে মহেশ্বর! ইহলোকে গোত্রাসন্ন পরম  
 পবিত্র কর্ম্ম, তদ্বারা সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৩৬ কুমারীকে ও শক্তিকে  
 বাহা দেওয়া যায় তাহা কল্পকোটি শতযুত বৎসরেও তাহা বিনষ্ট হয় না।  
 দেবগণই ধর্ম্মযোনি, যজ্ঞাদিই ধর্ম্ম, পরলোক ধর্ম্মই মহাবন্ধু; তাহাতে  
 আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥৩৭ হে দেবি। বহুজন্ম বৈদিককর্ম্ম করিয়া;  
 তারপর আগমধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে ॥৩৮ তাহাতে কর্ম্মবন্ধবিনাশিনী মুক্তি  
 প্রাপ্তি হয়। আগমধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া বহুজন্মান্তে মুক্তিলাভ হইবে ॥৩৯  
 কর্ম্ম দ্বারা, ভক্তি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। হে মহাদেবি

জ্ঞানভাবে সমুৎপন্নং সংপ্রাপ্য জ্ঞানমুক্তং ।  
 তদা যোগী বিমুক্তঃ স্যাদিতিাহ ভগবান্ শিবঃ ॥৪১  
 ন কৰ্ম্মণঃ সমারম্ভা নৈক্ষলং পুরষোহশ্নতে ।  
 তস্মাৎ কৰ্ম্ম মহামায়ে সৰ্ব্বদা সমুপাচরেৎ ॥৪২  
 বৈদিকং তান্ত্রিকং বাপি যদি ভাগ্যে ন লভতে ।  
 ন বৃথা গময়েৎ কালঃ দ্যুতক্রীড়াদিনা সুধীঃ ॥৪৩  
 সময়ে দেবতাপূজাজপযজ্ঞস্তপাদিনা ।  
 দ্বিধিকৈব তৎ কৰ্ম্ম বাহ্যান্তরবিভেদতঃ ॥৪৪  
 বাহ্যক্যানিয়মাসক্তং মানসং ন তথা পুনঃ ।  
 অশুচিৰ্বা শুচিৰ্বাপি যত্র কুত্র স্থলেইপি বা ।  
 গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ স্বপন্ বাপি যদ্বা যদ্বা বরানগে ।  
 কুর্যাচ্চ মানসং ধৰ্ম্মং ন দোষো মানসে কচিৎ ॥৪৫৪৬

ইহা আমি তোমাকে সত্য সত্যই কহিলাম ॥৪০ ভগবান্ শিব কহিয়া-  
 ছেন যখন জ্ঞানভাব উৎপন্ন হয়, তখন যোগিজন উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া  
 মুক্ত হইয়া থাকেন ॥৪১ কৰ্ম্ম করিলে পুরুষগণ নিষ্ফলতা লাভ করে  
 না অবশ্যই তাহার ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব হে দেবি । সৰ্ব্বদা  
 কৰ্ম্ম আচরণ করা কর্তব্য ॥৪২ যদি দুর্ভাগ্যবশে বৈদিক বা তান্ত্রিককৰ্ম্ম  
 করিতে না পারে, তথাপি সুধীগণ দ্যুতঅশ্রাদি দ্বারা কালান্তিপাত করিয়া,  
 বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না ॥৪৩ দেবতাপূজা জপ যজ্ঞ ও স্তবাদি দ্বারা  
 কালক্ষয় করিবেন, কৰ্ম্ম দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তরিক ॥৪৪ বাহ্যকৰ্ম্ম অনিষ্টম  
 দ্বারা করিতে পারা যায় না । কিন্তু মানসিক বা আন্তরিক কৰ্ম্ম সেরূপ  
 নহে । অশুচিই হউক বা শুচিই হউক, যে কোনও স্থলেই হউক,

সর্বেষাং কৰ্ম্মণাং শ্রেষ্ঠো জপজ্ঞানো মহেশ্বরী ।  
 জপযজ্ঞো মহেশানি সংশয়ঃ ॥৪৭  
 জপযজ্ঞে হি তিষ্ঠেদ্যো যোগো বা চান্তরেহহপি বা ।  
 সৰ্ব্বদা পরমেশানি জীবন্তুক্তো ন সংশয়ঃ ॥৪৮  
 বৈদিকা হোমিকা যে যে ধৰ্ম্মাঃ সন্তি মহেশ্বরী ।  
 সৰ্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কালাঃ নাইন্তি যোড়শীঃ ॥৪৯  
 গ্রহভূতপিশাচাত্মা যক্ষরক্ষোগণাশ্চ যে ।  
 ব্যাভ্যাগাজন্তুবো দেবি তে ব কুপিতান্তরা ॥৫০  
 ডাকিন্যো গুহ্যকান্ধেব গন্ধৰ্ব্বাশ্চ সরস্পাঃ ।  
 দানব ভৈরবাষ্টবা যে বৈ মগানবাসিনঃ ॥ ৫১  
 কেহপি নেক্ষন্তি তং দেবি ত্যাপিনং ভয়বিহ্বলাং ।  
 ন স্পৃশন্তি চ পাপানি কদাচন সাধকং প্রিয়ে ॥৫২

অবস্থিত করিয়াই হউক, চিন্তা করিতেই হউক অথবা যে কোন কৰ্ম্ম  
 করিতে করিতেই হউক মানসধৰ্ম্মের পালন করবে। যেহেতু মানসে  
 কোন দোষ নাই ॥৪৭৪৮ হে মহেশ্বরী! জপ যজ্ঞ সকল কৰ্ম্ম হইতেই  
 শ্রেষ্ঠ জপযজ্ঞ আমার স্বরূপ, তাহা ত্যাগ করি নাই ॥৪৭ বাহ্যেই হউক  
 বা অন্তরেই হউক, যে নর জপ যজ্ঞ করিতে আসক্ত হয়, তাহাকে জীবন্তুক্ত  
 বলিয়া জানিবে, তাহাতে সংশয় নাই ॥৪৮ হে দেবি! বৈদিক  
 বা তান্ত্রিকই হউক, যে যে ধৰ্ম্ম জগৎ বিজ্ঞান আছে সে সকলই  
 জপ যজ্ঞের যোড়শাংশ হইবে না ॥৪৯ ব্রহ্মা, ভূত, পিশাচ যক্ষ ও রক্ষগণ  
 ব্যাভ্রাদি কুপিতান্তর হিংস্রজন্তুগণ ॥৫০ কনীগণ, গুহ্যকগণ, স্বর্ঘ্যগণ,  
 সরাস্পগণ, দানবগণ, ভৈরবগণ এবং অন্যান্য নবাসী দৃষ্টগণ ॥৫১ সকলেই



কলমেতচ্চাটিকস্ত জপঃ পরকীর্তিতঃ ।

তস্মাচ্ছতশ্চণোপাংশুঃ সহস্রো মানসো মতঃ ॥৫৩

মন্ত্রমুচ্চারয়েবাচা বাচিকো জপ ইরিতঃ ।

কিঞ্চিৎ স্ম শ্রবণোপেত উপাংশুঃ পরকীর্তিতঃ ॥৫৪

নিজকর্ণা গোচরো যো মানসঃ পরকীর্তিতঃ ।

বাচিকস্ত জাপা বাহ্যো মানসোহভ্যন্তরো মতঃ ॥৫৫

উপাংশুঃ স্মিংশ্রএব স্যন্ত্রিবিধোহয়ং জপঃ স্মৃতঃ ।

জপেন দেবতা নিতং স্তু যুমানা প্রসীদতি ॥৫৬

প্রসন্নো বিপুলান্ কামান্ দদ্যাম্মুক্তিঞ্চ শাস্বতীং ।

সাধনঞ্চ জপঞ্চৈব ধ্যানঞ্চৈব বরানপে ।

নান্নেন তপসা দেবি কেনাপি কুত্র লভ্যতে ॥৫৭

ভয়বিহ্বল হইয়া জপকারী ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পারে না। হে প্রিয়ে! পাপসকল, সাধক ব্যক্তিকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না ॥৫২ আমি তোমাকে বাচক জপের ফল कहিয়াছি, উপাংশু জপে তাহার শতগুণ, মানসিক জপে তাহার সহস্রগুণ ফললাভ হয় ॥৫৩ উচ্চবাক্য দ্বারা মন্ত্রের উচ্চারণ করিলে তাহাকে বাচক জপ, কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য জপই উপাংশু জপ ॥৫৪ এবং বাহ্য নিজের কর্ণগোচর না হয়, তাহাই মানসিক জপ, বাচিক জপই বাহ্যজপ এবং মানসিক জপকে আভ্যন্তর জপ ॥৫৫ এবং উপাংশু জপকে মিশ্র জপ কহে, এইরূপে জপ তিন প্রকার হয়। জপ দ্বারা স্তুয়মান দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া বিপুল কাম্যবিষয় এবং পরিশেষে শাস্বতী মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ॥৫৬ হে বরানপে! সাধন জপ ও ধ্যান অল্প তপস্তা দ্বারা কোথাও পাওয়া যায় না ॥৫৭ হে দেবেশি! যদি

যদি ভাগ্যেন দেবেশি বহুজ্ঞানার্জিতেন চ ।  
 প্রাপ্যতে যত্র তচ্চেতু জ্ঞানাপ্যেকমোকতাক ॥৫৮  
 ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ যৎ প্রোক্তং সমাধিস্তৎ প্রকীর্ত্যতে ।  
 ইত্যোরং কথিত রম্যং সমাসেন মহেশ্বরি ।  
 ইতঃপয়ং মহাদেবি কিং পুনঃ শ্রোতু মিচ্ছসি ॥৫৯  
 ইতি ত্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্বিংশতি  
 সহস্রো ত্রয়োদশঃ পটলঃ ।

শ্রীদেব্যানাচ :

ভো দেব পরমানন্দ মহাযোগেশ্বর প্রভো ।  
 শুশ্রীষা যত্র মে দেব কৃপয়া কথ্যতাং গুরোঃ ॥১  
 ক্রতং বিপ্রস্য চরিতং রতসন্তে সনাতন ।  
 শ্রবণে যবনশৈব সৌমরিশ্চ মহেশ্বর ।  
 তেষাং রতঃসমুদ্ভূতা স্নেচ্ছান্তে কামপালকাঃ ।  
 কথং জ্ঞাতা কহদেব বদ মে করুণাময়ঃ ॥২।৩

বহুজ্ঞানার্জিত পুণ্যবলে সেই সকল প্রাপ্ত হয়, তবে একজন্মেই মোক্ষলাভ  
 হইতে পারে ॥৫৮ বাহ্য ব্রহ্মজ্ঞান কহিয়াছি, তাহা ই সমাধি বলিয়া  
 কীর্তিত হয়। হে মহাদেবি ! এই আমি তোমাকে সংক্ষেপে মনোরম  
 গুহ্যবিষয় সকল কহিলাম । ইহারপর আর তোমার কি শুনিতে বাসনা  
 হয় আমার বল ॥৫৯

ইতি যোগিনী তন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে ত্রয়োদশ পটলঃ ।

দেবী কহিলেন, হে, মহাযোগেশ্বর ! পরমানন্দ, দেব-প্রভো ! আমি  
 বাহ্য শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপুনি কৃপা করিয়া তাহা কীর্তন  
 করুন ॥১ হে-সনাতন ! গুরো ! আমি বিপ্রচরিত এবং আপনার

## ঈশ্বর ভাষা ।

শাল্পপুত্রাশ্চ বাহ্লীকামৃগ্যঃ কৌরবসংযুগে ।  
 নাহ্নোবংশধরঃ কশ্চিত্ত্বংশে তু ত্রিলোচনে ॥৪  
 তদা বাহ্লীকরমণী কীর্ষ্ম গুণবতী শুভা ।  
 যুবতী সুন্দরী রম্যা তপঃশীলা মহামতি ॥৫  
 পুত্রেক্ষুয়াগতাকাশীং তপ স্তপে দিবানিশং ।  
 স্থিৎস্বাবিশ্বেশ্বরাত্রে তু দ্বারে মে মুক্তিমণ্ডপে ॥৬  
 তদা বলিস্মৃতো বাণো মহাকালো মহাবল ।  
 তদ্রূপপালকো দেবি শুশুভে তাং নিরীক্ষ চ ॥৭  
 মদধীকারমাদায় ভৈরবঃ কামমোহিতঃ ।  
 কপালমালী মদিরমোদিতত্ত্ববেশবান ॥৮

বৌদ্ধ্যভেজ প্রবণ করিলান। প্রব যেন. সৌম্যরপণের রেতঃসমুৎপন্ন  
 স্নেহ কামরূপের পালক, তাহা । কিরূপে কোথা হইতে জন্মগ্রহণ  
 করিল, আপনি করুণা করিয়া তৎসমুদয় বর্ণন করুণ ॥২।৩

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি। শাল্পপুত্র বাহ্লীকগণ কৌরব সমরে নিহত  
 হইয়াছে। হে ত্রিলোচনে! সেই বংশে তত্ত্ব কেহই বংশধর ছিল না ॥৪  
 সেই সময় পরমা সুন্দরী মনোরমা সুন্দরী যুবতী মহামতী তপঃশীলা  
 গুণবতী বাহ্লীকরমণী কল্যাণী কীর্ষ্ম ॥৫ পুত্রস্নাত আশায় কাশীতে  
 আগমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের অগ্রদ্বারে মুক্তিমণ্ডপে ॥৬৫ দিবানাত্র তপস্যা  
 করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে -লিপুত্র বাণ এবং মহাবল মহাকাল  
 বিশ্বেশ্বরের দ্বার পালক ছিলেন। তদ্বাধ্যে আমার অধিকারহিত ভৈরব  
 স্নানোত্তীর্ণ কীর্ষ্মকে দেখিয়া কামমোহিত হইল ॥৭।৮ কপালমালাধারী

তপস্বিবেশমাবস্থায় নিলজ্জৈরতিনায়কঃ ।

কীর্ষ্মেজ্জাতা মহাদেবি বন্ধুকা মলকাসুতঃ ॥৯

ভৈরবো বিপুলসুত্র ততোজাতো মহাকুশঃ ।

কীর্ষ্মে: সূতোমহাদেবি মহাকালস্ত রেতসঃ ॥১০

বাৎসল্যং তত্র দৃষ্ট্বাহং তৎপুত্রে ভৈরবস্ত চ ।

তয়ানিশং রতিংাপি মহাকুশমহাভুজঃ ।

রাজ্যাপ্তিং সহ তস্তাপি কীর্ষ্মশ্চেষ্টাঞ্চ শাস্তব ।

কামরূপান্তকঃ শাশ্বঃ রাজ্যং প্রাপ্তো মহাকুশঃ ॥১১১২

কীর্ষ্মযোগিনিং সমামাণ্ড কুলাচারপরায়ণঃ ।

সমর্চয়ন্ যথা কাশ্যাং তথা তথাপি সর্বদা ॥১৩

মদ্যামন্ত, উন্নত বেশধারী নিলজ্জ রতিনায়ক ভৈরব কীর্ষ্মের সন্ততি  
প্রেমাবেশে সহবাস করিল ॥৯ হে মহাদেবি! তাহাতে কীর্ষ্মের  
মহাকুশ নামে এক পুত্র জন্মিল। বন্ধু কামলকের ক্রায় ঐ পুত্রের কান্তি  
বর্ণনে কীর্ষ্ম প্রতিশয় আহ্বাদিত হইল। মহাকালের বীৰ্য্যে ঐ  
কীর্ষ্মের পুত্র উৎপন্ন হইল। ভৈরবের সেই পুত্রদর্শনে আমারও অন্তস্ত  
বাৎসল্য জন্মিল। হে শাস্তবি! মহাভুজশালী মহাকুশ অত্যন্ত যত্নসহকারে  
লালিত পালিত হইতে লাগিল। কীর্ষ্মের তপশ্চর্য্যায় তাহার রাজ্যলাভ  
হইল। কামরূপান্তক পাল এই প্রকারে মহাকুশরূপে রাজ্য প্রাপ্ত হইল।  
॥১১১২ সেই শাশ্ব কীর্ষ্মের গর্ভে জন্মলাভ করিয়া কুলাচারপরায়ণ হইল,  
এবং সব সময়ে কাশীতে থা কয়্য তোমার অর্চনা করিতে লাগিল।  
৥১৩ হে দেবি! তথায় অহর্নিশা তোমার মহতীপূজা হইবে সন্দেহ  
নাই। মহাকুশের উৎপত্তির পর আর কাশীতে আক্রমণ ও আতঙ্কাদি  
কিছুই নাই, তদন্তর সে প্রব নামে বিখ্যাত হইয়া মণিমন্ত্রণে গমন

তৎপূজা তত্র মহতী ভবিষ্যতি দিবানিশং ।  
 মহাকুশ সমুদ্ভব কাশ্যামাতঙ্কনং কুতঃ ।  
 ততঃ প্লেবেতি নামাচ জগাম মনিমগুপং ।  
 এবন্তে কথিতং দেবি চরিতং প্লেবসম্মতং ॥১৪।১৫  
 যবনং চরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শৃণুস্ব তৎ ।  
 অসী ত্রেতাযুগে রাজা বহুধর্ম্মপরায়ণঃ ।  
 মহাধীশো মহাবোদ্ধা সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ॥১৬  
 পিতৃশত্রু ন বিনির্জিত্য সপ্তদ্বীপাং বশুন্ধরায় ।  
 বৃত্তজে পরমং কামং যোগাধ্যানং সবিস্মৃতং ॥১৭  
 বহুকালে মহামায়ে ততঃ স্বমদমোহিতঃ ।  
 মতোধিকো রাজা নাসাস্তুমণ্ডলেহধুন ।  
 নিপাত্য পিতৃশত্রুন্ যঃ পিতৃশ্রাদ্ধং কৃতং হি যৎ ।  
 এবং জাতঃ স্বাহঙ্কারঃ সর্ব্বনাশকরো হি যৎ ॥১৮।১৯

করিল । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট প্লেব চরিত বর্ণন করিলাম । ১৪।১৫

হে শাকন্তরি ! কিঞ্চিৎ যবনচরিত বর্ণন করিব প্রবণ কর । ত্রেতা-  
 যুগে বাহু নামে মহাবুদ্ধি মহাবোদ্ধা ধর্ম্মপরায়ণ এক সূর্য্যবংশীয় রাজা  
 ছিলেন, তিনি পিতৃশত্রু সমুদয় পরাজিত করিয়া সপ্তদ্বীপা বশুন্ধরায়  
 পরম ভোগ্য বিষয় সকল সম্ভোগ করিতে লাগিলেন । কিন্তু যোগাধ্যানাদি  
 সমস্তই বিস্মৃত হইলেন । ১৬।১৭ হে মহামায়ে ! তদন্তর বহুকাল পরে  
 স্বাহরাজ নিজমদে মোহিত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন । যে এক্ষণে  
 অবনীমণ্ডলে আমার অপেক্ষা বলবান বৈভবাদি সম্পন্ন নরপতি আর কে

তস্মাত্পাপসঞ্চারে আতঙ্কস্ত মহীভূজঃ ।  
 পাপাত্মা যো ভবোজ্জাজা রাজতাং ন কদাচন ॥২০  
 অহঙ্কারোযুক্তচর্য্যঃ সদা নৈবস্থিতি ।  
 মহাপানি সর্ব্বানি সাক্ষাৎসেতানি নিশ্চিতং ॥২১  
 তস্ত তেনৈব ভাবেন রাজলক্ষ্মীর্বিচিন্যুতা ।  
 আবিভূতো হৈহশ্চ তালজ্জবানুপোস্তমাঃ ॥২২  
 মন্ত্রয়িত্বা চ রাজানোলজ্জয়িত্বান্বুধিং স্তদা ।  
 ব্যতীত করদানস্ত প্রাপুরুত্তর কোশলং ॥২৩  
 অদৌ পরাজিত স্তেভ্যোবাহুমায়েন নিজ্জমঃ ।  
 হুতরাজ্যোবাহুরাজঃ সস্ত্রীকো বনমাযোধৌ ॥২৪

আছে ? আমি পিতৃশত্রুগণকে নিপাত করিয়া, তবে পিতৃশত্রু করি-  
 য়ছি । এইরূপ সৰ্ব্বনাশকর, অহঙ্কার তাঁহার মনসে উৎপন্ন হইল  
 ॥১৮।১৯ সেই হেতু সে মহীভূজ মহারাজের পাপের সঞ্চার হইল । যে  
 রাজা পাপাত্মা হয় তাহার রাজত্ব কখনই থাকে না ॥২০ অহঙ্কার ও  
 নিরন্তর যুদ্ধ, চৰ্চ্চা উপযুক্ত নহে, এই সকল বীরগণের নিন্দনীয়, বিনাশের  
 হেতু এবং মহাদোষকর বলিয়া জানিবে ॥২১ সেই হেতু বাহুরাজের  
 রাজলক্ষ্মী শীঘ্রই বিচ্যুতা হইলেন । অবিলম্বেই তালজ্জব ও হৈহয়  
 রাজগণ আবিভূত হইল ॥২২ সমস্ত রাজগণ একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা  
 করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া বাহুরাজকে পরাজয় করিয়া উত্তরকোশল  
 অধিকার করিয়া লইল ॥২৩ অতএব বাহুরাজ একমাশ মধ্যেই পরাজিত  
 হইলেন । হুতরাজ্য হইয়া বাহুরাজ সস্ত্রীক বনগমন করিলেন ॥২৪  
 তদায় তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহাতে সমস্তই নিশ্চত হইল ।  
 বাহুর পুত্র সগর, ধীর মহাবীৰ্য্য ও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন । তিনি

মমার তদ্বনে বাহুঃ সমস্তং নিস্প্রভং ভবেৎ ।।

তৎপুত্রং সগরোধীরো মহাবীৰ্য্য পরাক্রমঃ ।

তেন বিসজ্জতো ভূপৌ তালজজ্ঞাহৈহর্যো ।

অবমানষশিষ্ঠস্ত তন্তয়োরীদৃশী গতিঃ ।

পুনশ্চ তৌ রাজানৌ যবনৌ প্রাণকারতৌ ॥২৫

বশিষ্ঠং শরণং যাতৌ রক্ষরক্ষতি বাদিনৌ ।

ততস্তান্ বিপ্রো বশিষ্ঠস্তভয়ং দদৌ ॥২৬

এতস্মিন্নস্তরে ভূপঃ সগরঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

তান্ হস্তকামো নৃপন্তি বশিষ্ঠান্তিকমাষযৌ ।

তত্থা ভূপমালোক্য বশিষ্ঠো ব্রহ্মসম্ভবঃ ।

উবাচ সগরং দেবি ধৰ্ম্মজ্ঞং বাহনন্দনং ॥২৮

মা হিংসী বঁাহনন্দন অভয়ং দত্তমামহং ।

তচ্ছ ত্বা স্বগিতো রাজা বাহুজো ভবিষ্য কৃতী ॥২৯

ভূজবলে, তালজজ্ঞ ও হৈহয়দিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন ॥২৫ উহারা বলিষ্ঠের অবমাননা করিয়াছিল, সেই হেতুই তাহাদের একপ দুর্দশা ঘটিল । ঐ যবনরাজদ্বয় প্রাণে কাতর হইয়া ॥২৬ বশিষ্ঠের নিকট আগমন করিয়া রক্ষ রক্ষ বলিয়া আশ্রয় চাহিয়াছিল । বশিষ্ঠ ঋষি ঐ যবনগণকে অভয় প্রদান করিলেন ॥২৭ এই সময়ে সগর রাজ্য ক্রোধাক্ত হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে বশিষ্ঠ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । ব্রহ্মসম্ভব বশিষ্ঠ ঋষি ধৰ্ম্মজ্ঞ বাহনন্দন সগর রাজকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন ॥ ২৮ হে বীর ! বাহনন্দন ! তুমি ইহাদের হিংসা করিও না, আমি ইহাদিগকে অভয় দান করিয়াছি, সেই কথা শুনিয়া বাহুরাজ কৃতিবর সগর স্বগিত হইয়া বিবেচনা

ব্রহ্মবাক্যং বৃথা ন শ্রুৎ প্রতিজ্ঞা মেহপি পূর্বজ্ঞা ।  
 ইদানীং কিং করোমান্তসঙ্কটং সমুপস্থিতং ॥৩০  
 ইতি সঞ্চিন্ত্য তৎসর্বং বশিষ্ঠমভ্যবেদয়াৎ ।  
 হস্মিতান্ মানুষগগান্ প্রতিজ্ঞা মে কৃত্য পুরা ॥৩১  
 তত্র তদ্বচনং শ্রুত্বাহতোহস্মি কিং করোম্যতঃ ।  
 তদ্বাক্য মশ্রুথা কর্ত্তং ময়ানোক্ত সদা মনে ॥৩২  
 যত্ন্যপায়ং ন করোষি শ্রেয়ামে মরণং তদা ।  
 এবং শ্রুত্বা বশিষ্ঠোহসৌ সত্বরং প্রত্যভাষত ॥৩৩

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মা বিষাদং গচ্ছ সখে কর্ত্তব্যং যচ্ছগুশ্চ যে ।  
 তব যাতী নমান্ সর্বান্ মুণ্ডয়িত্বা শিরাংসি তু ।  
 বেদাচারবহিভূতান্ কারয়ামাস দূরতঃ ॥৩৪

করিলেন ॥২৯ আমি পূর্বের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে কদাচই ব্রহ্মবাক্যের  
 অবমাননা করিব না, এক্ষণে আমি কি করিব, আমার বিষম সঙ্কটস্থল  
 উপস্থিত হইল ॥৩০ এত সকল চিন্তা করিয়া বশিষ্ঠকে নিবেদন করিলেন,  
 আমি পূর্বের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এই সকল যবনগণকে হনন করিব ॥৩১  
 এক্ষণে আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। কি করি  
 কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না। হে মুনিবর! আমি  
 আপনার বাক্যের ও অশ্রুতা করিতে পারিব না ॥৩২ যদি আপনি  
 ইহার উপায় বিধান না করেন, তবে আমার মরণই শ্রেয়স্কর। এই  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ সত্বরই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥৩৩

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে সখে! তুমি বিষম হইও না, আমার নিকট



হিমাঙ্গি পশ্চিমে ভাগে দেশে তু যবনোন্নতঃ ।  
 ইথং মে বচনং তিষ্ঠেৎ প্রতিজ্ঞাপি চ তে বিভো ॥৩৫  
 শিরসং কুস্তনং যন্ধি মুণ্ডনং তদ্বদেব হি ।  
 বেদেহপি স্থিরমেবং হি সমানং সমুদাহৃতং ॥৩৬

ঈশ্বর উবাচ ।

ইথং তদ্বচনং শ্রুত্বা সগরোহপি তথাকরোৎ ।  
 তেহপি বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে হৈহয়া স্তালজ্জবকাঃ ।  
 বিড়ম্বিতা বিহীনাস্তে সদা মুণ্ডিতমস্তকাঃ ॥৩৭  
 সুষগ্গমুনি মাশ্রিত্য সদাচারবিবর্জিতঃ ।  
 সুষগ্গস্তোপদেশান্তে তপস্তপে সদাশ্রিতঃ ॥৩৮

কর্তব্য শ্রবণ কর। তোমার এই সকল অরাতিগণের শিরোমুণ্ডন এবং ইহাদিগের বেদাচার বহির্ভূত করিয়া দেশ হইতে দূরে নির্কাসিত করিয়া দাও ॥৩৪ হিমাচলের পশ্চিমভাগে যবনদেশ, তথায় ইহাদিগকে নির্কাসিত কর। তাহা হইলে তোমার প্রতিজ্ঞার অত্থথা হইবে না, যেহেতু শিরচ্ছেদন ও শিরোমুণ্ডন একরূপই কার্য্য; বেদে এই উভয় কার্য্যই সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥৩৫।৩৬

ঈশ্বর কহিলেন, বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সগরও তাহাদের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিলেন। ক্ষত্রিয় হৈহয় ও স্তালজ্জবগণ এইরূপে মণ্ডিতমস্তক ও বিড়ম্বিত ও হীন হইয়া ॥৩৭ সুষগ্গ মুনির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সদাচার বর্জিত হইয়া রহিল। অনন্তর মুনির উপদেশে তাহারা সতত তপস্তা করিতে আরম্ভ করিল ॥৩৮ হে মহাদেবি! তাহারা

যামাশ্রিত্য মহাদেবি স্লেচ্ছাচারপরায়ণাঃ ।  
 তামসাস্তে মহাদেবি তামসাং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৩৯  
 সংযোগঞ্চ বিয়োগঞ্চ মন্ত্রণাঞ্চ দ্বিধা গতিঃ ।  
 সাত্বিকে রাজসে দেবি সংযোগকেফলদায়কঃ ।  
 বাহ্যাস্তরবিয়োগেন সংযোগোহি অমুক্তমঃ ।  
 তামসে তু বিয়োগঃস্যাৎ বাহ্যসন্ধিক্ষিপ্লদঃ ॥৪০  
 তামসঃ পরলোকস্য বাহ্যস্বর্গমুদীরিতঃ ।  
 তেষাস্তেনৈব ভাবেন প্রাসদো মেহভিজায়তে ॥৪১  
 ময়া দস্তো বর স্তেভ্যো শৃণু কাময়িতু বরং ।  
 ভুঙ্ক্ষ্বেদানীমিদং রাজ্যং যবন তিষ্ঠ এব চ ॥৪২  
 কালে তথেন্দ্রষ্টনবান্ গতে শাকে কলৌ যুগে ।  
 পুণ্যদেশাধিপায়ুং ভবিষ্যত্ব নুনিশ্চিতং ॥৪৩

স্লেচ্ছাচার পরায়ণ । অতএব তামস ভাব গ্রহণ পূর্বক, তামসধর্ম্মী  
 হইল । মন্ত্র সকলের গতি সংযোগও বিয়োগভেদে দুইপ্রকার । হে  
 দেবি ! সাত্বিক ও রাজসধর্ম্মের সংযোগ ফলদায়ক এবং বাহ্যাস্তর বিয়োগ  
 সহিত সংযোগও উত্তম তামসে বিয়োগ, বাহ্য ও সন্ধিক্ষিপ্লদ হয় ॥৪০  
 তামস পরলোক বাহ্যধর্ম্ম বলিয়া উদীরিত হইয়া থাকে । তাহাদের সেই  
 তামসভাব দ্বারাই আমার প্রসন্নতা হয়, আমি তাহাদিগকে বর প্রদান  
 করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর । হে যবনগণ ! তোমরা এক্ষণে এই রাজ্য  
 ভোগ করিয়া অবস্থান কর ॥৪২ আর কলিযুগে ইন্দু অষ্ট নব শাকগত  
 হইলে তোমরা নিশ্চিতই পুণ্যদেশের অধিপতি হইবে ॥৪৩ হে মহেশ্বর !  
 শিবে ! এইরূপে যবনগণ কামরূপের অধীশ্বর হইয়াছিল, যবনেরা

এবমেব মহেশানি কামরূপাধিপঃ শিবে ।

যবনোমৎ-প্রসাদেন তথাগ্না পুণ্য ভুমিষু ।

বহুভূপ সমাকীর্ণঃ কলৌ ভূভক্তে মহীঃ মুদা ॥৪৪

এবন্তে কথিতং দেবি বৃত্তান্তং যাবৎ সদা ।

ইদানী শ্রয়তাং যুদ্ধে সৌমারচরিতং তথা ॥৪৫

একদামরবাজস্ব খাণ্ডবং বন মাষযৌ ।

বিহার দেবরাজ্যং চ কৌশল্যা সহিতঃ স্বয়ং ॥৪৬

গতেষু বহুকালেষু ক্রৌড়ায়া দেবভূভূজঃ ।

তৌর্য্যত্রিকে সমাগিচ্ছা জাতা বহুবিধা স্তথা ॥৪৭

রস্তাং তিলোত্তমাং কাঞ্চী কুরঙ্গাঞ্চীং মনোহরাং ।

আদিদেশ সনাতনীয় নৃত্যং কর্তব্যং রস্তয়া ॥৪৮

ততস্তেন তাং স্বর্গাবেশ্যা জগ্মুর্মিনাধিত্যঃ ।

নানাবিধ বিধানেন ইন্দ্রা তুষোত মোহিনী ॥৪৯

আমার প্রসাদে কলিকালে অগ্নাগ্ন বহুতর পুণ্যভূমির অধীশ্বর হইয়া, বহুতর যবনরাজ প্রফুল্লিত চিত্তে অবনীসম্ভোগ করিবে ॥৪৪ হে দেবি ! এই আমি তোমাকে যাবনিক বৃত্তান্ত কহিলাম । সৌমারগণের চরিত কথা শ্রবণ কর ॥৪৫ . একদিবস অরমরাজ ইন্দ্র দেবরাজ্য পরিহার করিয়া কৌশাঙ্গীর সহিত ॥৪৬ খাণ্ডববনে গমন করিলেন । দেবরাজ তথায় বহুকাল ক্রৌড়া করিলেন । তদনন্তর তাহার তৌর্য্যাত্রাদিত বিষয়ে সম্যক বাসনা জন্মিল ॥৪৭ তদন্তর দেবেন্দ্র, রস্তা, তিলোত্তমা, কাঞ্চী, কুরঙ্গাঞ্চী, মনোহরা, এই সকলই স্বর্গ কামিনীকে আনয়ন করিয়া নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন ॥৪৮ তাহারা দেবরাজকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল । নানাবিধ বিধান দ্বারা স্বর্গবেশাগণ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট

মোহিতা চাপি কৌশাজি দেবরাজেন সঙ্গতা ।  
 তাসাং নৃত্যং প্রগীতেন কামোপেকোহ ভবেত্তদা ॥৫০  
 এতস্মিন্নস্তুরে দেবি স্বর্গবেশা মনোহরা ।  
 তরা রতিং সমাকরোৎ দেবেন্দ্রো বল সূদনং ॥৫১  
 ইন্দ্রং তদ্বিধমালোকা মনো দধে তথা তু সা ।  
 কামকরুপেযু বিভ্রান্তাঃ স্থলিতা নৃত্যগীতয়োঃ ॥৫২  
 রতিধৈর্য্যং তরোজাতং তস্যাস্তৎস্থলনে পুনঃ ॥৫৩  
 ততস্তস্যা মনোজ্ঞাহ্বা কৌশাজী ক্রোধমুচ্ছিতা ।  
 উবাচ নিষ্ঠূরাং বাণীং শৃণু দেবী মনোহরা ॥৫৪  
 ভূত্বা বেস্যা মহাদৃষ্টা মদ্রতং দেবমীহসে ।  
 অতঃ প্রচলিতং চিত্তমাবয়োর তকর্মান ॥৫৫

করিল ৪৯ অনন্তর কৌশাজী মোহিত হইয়া দেবরাজের সহিত সঙ্গতা হইল । অনন্তর, তাহাদের নৃত্যগীত দ্বারা ইন্দ্রের কাম উদ্বীপিত হইলে । ৫০ নেই হ্রাস্বরপ্রণমা, দুর্দান্ত দমুজশাস্তা, বলঘাতন ইন্দ্র, মনোহরা নারী স্বর্গবেশার প্রতি অমুরাগ প্রকাশ করিলেন । ৫১ ইন্দ্রকে অমুরক্ত অবলোকন করিয়া, সেই মনোহরা-স্বর্গবেশাও ইন্দ্রের প্রতি মনোধারণ করিল । তাহাতে কামাবেশবশে বিভ্রান্ত হইয়া মনোহরার নৃত্যগীত স্থলিত হইতে লাগিল । ৫২ তদর্শনে, তাহাদের উভয়ের রতি জন্মিয়াছে জানিয়া কৌশাজী ৫৩ ক্রোধমুচ্ছিতা হইয়া নিষ্ঠুরা বচনে মনোহরাকে কহিল, মনোহরে ! তুমি শ্রবণ কর ! ৫৪ তুমি মহাদৃষ্টা স্বর্গবেশা হইয়াছ, তোমার অতিশয় মত্ততা জন্মিয়াছে, এই হেতু আমাদের রতিকর্মেয় বিধ জন্মাইয়া তাহা ভগ্ন করিয়া দিলে । ৫৫ অতএব তুমি মর্ত্যলোকে গমন করিয়া নরপতিকে পতিলাভ কর । কৌশাজীর মুখ হইতে নিঃসৃত এই-

অহো ষাহি ভূবি বেস্যে রাজানং পতিমাপ্নুহি ।  
 এবমুক্তং ছুষ্টশাপং কৌশাদী মুখনিঃসৃতং ॥  
 ঞ্জতা চ মুচ্ছিতা ভুবা কৌশাদীচরণেহপতং ॥৫৬  
 বিললাপ বহুবিধং ধৃষ্মা চ চরণে মুহুঃ ।  
 রতো জগাদ কৌশাদীং দ্বাত্রিংশদ্বারনং ভুবি ॥  
 ভূক্তা শাপং মনোহরে পূর্ণ দৌস্থং গমিষ্যসি ॥৫৭  
 মন্দাকিন্যাং ত্যক্ততনুং ততস্তাং গানবীশ্রিতাম্ ।  
 কঙ্কতী মোহিনী রম্যা ধার্ত্ত্যরাষ্টং পতিংগদা ॥৫৮  
 কোরবে চ কুরুক্ষেত্রে হতে মারীশতাহমৃতঃ ।  
 তুর্ণককঙ্কতী মাগাচ্চল্লুড়ং গিরিং ভিয়া ॥  
 অতুচ্চশিখরে তস্য স তস্তৌ ভৃশহুঃখিতা ॥৫৯  
 প্রাপ্তার্থঃ স্বর্গবেশা সা দ্বিতীয়দিবসে নিশি ।  
 কামবাণে সদা বিদ্বামৃচ্ছিতা তাপমাগতা ॥৬০

রূপ ছুষ্ট শাপ শ্রবণ করিয়া, মনোহরা মুচ্ছিতা হইয়া কৌশাদীর চরণে  
 নিপতিত হইল ৫৬ । বারবারচরণে ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,  
 তদর্শনে কৌশাদীর করুণাসঞ্চার হইলে কহিলেন, তুমি দ্বাত্রিংশদ্বৎসর  
 ভূতলেশাপ ভোগান্তে পুনর্বার সুস্থতা লাভ করিবে ৫৭ তদন্তর তুমি  
 মন্দাকিনীতে মানবী তনু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপুরে পুনরাগমন করিবে ।  
 সেই মনোহরা মর্ত্তলোকে কঙ্কতী নামে মোহিনী কামিনী হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে  
 পতিলাভ করিল ৫৮ অনন্তর কুরুক্ষেত্র সমরে কোরবগণ নিহত হইলে  
 শতনারী প্রাণত্যাগ করিল । কঙ্কতী ভাতা হইয়া দ্রুতমনে চল্লুড়গিরিতে  
 পলায়ন করিলেন ! কঙ্কতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া সেই পর্বতের  
 অতুচ্চ শিখরে বাস করিতে লাগিলেন ৫৯ একদময়ে সেই স্বর্গবেশা

ইন্দ্রোরথ সমারূঢ় যাত্যপশ্যন্তু স্তন্দরীং ।  
 সালঙ্কারাং কুশদ্বীপাং স্মৃজ্য সংপূর্ব কারণং ॥  
 বেধেষিষ্যা চ সর্বং তাং কান্তাং কাম বিমোহিতাং ।  
 রতিং ধ্বজা গতস্তস্যাঃ সূতোহভ্যাক্ত অরিন্দম ॥৬১৬২  
 কঙ্কত্যাঃ পরমেশানি পর্বতে গঙ্কমাদনে ।  
 যতো জগ্রাহ তামিন্দ্রো দ্বিতীয়দিবসে ঋতো ।  
 ততঃ সোহরিন্দমশ্চাভূন শ্লেচ্ছাচারপরায়ণঃ ।  
 ব্যাধবৃত্তিরতো ঘোরঃ সর্বদা প্রাণহিংসকং ॥  
 সর্বমাংসাদনো দেবি কিরাতো ঘটতো যথা ।  
 সর্বপুণ্যবহির্ভূতঃ সর্বপাপসমাকুলঃ ।  
 মত্তমাংসভগামোদী কদাচারপরায়ণঃ ।  
 ইদৃশস্তং সূতং দৃষ্টা কঙ্কতী ভৃশহুঃখিতা ৬৩৬৬

মতী হইয়া দ্বিতীয় দিবসে কামসায়কে সবিদ্ধা হইয়া অত্যন্ত সন্তাপিতা হইলেন। ৬০ এই কালে দেবরাজ রথে আরোহণ করিয়া কুশদ্বীপ হইতে গমন করিতে করিতে সালঙ্কারা সেই স্তন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার পূর্ব কারণ শ্রবণ পূর্বক সেই কামমোহিতা কান্তাকে সমস্ত অবগতি করাইলেন। তদনন্তর, আসক্ত হইয়া তাহার সহিত সহবাস করিলেন। তাহাতেই গঙ্কমাদন পর্বতে কঙ্কতীর অরিন্দম নামে এক পুত্র জন্মিল। ৬১৬২ ইন্দ্র, ঋতুর দ্বিতীয় দিবসে তাহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন, সেই হেতু অরিন্দম শ্লেচ্ছাচার পরায়ণ, ব্যাধবৃত্তি নিরত, ঘোরতর সর্বপ্রাণীর হিংসক, মত্তমাংস সম্ভোগ আমোদী এবং কিরাতে রক্তায় সর্বমাংস ভক্ষ্যক, কদাচারপরায়ণ ও সর্বপ্রকার পাপে আসক্ত হইয়া

ততস্তেপেহাত গাঢ়ঞ্চ সারাৎসারাৎ পরাৎপরং ।

তপস্তাং দেবরাজাহসবুবাচ তৎপুরস্থিতঃ ॥৬৭

ইন্দ্র উবাচ ।

কথং তপ্তং তপোবাচং ত্বয়া কঙ্কতি মে বদ ।

তপসা তেহতি সন্তুষ্টো যাদচ্ছসি দদামি চ ॥৬৮

কঙ্কত্বাচ ।

সুতম্বে ইদৃশো জাতঃ সদাপাপপরায়ণঃ ।

দ্রষ্টুং ন শক্তা দেবেশ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥৬৯

দেবাধিদেব দেবেশ সুতস্তেহয়ং সুরাধিপ ।

ভয়বৎ সত্যঃ ন সন্দেহ স্তুয়ন্ত চ নরাধমঃ ॥৭০

উঠিলে কঙ্কতী, পুত্রের এইরকম আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া ।৬৩।৬৬ ষোরতর তপ আরম্ভ করিল । তাহা দেখিয়া দেবরাজ, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ।৬৭

ইন্দ্র কহিলেন, হে কঙ্কতি ! তুমি তপস্বীচরণ করিতেছ কেন ? আমাকে বল, আমি তোমার তপে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রদান করিব ।৬৮

কঙ্কতী কহিল, আমার গর্ভে তোমার যে সন্তান জন্মিয়াছে, সে সর্ব-  
লাই পাপাচারে নিরত, হে দেব ! আমি তাহার পাপাচার দর্শনে সমর্থ  
নহি, আপনি এ বিষয়ে যাহা উত্তম হয় তাহাই করুন ॥৬৯ হে দেবাধিদেব !  
দেবেশ ! তোমার এই পুত্র নরাধম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।৭০  
হে ইন্দ্র ! আপনি দেবতাদিগের অধিনাথ, আপনার পুত্র একরূপ নরাধম

অতস্তং দেবতানাথ পিতৃশ্চায়ং সূতস্তব ।  
যথেষ্টসি কুরু তথা মাং তু নয় ক্রতং প্রভো ॥৭১  
কিঙ্করী ত্বং পাশ্বদেশে কিঙ্করীকে নিয়োজয় ।  
দেবাধীশ এব কাম্যো নাত্নঃ কাম্যঃ কদাচন ॥৭২

ইন্দ্র উবাচ ।

শৃণু প্রেয়সি মদ্বাক্যং শাপকালো গতস্তব ।  
ত্বরিতো নেবামাধুনা হামহং সূস্থিরা ভব ॥৭৩  
পুত্রস্য পাপযোগেন বংশনাশ করোহভভৎ ।  
অতঃ শতাষ্টাবংশে চ পুরুষে ক্ষরিতে সতি ॥  
সৌমারবাসিনো ভূহা বংশ মে যদি পুঙ্গবাঃ ।  
ত্ৰায়বুদ্ধিমহোৎসাহাদেববিপ্রপরায়ণাঃ ।  
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহোত্রক্ষদ্বস্তু ময়াধুন ॥  
গচ্ছন্তি চাপি বৈকুণ্ঠে সৰ্ব্বৈ স্যাক্ষিবল্লভাঃ ।  
লয়মেয্যন্তি তত্রৈব যা দাহতসংগ্ৰবং ॥ ৭৪॥৭৭

হইবে, ৭২ বিষয়ে আপনার ঘাটা ঠাছা হয় করুন ৭১ আমাকে সম্বরণই  
বণায় ইচ্ছা লইয়া চলুন । এই কিঙ্করীকে লইয়া কিঙ্করীকার্য্যে নিয়োজিত  
করুন, হে দেবাধিপ এষ্ট আমার কামনা, অত্ন কামনা, আমার নাই ৭২

ইন্দ্র কহিলেন, হে প্রেয়সি ! শ্রবণ কর, তোমার শাপকাল গত  
হইয়াছে, তোমাকে শীঘ্রই লইয়া যাইব স্থির হও ৭৩ পুত্রের পাপযোগে  
বংশ নাশ হয় ; অতএব একশত অষ্টাবিংশতি পুরুষ ক্ষয় পাইলে তদীয়  
গভজ মদ্বংগগণ সৌমারদেশে বসতি করিয়া রাজশ্রেষ্ঠ হইবে । তাহারা  
সকলেই পুণ্যাশ্লোক, ধন্যরত, সদাচার পরায়ণ, ত্রায়বুদ্ধিসম্পন্ন, মহোৎশালা,



অহঙ্কারঃ সর্বনাশকরঃ সর্বস্য চেশ্বরী ।

স্বমহঙ্কারমাদায় স্থিতো ব্রহ্মা জগদ্বিধিঃ ॥৩

বিশ্বতঃ সর্ববৃত্তান্তং কালিকোক্তং হি যৎ পুরা ।

কেবলাহঙ্কারযুতো খাতা ভূতোহি সর্বদা ।৬

সর্বকালময়ং বিশ্বং কস্য বা কিং কৃতং ভবেৎ ।

তথাপি মায়য়া দেবি ব্রহ্মাহঙ্কারমোহিতঃ ॥৭

তন্তুধাভূতমালোক্য ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরী ।

তদেহাৎ কল্পয়ামাস তদহঙ্কারতঃ শিবে ॥৮

দৈত্যং পরমহুর্দ্বর্ষং কেশিনামানমুত্ততং ।

নিঃসৃত্য ব্রহ্মণো দেহাদৈত্যঃ পরমদাক্ষণঃ ॥৯

ধাবতিস্ম তদা দেবি ব্রহ্মাণং গ্রাসিতুং ততঃ ।

ততঃ পলায়নঞ্চক্রে বিষ্ণুনা প্রপিতামহঃ ॥১০

অবস্থিত ছিলেন ।৫ পূর্বে মহাকালী যাহা বলিযাছিলেন, তৎসমুদায় বিশ্বত হইয়া রহিলেন । বিধাতা কেবল অহঙ্কারেই মত্ত রহিলেন । ৬ সর্বকামভোগালয় বিশ্ব কাহার ? কার বা কি হইতেছে, এ সকলের কিছুই তত্ত্বাবধারণ করিলেন না, কেবল মারাবশে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়াই রহিলেন । ৭ হে শিবে ! পরমেশ্বরী কালী, ব্রহ্মাকে অহঙ্কার মগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মার দেহস্থিত অহঙ্কার হইতেই পরম হুর্দ্বর্ষ কেশিনামক এক দৈত্যকে সৃষ্টি করিলেন । ৮ ঐ দৈত্য ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল, তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত পলায়নপর হইলেন । ৯ তদন্তর কেশিদৈত্য ভারতে এক পুর নির্মাণ করিল । ইহা কেশিপুর

ততঃ কেশী মহাদৈত্যঃ পুরঞ্চক্রে চ ভারতে ।  
 কেশিপূরমিদং খ্যাতং তত্র স্থিতা হি দানবঃ ॥১১  
 বৃভুজে সকলং দেবি ভূভুবঃস্বচরাচরং ।  
 ব্রহ্মাণং জহি শব্দ সদা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥১২  
 ততোব্রহ্মা জগদ্ধাতা বিষ্ণুনা নিরহকৃতিঃ ।  
 অস্তৌষীজ্জগতাং মাতাং কালীং বিদ্ববিনাশিনীং ॥১৩

ব্রহ্মাবিষ্ণু উচভূঃ ।

নমঃ পরমকল্যাণীং প্রণবাত্মানমীশ্বরীং ।  
 নিজবীজস্বরূপাঞ্চ কামবীজস্বরূপিণীং ॥১৪  
 মুণ্ডমালাবলীরম্যাং লোলজিহ্বাং সনাতনীং ।  
 মায়াবীজস্বরূপাঞ্চ কূৰ্চবীজস্বরূপিণীং ॥১৫  
 বন্দেহং জগতাং মাতাং কালীং কমললোচনাং ।  
 ঘোররবাং শিবাশঙ্কাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীং ॥১৬

নামে বিখ্যাত । ঐ মহা দানব তথায় অনস্থানপূৰ্ব্বক ভূভুবঃস্বঃ আদি, অখিল চরাচর ভোগ করিতে লাগিল । ১১ ব্রহ্মাকে বধ কর এই শব্দ ব্রহ্মাণ্ডে নিয়তই উদ্ভিত হইতে লাগিল । ১২ জগদ্বিতাতা ব্রহ্মা এক্ষণে অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিষ্ণুর সহিত জগদ্বিতাতা বিদ্ববিনাশিনী কালীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৩

ব্রহ্মা বিষ্ণু কহিতে লাগিলেন, হে পরম কল্যাণী প্রণবাত্মা ঈশ্বরীকে নমস্কার । যিনি নিজ বীজ, স্বরূপ ও কামবীজ স্বরূপিণী সেই মুণ্ডমালা বলি বাহা মনোরমা সেই মহাকালীকে নমস্কার । যিনি মায়াবীজ স্বরূপা ও কূৰ্চবীজস্বরূপিণী, সেই লোলজিহ্বা সনাতনী জগদ্বিতাতা কমললোচনা

নমামি কালিকাং মাতাং মহাবিশ্ববিনাশিনীং ।  
প্রণমামি সদা কৃদগাং তাং মাতাং ত্রিভুবনেশ্বরীং ॥১৭

ঈশ্বর উবাচ ।

এবং স্তুতা ততো দেবি ব্রহ্মণা বিষ্ণুনাপি চ ।  
সহস্রাকাশবাণীং বৈ কিমিচ্ছসি পিতামহ ।  
ভো বিষ্ণো ত্বং মহাবাহো কিমিচ্ছসি চ তদ্বদ ॥১৮

ব্রহ্মাবিষ্ণু উচভুঃ ।

জাতোদৈত্যবরশৈকঃ কোশিনামা মহাসুরঃ ।  
আবয়োঃ সকলং নীত্যং নিত্যং তং তেন মণ্ডলং ॥১৯  
হবেদানীং তমসুরমাবাং স্থাপয় পূর্ববৎ ।  
দেহি দাস্যং পদান্তোজো মম হেতম্নিবেদনং ॥২০

কালীমাতাকে বন্দনা কবি । যিনি ঘোররবা, অশ্বিল শিবা বাহার  
সঙ্গিনী, যিনি মুক্তকেশী ও দিগম্বরী, সেই মহাবিশ্ব বিনাশিনী কালিকা  
মাতাকে নমস্কার কবি । যিনি, ভুবনেশ্বরী সেই বিশ্বজননী মহাকালীকে  
ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিতেছি । ১৪।১৭

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপে মহাকালীর স্তুত করিলে,  
সহস্রা আকাশবাণী হইল, হে পিতামহ ! তুমি কি কামনা করিতেছ,  
ভো বিষ্ণো ! তুমিই বা কি বাসনা করিতেছ ? বল ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু কহিলেন, কোশিনামক এক দৈত্যবর মহাসুর আমাদের  
অশ্বিল জগন্নাথ হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সেই অসুরকে হনন করিয়া  
আমাদিগকে পূর্বের স্থায় স্থাপন করুন । হে দেবি ! আপনার পদা-  
ন্তোজে আমাদের এই নিবেদন । ১৮।২০

### শ্রীকাল্যান উবাচ ।

শৃণু ব্রহ্মহোবাংক্য মহাকারো গতস্তব ।  
 ইদানীং পরিসঙ্কষ্টে তচ্চায়াতি তবাস্তিকং ॥২১  
 সর্বমায়াময়ং বিশ্বং কিস্তে বাণ্ডস্য পঞ্চজ ।  
 অহঙ্কারাপ্ত মীক্ষিত্বা বিশ্বং দত্তং দুর্দাসদং ॥২২  
 ময়া তুভ্যং জগদ্ধাতস্তবাহঙ্কারনির্মিতং ।  
 কেশিদৈত্যস্বরূপোহি হস্মি তন্তু স্থিতোভব ।  
 মা ভয়ং কুরু ভো বিষ্ণো স্থিরো ভব মহামতে ॥২৩

### ঈশ্বর উবাচ ।

এবমাসাশ্রু আশ্বাস্য ব্রহ্মবিষ্ণুপরাজ্জিকা ।  
 হৃৎকারেনৈব তং ভস্ম চকার দানবোত্তমং ।  
 কেশিমহাসুরং কালী বিধিমাহ ততস্ত্ব সা ॥২৪

কালী কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! শ্রবণ কর, তোমার অহঙ্কার বিগত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা অবগত হইলাম, সেই জগৎও তোমার অধিকৃত হইবে। ২১ এই নায়াময়বিশ্ব অস্ত্রের নহে। হে পঞ্চজ? তোমার অহঙ্কার দর্শন করিয়া তোমার প্রীতি দুর্দর্শ বিশ্ব প্রদান করিয়া-ছিলাম, হে জগদ্ধাতঃ, ঐ বিশ্ব তোমারই অহঙ্কার নির্মিত কেশি দৈত্যস্বরূপ, যাহা হউক আমি তাহাকে হনন করিব, তুমি স্থির হও। ভো মহামতে। বিষ্ণো! তুমি ভয় করিও না স্থির হও ২২। ২৩

ঈশ্বর কহিলেন, পরাজ্জিকা মহাকালী এইরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আশ্বাস করিয়া হৃৎকার দ্বারাই সেই দানবেশ্বর মহাসুর কেশিকে সংহার করিলেন। তদন্তর দম্ভজকুলবিধাতিনী উগ্রতরী মহাকালী জীবকুলের

## কাল্যাবাচ।

অহঙ্কারাং পাতকং তে জাতং ব্রহ্মণ মহতরং ।  
 তৎপাপস্যাপনোদায় ক্রিয়তাং পৰ্বতোত্তমঃ ।  
 কেশিদৈত্যং ভস্মনা চ গোগ্রাসংবহনা ধৃতং ।  
 তদ্গ্রাসভস্মনা নিত্যং গৌস্তে পাপং ক্ষয়িষ্যতি ॥২৫।২৬

## ঈশ্বর উবাচ।

একী কৃত্য চ তদ্ভস্ম কেশিদৈত্যশরীরজং ।  
 কমণ্ডলুজলক্ষেপাচ্চকার পৰ্বতং বিধিঃ ॥২৭  
 নাত্যচ্ছিত্রং নাতিনিম্নং গোগ্রাসং বহনাবৃতং ।  
 তদ্গ্রাসভস্মনা গৌশ্চ তুষ্টঃ পুষ্টেৰ্ভবেদ্রবং ॥২৮

জনয়িতা পিতামহ ব্রহ্মাকে স্নেহয়, প্রীতময়, মঙ্গলময়, উদারবাক্যে  
 কহিতে লাগিলেন ।২৪

মহেশ্বরী কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! অহঙ্কারের জন্ম তোমার মহত্তর পাপ  
 উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ত্বদীয় উপার্জিত সেই পাপরাশির আপনোদনের  
 নিমিত্ত কেশিদৈত্যের ভস্ম দ্বারা একটি তৃণলতাপূর্ণ পৰ্ব্বতের সৃষ্টি কর,  
 ঐ পৰ্ব্বত বহুতর গোগ্রাস ধারণ করিবে, গোগণ তৃণলতারূপ সেই গ্রাস  
 তক্ষণ করিলে, তোমার পাপক্ষয় হইবে ।২৫।২৬

ঈশ্বর কহিলেন, বিধাতা, কেশীদৈত্যের শরীরজাত ভস্ম সমুহ  
 একত্র করিয়া কমণ্ডলু জলক্ষেপন দ্বারা পৰ্ব্বত সৃষ্টি করিলেন ।২৭  
 ঐ পৰ্ব্বত অতিশয় উচ্চ ও নয় এবং অতিশয় নিম্নও নয় । উগ্ৰ বহুতর  
 গোগ্রাস ধারণ করিয়া থাকে । সেই ভস্মজাত গোগ্রাস দ্বারা গোগণ  
 স্রষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল ।২৮ এই হেতু বিধাতা ঐ পৰ্ব্বতের নাম

অনো গোবর্ধনং নাম পর্বতায় দদৌ বিধিঃ ।  
 যথা যথা স্নাতি গৌশ্চ তদ্গ্রাসং সর্বতোত্তমা ॥  
 তথা তথা ক্ষয়ং যাতি পাতকং ব্রহ্মণং শিবে ।  
 তাবত্ নিষ্কৃতিধাতুর্য্যাবদেগোবর্ধনো গিরিঃ ॥  
 ততস্তে নিষ্কৃতিস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরি ॥২৯॥৩০  
 এবমেবাপরাধন্তে প্রাধাত্তে যদি জায়তে ।  
 তৎফলং পীড়নস্তস্য সর্বেষাঞ্চ ত্রিলোচনে ॥৩১  
 ততোব্রহ্মা জগদ্ধাতা বিষ্ণুশ্চ জগতাং পতিঃ ।  
 পুনশ্চ তৎমৈনৈব অস্তৌষীৎ পরমেশ্বরীং ॥৩২  
 ততঃ কালী জগদ্ধাতা তামুবাচ কিমিচ্ছত ।  
 দদামি বৎসো তৎ সর্বং ভবন্তৌ কাতরৌ কথং ॥৩৩

---

রাখিলেন গোবর্ধন । হে শিবে ! গোগণ যে পরিমাণে গ্রাস ভক্ষণ  
 করিতে লাগিল, ব্রহ্মার ও সেই পরিমাণে পাপক্ষয় হইতে লাগিল ।  
 এইরূপে গোবর্ধন গিরি দ্বারা ব্রহ্মা সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি  
 পাইলেন । ২৯, ৩০ হে শিবে ! যদি এইরূপে প্রধান ব্যক্তির  
 নিকট তোমার কোন অপরাধ হয় তবে এইরূপে গোগ্রাস দ্বারা সেই  
 পাপের পীড়ন হইতে ব্রহ্মা পাইতে পারে । ৩১ তদন্তর জগদ্বিতাতা ব্রহ্মা  
 ও জগৎপতি বিষ্ণু পুনর্বার সেইরূপে পরমেশ্বরী কালীর স্তব করিলেন । ৩২  
 জগদ্ধাতা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসদ্বয় ! তোমরা কি ইচ্ছা  
 করিতেছ ? বল, আমি তোমাদিগকে ইচ্ছামত প্রদান করিতেছি,  
 কাতর হইও না । ৩৩

ব্রহ্মবিষ্ণু উচভুঃ ।

অবযোজ্জগতাক্ষৈব মঙ্গলায় পদান্বজং ।

মহামুক্তিপ্রদাক্ষৈব তদীয়মতিনির্ম্মলং ॥৩৪

অদৃশ্যমপি গোপাং হি মাতুরাকার বর্জিতং ।

কথন্তুং পূজয়িগাবঃ সর্বমঙ্গলদায়কং ॥৩৫

ভূমৌ স্থানং কল্পয়ন্ত যজিতুং রতং পদান্বজং ।

সর্বদা পূজয়িষ্যাবো মহামঙ্গলকারণং ।

আধারোশ্চৈব সর্বেষাং মহামুক্তিফলায় চ ।

তদাবযোদান্বাদৈরশুভৈঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৬

অবশাং নৌ তরিষ্যাবোহস্তরাস্তং পদার্কনাং ॥৩৭

কালান্বাসম্ ।

শুণু বৎস মহাবিক্ষো বচনং পরমং মহৎ !

যেন হৃদ্যার বীজেন চকার ভস্ম দানবং ।

ব্রহ্মবিষ্ণু কহিলেন, হে মাতঃ ! আমাদের এবং জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনার ১৩৪ মহামুক্তিপ্রদ অতি নির্ম্মল, অদৃশ্য, আকার বর্জিত, গোপ্য ও মঙ্গলদায়ক অচ্যুতপদ আমরা কিরূপে পূজা করিব ৩৫ আপনি স্বপদান্বজের পূজনার্থ ভূমিতলে স্থান কল্পনা করুন, সেইস্থানে আমরা, মহামঙ্গলের কারণস্বরূপ মহামুক্তি ফলপ্রদ আপনার পাদপদ্ম পূজা করিব ৩৬ ইহা দ্বারা আমাদের দৈত্যগণের এবং অখিল জীবগণের মঙ্গল সাধন হইবে। তাহা হইলে অশুভকর দানবাদি সকল আমাদের কি করিতে পারিবে? আমরা আপনার চর্যাদর্শন হেতু হস্তর হইতেও নিস্তার পাইব সন্দেহ নাই ৩৭

কালী কহিলেন হে বৎস মহাবিক্ষো ! আমার পরম মহৎ বচন

কেশিমন্ত্রং মহাবীজং শব্দব্রহ্মস্বরূপকং ।

মহাতেজোময়ং বিদ্ধি তদ্বীজং পরমং পদং ॥৩৮

কেশিপু্রে চ তদ্বীজং কেশীং হৃদা ব্যবস্থিতং ।

আপাতালং ক্রোশমাত্রং তদ্বীজং তেজসাবৃত্তা ॥৩৯

অতোহি পূজং তৎস্থানং মহাতেজোময়ং ধ্রুবং ।

তৎস্থানং হং সমাদায় পূজয় যথোপ্সিতং ॥৪০

অতি সংগুপ্তভাবেন ঐপ্সিতং প্রাপ্যতে ফলং ।

দেবদাবগন্ধর্কৈর্বৈরৈশ্চৈরপি মহামতে ॥৪১

যথা ন জ্ঞায়তে কৈশ্চিৎ কথার্চনং কুরুষ মে ।

সর্চাপদ্ম্যঃ পরিত্রাণং হ্রাং করিষ্যামি সর্বদা ॥৪২

শ্রবণ কর। হৃদারবীজ দ্বারা দানবকে ভয় করিয়াছি। কেশিমন্ত্র  
মহাবীজ ও শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই বীজ মহাতেজোময় ও পরমপদ। ৩৮  
কেশীকে হনন করিয়। কেশিপু্রে সেই ব্যবস্থাপিত করিয়াছি। এবং  
তাহা ক্রোশমাত্র পাতাল পর্য্যন্ত তেজোদ্বারা ধৃত হইয়াছে, ৩৯ এইহেতু  
সেই স্থান পূজ্য এবং নিশ্চিতই মহাতেজোময়। তুমি সেই স্থানে গমন  
করিয়া যথোচ্ছারূপে আমার পূজা কর ॥৪০ তথায় অতিশয় সংগুপ্তভাবে  
পূজা করিলে অভিলষিত ফললাভ হয়। হে মহামতে! দেবতাগণ  
দানবগণ গন্ধর্বগণ ও অশ্বাশ্ব সকলেই পূজা করিলে সেইরূপ ফল পাইবে  
সন্দেহ নাই ৪১ বাহাতে অস্ত্রে জানিতে না পারে সেইরূপেই আমার পূজা  
করিবে। তাহাতে আমি তোমাকে সর্ববিধ আপদ হইতে সর্বদাই  
পরিত্রাণ করিব ৪২ এই স্থান বিষ্ণুর ক্রীড়াস্থান, ইহা আমি তোমাকে



ক্রীড়াস্থানমিদং বিষ্ণো উক্তং তুভ্যমিদং সদা ।

ইচ্ছাশক্তিস্ত্ব যা দত্তা যথৈব মায়ায়া পুরা ।

মহালক্ষ্মীস্বরূপেণ সেবতে ব্রহ্মসংস্থিতা ।

সৈব বৃন্দাস্বরূপেণ পুরেহত্র সম্ভবিষ্যতি ॥৪৩।৪৪

কেশিপুৰ সমাব্যপ্যততো বৃন্দাবনাভিঃখং ।

কেশিপুৰেচ ভবিতা তথা স্বংক্রীড়নং ধ্রুবং ।

ভুত্বা বৃন্দাতক্ললক্ষ্মীরেত্র স্থাস্যাতি সৰ্বদা ।

দৈত্যবিঘ্ন হি ভবিতা সৰ্বদৈত্য নিসূদনী ।

ভো ব্রহ্মন্ শৃণু বৎসৈতদ্বচনং মে শুভোদয়ং ।

কেশিদৈত্য বধাথায় যত্র মে পূজনং কৃতং ॥৫৫

যুবাভ্যাং তত্র পশ্যত্বয়ং জাতং মে যোনিমণ্ডলং ।

মম তেজঃসমুদ্রদুতজানীহিং যোনিমণ্ডলং ।

নিশ্চিতরূপে কহিলাম আমি পূর্বে বিষ্ণুকে ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছি, সেই ব্রহ্মসংস্থিতা শক্তিই মহালক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুর সেবা করিবে। তিনি বৃন্দাস্বরূপে এই পুরে অবস্থান করিবেন ৪৩ ৪৪ বৃন্দাকেশিপুৰে অবস্থিত হইলে তাহার নাম বৃন্দাবন হইবে। কেশিপুৰে বৃন্দার সহিত তোমার বিবাহ হইবে! লক্ষ্মী, বৃন্দা তরুরূপে এইস্থানে নিরন্তর অবস্থান করিবেন। তথায় দৈত্যবিঘ্নও ঘটবে বটে, কিন্তু আমি সকল দৈত্যের বিনাশ করিব। ৪৫ ভো ব্রহ্মন্! তুমি আমার শুভকর বাণ্য শ্রবণ কর। কোশদৈত্যের বিনাশার্থ যে স্থানে আমার পূজা করিবে, তোমরা চাহিয়া দেখ, সেই স্থানে আমার যোনিমণ্ডল উৎপন্ন হইয়াছে। এই যোনিমণ্ডল আমার

সর্বমুদ্রবস্থানং যোনিরেবং ন সংশয়ঃ ।  
 জানিহী প্রকৃতিং দেবযোনিং মে যাস্তু মামকীং ॥৪৬।৪৭  
 সংপূজ্য যোনিং দেবেশ সৃষ্টিং কুরু যথার্থতঃ ।  
 সব্যোহপিচ ভয়ং ন স্যাস্তবরুপি পিতামহ ॥  
 অধিষ্ঠানমস্তি মম তত্র পীঠে ন সংশয়ঃ ।  
 জানৌহি তদধিষ্ঠাত্রীরূপং মেহতিস্মৃশোভনং ॥৪৯  
 নিত্যং পূজয় তদ্রূপং কামাখ্যায়োনি মণ্ডলে ।  
 যোনিমণ্ডলমাসাং কামাখ্যাং যন্তু পূজয়েৎ ।  
 সর্বসিদ্ধীস্বরো ভুত্বা পরত্রেহ চ মোদতোং ।  
 ন ভয়ন্তস্য কুত্রাপি কস্মাদশি প্রজায়তে ।৫০।৫১  
 তবাগ্রেষাং হিতার্থায় স্থাপিতং যোনিমণ্ডলং ।  
 পৃথিব্যাং ভারতে বর্ষে কামরূপং মহাকলং ॥৫২

তেজঃ সমুৎপন্ন, ইহা সকলেরই উদ্ভব স্থান জানিও ৪৬।৪৭ আমার যে  
 প্রকৃতি, তাহাই যোনিমণ্ডল। এই যোনিমণ্ডলের পূজা করিয়া তুমি  
 সৃষ্টি কর। হে পিতামহ! তোমার কোথাও ভয় নাই।৫৮ সেই পীঠে  
 আমার অধিষ্ঠান আছে সন্দেহ নাই, সেই অধিষ্ঠাত্রীরূপ আমার স্মৃশোভন  
 রূপ যোনিমণ্ডলে।৪৯ নিত্য নিত্য পূজা কর। যোনিমণ্ডলে গমন  
 করিয়া যে ব্যক্তি কামাখ্যার পূজা করে, সে সর্বসিদ্ধির ঈশ্বর হইয়া  
 ইহকালে ও পরকালে আনন্দ লাভ করে। তাহার কোথাও, কাহা  
 হইতেও ভয় হয় না।৫০।৫১ তোমার এবং অস্ত্র সকলের কল্যাণের  
 নিমিত্ত এই যোনিমণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। এই মহাহান কামরূপ নামে  
 পৃথিবীতলে ভারতবর্ষে অবস্থিত।৫২ এই মহালয় নবযোনি সমাকীর্ণ এবং

নবযোনিসমাকীর্ণং মহামুক্তিফলপ্রদং ॥  
 নবযোন্ত্রায়কে ব্রহ্মণ্ কামরূপে মনোহরং ।  
 কামাখ্যাতেজা দেবী দীপ্যতে যোনিমণ্ডলং ।  
 কিস্তদানীং ভবৎপাপং ন পশ্যামি কথঞ্চন ॥৫৩,৫৪  
 অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নং ত্রিবিধং পাতকং তব ।  
 কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসঞ্চ তথা পুনঃ ॥৫৫  
 তৎপাপদৃ যোনিপীঠং মে ন পশ্যসি কদাচন ।  
 তৎপাপাধ্যানধারাভিবন্দীভূতঃ দিবানিশং ॥৫৬  
 তত্রবাচনিকং পাপং গোবর্দ্ধনাং প্রশাম্যতি ।  
 তদ্বয়স্য প্রশমনং বদামি তচ্ছৃণুষ মে ॥৫৭  
 নক্ষত্রঃলোকান্নক্ষত্রমেকস্তুত্ব নিপাত্য চ ।  
 শ্রেষ্ঠস্তজ্যোতিষা দেব দৃষ্টা পীঠং তপঃ কুরু ॥৫৮

মহাফলপ্রদ । হে ব্রাহ্মণ ! নবযোন্ত্রায়কে কামরূপে কামাখ্যাতেজে ঐ  
 মনোহর যোনিমণ্ডল দীপ্তি পাইতেছে । কিন্তু এক্ষণে তোমার পাপ দর্শন  
 করিতেছি ৫৩।৫৪ অহঙ্কার হইতে তোমার কায়িক বাচিক ও মানসিক  
 এই ত্রিবিধ পাপ উৎপন্ন হইয়াছে । ৫৫ সেই পাপ হেতু তুমি আমার  
 যোনিপীঠ দেখিতে পাইতেছ না । সেই পাপের ধ্যানধারায় দিবানিশি  
 অন্ধীভূত হইয়া রহিয়াছে । ৫৬ তথায় গোবর্দ্ধন হইতে দুই বাচনিক পাপ  
 প্রশমিত হয় ॥ অত্র পাপদ্বয়ের প্রশমন করিতেছি শ্রবণ কর । ৫৭  
 নক্ষত্রলোক হইতে ধ্যানযোগে একটি নক্ষত্র তথায় নিপতিত করিয়া  
 যোনিপীঠকে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ সম্পন্ন দর্শন করিয়া সেখানে তপসা চরণ  
 কর । ৫৮ যে পর্যন্ত না যোনিতেজে সেই জ্যোতিঃ মিলিত হইতেছে

যাবদ্রক্ষসি জ্যোতিস্তু মিলিতে যোনিতেজসি ।  
 তাবৎ কুরু তপোঘোরং তদন্তে পাতকদ্বয়ং ।  
 প্রশামাতি ন সন্দেহো বসিতং কুরু সত্বরং ।  
 তত্র তপোবশন্তত্ব কেনাপি ন হি বীক্ষতে ॥৫৯।৬০  
 অপরাধং শ্রেয়সন্তু ভবেদৈগতিরীদৃশী ।  
 নক্ষত্রস্থাপনান্তত্র পৃথগজাতিষু বারিতঃ ।  
 স্থানন্তদগম্যতে বৎস সর্বলোকনিরন্তরং ।  
 ইতুক্তো বিরবরামাসৌ গগনস্থা পরাঙ্জিকা ॥৬১।৬২  
 কালীং পরমকল্যাণী দ্বাঃ নহা বিধিকেশবৌ ।  
 বিস্ময়াবিষ্টমনসৌ রাজ্যং তচ্চক্রতুস্তু তো ॥৬৩  
 ইত্যেবং কথিতং শুভং যৎ পৃষ্ঠং গিরিসমুদ্রে ।  
 প্রাচীনতিগোপাং হি বৃত্তান্তঃ কুলনাথিকে ॥৬৪  
 ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্বিংশতিসাহস্রে  
 পঞ্চদশঃ পটলঃ ।

দেখিবে, সেই পর্য্যন্ত ঘোরতর তপস্থা করিবে ; তদনন্তর সেই পাপদ্বয়  
 বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই । অতএব সত্বর তথায় গিয়া বাস কর ।  
 তথায় তপোবলে তাহা কেহ দেখিতে পায় না ; ৫৯।৬০ অপরাধের পর  
 শ্রেয়োলাভের উপায় এইরূপ জানিবে । তথায় নক্ষত্র স্থাপন অস্ত্রান্ত  
 জাতির মধ্যে নিষিদ্ধ । হে বৎস ! অস্ত্র সকল স্থানেই অস্ত্রলোক সকল  
 গমন করিতে পারে ! পরাঙ্জিকা গগনস্থিতা কালী এই সকল কহিয়া  
 বিরত হইলেন ৬১।৬২ অনন্তর, কেশব ও বিধাতা পরমকল্যাণী মহা-  
 কালীকে নমস্কার করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট মানসে উভয়ে বিশ্বরাজ্যে রাজত্ব  
 করিতে লাগিলেন ৬৩ হে গিরিজাঅঙ্গে কুলনাথিকে ! এই আমি তোমাকে  
 পুরাতন, অতি, শুভবৃত্তান্ত কহিলাম ৬৪

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বর সংবাদে পঞ্চদশ পটল ।

## ষোড়শ পটলঃ ।

শ্রীদেবুবাচ ।

ঋতং হি পূৰ্ব্ববৃত্তান্তং সৰ্ব্বেষামপ্যগোচরং ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কালীরূপা ভবেৎ কথং ॥১

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি পরং গুহ্যং ব্রহ্মাদিনামগোচরং ।

সারাৎসারতরঃ দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং ॥২

একদা ব্রহ্মবিষ্ণু তৌ বিরোধন্তৌ পরস্পরং ।

ঈশ্বরোহহমীশ্বররোহমুক্তবন্তৌ জলার্ণবে ।৩

তয়োঃ শাস্ত্যৈ ম'হেশানি প্রাচুর্ভূতং জলার্ণবে ।

অপ্রমেয়ং মহালিঙ্গং মদীয়ং পাবনং পরং ॥৪

জ্ঞানাজ্ঞানময়, দিবং দুর্নিরীক্ষ্যং ভয়ঙ্করং ।

---

দেবি কহিলেন, ত্রিলোচন! সকলেরই অগোচর পুরাতন বৃত্তান্ত  
শ্রবণ করিলান; এখন কালীরূপা কিরূপে হইলেন, তাহাই শ্রবণ করিতে  
বাগনা করি ১

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! ব্রহ্মাধিরও অগোচর সারাৎসার ভোগ-  
মোক্ষ প্রায় পরম ও গুহ্যবিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ২ এক সময়ে জলার্ণবে  
ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, আমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর, এই বলিয়া দুইজনে বিরোধ  
আরম্ভ করিয়াছেন। ৩ হে মহেশ্বর! ভায়েদের বিবাদ শাস্তির জন্য  
আমার অপ্রমেয়, জ্ঞানাজ্ঞানময় দিব্য দুর্নিরীক্ষ্য ভয়ঙ্কর পরম পাবন

তন্মধ্যেহং রুদ্ররূপে বিভ্রাম বৃষবাহনঃ ॥৫  
দৃষ্ট্ৱ। তু তৌ তদশ্চর্য্যং ভয়কল্লিতগ্রহৌ ।  
স্তত্রা চ বিবিধৈস্তোত্রৈস্তত্ত্ব চতুর্মাং পুনঃ তৌ ॥৬

ব্রহ্মবিশ্ব উবাচ ।

কস্তং বদ ভীমরূপং ! উথিতেহসি জলার্ণবে ॥৭

রুদ্ররূপ উবাচ ।

পরম্পরং বিরুদ্ধভৌ যুবা দৃষ্টাজলার্ণবে ।  
উথিতেহং চ ভচতোবীশ্বরতং পরীক্ষতুং ॥৮  
ইতাদৌরিতমাকর্ণ্য স্থগিতৌ ব্রহ্মকেশবৌ ।  
নিগূঢ়ং ধ্যানতোজ্জ্বলা সন্তোষো মাধবোভবৎ ॥৯  
উদ্বিগ্ন চেতমা ব্রহ্মা ধ্যাত্বা সজ্জানমাপ্তবান্ !

মহালিঙ্গ জলার্ণব হইতে তান উথিত হইল ।৪ আমি রুদ্ররূপ ও বৃষভবাহন হইয়া তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম । তাহা দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং বহুবিধ স্তোত্র দ্বারা আমার স্তুব করিয়া, পুনর্বার আমাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ।৫।৬

ব্রহ্মা!বিশ্ব কহিলেন, হে ভীমরূপ ! জলার্ণব হইতে উথিত হইতেছে, তুমি কে বল ? ৭

রুদ্ররূপী কহিলেন, তোমাদের পরস্পর বিবাদ দর্শন করিয়া তোমাদের ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, এই স্থানে আবির্ভূত হইলাম ।৮ বিস্মিত ও কেশব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন । তদনন্তর মাধব ধ্যানযোগে নিগূঢ়তত্ত্ব অংগত হইয়া সন্তোষপ্রাপ্ত হইলেন ।৯ ব্রহ্মা উদ্বিগ্ন-

কেবলং রুদ্ররূপং মাং স্থাহসৌ কমলাসনঃ ॥১০

বিচিকিৎসা পরো ভূত্বা বিষ্ণুমাং তদা বিধিঃ ॥১১

ব্রহ্মোবাচ ।

ভো বিষ্ণো মংকপালাদৃষোজাতোক্রেতপ্যসত্তমঃ ॥১২

ঈশ্বর উবাচ ।

একমুক্তা চোপহাসং কৃত্বা বিগর্হিতং ।

চকার বভূধা দেবি বিশ্বং দত্তং সুদারুণং ॥১৩

তয়া তস্মৈ ব্রহ্মণে ভদ্রিগর্হিতাবনিশ্চিতং ।

অবিদ্বা মহাসুরোভূত্বা মধ্যাহ্নসময়োরবিঃ ।

জাতোদেহাৎ স ত্রিপুরনান্না চ দানবঃ শিবে ॥১৪

সর্বেষাং সকলং নীত মন্দ্রাদীনা—মহেশ্বরী ।

তেন দৈত্যেন দেবেশি ততোবিষ্ণোগর্হিতং স্তম্ভং ॥১৫

চিন্তে ধ্যান করিয়া আমাকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন না, কেবল  
রুদ্ররূপ অবগত হইয়া ১০ বিচিকিৎসাসিদ্ধ হইলেন অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব  
অবগত হইতে না পারিয়া বিষ্ণুকে কহিতে লাগিলেন ১১ ব্রহ্মা বলিলেন,  
হে বিষ্ণো! আমার কপালবশে এই অসত্তম রুদ্র আবির্ভূত হইয়াছে ১২

ঈশ্বর কহিলেন, এইরূপে বিধাতা উপহাস ও বহুতর নিন্দা করিতে  
লাগিলেন । হে দেবি! তখন আমি নিদারুণ বিশ্ব প্রদান করিলাম ১৩  
সেই বিদ্বা মধ্যাহ্ন মার্ভণ্ডত্বা মহাসুররূপে আবির্ভূত হইল; ঐ দানবের  
নাম ত্রিপুর ১৪ সে মদীয় দেহ হইতে সজাত হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্র অধিক  
কি কহিব সকলেরই সকল অধিকার অপরূপ করিয়া লইল ১৫ সেই

গরুড়ঞ্চ বিনা লক্ষ্মীমস্তং সর্বং হৃতং বলাৎ ।

হৃতস্তেনৈব দৈত্যেন ব্রহ্মণঃ কমলাসনং ॥১৬

ততঃ পলায়িতা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ ।

হিমালয়ং সমাসাচ্চ বিষ্ণুরাহ তদা বিধিঃ ॥১৭॥

শিবনিন্দা কৃতা ধাত স্তয়া পূর্বং জলার্ণবে ।

তেনৈব চাপরাধেন বয়ং সর্বৈ প্রপীড়িতাঃ ॥১৮

ততস্ত পরমেশানং ভোষ্যামাত্র গিরৌ পুনঃ ।

তদেব মঙ্গলং লেভে ভূয়ো মে রোচতে হৃদি ॥১৯

ঈশ্বর উবাচ ।

সমাশ্রিত্য তপস্তেপূর্বব্রহ্মবিষ্ণুপুৰোগমঃ ।

হিমালয়ে তদা দেবাঃ প্রসাদোমে, ভবেত্তদা ॥২০

দৈত্য বিষ্ণু গরুড় ও লক্ষ্মী ব্যতিরেকে অবিল জগৎ বলে অপহরণ করিল ।

১৬ সেই দৈত্য ব্রহ্মার কমলাসন হরণ করিলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ পলাইয়া আমার আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মাধব আমার সমক্ষে বিধাতাকে কহিতে লাগিলেন । ১৭

বিষ্ণু কহিলেন, হে বিধাতঃ ! তুমি পূর্বে জলার্ণবে শিবনিন্দা করিয়াছ, সেই অপরাধেই আমরা সকলেই প্রপীড়িত হইতেছি । ১৮ তবে এখন এস আমরা এই কৈলাসচলে তাঁহার সন্তোষ সাধন করি । আমার স্বপ্নে বোধ হইতেছে যে তাহাই আমাদের মঙ্গলকর হইবে । ১৯

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তপস্তা কর, তারপর হিমাচলে আমার প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে । ২০



পৃথিবীঞ্চ রথং কৃতা চক্রে চন্দ্রদিবাকরৌ ।  
 ব্রহ্মাণ সারথিং কৃতা বেদান্ রজ্জুং স্তুথৈব চ ।  
 দেবান্ কৃতা রথাস্থানি অশ্বশ্চৈব রথা পুনঃ ।  
 যনুঃ কৃতা স্ত্রমেরুঞ্চ ল্যাঞ্চ কৃতা তু বাসুকীং ।  
 বিশ্বঞ্চ সকলং কৃতা রথস্থং যচ্চরাচরং ।  
 বাণং বিষ্ণুং বিশ্বায়ৈব ত্রিপুরং ভস্মসাৎ কৃতং ॥২১১৩  
 চরাচরেণ সহিতং দেবদৈত্যাदिभिः सह ।  
 ময়া তত্র মহেশানি পুনঃ সৃষ্টিঃ কৃতা ততঃ ॥২৪  
 যত্র ভস্ম কৃতং দেবি জগদেতচ্চরাচরং ।  
 মহৎ শ্মশানস্ত বিদ্ধি সর্বেষাং লয়কারণং ॥২৫  
 মৃতানাং সর্ববেদানাং ভেজস্তত্র ব্যবস্থিতং ॥২৬  
 পঞ্চকোশত্মকং ভূতা তেজসা জগতাং তথা ।  
 নির্মায় মায়া দেহং ত্রৈপুরং তস্মৈ বক্ষসি ॥২৭

হে দেবি! তদন্তর আমি পৃথিবীকে রথ, চন্দ্রহর্যাকে চক্রে, ব্রহ্মাকে সারথি, বেদ সকলকে রজ্জু, দেবগণকে অশ্বাশ্ব রথাস্থ ও অশ্ব স্ত্রমেরুকে, শরাসন, বাসুকিকে গুণ, সচরাচর অখিল বিশ্বকে রথস্থ এবং বিষ্ণুকে বাণ করিয়া চরাচর ও দেবদৈত্যাদির সহিত ত্রিপুরাত্মকে ভস্ম করিলাম ॥২১-২৩ হে মহেশ্বর! তদন্তর আমি তথায় পুনর্বার সৃষ্টি করিলাম ॥২৪ যে স্থানে এই চরাচর ভস্মীভূত হইল, সেইস্থান অখিলের লয়কারণ মহাশ্মশান জানিবে ॥২৫ তথায় সমস্ত পুত দেবগণের তেজ নিহিত আছে, সেই স্থানের উপরিভাগে জগতের তেজঃ ॥২৬ ও মায়া দ্বারা পঞ্চকোশাত্মক ত্রৈপুর দেহ নির্মাণ করিয়া ॥২৭ তথায় আমি মৃত্যুহলে

তত্র মৃত্যুচ্ছলেনাহং তুষ্টাব পরমেশ্বরীং ।  
 তন্ত্বেজসি মহাকালং পরাং চৈতন্যরূপিণাং ।  
 ততন্ত্বেজসী সা কালী প্রাহুর্ভূতা পরা কলা ।  
 মহাদীপপ্রমাণস্ত তেজঃ কালিতি কিণ্ডিতং ॥২৮২৯  
 মুখমাত্রং সমাতুষ্টং মহাকাল্যাস্ত তেজসি ।  
 অতো গিরিমুখং নাম মুনিভিঃ পরিগীয়তে ॥৩০  
 তদৃষ্টা পরমেশানি আনন্দোমেব যায়তে ।  
 আনন্দ কাননং তস্মাদ গীয়তে বেদবাদিভিঃ ॥৩১  
 কালীময়ং হি তন্ত্বেজঃ সকলং সংবভূবহ ॥৩২  
 যথা তু সাগরে গচ্ছন্ শীকরঃ সাগরো ভবেৎ ।  
 তথা সূর্যাদিতেজোহি কালীতেজোবভূব হ ॥৩৩  
 তথা নানাঙ্গলং দেব গঙ্গায়াং পতিতমদি ।  
 গঙ্গৈব জায়তে সর্ব্বং তথা তেজঃ সুরেশ্বরী ॥৩৪

পরমা চৈতন্যরূপিণী পরমেশ্বরী মহাকালীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম ।  
 পরমাকলা মহাকালীর সেই তেজঃ মহাদীপ প্রমাণ তাহা কালী এই নামে  
 কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে ২৮২৯ সেই তেজে মহাকালীর মুখমাত্র দৃষ্ট হইয়া  
 থাকে, এই হেতু মুণিগণ সেই স্থানের গিরিমুখ' এই আখ্যা প্রদান করিয়া-  
 ছেন ৩০ হে পরমেশানি ! তাহা দর্শন করিলে দর্শকের মনে অতুল-  
 নন্দের সম্ভব হয় । সেই নিমিত্ত বেদবাদিগণ তাহার আনন্দ কানন' এই  
 নাম প্রদান করিয়াছেন ৩১ সেই তেজঃ সকলেই কালীময় হইল ।  
 যেক্ষণ বারিবিन्दুও সাগরে পতিত হইয়া জলরূপে পরিগণিত হয়, সেইরূপ  
 সূর্যাদির তেজও কালীতেজ হইল । ৩২ যেমন অস্ত্রা-  
 বহুবিধ জল গঙ্গায় পতিত হইয়া গঙ্গাই হইয়া থাকে, হে মহেশ্বরী ! সেই-

সৰ্ব্বং কাল্যভবং পূৰ্ণং নাস্তি ভেদো মহেশ্বরী ।  
 সৰ্ব্বং তদমৃতং দেবি জানিহি সুরসুন্দরি ॥৩৫  
 তামসামনিশং দেবি শিরসা ধারয়াম্যহং ।  
 ততোহি শঙ্করং মে নিশ্চিতং সত্যমেব ॥৩৬  
 ত্বাং কালীং শিরসাধার পঞ্চক্লেশময়ীং সতা ।  
 অহনিশং পূজয়ামি পরামনন্দবৃংহিতঃ ॥৩৭  
 অতো বিশ্বেশ্বরং মে সদৈব নাত্র সংশয় ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণাদিকানাঞ্চ ঈশ্বরো যঃ সুরেশ্বরী ॥৩৮  
 বিশ্বেশ্বরঃ স এব স্মারাপরঃ পরমেশ্বরী ।  
 কেবলানন্দবান্ ভুত্বা পূজয়ামি পূৰ্ণং সদা ।  
 তত্র অস্তাঃ কৃপা জাতা বাগ্ভবা যা শরীরিণী ॥৩৯

রূপ অস্ত সকল তেজ ও কালীময় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ৩৩৩৪ কালীই  
 "পূর্ণরূপা, হে পরমেশ্বরী ! তাঁহার ভেদ দৃষ্ট হয় না হে দেবি সত্য ! সেই  
 মমন্তুই অহুত বলিয়া অবগতি করিবে ৩৫ হে দেবি আমি তাঁহাকে  
 নিরন্তর শিরে ধারণ করিয়া আছি ; সেই হেতুই আমার শঙ্কর সত্য,  
 সত্যই নিশ্চিত হইয়াছে ৩৬ সেই পঞ্চক্লেশময়ী সেই কালীকে শিরে  
 ধারণপূর্বক পরনানন্দে সম্বন্ধিত হইয়া, আমি অহনিশা তাঁহার পূজা করি ।  
 ৩৭ এই কারণেই আমি বিশ্বেশ্বর হইয়াছি, সন্দেহ নাই । সুরেশী !  
 পরমেশ্বরী ! সেই বিশ্বেশ্বরই ! ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির ঈশ্বর, অপর কেহই  
 ঈশ্বর নহে ৩৮ আমি কেবলানন্দময় হইয়া সততই সেই মহাকালীকে  
 পূজা করিয়া থাকি । তিনি তথায় আমাকে অশরীরিণী বাক্যদ্বারা করুণ  
 প্রকাশ করিলেন ৩৯

শ্রীকাল্য উবাচ ।

ভো দেব পরমানন্দ মমানন্দঃ কৃতস্তয়া ।

অতঃ কাশ্যাং মৃতানাং স্বমানন্দং দেহি সর্বদা ॥৪০

ঈশ্বর উবাচ ।

ইতি শ্রুতা বস্তুস্তা মগ্নোঃ সমুত্তর্যবে ।

দদামি পরমং ব্রহ্ম মুমূষোঃ কর্ণগোচরে ॥৪১

বারাণাস্যাং সদা দেবি স্থিতা ধ্যানপরঃ শিবে ।

জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বারাণাস্যাং মৃতাস্চ যে ॥৪২

দদামি পরমং ব্রহ্ম তেবাং হি কর্ণ গোচরে ।

স্থিতা হি সকলং কর্মং সুকৃতং দুষ্কৃতং হি তে ।

ভবেচ্চ ব্রহ্ম নির্ব্বাণং মমোপদেশতঃ ক্ষণাৎ ॥৪৩

কালী কহিলেন, ভো পরমানন্দদায়িনী দেব ! তুমি আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিলে, অতএব তুমি কাশীতে মৃত ব্যক্তিগণকে সৰ্বদাই আনন্দ প্রদান করিবে । ৪০

ঈশ্বর কহিলেন, মহাকালীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, হে শিবে ! আমি অমৃত্যুগবে মগ্ন হইলাম । হে দেবি ! আমি বারাণসীতে নিয়তই ধ্যানপর হইয়া অবস্থিতিপূৰ্ব্বক মুমূর্শুগণের কর্ণগোচরে পরম ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি । ৪১ যে যে ব্যক্তিগণ, বারাণসীতে জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে প্রাণ পরিহার করে, আমি তাহাদিগের কর্ণগোচরে পরমব্রহ্ম মঙ্গ প্রদান করি । ৪২ সেই মাণবগণ সমস্ত সুকৃত ও দুষ্কৃতকর্ম পরিত্যাগপূৰ্ব্বক আমার উপদেশে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে । ৪৩ হে মহে-

তৎসর্বং সূকৃতং কৰ্ম দুষ্কৃতং বা মহেশ্বরী ।  
 ভবেদুশ্ম মহাকাল্যা প্রসাদাজ্ঞানোজগতঃ ॥৪৪  
 কাশীলগ্নং হি যৎকিঞ্চিৎ কাশী ভবতি তৎক্ষণাৎ ।  
 কাশীস্পর্শনমাত্রাৎ তু পাপরাশির্বিনশ্চতি ॥৪৫  
 শূলী কৰ্ম দহেৎ কালীতেজঃ স্পর্শাৎ ক্ষণান্তথা ।  
 তুলারাগ্নিঃ দহত্যগ্নিঃ কিঞ্চিৎ কালাদ্যথা শিবে ॥৪৬  
 তথা দহেৎ কৰ্মরাশিঃ কাশীজন্মৈকতো নৃণাং ।  
 কাশী স্থানং পুণ্যচয়ং কিং বাহং কথয়ামি তে ॥৪৭  
 অপি চেৎ তৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোহস্তি চেৎ ।  
 তদা কাশীফলং কিঞ্চিৎ দেবী বক্তং ক্ষমো ভবেৎ ॥৪৮  
 অগুজা উগ্ৰজাশৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ।  
 তে সৰ্ব্বৈ মুক্তিমায়াস্তি কাশ্যাক্ষেদ্ভাগ্যতোমূতাঃ ॥৪৯

স্বরী! সেই সমস্ত সূকৃত ও দুষ্কৃত মহাকালীর প্রসাদলব্ধ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা  
 ভস্মীভূত হইয়া যায়। ৪৪ যাহা কিছু কাশীতে লগ্ন হয়, তাহাই কাশীর  
 স্বরূপ হয়। কাশীর স্পর্শমাত্রেই পাপরাশি বিনাশ পায়। ৪৫ কালীব  
 তেজঃস্পর্শহেতু শূলীমহাদেব ক্ষণাত্রেই কৰ্ম দহন করে। হে শিবে!  
 অগ্নি যেমন স্পর্শমাত্রেই ক্ষণমধ্যেই তুলারাগ্নি দাহ করে, সেইরূপ কাশী  
 মানবের একজন্মেই সর্বজন্মের কৰ্মরাশি দহন করে। ৪৬ কাশীস্থান  
 পুণ্যরাশিসম্পন্ন, হে দেবি! পুণ্যরাশি কাশীর কথা আমি তোমাকে  
 আর কি বলিব। ৪৭ যদি তোমার সমান নারী এবং আমার সমান পুরুষ  
 হয়, তবে কাশীর কিঞ্চিৎ ফল বর্ণন করিতে সমর্থ হয়, তাহা অহের  
 অনির্বচনীয়। ৪৮ অগুজ, উগ্ৰজ, উদ্ভিজ্জ ও এই চতুর্বিধ জীবই

ইদং বারাগসী দেব মহাতেজোময়ী শুভা ।  
 যুগভেদাজ্জনৈবের দৃশ্যতে হি চতুর্ধিধা ॥৫০  
 কুতে রত্নময়ী কাশী ত্রেতায়াং স্বর্ণজা স্মৃতা ।  
 দ্বাপরে সা শিলারূপা কলৌ ভূমিময়ী শুভা ॥৫১  
 নাতঃপরতরং ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিচতে ।  
 সত্যং সত্যঃ মহাদেবি শপথেন বদামি তে ॥৫২  
 সংসারবন্ধনা দেবি মুক্তিমিচ্ছতি যঃ পুনঃ ।  
 পাষণ সদৃশোভুত্বা তিষ্ঠেৎ কাশ্যাং নযদ্বিতঃ ॥৫৩  
 স এব পণ্ডিতো জ্ঞানী স এব কুলপাবনঃ ।  
 প্রাণান্তেহপি মহাদেবি কাশীং ন নিস্ত্যজেদ্বদুধঃ ॥৫৪

যদি ভাগ্যবশে কাশীতে জীবন বিসর্জন করে, তবে সেই সকলেই মুক্তি  
 প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ৷৫০ হে দেবি ! এই বারাগসী মহাতেজোময়ী ও  
 কল্যাণদায়িনী । সত্যযুগে রত্নময়ী, ত্রেতায়াং স্বর্ণময়ী, দ্বাপরে শিলাময়ী  
 ও কলিযুগে মুগ্ধা, যুগভেদে কাশী এই চতুর্ধিধা দৃষ্ট হইয়া থাকেন ৫০  
 কাশী সত্যযুগে রত্নময়ী, ত্রেতায়াং স্বর্ণময়ী, দ্বাপরে শিলারূপা কলিতে ভূমি-  
 ময়ী জ্ঞানিবে ৷৫১ হে মহাদেবি ! কাশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র  
 ত্রিলোক মধ্যে আর নাই, ইহা আমি তোমাকে সত্য সত্যেই শপথ করিয়া  
 বলিতে পারি, ৷৫২ যে ব্যক্তি সংসারবন্ধে অবস্থিত হইয়া মুক্তিলাভের  
 কামনা করে সে পাষণ সদৃশ হইয়া মনঃসংযমপূর্বক কাশীতে অবস্থান  
 করিবেক ৷৫৩ হে মহাদেবি ! যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও কাশী পরিত্যাগ  
 না করে সেই ব্যক্তি পণ্ডিত, জ্ঞানী, কুলপাবন ও বোধবান্, সন্দেহ  
 নাই ৷৫৪ যে নর কাশীপ্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করে, তাহার তুল্য পরম

স এব পরমোমূৰ্খঃ স এব কুলনাশকঃ ।

বৃথৈব মূৰ্খলোকেন কাশীং প্রাপ্য সমুচ্ছ্রিতঃ ॥৫৫

বহুভিজ্ঞানভিঃ পুণৈর্ঘ্যাদি কাশী লভেৎ পুনঃ ।

তদা নৈব ত্যজেৎ কাশীং প্রাণান্তেহপি কদাচন ॥৫৬

অনায়াসেন সংসারসাগরং যন্তিতীৰ্ষতি ।

স গচ্ছেদপি যত্নেন মম বারানসীং পুরীং ॥৫৭

অন্নং দদ্যাদন্নপূর্ণা জ্ঞানং দদ্যাৎ সরস্বতী ।

প্রাণান্তে মুক্তিদাতাহং কাশ্যাং স্থিতা সदैব হি ॥৫৮

এবন্তে কথিতং দেবি যং পৃষ্ঠং গিরিজে ময়ি ।

পরমং পাবনং মোক্ষং কিমিতঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৫৯

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্বিংশতিতমোহশ্রো

ষোড়শঃ পটলঃ ।

মূৰ্খ ও কুলনাশক আর নাই । মূৰ্খলোকেই কাশী প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করে । ৫৫ যে বুদ্ধিমান মানব অনায়াসে সংসারসাগর পার হইবার বাসনা করে সে যত্নপূৰ্ণক আমার বারানসীপুরে গমন করিবে । ৫৭ তথ্যর অন্নপূর্ণা অন্নদান করেন, সরস্বতী জ্ঞানদান করেন এবং আমি সততই অবস্থিতি করিয়া প্রাণান্তকালে মুক্তিদান করিয়া থাকি । ৫৮ হে গিরিজে দেবি ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে সেই পরমপাবন মোক্ষবিধর আমি তোমাকে কহিলাম অতঃপর আর শুনিতে ইচ্ছা কর । ৫৯

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে ষোড়শ পটল ।

## সপ্তদশ পটলঃ

### শ্রীদেব্যানাচ

গুরু দুঃ সর্বলোকাত্মা পরমেশ পুরাতন  
জগদুর্দ্ধকলাধীশ বদ কোলানিপাতং ॥১

### ঈশ্বর উবাচ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কোলাসুরং নিপাতনং ।  
মহাকালীপ্রসঙ্গেন বৃত্তান্তমিদমুতং ॥২  
পাপং জাতং ব্রহ্মশাপাদ্ বিসেগরতুলতেজসঃ ।  
পীড়িতস্তেন পাপেন তপশ্চক্রে স সর্ব বৎ ॥৩  
হিমালয়ন্তিকে গতা তংপাপক্ষরাত্মকং ।  
অষ্টাক্ষরীং মহাবিভাং মহাকল্যাঃ সদাজপন্ ॥৪

দেবী কহিলেন, হে পুরাতন ! পরমেশ ! আপনি সর্বলোক গুরু ।  
হে জগতের উর্দ্ধকলাধীশ্বর ! এখানে কোলানিপাতন বর্ণন করুন ১

ঈশ্বর কহিলেন, দেবি ! কোলাসুর নিপাতন কহিতেছি শ্রবণ কর ।  
মহাকালীর প্রসঙ্গে এই বৃত্তান্ত পরম অদ্ভুত ২ ব্রহ্মশাপবলে অতুল তেজস্বী  
বিষ্ণুর পাপ উৎপন্ন হইল । সেই সর্বজ্ঞদেব সেই পাপে পীড়িত হইয়া,  
তপস্তা করিতে লাগিলেন ৩ তিনি হিমাচলসন্নিধানে গমন করিয়া, সেই  
পাপের ক্ষয়কারী মহাকালীর অষ্টাক্ষরী মহাবিভা সততই জপ করিতে  
আরম্ভ করিলেন ৪ হে মহেশ্বর ! দশসহস্র বৎসরান্তে মহাকালীর সন্তোষ  
হইল । তাহার সন্তোষ মাত্রই বিষ্ণুর ক্ষয়পঙ্কজ হইতে কোলানামক



দশবর্ষ সহস্রান্তে তন্ত্রোষস্ত মহেশ্বরী ।  
 তন্ত্রাঃ সন্তোষমাত্রেন বিষ্ণোহৃদয়পঙ্কজাঃ ।  
 কোলানামাসুরো ভূত্বা নির্গতা সহসা হি সঃ ॥৫  
 তেন দৈত্যেন বলিনা সর্বং নীতং ছুরাত্মনা ।  
 ইন্দ্রাদিসকলান দেবান্ বিনিজ্জিত্য মহাসুরঃ ।  
 কৃষ্ট্বা চ বৈষ্ণবং ধাম ব্রহ্মণঃ কমলাসনং ॥৬  
 ততোবিষ্ণাদরো দেবাঃ কানীং গতা সনাতনী ।  
 তুষ্টাবুর্ভক্তিয়োগেন রক্ষ রক্ষতি বাণিঃ ॥৭

কাল্যুবাচ ।

ইদানীং রে বৎস বিষ্ণো হ'ন্ম কোলান্ সবাক্তবান্ ।  
 কোলা নগরমাশ্রায় কুমারীরূপমাস্থিতা ॥৮

ঈশ্বর উবাচ ।

এবং শ্রুতা কালবাণীং ব্রহ্মবিষ্ণুদয় সুরাঃ  
 এবং শ্রুত্বা কালবাণীং ব্রহ্মবিষ্ণুদয়ঃ সুরাঃ ।  
 আনন্দজলধৌ মগ্নাঃ শিখিবন্নতুর্ঘনাঃ ॥৯

মহাসুর সংসা নির্গত হইল ৫ সেই ছুরাত্মা বলবান্ দৈত্য ইন্দ্রাদি দেবতা-  
 গণকে পরাজিত করিয়া, অখণ্ড মণ্ডল, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মার কমলাসন  
 প্রভৃতি সকলই জয় করিয়া লইল ৬ অনন্ত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, সনাতনী  
 কানীর নিকট গমন করিয়া, “রক্ষ, রক্ষ” ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিপূর্বক  
 স্তব করিতে লাগিলেন ৭ ঈশ্বর কহিলেন রে বৎস ! বিষ্ণো ! এক্ষণে আমি  
 কুমারীরূপ ধারণ করিয়া, কোলানগরী গমনপূর্বক সেই অমরকুলবর্ষের  
 কোলাসুরকে সবাক্তবে হনন করিব ৮

### ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃকালী করালান্ধা দ্বিজবাল্যস্বরূপতঃ ।  
গত্বা কোলাপুরং দেবি কোলাসুরসমীপতঃ ।  
তমযাচততদ্ভক্ষ্যঃ কুমারী দৈত্যপুঙ্গবং ॥১০

### কালুবাচ

মাতৃতাতবিহিনাহং সহায়পরিবর্জিতা ।  
ক্ষুধিতাহং মহারাজ ভোজ্যং মহং প্রদীয়তাং ॥১১

### ঈশ্বর উবাচ ।

ততকোলাসুরো দেবি মায়সা পরিমোহিতঃ ।  
দয়য়া তাং করে ধ্বজা বিবেশান্তপুরে স্বয়ম্ ॥১২  
উবাচ ভোজ্যং দাস্তামি তুভ্যং যন্তে স্বভস্মিতং ।  
অত্রোপবিশ বালে ত্বং আসনে মণিরঞ্জিতে ॥১৩

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ মহাকালীর এইরূপ বচন-  
পরম্পরা শ্রবণপূর্বক আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া, মনুষ্যতুল্য নৃত্য করিতে  
লাগিলেন ।২ তদনন্তর করালবদনী মহাকালী বিপ্রকুমারীর রূপ ধারণ  
পূর্বক কোলাপুরে কোলাসুর সন্নিধানে গমন করিয়া, সেই দৈত্যরাজকে  
কিঞ্চৎ ভক্ষ্য দ্রব্য যাক্রা করিলেন ।১০

কালী কহিলেন, আমি মাতৃতাতবিহীন, সহায়বিহীন, হে মহারাজ !  
আমাকে কিঞ্চিং খাদ্যদ্রব্য প্রদান করুন ।১১

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ! তদনন্তর কোলাসুর মায়ায় মোহিত হইয়া  
রূপাপ্রকাশপুরঃসর সেই কুমারীর করে ধারণপূর্বক স্বয়ং তাহাকে অন্তঃ-  
পুরে প্রবেশ করাইলেন ।১২ এবং কহিলেন, যাহা ইচ্ছা আমি সেই

ইত্যুক্তাসৌ দদৌ ভোজ্যং দানাবিধমনেকশঃ ।

ভুক্তা সা সকলং দেবী পুনর্দেহীতি ব্যদীনী ।

পুনর্দদৌ বহুতরং তচ্চাপি বুভুজে স্বয়ম্ ।

নাহং তৃপ্তা বদন্তীং তাং কোলোবাচ তদ্যশ্বরঃ ॥১৪

যথা তৃপ্তির্ভবেদ্বালে তাবচ্ছ তন্তথা কুরু ।

ইহ্যদীরিতমাকর্ণ্যকালী বাল-স্বরূপিনী ॥১৫

কোষং হয়ং হস্তিনঞ্চ রথং সৈন্তং সবাক্ষবং ।

অগ্নেন বুভুজে কালী কোলাশ্বরং মহাবলং ॥১৬

কালরুদ্রো যথা কালে ক্ষণাদ্যুগত্রয়ং নয়েৎ ।

তথা কোলাপুরং শৃণুং কৃতং কাল্যা ক্ষণাচ্ছিবে ॥১৭

ভোজ্যই তোমাকে প্রদান করিব । হে বালিকে ! তুমি এই মনিরঞ্জিত আসনে উপবেশন কর । এই বলিয়া ঐ দৈত্য বহুবীর বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিল । বালিকা সেই সমস্তই ভক্ষণ করিয়া বলিলেন, ইহাতে আমার তৃপ্তি হইল না, পুনর্বার ভোজ্য আনয়ন কর । ১৩ দৈত্য-রাজ পুনর্বার বহুতর খাদ্য প্রদান করিলে, সে সকল ও ভক্ষণ করিয়া কহিলেন, আমার ইহাতে পরিতৃপ্ত হইল না । তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কোলাশ্বর কহিল, ১৪ হে বালে । যাহাতে তোমার তৃপ্তি হয়, তুমি তাহাই কর । বাল্যরূপিনী কালী কোলার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ১৫ তাহার কোষ, অশ্ব, হস্তী, রথ, সৈন্ত, বাক্ষব এই সকল ভক্ষণ করিয়া, মহাবল কোলাশ্বরকে ভোজন করিলেন । ১৬ হে শিবে ! যখন কালরুদ্র ক্ষণমধ্যে যুগত্রয়কে মহাকালমধ্যে আনয়ন করে, সেইরূপ মহাকালী ক্ষণ-শূন্য করিয়া ফেলিলেন । ১৭ তদনন্তর বিষ্ণুপ্রমুখ দেবতাগণ অগ্নি সকল

হতারয়স্তুতোদেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমুখস্তথা ।  
 নিরন্তরং পুষ্পবৃষ্টিং চক্রস্তু ননৃতঃ পরং ॥১৮  
 জগুঃ সুললিতং গীতং দেবগন্ধর্বকিন্নরাঃ ।  
 বিজ্ঞাধরী দেবপত্নীকিন্নরীভিঃ সমন্ততঃ ॥১৯  
 পূজিতাস্তৈঃ কুমারী সা কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ ।  
 সর্বলোকৈঃ পূজিতাচ কুমারী সা গৃহে গৃহে ৥২০  
 ততঃ সাস্তুহিতা দেবী কুমারী ব্রহ্মবিগ্রহা ।  
 এবং তেহত ময়া প্রোক্তং কোলাশুরনিমুদনং ॥২১  
 ব্রহ্মশাপো দুরাধর্ষঃ ভ্রমতোহপি মচাচরেৎ ।  
 বাগ্‌বজ্রং ব্রাহ্মণানাং সদা জানীহি কামানি ॥২২  
 অতোহবিভ্যঃ সবিভ্যো বা বিপ্রঃপূজ্যঃসদা ভবেৎ ।  
 সন্তুষ্ট্য ব্রহ্মণান্ দেবি তুষ্টাবয়ং সদা সুরাঃ ॥২৩

হত হইব দেখিয়া, পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । দেব গন্ধর্ব  
 কিন্নরগণ এবং বিজ্ঞাধরী কিন্নরী ও দেবপত্নীগণ হর্ষভয়ে নৃত্যগীত আরম্ভ  
 করিলেন ১৮-১৯ তদনন্তর সকলেই মিলিত হইয়া কুসুমচন্দনভাবে  
 সেই কুমারীর পূজা করিলেন । তৎপরে সমস্ত লোক আপনাদের গৃহে  
 কুমারীপূজা করিতে লাগিল ২০ তদনন্তর সেই ব্রহ্মরূপিণী কুমারী  
 অস্তর্হিতা হইলেন । হে দেবি ! এই তোমাকে কোলানিপাতন কহি-  
 লাম ২১ হে কুলবতী ! ব্রহ্মশাপ দুর্দয়ণীয়, ভ্রমেও ব্রহ্মশাপের কার্য্য করি-  
 বেন না, ব্রাহ্মণের অভিশাপ বাক্য বজ্রস্বরূপ জানিয়া কার্য্য করিবেন না,  
 ব্রাহ্মণের অভিশাপ বাক্য বজ্রস্বরূপ জানিবে ২২ এই হেতু ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা  
 অবিদ্বান্ হইলেও সে দেবতুল্য ! ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট থাকিলেই আমরা

বিতুষ্টে ব্রাহ্মণে দেবি বিতুষ্টাবয় মেব হি ॥২৪  
 বহুকার্যশতং দেবি ব্রাহ্মণঃ স্বমুপাচরেৎ ।  
 আত্মমোহিতকামেন্ন তথাপি তং ন চোৎসৃজেৎ ॥২৫  
 নাপমানঞ্চ কর্তব্যং সর্বদা সুরপুঙ্গবে ।  
 ব্রাহ্মণঃ নর্বদেবাত্মা মোক্ষতেজোসমোহি সঃ ॥২৬  
 অপ্রসূতিশ্চ সা কালী কুমারীরূপধারিণী ।  
 ততঃ প্রভৃতি দেবেশি কুমারী পূজ্যতেস্বরৈঃ ॥২৭  
 ব্রহ্মাবিস্ফুমহেশাঠেঃ কুমারী পূজ্যতে সদা ।  
 অগ্নৈঃ সর্বৈঃ প্রপূজ্যেভ ব্রহ্মাণ্ডতল গোচরৈঃ ॥২৮  
 কুমারী পূজনফলং বক্তুঃ নার্হামি সুন্দরি ।  
 জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্ত বক্তুকোটিপতৈরপি ॥২৯  
 তস্মাচ্চ পূজয়েদ্ধালাং সর্বজাতিসমুদ্ভবাং ॥  
 জাতিভেদো ন কর্তব্যঃ কুমারীপূজনে শিবে ॥৩০

সকল দেবতাই সম্বুধ থাকি ।২৩ হে দেবি ! ব্রাহ্মণ অসম্বুধ হইলে, আমারও  
 বিতুষ্ট হই ।২৪ ব্রাহ্মণ যদিও শত শত অকার্য্য করেন, তথাপি তাঁহাকে  
 পরিত্যাগ বা তাঁহার অপমান করা কর্তব্য নয় ।২৫ হে সুরবরে ! ব্রাহ্মণ  
 নর্ব দেবময় এবং মোক্ষতেজঃসমান জানিবে ।২৬

সেই কালী অপ্রসূতি কুমারীরূপধারিণী হইয়াছিলেন, সেই হেতু  
 তদবধি দেবগণ কুমারীপূজা আরম্ভ করিলেন ।২৭ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি  
 সকলেই এবং তদনন্তর ব্রহ্মাণ্ডতলনিবাসী সর্বলোকেই কুমারী পূজা  
 করিতে লাগিলেন ।২৮ হে সুন্দরী ! আমি কোটিসহস্র জিহ্বা ও মুখ-  
 দ্বারাও কুমারীপূজার ফল বর্ণন করিতে অক্ষম ।২৯ হে মহেশানি ! সেই

জাতিভেদান্মহেশানি নরকান্ন নিবৰ্ত্ততে ॥  
 বিচিকিৎসাপরোমদ্বী ঋবঞ্চ পাতকী ভবেৎ ॥৩১  
 দেবী বুদ্ধ্যা নহাভক্ত্যা তস্মাত্তাং পরিপূজয়েৎ ।  
 সৰ্ববিঘ্নাত্মরূপা হি কুমারী নাত্র সংশয়ঃ ॥৩২  
 একা হি পূজিতা বালা সৰ্বং হি পূজনং ভবেৎ ॥৩৩  
 যদি ভাগ্যবপাদ্বেবি বেণ্ডাকুলসমুদ্ভবাং ।  
 কুমারীং লভ্যেতে কাস্তে সৰ্বস্বেনাপি সাধকঃ ॥  
 যত্নতঃ পূজয়েত্তাস্ত স্বৰ্গরৌপ্যাদিভির্শূদা ॥৩৪  
 তদা তস্য মহাসিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 মহা সিদ্ধিৰ্ভবেদস্য স এব শ্রীসদাশিব ॥৩৫  
 লক্ষণং তস্য বক্ষ্যামি তচ্ছৃমুষ প্রিয়স্বদে ।  
 বপুস্তস্য মহেশানি কাঞ্চনং পরিজায়তে ॥  
 সৰ্বসিদ্ধিযুতোভূসা ক্রীড়তে ভৈরবো যথা ॥৩৬

হেতু সৰ্বজাতীর কুমারীগণের পূজা করা কৰ্ত্তব্য, হে শিবে ! কুমারীপূজায়  
 জাতিভেদ নাই । ৩০ ইহাতে জাতিভেদ বিচার করিলে, নরকে পতিত  
 ইহা আর পুনরাগমন করিতে পারে না । মদ্ববান্ ব্যক্তি অবিচারিত  
 কৰ্ম্ম করিলে পাতকী হয় । ৩১ অতএব মহাভক্তি ধারণ করিয়া, দেবীবোধে  
 কুমারীর পূজা কৰ্ত্তব্য । কুমারী সৰ্ববিঘ্নার স্বরূপা সন্দেহ নাই । ৩২  
 একটী কুমারীর পূজা করিলে সৰ্বদেবদেবীর পূজা করা হয় । ৩৩ হে দেবি !  
 যদি ভাগ্যবশে বেণ্ডাকুলসমুদ্ভবা কুমারী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সাধক  
 ব্যক্তি তাহাকে স্বৰ্গরৌপ্যাদি সৰ্বস্ব প্রদানপূৰ্বক ও যত্ন পূৰ্বক পূজা  
 করিবে । ৩৪ এইরূপ করিলে সাধকের মহাসিদ্ধি হইবে এবং সে সদাশিব তুল্য

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে গতিস্তস্মৈ শূনিশ্চিতং ।  
 হঠাৎ জায়তে সর্বং যদ্যন্মনসি বর্ত্যতে ॥৩৭  
 কাব্যেহ সমাসাচ্চ সর্বত্র ব্যোপকো ভবেৎ ।  
 অব্যাহতঞ্চ সর্বত্র যথা পুরন্দরঃ শিবে ।৩৮  
 দেবদানব-গন্ধর্ব্ব-নাগ-কিন্নর কামিনী ।  
 বিজাধরী রাজনারী সেবতে তং দিবানিশং ৩৯  
 অস্তে প্রাপ্যতে তেক পরং নির্বান মুত্তমং ॥  
 কুমারী পূজনে কালে সাধকঃ শিবাভ্যং ব্রজেৎ ॥৪০  
 কুমারী পূজ্যতে যত্র স দেশঃ ক্ষিতিপাবনঃ ।  
 মহাপুণ্যতমোভূয়াৎ সমস্তাং ক্রোশপঞ্চকং ॥৪১

সিদ্ধ হয়। সন্দেহ নাই ।৩৫ কুমারীসাধকের লক্ষণ কহিতেছি, হে প্রিয়ষদে !  
 তুমি তাহা শ্রবণ কর । তাহার বপুঃ কাঞ্চনকাস্তি হয়, এবং সে ব্যক্তি  
 সর্ববিধ সিদ্ধযুক্ত হইয়া, ভৈরবের গ্রাম বিহার করিয়া থাকে ।৩৬ সে স্বর্গ,  
 মর্ত্য ও পাতাল সর্বত্রই গমন করিতে পারে । যখনি যাহা মনে হয়, অমনি  
 তদ্রূপ ধারণ করিতে পারে ।৩৭ কায়ী বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ  
 সর্বত্রই ব্যাপক হইবার সামর্থ্য হয় । পুরন্দরের গ্রাম সর্বত্রই তাহার আজ্ঞা  
 অব্যাহতি ।৩৮ দেব দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিন্নরগণের কামিনীগণ এবং  
 বিজাধরী ও রাজনারীগণ সকলে সততই তাহার সেবা করিয়া থাকে ।৩৯  
 এবং সেই সাধক অন্তকালে পরম নির্বান প্রাপ্ত হয় । কুমারী পূজাকালে  
 সাধক শিবহ লাভ করে ।৪০ যে স্থানে কুমারী পূজা হয়, সেই স্থান  
 ক্ষিতির মধ্যে পবিত্র ও সেই স্থান চারিদিকে পঞ্চক্রোশ সহিত পুণ্যময়  
 হয় ।৪১ এই ভারতমণ্ডলে কুমারীর পূজা করিলে, ঐ কুমারীর দেহ হইতে

কুমারীং পূজনং যত্র কুর্য্যাক্ষ পরমেশ্বরী ।  
 ক্ষুতের মহাজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষং ভরিতে ভুবি ॥৪২  
 বিশ্বন্তরোমাম রাজা চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ ।  
 অপূজয়েৎ কুমারীং তাং বেষ্টাকুলসমুদ্ভবং ।  
 কাঞ্চীনাম্নীং কৃষ্ণবর্ণাং সর্বলক্ষণ পূরিতাং ॥৪৩  
 পূজাকালে মহাদেবী কাঞ্চী ভলেৎ ক্ষুরংপ্রভা !  
 তত্রপ্রভা পচলাচ্ছনো রাজা মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥৪৪  
 সম্যক্প্রপূরিতা ন স্ম্যৎকাঞ্চী জ্যোতির্শ্রয়ী প্রভা ।  
 ভূত্বা নিত্যাহি তং স্বপ্নে গৃহাতি পূজনং সদা ॥৪৫  
 কাঞ্চীনাম্নী পুরীজাতা তৎস্থানন্ত মহাকলা ।  
 মোক্ষদা সা পুরী জেয়া পঞ্চকোশময়ী

শিচত্রমেতন্নগেন্দ্রজে ॥৪৬

প্রত্যক্ষরূপে প্রভাক্ষুরিত হয় ৷৪২ বিশ্বন্তর নামে এক চৈত্রবংশীয় রাজা  
 বেষ্টাকুলসমুদ্ভবা এক কুমারীর পূজা করিয়াছিলেন ৷৪৩ হে মহাদেবি ! ঐ  
 কুমারীর নাম কাঞ্চী, সে সূর্যলক্ষণসম্পন্ন ও কৃষ্ণবর্ণা । পূজা কালে  
 ঐ কুমারীর কৃষ্ণবর্ণ দেহ হইতে প্রভামণ্ডল ক্ষুরিত হইতে লাগিল ।  
 রাজা সেই মহাপ্রভামণ্ডলে আচ্ছন্ন হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন ৷৪৪ ঐ  
 কুমারী কাঞ্চী প্রভাপূর্ণা ছিল না, কিন্তু সে তদবধি জ্যোতির্শ্রয়ী হইয়া  
 সেই স্থানে পূজা গ্রহণ করিতে লাগিল ৷৪৫ হে দেবি ! সেই স্থানে  
 কাঞ্চী নাম্নী এক মহাকলদায়িনী পুরী হইল । চারিদিকে পঞ্চকোশ,  
 সহিতা সেই পুরী কল্যাণপ্রদা ও মোক্ষদায়িনী ৷৪৬ হে নগেন্দ্রনন্দিনী !



অতঃ কাঞ্চীপুরী দেবি যুতাবারণী শুভা ।

এবম্ পূজিতা বালা কম্পিল্লেন মহাত্মনা ॥৪৭

কাম্পিল্লে নগরে পূর্বং তামুদ্ভুতাং বরনিনে ।

অত্ৰাপি দৃশ্যতে লোকে শিলারূপেণ তিষ্ঠতা ॥৪৮

সর্ব পুণ্যতমোবাসং সর্বতীর্থসমাকুল ।

সর্ববজ্রযুতং দেবি মহর্ষীনাঞ্চ বেষ্টিতং ॥৪৯

সর্ববাশ্চর্য্যসমাক্রান্তং কাম্পিল্লে নগরে পরং ।

যে বসন্তি মহাদেবী কাম্পিল্লনগরেপুরে ।

ইহভূক্তা বরান্ ভোগান্ মম তুষ্টি প্রদায়কাম্ ॥

সর্ব সম্পৎসমাকীর্ণা নন্তে দেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥

উল্লঙ্ঘ্য ব্রতলোকঃ বে দেব্যাঃ স্থানং সনাতনম্ ॥৫০৫২

যদি কামী ভবেৎ কেহপি বৈকুণ্ঠং পরমং ব্রজেৎ ।

মল্লোকং বা মহেশানি যথা মে মনিমন্দিরং ॥৫৩

সেখানে গৃহকর্মাদি যাহা যাহা করা যায়, তদ্বারাই তাহার পূজা হয় ।

হে দেবি ! ইহা অতি বিচিত্র ।৪৭ হে মহেশানি । এই হেতু কাঞ্চী-

পুরী বারানসীর ত্রায় কল্যাণদায়িণী জানিবে । পূর্বে কাম্পিল্ল নামক

নগরে কুমারীদেবীর পূজা হয়, অত্ৰাপিও সেই কুমারী শিলারূপে

তথায় অবস্থিতি করিতেছেন ।৪৮ সেইস্থান পরম পুণ্যতম বসতিস্থান,

উহা সর্ববজ্রযুত ও সর্বতীর্থসমাকুল, ঋষিগণ সেবিত ও সর্বৈশ্বর্য্যময় ।৪৯

হে দেবি ! যে ব্যক্তি কাম্পিল্লনগরে বাস করে, সে দেবীর প্রসাদে

ইহলোকে সর্ববিধ উৎকৃষ্ট তুষ্টিপ্রদ ভোগ্য উপভোগবান্ এবং সর্বসম্পত্তি

বান্ হয় ; পরকালে ব্রহ্মলোক উল্লঙ্ঘন পূর্বক দেবীর স্থান প্রাপ্ত

এব্য তেহু ময়া প্রোক্তং কুমারীচরিতং শিবে ।  
 কিঞ্চিদেব মহামায়ে পুনঃ কিং পরিকথ্যতে ॥৫৪  
 ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে  
 সপ্তদশঃ পটলঃ ।

## অষ্টাদশ পটলঃ ।

শ্রীদেবুবাচঃ ।

শ্রুতং কুমারীচরিতং পূর্বং হি দেবাজ্জিতং ।  
 ইদানীং শ্রোতু মিচ্ছামি কহোচরিতং পরং ॥১

হয় । ৫০।৫২ যদি কোন ব্যক্তি কামী হন, তবে সে বৈকুণ্ঠপুরে গমন  
 করিয়া থাকে, অথবা আমার লোকে মণিমন্দিরে বাস করে । ৫৩ হে  
 শিবে ! এই আমি তোমাকে অল্প কিঞ্চিৎ কুমারীচরিত কহিলাম । হে  
 মহামায়ে ! আর কি কহিব, বল । ৫৪

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে চতুর্বিংশতি  
 সাহস্র্যে সপ্তদশ পটল ।

দেবী কহিলেন, হে মহাদেব ! দেবতাজ্জিত পুরাতন কুমারীচরিত  
 শ্রবণ করিলাম এক্ষণে পরমোৎকৃষ্ট কহোলচরিত শ্রবণ করিতে বাসনা  
 হইতেছে । ১ আপনি কৃপা করিয়া সেই সর্বলোকহিতকর, যোগিগণের  
 হৃদয়ার্থপ্রদ সাধুচরিত কীর্তন করুন । ২

আজ্ঞা পর মহাদেব কৃপয়া পরমা হি তৎ ।

হিতং হি সর্বলোকানাং যোগিনাং হৃদয়ার্থদং ॥২

ঈশ্বর উবাচ ।

বেদবেদান্তবেদাস্কুসর্বশাস্ত্রস্বরূপভাক্ ।

সর্বযোগী সর্বতীর্থপুতং সর্বপাপবর্জিতঃ

সর্ববিদ্যাসর্বমন্ত্রকৃত সিদ্ধিঋষীশ্বরঃ ।

সর্বব্যর্থ্যঋষিশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজ্য মেদিনীং ।

চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্ধিগমানসঃ ॥৪

সহস্রসূর্য্যসঙ্কশঃ স এবাসীৎ পুরা শিবঃ ॥৫

চিন্তিয়া পরয়া সোহভূৎ প্রদীপ ইব চাপরে ।

তদকাশসমুদ্ভুতা শ্রুতা বাণী মহর্ষিণা ॥৬

কহোলয়াহি পূর্বং তং শঙ্করং দেব শঙ্করং ।

স গুরুঃ সর্বসত্ত্বানাং সকলং তে করিষ্যতি ।

ঈশ্বর কহিলেন, বেদবেদান্ত বেদাপ্রতত্ত্ব ও সর্বশাস্ত্রতত্ত্বগ্রাহী, সর্ব-  
 ঋককারী, সর্বতীর্থসম্পূত, সর্বপাপবিবর্জিত, সর্ববিদ্যা ও মন্ত্রদ্বারা  
 কৃতসিদ্ধি, ঋষিগণের বরণীয় ঋষিশ্রেষ্ঠ, ঋষিশ্বর কহোল মেদিনীমণ্ডল  
 পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ৩.৪ সেইকালে তিনি এক মহতী চিন্তা প্রাপ্ত  
 হইলেন ; তদ্বারা তিনি অতীব উদ্ভিগমনা হইয়া পড়িলেন । পূর্বে তিনি  
 সহস্রসূর্য্যপ্রভ ছিলেন । ৫ এক্ষণে মহতী চিন্তায় প্রদীপশিখার আয় ক্ষীণ  
 হইয়া পড়িলেন । তদনন্তর মহর্ষি এক আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন । ৬  
 অহে কহোল ! তুমি পূর্বদিকে কল্যাণকর শঙ্করদেবের নিকট গমন

শ্রদ্ধা তাং গাগনীং বাণীং পরমানন্দসংস্কৃতঃ ।  
 গহোবাচ কহোলো মে বৃত্তান্ত স্কলং হি তৎ ॥৭।৮  
 ততস্তস্মৈ ময়া দত্তা বিত্তা কালী পরাকলা ।  
 চন্দ্রাক্ষরী সর্বজ্ঞানভাবনী চিন্ময়ী ।  
 দত্তশ্চ পরমাচারঃ শ্রীমদাগ্রমসম্মতঃ ।  
 কথিতঞ্চ ময়া তস্মৈ কহোল পুত্র তচ্ছৃণু ॥৯  
 অনেনাচার যোগেন গতা কালীং দিগম্বরীং ।  
 ভাবয়িত্বা পূজয়েদ্ যঃ সর্বজ্ঞানবিভাষিনীং ॥১০  
 ততস্তে সংশয়ো নষ্টো ভবেয়ুর্ভবনেশ্বর ॥১১  
 ইত্যাজ্ঞপ্তঃ কহোলঃ স ঋষি র্সেদবিশারদঃ ।  
 গতা কাশীং যজ্ঞেৎ কালীং পঞ্চাচারযুতোমুদা ॥১২

কর । তিনি সর্বজীবের গুরু তিনিই তোমার সর্বচিন্তা দূর করিয়া সর্বকার্য সম্পাদন করিয়া দিবেন ।” সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দনীরে পরিপ্লুত হইয়া, পূর্বাদিকে গমন পূর্বক আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥৭।৮ তদনন্তর আমি তাঁহাকে পরমাকলা কালীবিত্তা অর্পণ করিলাম । ঐ বিত্তা চন্দ্রাক্ষরী এবং সর্বজ্ঞানদায়িনী চিন্ময়ী ও কল্যাণপ্রদা । আর তাঁহাকে শ্রীমদাগ্রমসম্মত পরম সদাচার ও প্রদান করিয়া কহিলাম, হে বৎস কহোল ! শ্রবণ কর ॥ এই আচার-যোগে কাশীতে দিগম্বরী কালীর নিকট গমন করিয়া, সেই সর্বজ্ঞান বিভাষিনীর পূজা করবে ॥১০ তাহাতে ভুবনেশ্বর সান্নিধ্যানে তোমার সর্ব-সংশয় বিনষ্ট হইবে ॥১১ সেই বেদবিশারদ ঋষি কহোল আমার দ্বারা এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কাশী গমন করিয়া, পঞ্চোপচারে কালীর পূজা

ততন্তে সংশয়াবিন্নাঃ পলায়ন্তে দিনে দিনে ।  
 ঋষেস্তস্য কলোলস্য বেদমূর্ত্তেঈহা মতে ॥১৩  
 ততন্তশ্মিন্ কৃপা জাতা মহাকাল্যা ঋষেঃ শুভাঃ  
 তথাচ কৃপয়াপ্রাপ্য কহোলঋষিসত্তম্য ॥১৪  
 আত্মানং কালিকারূপং পরং ব্রহ্ম সনাতনং ।  
 জ্ঞানমায়াবিনির্ধূত মদ্বৈতং পরমং শিবে ॥১৫  
 সর্বমায়াবিনির্মুক্তোজাতঃ স ঋষিরুত্তমঃ  
 সর্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেজ্জগতেচরাচরং ॥  
 আত্মদেহাদিকং কিঞ্চিজ্জানাতি ন চ কহি চিং ।  
 তেনৈব ব্রহ্মজ্ঞানেন দেহকর্মাদিকং খলু ।  
 ভস্মীভূতং মহেশাস্মি ঋষেস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১৭  
 ব্রহ্মভূতঃ কহোলঋষিহাকাল্যাঃ প্রসাদতঃ ॥১৮

করিল । ২ তদনন্তর তাহাতে মহামতি দেবমূর্ত্তি ঋষির সংশয়বিশ্বসকল  
 দিনে দিনে পলায়ন করিতে লাগিল । ১৩ তদনন্তর সেই ঋষির প্রতি  
 মহাকালীর কৃপা হইল । কালীর কৃপায় কহোলঋষি । ১৪ আত্মস্বরূপ  
 পরমব্রহ্ম সনাতন মায়াবিরহিত জ্ঞাননির্ধৌত অদ্বৈত পরম কালীরূপ প্রাপ্ত  
 হইলেন । ১৫ তদনন্তর তিনি সর্বমায়া হইতে নিৰ্ম্মুক্ত ও সংশয়শূন্য হইয়া,  
 এই অখিল চরাচর ব্রহ্মময় অবলোকন করিতে লাগিলেন । ১৬ তিনি  
 আত্মদেহাদি কিছুই জানিতে পারিলেন না । ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই মহাত্মা  
 ঋষির দেহকর্মাদি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল । ১৭ মহাকালীর প্রসাদে  
 সেই কহোলঋষি ব্রহ্মস্বরূপ হইলেন । ১৮ তদনন্তর তিনি সর্বপ্রকার

অত্যাচারেষু সর্বেষু রতঃ স্যা স্ফুরতে হি সঃ ।  
 এবমেব মহাকালী কহোলঙ্ঘিমানিতা ॥১৯  
 চকার লীনং ত মৃষিং স্বীয়দেহে তু কারণে ॥২০  
 যং যং ভাব মুপাশ্রিত্য যজেৎ কালীং হি সাধকঃ ।  
 প্রাপ্নুয়াদচিরাদে মহাকাল্যাঃ প্রসাদতঃ ॥২১

ত্রিদেব্যবাচ ।

ঋতং কহোলচরিতং পূর্বং বিস্ময়কারকং ।  
 দেবাসুর মুনীন্দ্রণাং ভাবিতান্বনাং ।  
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রৈলোক্য, পাবনী ।  
 কাং বিদ্যাং প্রাপ্য সা জাতা তাং বদস্ব ময়ি প্রভো ॥২২  
 ঈশ্বর উবাচ ।  
 শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।  
 শ্রবনাং সর্বপাপানি নাশমায়াস্তি নাস্মথা ॥২৩

অত্যাচারেদীপ্তি প্রকাশ পাইতে লাগিলেন । এইরূপে মহাকালী কহোলঙ্ঘি  
 কর্তৃক পূজিত হইয়া, সেই মহর্ষিকে স্বীয় কারণে লীন করিয়া  
 লইলেন । ১৯।২০ যে সাধক যে ভাব অবলম্বন করিয়া কালীর আরাধনা  
 করে, সে মহাকালীর প্রসাদে অচিরেই তাহা প্রাপ্ত হয় । ২১

দেবী কহিলেন হে প্রভো ! আমি দেব অসুর মুনীন্দ্ৰগণের ও  
 বিস্ময়কর পুরাতন কহোলচরিত্র শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে ত্রৈলোক্যপাবনী  
 গঙ্গার বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি এবং তিনি কোন্ বিদ্যা প্রাপ্ত  
 হইয়া, জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহা আমায় সবিস্তারে কীৰ্ত্তন করুন । ২২

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেকি ! যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা

মন্ত্রমাদৌ প্রবক্ষ্যামি ত্রৈলোক্যপাবনাভিধং ।  
 মহাদেব্যা মহাকাল্যা মহাদেবেন ভাষিতং ॥২৪  
 নিজবীজং সমুদ্বৃত্য সম্বোধন পদদ্বয়ং ।  
 পুনশ্চ নিজবীজং হি বিদ্যাযশস্করী পরা ॥২৫  
 এষাং বিদ্যাং সমাধায গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী ।  
 মম জটাতটে স্থিতা জপেদ্বিদ্যা মহর্নিশং ॥২৬  
 তেন সা পাবনী গঙ্গা মোক্ষদা সর্বদেহিনাং ।  
 সিদ্ধিমন্ত্রপ্রভাবেন কালীভেজোপবৃংহিতা ॥২৭  
 অতঃ সা পাবনী ভূত্বা মোক্ষদা চ সদাশিবে ।  
 অতোহি সর্বতীর্থানাং সা বিদ্যা সর্বপূজিতা ॥২৮  
 মহাত্ম্যং কিমু বক্ষ্যামি গঙ্গায়াশ্চ সুরেশ্বরী ।  
 যন্নামস্মরণাদেব পাপিনো মুক্তিভাগিনঃ ২৯

শ্রবণ কর । ইহার শ্রবণে সর্বপাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ।২৩ প্রথমে মহা-  
 দেবভাষিত মহাদেবী মহাকালীর ত্রৈলোক্যপাবন নামক মন্ত্র বলিব ২৪  
 নিজবীজ উদ্ধার করিয়া সম্বোধন পদদ্বয় উদ্ধারপূর্বক তৎপরে পুনশ্চ  
 নিজবীজ উদ্ধারান্তে যশস্করী পরাবিদ্যা উচ্চারণ করিবে ।২৫ ত্রৈলোক্য-  
 পাবনী গঙ্গা এই বিদ্যার আরোধানা করিয়া আমার জটাতটে অবস্থান  
 পূর্বক অহর্নিশ ঐ বিদ্যাজপ করিতে লাগিলেন ।২৬ সেই মন্ত্রপ্রভাবে  
 পাবনী গঙ্গা সর্বদেহীর মোক্ষদাঘ্নিনী হইলেন । সিদ্ধ মন্ত্রের প্রভাবে  
 কালীভেজে সঙ্ঘঙ্কিতা হইয়াই তিনি সর্বদাই পাবনী ও মুক্তি প্রদা  
 হইয়াছেন ।২৭ হে শিবে ! এই হেতুই সেই বিদ্যা সর্বতীর্থ মধ্যে  
 সম্পূজিতা হন ।২৮ হে শিবে ! গঙ্গার মহাত্ম্য কি বলিব, বাঁহার নাম

গঙ্গা গজেতি যো ক্রয়াৎ পাপিনামপি পাতকী ।  
 তেষাঞ্চ পাতকং হিত্বা স গচ্ছেদ্বৈষম্বীং পুরীং ॥৩০  
 যানি কানি চ পাপাশি প্রোক্তানি তে মহেশ্বরি ।  
 প্রায়শ্চিত্তবিহিনানি প্রায়শ্চিত্তপরাণ্যপি ।  
 তানি সৰ্ব্বানি নশ্তুন্তি গঙ্গাজলাভিষেকতং ।  
 নগরী বা পুরাচ্ছুপাত্রাদগঙ্গাং প্রবাহয়েৎ ৷৩১৷৩২  
 সৰ্ব্বং গঙ্গা ভবত্যেব মন্ত্রমাহায্যতঃ শিবে ॥৩৩  
 যত্র দেশে বসদগঙ্গা ন দেশঃ পুন্যভাজনঃ ॥৩৪  
 পুণ্যক্ষেত্রং সমুদ্ভিষ্টং পবিত্রং যোজনদ্বয়ং ।  
 যত্র তত্র ক্রিয়তে কৰ্ম্ম গঙ্গায়াং নাত্র সংশয় ॥৩৫  
 গঙ্গায়াং যৎ কৃতং দেবি তদক্ষয়ফলং লভেৎ ।  
 সাজং বা বিহিনং বাপি কথিতং শস্ত্ৰবল্লভে ॥৩৬

স্বরূপমাত্রেই পাপিগণ মুক্তিলাভ করে ।২৯ পাপিগণের মধ্যেও পাতকী এবং অতি পাতকী হইয়াও যে ব্যক্তি গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডাকিয়া থাকে তাহার সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং সে বিষ্ণুলোকে গমন করে ।৩০ হে মহেশ্বরি ! যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বা যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, এবিধ সমস্ত পাপই গঙ্গা নামে বিনষ্ট হয় । নগরী পুরী বা অত্রাত্ত স্থান হইতে প্রবাহিত বারি রাশি গঙ্গায় পতিত হইলেও ৩১৩২ মন্ত্র-মাহায্যে তাহা গঙ্গাই জানিবে ।৩৩ যে দেশে গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হন, সেই দেশ পুণ্যভাজন ।৩৪ গঙ্গার দুই যোজন দূর পর্যন্ত ভূমি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ।৩৫ তথায় কোনও কার্য্য করিলে গঙ্গাতেই সেই কার্য্য করা হয়, সন্দেহ নাই । গঙ্গায় সাজ হীনরূপে যাহা



তত্রস্থাঃ প্রাণিনঃ সৰ্বেষ দেবলোকবিনিঃসৃত্যঃ ।  
 ভূত্বা চ বিবিধান্ ভোগান্ কৃত্বা চ স্মৃতিং সদা ।  
 অনায়াসেন যাস্তন্তি স্থানং পরমদুর্লভ ॥৩৭  
 মন্ত্র লোকানশোচন্তি দেবর্ষিগণসংস্তুতে ।  
 গঙ্গায়াং ত্যজতে প্রাণান্ যন্ত পুণ্য স্বভাবতঃ ।  
 জ্ঞানতো মোক্ষ মাশ্নোতি বৈকুণ্ঠং তদভাবতঃ ।  
 স্বর্লোকাদ্যামহেশানি গঙ্গাপাপবিনির্জিতাঃ ॥৩৮১৩৯  
 গঙ্গামুদিশ্য ব্রজতঃ পথি প্রাণান্ বিমুক্তিত ।  
 বিষুঃলোকং বহুগুণং পাপী চেৎ সোহপি গচ্ছতি ॥৪০  
 তত্ত্বীরে যন্ত্যাজেৎ প্রাণান্ ত্রায়তোহত্রায়তোহপি বা ।  
 সোহপি স্বর্গমবাশ্নোতি সর্বসম্ভাবসংযুতঃ ॥৪১

কিছু করা যায়, তাহাই অক্ষয়ফলপ্রদ হইয়া থাকে ৷৩৬ হে শত্ৰুবল্লভে !  
 গঙ্গাধিত সকল প্রাণীই দেবলোক হইতে বিনিঃসৃত হইয়া গঙ্গাবাসী  
 হইয়াছে । গঙ্গাবাসিগণ, বিবিধ ভোগ উপভোগপূর্বক সততই স্মৃতি  
 সাধন পূর্বক অনায়াসেই পোকাদিশূন্য পরমদুর্লভ স্থানে গমন করিয়া  
 থাকে ৷৩৭ হে দেবর্ষিগণের বন্দিতা ! যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক গঙ্গায়  
 প্রাণত্যাগ করে, সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানে মরিলে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া  
 থাকে । হে মহেশ্বর ! স্বর্গাদি লোক সকল গঙ্গা দ্বারাই নিধৌত  
 কল্মষ হইয়াই পবিত্র স্থান হইয়াছে ৷৩৮১৩৯ গঙ্গার উদ্দেশে গমন করিয়া  
 পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলে যদি সে পাপীও হয়, তথাপি বহুগুণ যুত বিষু-  
 লোক প্রাপ্ত ৷৪০ যে ব্যক্তি ত্রায় বা অত্রায়েই হউক, গঙ্গাতীরে প্রাণ-  
 ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে সর্বফলসমন্বিত স্বর্গলাভ করে ৷৪১ গঙ্গায়

ষাবদস্থীনি গঙ্গায়াং নিক্ষিপন্তে মৃতস্য চ ।  
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥৪২  
 গঙ্গাজলসমাযোগান্মিয়তে যত্র কুত্রচিৎ ।  
 সৰ্ব্বপাপবিনিশ্চুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৪৩  
 গঙ্গাতীরে চতুর্হস্তে পিণ্ডং দদ্যাৎ সমাহিতঃ ।  
 পিতৃণাং নিক্ষৃতিং ভ্রাতৃ বিষ্ণুলোকে বসেম্বরঃ ॥৪৪  
 গঙ্গায়াং তর্পণং দেবি পুণ্যবান্ যঃ সমাচরেৎ ।  
 মহাতৃপ্তির্ভবেৎ সত্যং পিতৃণাঞ্চ শতাদিকং ॥৪৫  
 ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ তথৈব সমুদাহৃতং ।  
 দিবা বা যদি বা রাত্রৌ সন্ধ্যায়াং বা মলানিশি ।  
 জ্ঞান দানং তপোহোমং তর্পণং পূজনং শিবে ।  
 সর্বত্র কুর্য্যাত্তু গঙ্গায়াং কালভেদং ন চাচরেৎ ৷৪৬৷৪৭

মৃতের বাবৎ অস্থি নিক্ষিপ্ত হয়, তাবৎ সহস্র পরিমিত বৎসর ঐ ব্যক্তি  
 স্বৰ্গলোকে পূজ্য হয় ৷৪৩ যে কোনও ব্যক্তি, যে কোন স্থানে  
 গঙ্গাজল সংযোগে প্রাণত্যাগ করিলে সে সর্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত  
 হইয়া বিষ্ণুলোকে পরিপূজিত হয় ৷৪৩ গঙ্গাতীরে, গঙ্গা প্রবাহের চার-  
 হস্ত দূরে, সমাহিতচিত্তে পিতৃগণের পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃগণ নিক্ষৃতি  
 প্রাপ্ত হন এবং পিণ্ডপ্রদ ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে বাস করে ৷৪৪ হে দেবি !  
 দিবা বা রাত্রি, সন্ধ্যাকাল, মহানিশা এইরূপ সকল কালেই গঙ্গায় জ্ঞান,  
 দান, তপঃ, হোম, তর্পণ পূজা, প্রভৃতি সর্ব কার্য্যই সম্পাদন করিবে,  
 তাহাতে কাল ভেদ বিচার কর্তব্য নয় ৷৪৬৷৪৭ হে শিবে ! যদি কাল

কালভেদার্থং সমাচর্য্য যদি কশ্ম ত্যজ্ঞে শিবে ।  
 ততস্ত্ব স্থাবরো ভূয়াদরণে তদন্তরে ।  
 দাবাগ্নীনাং শিখা তস্য দক্ষা মৃতনেকধা ।  
 তদন্তে পরমেশানি চাণ্ডালোনিত্যদুখিতঃ ।৪৮।৪৯  
 জায়তে সপ্তজন্মানি তদন্তে রজকো ভবেৎ ।  
 জন্মত্রয়ং মহেশানি তদন্তে শূদ্রযোনিষু ।  
 দশজন্ম মহেশানি ততোবৈশ্যস্ত্ব মাপ্নুয়াৎ ।  
 চতুর্জন্ময্যতীতে তু ক্ষত্রিয়ত্বং ত্রিজনমতঃ ।  
 ব্রাহ্মণত্বং ততং প্রাপ্য লভেৎ পুণ্যগতিং নরঃ ।৫০।৫১  
 গঙ্গায়াং মরতে যোহি যৎ কিঞ্চিৎ পরমেশ্বরি ।  
 তস্য মোহঙ্কিতমসৌ রৌরবান্নস্তি নিকৃতিং॥৫২  
 আহুতং সংপ্লবং দেবি কথিত্য ত সুরেশ্বরি ।  
 গঙ্গাতীরে চ গঙ্গায়্যা প্রতি গৃহ্নাতি যো নরঃ ।  
 স্বপচো জায়ত নিত্যং দশজন্মনি কামিনী ।৫৩

ভেদ সমাচারণ পূর্ব্বক গঙ্গায় দেহত্যাগ করে, তবে সে স্থাবর হইয়া  
 অরণ্যে জন্মগ্রহণ করে, তদন্তর দাবাগ্নিশিখা বা অগ্নি বহু প্রকারে বিনষ্ট  
 হয়। হে পরমেশ্বর! তারপর সেই ব্যক্তি ছঃষী চণ্ডাল হইয়া জন্মিয়া  
 থাকে।৪৮।৪৯ তৎপরে ত্রিজনম রজক হয়। তদন্তর শূদ্র যোনিতে  
 দশজন্ম যাপন করিয়া চারি জন্ম বৈশ্য হয়। তৎপরে তিন জন্ম ক্ষত্রিয়,  
 ও তারপরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যগতি লাভ করিতে পারে।৫০।৫১  
 হে পরমেশ্বর! হে সুরেশ্বর! যদি কোন মানব, গঙ্গায় কিঞ্চিন্নাত্র  
 দ্রব্য ও হরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত মোহাঙ্কিতামস ও

ততো দারিদ্র্যাদোষণে পরিভ্রমতি মেদিনীং ।

সপ্ত জন্ম মহাদেবী তদন্তে নিকৃতিং লভেৎ ॥৫৪

এবন্তে কথিতং তস্যা মন্ত্রমাহাত্ম্যমুত্তমং ॥

কালিকায়া মহেশানি গঙ্গামাহাত্ম্যাকারণং ॥৫৫

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীস্বরসম্বাদে চতুর্বিংশতিসাহস্র্যে

অষ্টাদশঃ পটলঃ ।

## উনবিংশতি পটলঃ ।

শ্রীদেব্যাচাৰ্য্য ।

ভো দেব পরমানন্দ করুণাময়বারিধে ।

অপারে ঘোর সংসারে পতিতানাং মহার্গবে ।

আমৃতে কঃ সমুদ্রকর্তা চান্তে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥১

রৌরব নরকে পতিত হয়, কিছুতেই নিস্তার পায় না ॥৫২ যে  
নর, গদাভীরে বা গঙ্গায় প্রতিগ্রহ করে, সে স্বপচ ঘোনিতে জন্মগ্রহণ  
করিয়া দশ জন্ম যাপন করে ॥৫৩ তদন্তর দারিদ্র্য দোষে সম্পীড়িত হইয়া  
সাতজন্ম মেদিনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তদনন্তর নিকৃতি প্রাপ্ত  
হয় ॥৫৪ হে মহেশানি ! এই আমি তোমাকে গঙ্গামাহাত্ম্যের কারণ  
কালিকার উত্তম মন্ত্রমাহাত্ম্য কহিলাম ॥৫৫

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীস্বর সংবাদে অষ্টাদশ পটলঃ ।

শ্রীদেবি কহিলেন, হে পরমানন্দ দেব ! করুণাসিক্তো ! অপার এবং  
ঘোরতর সংসারার্গবে পতিত মানবগণের উদ্ধারকর্তা ! আপনি ব্যতিরেকে

গুরুভ্যঃ সৰ্ব্বসংস্থানাং ব্রহ্মাদীনাং যতোভবাম্ ।  
 পৃচ্ছামি স্বামতোনাথ কৃপয়া পরয়া বদ ॥২  
 ক্রতং সৰ্ব্বঃ জগন্নাথ তন্মুখান্তোজনির্গতং ।  
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যত্র মে গতং ॥৩  
 কাং বিদ্যাং সমুপাশ্রিত্য করালভৈরবঃ স্বয়ং !  
 ক্রোধবক্তে, ভৈরবহৃত্বং সৰ্ব্বসংস্থভয়প্রদঃ ॥৪  
 বিদ্রবন্তি ভয়ার্তা বৈ যস্মাদ্বেবাসুরাদয়ঃ ।  
 স্বাং স্বাং শ্রিয়ং পলায়ন্তে ইতস্ততঃ ॥৫  
 তাং বিদ্যাং শ্রোতু মিচ্ছামি বদ নাথ দিগম্বর ॥৬

ঈশ্বর উবাচ ।

অতি গুহ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যাদ্গুহ্যতরা হি সা ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাাদীনাং সৰ্ব্বসং জীবনাবধি ॥

ব্রহ্মাওমণ্ডলে আর কে আছে ।১ আপনিই ব্রহ্মাদি সমুদয় জীবগণের গুরু ।  
 হে নাথ ! জগন্নাথ ! এহ হেতুই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা  
 প্রকাশপূর্বক বলুন ।২ হে দেব ! আপনার মুখপদ্ম বিনির্গিত সকলি শ্রবণ  
 করিলাম । এক্ষণে আমার মনোনীতি শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ।৩  
 করালভৈরব কোন বিদ্যা অবলম্বন করিয়া সৰ্ব্বজীবের ভয়প্রদ ক্রোধযুক্ত  
 ভৈরব হইলেন ?৪ বাহাকে দর্শন পূর্বক ভয়কাতর হইয়া দেব অসুরাদি  
 সকলে স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য্য সত্ত্ব প্রভৃতি পরিহার করিয়া পলায়ন করে ।৫ হে  
 নাথ ! দিগম্বর ! আমি সেই বিদ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি ।৬

ঈশ্বর কহিলেন, হে পরমেশ্বর ! সেই মহাবিদ্যা গুহ্যাং গুহ্যতরা,  
 অতি গুহ্য, তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবাদির জীবন সৰ্ব্বসং ; অতএব আমি

কথিতং নৈব শকোমে তাং বিদ্যাং পরমেশ্বরী ।  
 কথ্যতে নামমাত্রং হি জ্ঞায়তাং কুলভৈরবি ॥৭।৮  
 যত্র বৈ পরমেশানি স্তুন্দরী বরদায়িনী ।  
 বিদ্যারাজ্ঞী ঘোরকালী অনিরুদ্ধস্বতী ॥৯  
 গৃহীত্বা স্বাং মহাবিদ্যামাদিনাথঃ সঃ ভৈরব ।  
 মহাকালভৈরবামৈমার্শদগুরোঃ শ্রীমুখাচ্ছি ॥  
 প্রাপ্তিমাত্রান্মহাদেবী করালভৈরবো মনো ।  
 অকরোং পুতমাত্মানঃ সর্বস্বাদধিকঃ স্বয়ং ।  
 সর্বসংসার নিস্কৃত্তো ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতঃ ॥১০।১১  
 স তুদয়াচলং পূৰ্বং তপস্তপেহতিদুষ্করং ।  
 ভূতাক্ষি চরণোদেবি বর্ষাণাং নিযুতদ্বয়ং ॥  
 হিমাচলকৈলক্ষঃ লক্ষঃ মন্দরাচলে ।  
 কনকাক্রমে তথা লক্ষং উড্ডীয়ানে দ্বিলক্ষকং ॥

সেই বিদ্যা কহিতে সমর্থ হইতেছি না । হে কুলভৈরবি ! নাম মাত্র  
 কহিতেছি তুমি জানিয়া লও ॥৭।৮ হে পরমেশানি ! আদিনাথ সেই  
 ভৈরব মহাকাল ভৈরবাদি সদগুরুর শ্রীমুখ হইতে, স্তুন্দরী, বরপ্রদা  
 ঘোরকালী অনিরুদ্ধ সরস্বতী নামে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা প্রাপ্ত হন ॥৯ করালভৈরব  
 সে মহাবিধার প্রাপ্তি মাত্র আপন আত্মাকে পবিত্র করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাদি  
 সুরগণের বন্দিত এবং সর্বসংসার হইতে নিস্কৃত্ত হইয়া সকলের হইতে  
 শ্রেষ্ঠ হইলেন ॥১০।১১ তিনি পূর্বদিকে উদয়াচল গমন করিয়া দুষ্কর  
 তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন । তিনি উর্দ্ধপদে দুই নিযুত বৎস তপস্তা  
 করিয়াছিলেন । হিমাচলে একলক্ষ মন্দরাচলে লক্ষ, কনকাক্রমে লক্ষ

পঞ্চবিংশতিলক্ষ তথা জালঙ্করে শিবে ।  
 পুণ্যশৈলে লক্ষং পঞ্চবিংশতি মানতঃ ।  
 পঞ্চবিংশতিলক্ষঞ্চ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে ।  
 এবং তপ্তং তপোহোবং কোটিবর্ষ্যং সূত্বক্ষরং ॥১২।১৫  
 কষ্টেন মহতা দেবী করালভৈরবেণ তে ।  
 তথাপি তং প্রতি প্রীত মাত্ত্বং কালী কদাচন ॥১৬  
 ততঃ স-ভৈরবোদেবী গুরোরস্তিক মন্থগাৎ ।  
 নিবেদয়ামাস তথা বৃত্তান্তং তপসঃ শিবে ॥১৭  
 শ্রদ্ধা শ্রীমদাদিন থো মহাকালো মহেশ্বরঃ ।  
 মল্লাতঃ পরমেশানি ভাবনাবশতাং গতং ॥১৮  
 বিনা চ পরম চারং ন হি সিদ্ধির্ভবেৎ কিল ।  
 কথং হ্যং পরমাচারং কথয়ামি সমাং সতঃ ॥১৯  
 স এব পরমাচার কালাহুদয়সঙ্গতঃ ।  
 গুহ্যতি গুহ্য গুহ্যেতি ব্রহ্ম দীনাময়গোচর ॥২০

---

বৎসর এবং উড়ুয়ানে দ্বিলক্ষ, জালঙ্করে পঞ্চবিংশতিলক্ষ পুণ্যশৈলে  
 পঞ্চবিংশতিলক্ষ কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে পঞ্চবিংশতি লক্ষ ১২।১৫ এইরূপে  
 কোটিবৎসর করালভৈরব মহৎকষ্টে সূত্বক্ষর তপস্তা করিয়াছিলেন ।  
 তথাপি কালী তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন না । ১৬ তদন্তর করাল ভৈরব  
 গুরুর নিকটে গমন করিয়া তপস্তার সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । ১৭  
 হে শিবে ! দেবি ! তাহা শ্রবণ করিয়া মদীয়নাথ শ্রীমদাদিনাথ মহেশ্বর  
 মহাকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১৮ যে পরমাচার ব্যতিরেকে তাহা  
 সিদ্ধ হইবার নহে, আমি কিরূপে পরমাচার কহিব । ১৯ তাহা মহাকালীর

পরমুক্তিপ্রদঃ সাক্ষাৎ সৰ্ব্বসিদ্ধিবরপ্রদঃ ।  
 কালী প্রত্যক্ষে বীজোহয়া মম সৰ্ব্বশ্ব মেব চ ॥২১  
 কেবলং কথিতং সৰ্বং শিবেন মৎসমো ভবেৎ ।  
 স তু শান্তো মহাযোগী গোপিতস্তেন যত্নতঃ ॥২২  
 আচারার্থ স্বীয়পাদং কালরুদ্রে সমর্পিতং ।  
 মম স্বশ্বপদং শস্ত্রনিরুদ্ধেগোপাচেতসঃ ।  
 পরং সঙ্গে পানেনৈব তথাচারাং সমাচরেৎ ॥২৩  
 সদাচারস্ত নিগূঢ়ং তত্তজ্ঞানং মহামতিঃ ।  
 সৰ্ব্বষা মধিপোভূতো বিশ্ববন্দ্যঃ সদাশিবঃ ।  
 অজরামরতাং প্রাপ্তো মহাশান্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥২৪  
 তদাচাররতং নিত্যং শান্তং দৃষ্ট্বা ময়া পুনঃ ।  
 পদং মদীয়ং গুরুতাং দত্তা তস্মৈ সমাসতঃ ॥

হৃদয়গত রহিয়াছে । তাহা গুহ্যতগুহ্য, ব্রহ্মাদিরও অগোচর ৷২০ এবং  
 সৰ্ব্বসিদ্ধি বরপ্রদ ও সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ । ইহা কালীর প্রত্যক্ষবীজ এবং  
 আমার সৰ্ব্বশ্ব ৷২১ ইহা কেবল কথিত হইলেই তাহা শ্রবণে শিবতুল্য ও  
 সত্ত্ব শান্ত মহাযোগী হয়, সেই হেতু যত্নপূর্বক গোপিত রহিয়াছে ৷২২  
 আচারের নিমিত্ত ইহার পাদাংশ কালরুদ্রে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা আমার  
 সৰ্ব্বশ্ব । ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমি নিরুদ্ধেগ ও সুস্থচিত্ত রহিয়াছি !  
 অতি সংগোপনে যত্নপূর্বক এই আচারের অনুষ্ঠান করিতে হয় ৷২৩  
 সদাচারের নিগূঢ় তত্তজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সে ব্যক্তি সকলের অধীশ্বর,  
 মহামতি, বিশ্ববন্দ্য ও সদাশিব, মহাশান্ত ও পরমেশ্বর হইয়া ৷২৪ অজরত্ব ও  
 অমরপ্রাপ্ত হয় । তদাচারনিরত নিত্যশান্ত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া আমি



অহস্ত তস্য দেহে বৈ তিষ্ঠামি সর্বদা মুদা ।  
 সর্বেষান্তু সহস্রারে তিষ্ঠামি কমলে পরে ॥২৫।১৬  
 শিস্তে সকলং প্রাপ্য তিষ্ঠামি সর্বদা হৃহং ।  
 শিবঃ শিবোহহস্ত শিবো ন ভেদঃ কুত্রচিৎ সদা ॥১৭  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং গুরুর্য়ত্র ততঃ শিবঃ ।  
 সোহপি শাস্তো মহাযোগী আচারক্ষম এব সঃ ॥২৮  
 নাশ্রুঃ কশ্চিৎ ক্ষমঃ কাপি তদাচারং কদাচন ।  
 শিবস্য কৃপয়া চৈব কেবলং সাধকঃ ক্ষমঃ ॥২৯  
 ক্ষমা সা গিরিজা দেবী মাশ্রুঃ কশ্চিৎ কদাচন ।  
 উগ্রভাবো ভীমকর্ষ্মা করালভৈরব সদা ॥৩০  
 তমেব পরমাচারং কথং গোপ্তুং ক্ষমোভবেৎ ।  
 যথা মে কালিকারাধ্যা তথাচারোহয়মেব তি ॥৩১

মনীয় পদ ও গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকি । আমি তাহার দেহে নিয়তই  
 আনন্দে বাস করি । আমি সকলের সহস্রারকমলে বাস করি ॥২৫।২৬  
 আমি তথায় শিবত্বময় হইয়া সর্বদাই অবস্থিত করি । আমি শিব, আমি  
 শিব, আমি শিব, আমার কোথাও কোনকালে প্রভেদ নাই ॥২৭ যেখানে  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির গুরু, সেইখানেই শিব । এইরূপ চিন্তাশীল সেই  
 ব্যক্তিই শাস্ত ও মহাযোগী এবং তিনিই আচারক্ষম ॥২৮ অন্ত কোন ব্যক্তি  
 সেই আচারে সমর্থ নয় । সাধক ব্যক্তি শিবের রূপাবলেই তাহাতে  
 সক্ষম হয়, এবং সেই গিরিসুতা দেবী, সমর্থ হন ॥২৯ অন্ত কেহই নছে ।

এই ভীমকর্ষ্ম করাল ভৈরব সততই উগ্রভাব, তবে সেই পরমাচার গোপন  
 করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে ॥৩০ কালিকা আমার যেরূপ আরাধ্যা,

বিদ্যা রাজ্ঞীং সমারাধ্যঃ দাতুং যোগ্যঃ কদাপ্যহং ।  
 যোগ্যো ন পরমাচারং দাতুং কালীহৃদঙ্গমং ॥  
 ইতি সম্ভাব্য মন্ত্রাথঃ করালভৈরবং প্রতি ।  
 আজ্ঞাপয়ামাস গচ্ছ পুত্র ত্রিলোচনং প্রতি ॥৩২।৩৩  
 দেবী শিবং সমারুহ্য তথাপি করুণাময়ী ।  
 যাতা স্নাতুঃ কালিকায়াস্তভঃ স ভৈরব স্বয়ং ॥৩৪  
 ত্যক্তা তপস্তু সকলং ভাবয়ন্নন্তরাহুনা ।  
 যদ্যজ্ঞপ্তং তপোহ্যেবং যাতু যাতু রুখা হি তং ॥৩৫  
 মম ভাগ্যবশাৎ সা হি গুৰ্ব্বাজ্ঞা বিফলা ভবেৎ ।  
 অতঃ শরীরং তাক্ষ্যামি ন বক্ষ্যামি কদাচন ॥৩৬  
 প্রতিজ্ঞা মাদৃশীং কৃৎস্না দেহং স ত্যক্তুমুত্তমঃ ।  
 তদা কাপি সমুদ্ভুতা বাণী সেয়ং সমীরিতা ॥৩৭

এই আচারও তন্ত্রপ।৩১ আরাধ্যা বিদ্যারাজ্ঞী প্রদানে আমি কদাচিৎ যোগ্য, কিন্তু কালীর হৃদয়গত পরমাচার প্রদান করিতে কদাচিৎ যোগ্য নহি। শ্রীমান্ আদিনাথ এইরূপ ভাবনা করিয়া করাল ভৈরবকে আজ্ঞা করিলেন, হে পুত্র! তুমি ত্রিলোচন সন্নিধানে গমন কর।৩২।৩৩ তথায় করুণাময়ী কালী শিবোপরি আবেষ্ণন করিয়া অবস্থিত আছেন। তদনন্তর ভৈরব যাতার নিকট গমন করিলেন।৩৪ তপস্বী ভাগ করিয়া অন্তরাঙ্গার সজ্জিত যাহা যাহা জপ করিলেন তৎসমস্তই তপের গ্রায় বিফল হইল। অতএব আমি এই শরীর পরিত্যাগ করিব, কদাচ এই দেহভার আর বহন করিব না।৩৬ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি শরীর পরিত্যাগে উদ্বৃত্ত হইলেন। সেইকালে আকাশবাণী হইল।৩৭ ভৈরব তাহা শ্রবণ করিতে

শ্রদ্ধা তেন করালেন ভৈরবেণ মহাত্মনা ।  
 তামজ্ঞোঃ কথয়ামীশে শ্রদ্ধা কর্ণেহবতঃসয় ॥৩৮  
 পূর্ব্বাঙ্গা বিফলা যা হু তব বৈ ভৈরবোত্তম ।  
 বিনাচারে তপস্তপ্তং ত্বয়াত্মজ্ঞানতঃ সদা ॥৩৯  
 কথং তুভ্যং ন চাসিক্টিং দর্শনং বা দদাম্যহং ।  
 পুনর্যাহি মহাকালভৈরবং ভবনাশনং ।  
 আদিনাথং ভব গুরুং বৃভাস্তং কথয়েদৃশং  
 তদাবশ্য মহাচারং তুভ্যং স তু প্রদাস্যতি ॥৪০।৪১  
 তেনৈবাচারতো দেব মমারাধনশ্রুতব্রত ।  
 অচিরান্তং প্রদাস্যামি যদ্যন্যসি বর্ততে ॥৪২  
 কালীতারামহামন্ত্রং হি তং মন্ত্রঞ্চ বৈ ধ্রুবাং ।  
 কুলাচারং বিনা যোহি জপেৎ স নারকী ভবেৎ ॥৪৩  
 কথং সিদ্ধির্ভবেৎ সোহি মুক্তিঃস্তিষ্ঠতি দূরতঃ ॥৪৪

লাগিলেন । হে ভৈরবোত্তম ! তুমি শ্রবণ কর ৷৩৮ তোমার গুরু  
 আজ্ঞা বিফল হইবার কারণ এই যে, তুমি আচার ব্যতিরেকে কেবল  
 আত্মজ্ঞানাত্মসারে তপশ্চরণ করিয়াছ ৷৩৯ আমি তোমাকে কিরূপে দর্শন  
 দিব, শ্রুতরাং তোমার অসিদ্ধ ঘটিয়াছে । তুমি পুনর্বার সেই আদিনাথ,  
 ভবনাশন মহাকাল ভৈরব গুরুর নিকট গমন কর তিনি তোমাকে অবশ্রুই  
 মহাচার প্রদান করিবেন ৷৪০।৪১ হে শ্রুত তুমি সেই আচরণে, আমার  
 আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার মনে যাহা বাহা আছে, তৎসমস্তই  
 প্রদান করিলাম ৷৪২ কুলাচার ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি কালীতারামহামন্ত্র  
 জপ করে, সে নারকী হয় ৷৪৩ তাহার সিদ্ধি হয় না এবং মুক্তি দূরে

এবমাজ্জাং মহাকাল্য লক্ষ্য স ভৈরবোত্তমঃ ।  
 পুনর্গতা চ শ্রীনাথং আদিনাথং মহাপ্রভুং ।  
 মহাকালং মহাদেবং শূন্যরূপং জগদ্ গুরুম্ ।  
 নিবেদবামাস তদা যদযদ্বাচং সমীরিতং ॥৪৫।৪৬  
 মাতা কৃপা মহাকাল্য, করালকৈয়বোহধুনা ।  
 ইতি মন্ত্রানন্দিতঃ স গুরুণা শূন্যরূপিণী ॥৪৭  
 তচ্চা নিয়মপূর্বং হি করালভৈরবো বদেৎ ॥৪৮  
 কুলাচারং পরং গুপ্তং কালীতন্ত্রোদিতো হি যৎ ।  
 মহাকালো জগন্নাথোহভিশিক্তঃ তৎকার হ ॥৪৯  
 শাক্তাভিষেকবিধিনা পূর্ণাভিষেকতন্তুখা ।  
 দদৌ নাম করলায় ক্রোধবশ্ত্রুতিবিশ্রুতঃ ॥৫০

অবস্থান করে ।৪৪ সেই ভৈরবোত্তম, মহাকালীর এইরূপ আজ্ঞা লাভ  
 করিয়া পুনর্বার গমন পূর্বক মহাকালী যে যে বাক্য কহিলেন সেই সেই  
 বাক্য, শ্রীনাথ মহাপ্রভু, মহাকাল, মহাদেব শূন্যরূপ, জগদগুরু আদি-  
 নাথকে নিবেদন করিলেন ।৪৫।৪৬ করাল রৈবির প্রতি মহাকালী মাতার  
 কৃপা হইয়াছে, এই ভাবিয়া শূন্যরূপী জগদগুরু আনন্দোদয় হইল ।৪৭  
 তখন নিয়মপূর্বক কালীতন্ত্রোদিত পরম গুপ্ত কুলাচার কহিলেন ।৪৮  
 মহাকাল জগন্নাথ, শাক্তাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক বিধিধারা তাহাকে  
 অভিষিক্ত করিলেন ।৪৯ এবং করালব্যক্ত ভৈরবকে, ক্রোধবস্ত্র ভৈরব  
 এই নাম প্রদান করিলেন ।৫০ সেই শূন্যরূপী স্বয়ং গুরু মহাকাল, তাহাকে  
 দিব্যভাব ও বীরভাব প্রদানান্তর, মদিরা মৎস্য ও মূদ্রা সহিত কারণ

দিব্যভাবঃ শ্রাবরিহা বীরভাবং তদন্তরং ॥  
 নমদিরামস্যমুদ্রাস্তু পাত্ৰং কারণপূৰিতং ॥  
 দদৌ তস্মৈ মহাকালং শৃংখরপী গুরুঃ স্বয়ং ॥৫১  
 তদানী শুভভে সৰ্বং জগদেতচ্চরাচরং ।  
 ক্রোধবক্ত্ৰোহপি নহা শ্রীমহাকালী পদান্বজং ॥৫২  
 মহাকালী তদা দেবী স্মৃতা শ্রীগুরুপাদুকাং ।  
 গুৰ্বাজয়া ভাবযুক্তঃ স্নীকৃত্য কারণং পরং ॥৫৩  
 সবুদ্ধিমাংশ্চ তেজসী পরমানন্দপূৰিতঃ ।  
 আনন্দজলধৌ দেবি নিমগ্নঃ ক্রোধভূপতিঃ ॥  
 শক্তিপাদে মহেশানি ভূয়ো নহা গুরোঃ পদং ।  
 অস্তৌষীং পরয়া ভক্ত্যা সংসারাগরে স্থিতঃ ॥৫৪৫৫  
 ক্রোধবক্ত্ৰে ভৈরব উবাচ ।  
 নামামি নাথং সুরকল্পবৃক্ষং গুরুং চিদানন্দমহাবতীং ।  
 নিত্যং হি বিজ্ঞানমানন্দ রূপাং পরাংপরং ব্রহ্ম  
 শিবস্বরূপং ॥৫৬

পূৰিত পাত্ৰের উপদেশ প্রদান করিলেন ।৫১ তখন, চরাচর জগৎ শোভা  
 পাইতে লাগিল । ক্রোধবক্ত্ৰ ভৈরব শ্রীমহাকালীর পদান্বজে নমস্কার  
 পূৰ্বক ।৫২ মহাকালীকে ও গুরুপাদুক। স্বরণ করিয়া গুরুর আজ্ঞায়  
 ভাবোক্ত হইয়া কারণ স্বীকার করিলেন ।৫৩ অনন্তর ক্রোধবক্ত্ৰ ভৈরব,  
 অনন্ত সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া শক্তিপদে বারম্বার প্রণামানন্তর, গুরুর পদ  
 বন্দনা করিয়া, সংসারে অবস্থান পূৰ্বক, পরমভক্তি সহকারে গুরুর স্তব  
 করিতে লাগিলেন ৫৪ ৫৫

ক্রোধবক্ত্ৰ ভৈরব কহিলেন যিনি চিরানন্দে মহাবতী, সুরকল্পবৃক্ষ,

জগন্নিবাসং জগদাদিমূলমজ্জাতমেকং পরহাত্তসঙ্গং ।  
 ভেজেমিয়ং নিষ্কলতত্ত্বভাবং ক্রিয়াবিহিনং পরমং নিরঞ্জন ।  
 প্রপঞ্চহীনং পরিপূর্ণভাব মদাস্তবজ্জ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ ।  
 অরূপরূপং স্পৃহমেব সত্যং রূপাবতরং খলু শূন্যরূপং ।  
 অনাদিসংসারবিনাশবীজং পরং পবিত্রঞ্চ হ্যাগোচরং গুরুম্ ।  
 শিবাহুদাং কেবল নামযন্ত্রাত্ৰ প্রকাশভাবং স্বর্ণনামি নিত্যং ॥৫৯  
 রাণারণীয়া-স্মহতো মহীয়ান্ প্রপশ্যতি হাদিবিদেচ বর্ষাঃ ।  
 মজ্জানজং লোচনমেব সত্যং স চ প্রবিষ্ট স্তয়িনাথ সত্যং ॥৬০  
 অসারসংসারসমুদ্ভতারং বন্দেহংমাখ্যং পুরুষং পুরাণং ।  
 ইমেব কালীং পরমার্থবীজং নমাম্যহং তচ্চরণারবিন্দং ॥৬১

শ্রীনাথ গুরু, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দময়, নিত্য, শিবব্রহ্মস্বরূপ পরাংপর । ৫৬  
 জগদাদি মূল, জগন্নিবাস, অজ্ঞাত এক, পরমা, অদ্বৈত, তেজোময়, নিষ্কল  
 তত্ত্বভাব, ক্রিয়াবিহীন, পরম নিরঞ্জন । ৫৭ প্রপঞ্চহীন, পরিপূর্ণভাব,  
 অনাস্তব, প্রকৃতির পূর্ববর্তী, অরূপরূপ, সত্যস্বরূপ, রূপাবতার,  
 শূন্যরূপ । ৫৮ অনাদিসংসার বিনাশবীজ সেই পরম পবিত্র গুরুকে প্রণাম  
 করি । যিনি শিবময়, কেবল নামমন্ত্রেই যাহার প্রকাশভাব, সেই গুরুকে  
 নমস্কার করি । ৫৯ হে নাথ ! হে গুরো ! আদিবদ বরণীয়গণ যাহাকে  
 অণু হইতেও অগীযান্ এবং মহৎ হইতে মণ্ডান্ অবলোকন করেন এবং  
 যাহার জ্ঞানজ লোচনই সত্য । ৬০ তিনিই আপনাতে প্রবিষ্ট আছেন ;  
 সেই অসার সংসার সমুদ্রের তারক সেই আত্ম পুরাতন পুরুষকে আমি  
 নমস্কার করি পরমার্থের বীজস্বরূপ মহাকালীকে নমস্কার । ৬১ যে

স্তোত্রেনানেন যে ভক্তা স্বাং স্তোষ্য ত চ সাধকঃ ।

প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াক্তে তেষাং মুক্তিপ্রদা ভব ॥৬২

মহাকালভৈরব উবাচ ।

স্তোত্রেনানেন সন্তুষ্টঃ সদাহং তব পুত্রক ।

গচ্ছ শীঘ্রং যোনিপাশং দেবিশিখরমাশ্রিতঃ ॥

ভজ কালীং কুলাচারভাববেশ্যাপরায়ণঃ ।

অচিরাদ্বাঞ্ছিত সিদ্ধির্ভাবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥৬৩৬৪

বেশ্যামধ্যগতং রীবং কদা পশ্যামি সাধকং ।

এবং বদতি সা কালী তস্মাদ্বেশ্যাপরো ভব ॥৬৫

মন্ত্রাচারে হি সর্বত্র ন হি দোষ কদাচন ।

তস্মাদ্ভ্রান্তিঃ পরিত্যজ্য কুলধর্ম্যঃ সমাশ্রয় ॥৬৬

ভ্রান্তিস্তত্র ন কর্তব্য সিদ্ধিহানি যতোভাবেৎ ।

বিশুদ্ধচিত্তো ভূয়াচ্ছেৎ সিদ্ধিঃ স্যাদপরাক্রিগা ॥৬৭

সাধকোত্তম প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে, তাহাকে মুক্তিপ্রদান কর ॥৬২

মহাকালভৈরব কহিলেন, হে পুত্র । তোমার এই স্তোত্র দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইলাম । তুমি সত্ত্বর যোনিপীঠে গমন পূর্বক দেবীশিখরে আশ্রয় করিয়া কুলাচারভাবে বেশ্যাপরায়ণ হইয়া কালীর ভজনা কর, তাহা হইলেই অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই ॥৬৩৬৪ কালী কহিয়া থাকেন যে “বীরসাধককে কখন আমি বেশ্যামধ্যগত দেখিব ?” অতএব বীরসাধনে বেশ্যাপরায়ণ হইবে ॥৬২ মন্ত্রাচারে সর্বত্রই বেশ্যাদোষ-জনক হয় না ; অতএব ভ্রান্তিপরিহার পূর্বক কুলধর্মের আশ্রয় কর ॥৬৬

ঈশ্বর উবাচ ।

ততেন্নত্না মহাকালী গুরুং বহুবিশ মুদা ।  
 যোনিপীঠং সমাসাচ্চ দেবীশিখরমাশ্রিতঃ ॥  
 উর্ব্বশীচ মনকারস্তাপঞ্চচূড়াতিলোভমাঃ ।  
 পঞ্চ বেশ্যারতো ভূষা কুলাচারপরায়ণঃ ॥  
 ভাবুশুদ্ধাং মহাবিদ্ভাং জ্ঞাপ ক্রোধভূপতিঃ ॥৬৮।৬৯  
 বিদ্যারাজ্ঞীং ঘোরকালীং অনিরুদ্ধসরস্বতীঃ ।  
 অষ্টোত্তরশত নৈব তস্য প্রত্যক্ষতাময়াং ॥৭০  
 কালী করালবদনা তেজোরূপা সনাতনী ।  
 তেজসা পরিসংচ্ছাচ্চ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলং সদা ॥৭১  
 তদৃষ্টা স্তুমহভেজা ভৈরবোভয়বিহ্বলঃ ।  
 অনুপায়ো মুচ্ছিতঃ সন পততে পর্ব্বতাদ্ ভূবি ॥৭২

সাধনবিষয়ে ভ্রান্তিসিদ্ধি হানি করে ; অতএব ক্রান্তি পরিত্যাগ করিবে ।  
 বিশুদ্ধাচিন্ত হয়, তবে সিদ্ধি নিকটবর্ত্তিনী ।৬৭

ঈশ্বর কহিলেন, তদনন্তর ভৈরব, কালী ও গুরুকে বহুবার নমস্কার  
 করিয়া যোনিপীঠ আশ্রয় পূৰ্ব্বক উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, পঞ্চচূড়া ও তিলো-  
 ভমা এই পঞ্চ বেশ্যায় নিরত হইয়া কুলাচারপরায়ণ হইলেন । অনন্তর  
 ক্রোধভৈরব, বিদ্যারাজ্ঞী ঘোরকালী ও অনিরুদ্ধ সরস্বতী; ভাবুশুদ্ধা  
 মহাবিদ্ভা নম্র জপ করিতে লাগিলেন ।৬৮।৬৯ অষ্টোত্তর শত বার জপ  
 দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষতা লাভ করিলেন ।৭০ করালবদনা, তেজোরূপা,  
 সনাতনী কালী, তেজোবরা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন  
 ।৭১ সেই স্তুমহৎ তেজ দর্শন করিয়া ভৈরব ভয়বিহ্বল, মুচ্ছিত ও অবসন্ন



ততঃ কালী জগন্মাতা কৃপাসাগরসঞ্চয়া ।

আশ্বাস্যোবাচ তং ক্রোধং বাচামৃতসমানয়া ॥৭৩

সমুথায় ততোদেবীং ভৈরবঃ পুলকায়িতঃ ।

অস্তৌষীং পরয়া ভক্ত্যা নানাবিধবিধানস্তঃ ॥

মুহুমুহীননামাসৌ ততঃ কালী মুবাচ হ ॥৭৪

ক্রোধবক্ত্র উবাচ ।

পরমব্রহ্মং পরংধাম পরমাত্মা সনাতনী ।

মমোহভীষ্টং প্রযচ্ছ ত্বং সর্বদা মে মনোন্ময়ি ॥৭৫

কাল্যুবাচ ।

ব্রহ্মবিষ্ণাদিকানাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডেতরবাসিনাং ।

নিতং নিগ্রাহক স্তং হি তব ভৈরবসত্তম ॥৭৬

কুলাচারেণ যঃ কোহপি মামর্চয়তি পুত্রক ।

স মে পুত্রত্বমাগচ্ছেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয় ॥৭৭

হইয়া পরিত হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ।৭২ তদনন্তর কৃপাসাগরসঞ্চয়া জগন্মাতা কালী বচনামৃত দ্বারা অভিধিক্ত করিয়া সেই ক্রোধ ভূপাতিকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ।

ঈশ্বর কহিলেন, তদনন্তর ভৈরব পুলকিত হইয়া পাত্ৰোথানপূরক পরম ভক্তি সহকারে নানাবিধ বিধানে কালিকার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া মহাকাশীকে কহিলেন ।৭৩

ক্রোধবক্ত্র কহিলেন, হে মনোন্ময় মহাকালি ! আপনি পরমব্রহ্ম পরমধাম, পরমাত্মা ও সনাতনী, আপনি আমাকে মনোহভীষ্ট বর প্রদান করুন ।৭৫

কালী কহিলেন, হে ভৈরবোত্তম ! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির এবং

গৃহীতু বক্তুং দাস্যামি ব্রহ্মাণ্ডভয়দোভবান্ ।

বক্তুং কালরূপং সৰ্ব্বনিগ্রাহকং পরং ॥৭৮

ঈশ্বর উবাচ ।

তব বক্তুং দত্তা ভৈরবায় ক্ষণাৎ শাস্তিমগাৎ শিবে ।

মহাকালী ভৈরবোহপি বজ্রপাণিবভূব সং ॥৭৯

করালভৈরবং রূপং ক্রোধবক্ত্রে। বভূব সং ।

বজ্রপাণিস্বহাকালী প্রসাদাদ্যদীশ্বর্য ভবঃ ॥৮০

ইতি যোগিনীতন্ত্রে পূর্ব্বার্দ্ধে কথিতং ময়া ।

গোপনয়ং সদা ভক্তে যোনিং পরনরে যথা ॥৮১

শ্রীযোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বরসম্বাদে চতুর্বিংশতিসাহস্রে:

উনবিংশতিঃ পটলঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডেতরবাসী সকলেরই নিত্য নিগ্রাহক হও ৭৭ যে কুলাচার দ্বারা আমার অর্চনা করে, সে সত্য সত্যই আমার পুত্র হয় । আমি তোমাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের ভয়প্রদ বক্তৃতা প্রদান করিতেছি, তোমার এই বক্তৃতা কালরূপ এবং সকলেরই নিগ্রাহক হইবে ৭৮

ঈশ্বর কহিলেন, হে শিবে ! ভৈরবকে বক্তৃতা প্রদান করিয়া মহাকালী ক্ষণকালের নিমিত্ত শাস্তিপ্রাপ্ত হইলেন ; সেই ভৈরবও বজ্রপাণি হইল ৭৯ সেই করাল ভৈরবরূপ ক্রোধবক্তৃতা হইল । মহাকালীর প্রসাদে । ঐ বজ্রপাণি ভৈরব ঈশ্বর নামে কথিত হইয়াছেন ৮০ এই আমি যোগিনী-তন্ত্রে পূর্ব্বার্দ্ধে পরম বিষয় সকল কীর্তন করিলাম, হে ভক্তে ! ইহা পরনরে যোনির আয় নিয়তই গোপন করিবে ৮১ ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বর-সম্বাদে উনবিংশ পটলঃ ।

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দেবীশ্বর সম্বাদে চতুর্বিংশতি সাহস্রে উনবিংশ  
পটল বা পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ ।

## উত্তরখণ্ডম্ ।

—:—

ওঁ নমো কামাখ্যায়ৈঃ ।

প্রধানসাধ রবিকল্পসত্ত্বাস্বভাবাদ্ভুবনত্রয়স্য ।

সা বিদ্যায়া ব্যক্তমপীহ নায়াজ্যোতিঃপরা পাতু জগন্তি নিত্যং ॥১

শ্রীদেবুবাচ ।

উড্ডীয়ানাদিকং পাঠং শ্রুতোহহং প্রাণবল্লভ ।

ইদানীং শ্রোতু মিচ্ছামি কামরূপস্য নির্ণয়ং ॥২

যত্বে তত্ত্বা নাথ ঘোরপাপবিনাশকং ।

কামাখ্যাসংজ্ঞকং পীঠং প্রকাশং কলিযুগমর্তং ॥৩

কালসর্পস্য দংষ্ট্রাণাং বিচিত্রাণাং চিকিৎসকং ।

ভেষজং পরমং দেবি কিং মে তৎ কথ্যতাং বিভো ॥৪

---

যিনি প্রকৃতি ও আধার সাহিত বিকল্পস্বভাব স্বভাবভাবে এবং বিজ্ঞা-  
বারা ত্রিজগৎ ব্যক্ত করিয়াছেন সেই মাহাময়ী পরমাজ্যোতিঃ নিয়তই জগৎ  
পালন করুন ।

দেবী কহিলেন, হে প্রাণবল্লভ ! উড্ডয়নাদিপীঠ অবগণ করিলাম,  
এক্ষণে কামরূপের নির্ণয় শ্রবণ করিতে বাসনা হয় ; হে নাথ ! যাহার  
কীৰ্ত্তনে ঘোর পাপ বিনাশ হয়, সেই কামাখ্যানামক পীঠ কলিযুগে  
পুণ্যময় বলিয়া কথিত ।৩ হে দেব ! তবে কালসর্পদষ্ট বিচিত্র মানবগণের  
চিকিৎসক পরম ভেষজ কি, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

উড্ডীয়ানস্য দেবেশি প্রাহুর্ভাবঃ কৃতে যুগে ।  
 পূর্ণ শৈলস্য সংভূতিস্ত্রেতাযুগমুখেভবৎ ॥৫  
 দ্বাপরে জলাশৈলস্ত্র কামাখ্যাস্ত্রকলৌ যুগে ।  
 ঘোরস্ত্র কলিপাপস্ত্র বিনাশয় মহেশ্বরি ॥  
 প্রতিবর্ষে তব পীঠযুগ পীঠং যুগং যুগং ।  
 ত্রয়ং ত্রয়ং মহাক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যং ত্রয়ং ত্রয়ং ॥৬।৭  
 প্রতি পীঠে মহাদেবঃ প্রতিপীঠে চতুর্ভূজঃ ।  
 প্রতিপীঠে স্থিতা গঙ্গা পার্বতী প্রতিপীঠকে ॥৮।৯  
 প্রতিপীঠং প্রতিক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যস্ত পীঠকে ।  
 কলৌ গৃহাং সুদূরে চ তীর্থবুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥১০  
 কিন্তু তীর্থ্যানি বৈ সন্তি ভাবনাসিদ্ধিরিষ্যতে  
 প্রতিপীঠে পৃথগ্ধর্ম্ম আচারশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১১

ভগবানু কহিলেন, হে দেবেশি ! সত্যযুগে উড্ডীয়ান, ত্রেতাযুগমুখে পূর্ণশৈল, দ্বাপরে জলাশৈল এবং কলিযুগে কামাখ্যা প্রাহুর্ভূত হন ॥ ৫ হে মহেশ্বরি ! ঘোরতর কাল পাপের বিনাশ নিমিত্ত প্রতিবর্ষে তোমার যুগল যুগল পীঠ ও উপপীঠ, তিন তিন মহাক্ষেত্র এবং তিন তিন পুণ্য-ক্ষেত্র রহিয়াছে ॥ ৬।৭ প্রতিপীঠেই চতুর্ভূজ, প্রতিপীঠেই গঙ্গা অবস্থিতা এবং প্রতিপীঠে পার্বতী বিদ্যমানা আছেন ॥ ৮।৯ প্রতিপীঠ প্রতিক্ষেত্র, প্রতি পুণ্যারণ্যই তীর্থ । কলিযুগে গৃহ হইতে দূরদেশে তীর্থবুদ্ধি হয় ॥ ১০ কিন্তু তীর্থসকল ভাবনাসিদ্ধ বলিয়াই কথিত । প্রতি পীঠে ধর্ম্ম ও আচার পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১ দেশভেদে কুলাচার হেতু দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন হয় । মর্ত্তে

দেশে দেশে কুলাচারো মন্তব্যংনি চ হেতুভিঃ ।  
 পৃথক্ পূজা পৃথক্ মন্ত্রো মৰ্ত্তে চ তীরপীঠকং ॥১২  
 ভদ্রপীঠঃ দাক্ষিণাত্যে মধ্যদেশস্য পার্বতি ।  
 জালন্ধরস্ত পাশ্চাত্যে পূর্ণপীঠস্ত পূৰ্ব্বতঃ ॥১৩  
 ঐশাণ্যং পূর্বভাগে চ কামরূপং বিজানীহি ।  
 জালন্ধরস্ত বায়ব্যে কোলাপুরস্ত উত্তরে ।  
 ঈশানে চৈব বিহারং মহেন্দ্র উত্তরে কিয়ং ।  
 শ্রীহট্টমপি পূৰ্বে চ উপপীঠাণ্যথো শৃণু ॥১৪১৫  
 নৌকাযানেন দেবেশি অষ্টষষ্টিস্ত যোজনৈঃ ।  
 প্রস্তাবে ওদ্রপীঠস্ত আয়ামেতি গুণং ভবেৎ ॥১৬  
 শকটা কারং পীঠং চতুষ্কোণং সপীঠকং ।  
 চতুর্দারসমায়ুক্তং বায়ুবিম্বেন চিহ্নিত ॥১৭  
 তীর্থকোটীদ্বয়যুতং সিদ্ধুভদ্রপীঠকং ।  
 যত্র সোমেশ্বরং লিঙ্গমাদি পীঠং তথাপরং ॥১৮

তীরপীঠে পূজা ও মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ ১২ হে পার্বতি ! মধ্যদেশের  
 দাক্ষিণাত্যে ভদ্রপীঠ, পশ্চিমে জালন্ধর, পূর্বে পূর্ণপীঠ ১৩ ঈশাণকোণে  
 পূর্বভাগে কামরূপ জানও । বায়ুকোণে জালন্ধর, উত্তরে কোলাপুর,  
 ঈশানে বিহার, কিরন্ধর উত্তরে মহেন্দ্র ও পূর্বে শ্রীহট্ট । অনন্তর উপপীঠ  
 সকল শ্রবণ কর ১৪১৫ হে দেবেশি ! নৌকাযানদ্বারা অষ্টষষ্টিযোজন  
 বিস্তারবিশিষ্ট ওদ্রপীঠ, ইহার আয়াম বিস্তারের বহুগুণ ১৬ শকটাকার-  
 পীঠ, পীঠযুগ ও চতুষ্কোণ, চতুর্দারবিশিষ্ট, বায়ুবিম্বদ্বারা চিহ্নিত ১৭  
 এইস্থানে দুইকোটী তীর্থযুক্ত সিদ্ধুভদ্রপীঠ আদিপীঠ, সোমেশ্বরলিঙ্গ ১৮

কামধেনুশ্চ যত্রৈব যত্র চক্রেশ্বরোহরঃ ।  
 ক্ষেত্রং বিরজসংজ্ঞকং একমাত্রং তদনন্তরং ॥১৯  
 ভাস্করস্য মহাক্ষেত্রং যত্র মাতঙ্গাস্কর ।  
 কুপস্থলৌ মহাপুণ্যা দণ্ডকস্য বনস্তথা ॥২০  
 সূমন্তুশ্চ তথারণ্যং শিবযুগশ্চ পূর্ব্বতঃ ।  
 পশ্চিমে ধেনুকারণ্যং উত্তরে তু গয়াশিরঃ ॥২১  
 দক্ষিণে চন্দ্রভাগা চ ওড়্রপীঠং বরাননে ।  
 ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণমায়ামে শতযোজনং ॥২২  
 অত্র কামেশ্বরী দেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী ।  
 ভূগোপালপীঠকঃ নাম যত্র বৈ গোলকেশ্বর ।  
 ধর্ম্মপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরোহরঃ ॥২৩২৪  
 অবিমুক্তঃ মহাক্ষেত্রং হংসপ্রপতনস্তথা ।  
 ব্রহ্মযুক্ত যত্রৈব যত্র শ্বেতবটঃ স্থিতঃ ॥২৫

কামধেনু এবং চক্রেশ্বর হর অবস্থিত আছেন । তদনন্তর বিরাটক্ষেত্র, তৎপরেই একাত্র ১৯ ভাস্করের মহাক্ষেত্র ও মাতঙ্গাস্কর ! তদনন্তর মহাপুণ্যা কুপস্থলী ও দণ্ডকবন ২০ সূমন্তারণ্য এবং পূর্ব্বদিকে শিবমুপঃ পশ্চিমে ধেনুকারণ্য, উত্তরে গয়াশিবঃ, দক্ষিণে চন্দ্রভাগা ও ওড়্রপীঠ, উত্তরে ত্রিংশদ্যোজন ও দৈর্ঘ্যে শতযোজন ২২ এই স্থানেই যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী কামেশ্বরী দেবী অবস্থিত আছেন এবং তথায় ভূগোলপীঠে গোলকেশ্বর বিজ্ঞমান আছেন । তৎপরে ধর্ম্মপীঠ ও মহাপীঠ, এইখানে কামেশ্বর হর অবস্থিত ২৩২৪ তদনন্তর অবিমুক্তদামে মহাক্ষেত্র ও হংসপ্রপতন ; তথায় ব্রহ্মযুক্ত ও শ্বেতবট বিজ্ঞমান আছে ২৫ সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্র ও মায়াস্বনানদী ।

কুরুক্ষেত্রস্ত তত্রৈব যন্ত মায়াস্বনা নদী ।  
 অযোধ্যারণ্যকং পুণ্যং ধৰ্ম্মাপণ্যং তথা পরং ॥২৬  
 কচাত্মকং মহারণ্যং যত্র পাতালশঙ্করঃ ।  
 গণ্ডকী চ নদী পূর্বে বিষ্ণুযুগল পশ্চিমে ।  
 দক্ষিণে বৃষভং লিঙ্গং উত্তরে কদলীবনং ।  
 এতন্মধ্যতমং পীঠং চাপাকারং মনোরমে ॥২৭।২৮  
 অনামাহং তথা পদ্মং রক্তবর্ণং বিভাবয়েৎ ।  
 একাদশশতায়ামং যোজনাং তথা নব ।  
 অশীত্যষ্টৌ চ প্রস্তারে ত্রিকোণং পীঠমুত্তমং ।  
 প্রবররং পীঠকং তত্র পীঠাংশোকমেব চ ।  
 সীতায়াম্চ মহাক্ষেত্রং অগস্ত্যশ্রমস্তথা ॥২৯।৩০  
 হরস্য পরমং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রত্রয়মিদং প্রিয়ে ।  
 মাধবারণ্যকং ক্ষেত্রং হরস্যারণ্যকস্তথা ॥৩১

---

তদন্তর পুণ্যময় অযোধ্যারণ্যক ধর্ম্মারণ্য ২৭ ও কচাত্মক মহারণ্য । এই  
 স্থানে পাতালশঙ্কর অবস্থিত আছেন । অন্তর পূর্বে গণ্ডকী নদী ও  
 পশ্চিমে বিষ্ণুযুগ, দক্ষিণে বৃষভলিঙ্গ এবং উত্তরে কদলীবন ; হে মনোরমে !  
 ইহাই চাপাকার মধ্যপীঠ । ২৭।২৮ এখানে পদ্মরক্তবর্ণ বিভাবিত হয় ।  
 তদন্তর দৈর্ঘ্যে একাদশ শত নবযোজন ও বিস্তারে অষ্টাশীতি যোজন  
 ত্রিকোণনামক উত্তম পীঠ, তথায় প্রবীরপীঠ ও অশোকপীঠ বিদ্যমান  
 আছে । হে প্রিয়ে ! তদন্তর সাতার মহাক্ষেত্র ও অগস্ত্যশ্রম । ২৯।৩০  
 এবং হরের মহাক্ষেত্র, এই তিনক্ষেত্র বিদ্যমান আছে । তৎপরে  
 মাধবারণ্যকক্ষেত্র ও হরণ্যক এবং ভর্গারণ্য এই তিনটি অরণ্য বিদ্যমান

অরণ্যকৈব ভর্গস্য এতদারণাকং ত্রয়ং ॥৩২  
 উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্রঞ্চ দক্ষিণে সাগরাবধি ।  
 পূর্ববতোদয়কূটঞ্চ পশ্চাৎ ত্রীপর্বতং শ্রিয়ে ॥৩৩  
 এতন্মধ্যেতম পীঠং পুণ্যার্থং নাম নামতঃ ।  
 পাদাৎ পদাস্তরং যাবন্মধ্যাহস্তদ্বয়াস্তরং ।  
 শিবরাত্রৌ চ গমনা সৌমাসেন মাসকং ।  
 কামরূপং বিজ্ঞানীয়াৎ ষট্‌কোণাপ্রগর্ভক ॥৩৪।৩৫  
 তৎপুণ্যং তৎসমং বেদ্য নববৃহৎ ত্রিমণ্ডলং ।  
 পর্বতৈর্দশভিযুক্তং বেদিমধ্যং প্রকীর্তিতং ॥৩৬  
 মধ্যপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো ভবেৎ ।  
 তত্র পীঠে হি দেবেশি যত্র চম্পাবতী নদী ॥৩৭  
 কণ্ডাশ্রমং মহাক্ষেত্রং যত্র ক্রতু পদদ্বয়ং  
 একান্ত্রকং পরং ক্ষেত্রং যত্র নাগাক্ষশঙ্করঃ ॥৩৮

আছে । ৩১৩২ উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্র, দক্ষিণে সাগর, পূর্বে উদয়কূট ও পশ্চিমে  
 ত্রীপর্বত । ৩৩ এই সকলের মধ্যে যে সকল পীঠ আছে তাহা পুণ্যার্থ্য নামে  
 প্রোখিত । তথায় শিবরাত্রিতে সৌরমানে একমাস, মধ্যভাগে একপদ  
 হইতে পদাস্তর, হস্তদ্বয় অন্তরে অন্তরে গমন করিতে হয় । কামরূপ,  
 ষট্‌কোণ ও প্রকৃষ্টগর্ভক । ৩৪।৩৫ তাহাতে কামরূপ সমান পুণ্যজনক নয়টি  
 ব্যূহ ও তিনটি মণ্ডল আছে । তাহার বেদিমধ্যে দশটি পর্বতযুক্ত বলিয়া  
 প্রকীর্তিত হয় । ৩৬ তথায় মধ্যপীঠ ও মহাপীঠ আছে, সেই পীঠে কামেশ্বর  
 বিস্ত্রমান আছেন ; হে দেবি ! সেই স্থানেই চম্পাবতীনদী প্রবাহমান । ৩৭  
 তৎপরে মহাক্ষেত্র কণ্ডাশ্রম, তথায় নাগাক্ষশঙ্কর বিস্ত্রমান আছেন । তৎপরে



মানসং ক্ষেত্রকৈব যত্র বিশেষশ্চরো হরঃ ।  
 নাটকারণ্যকৈব চম্পকারণ্যকস্তথা ॥৩৯  
 পিচ্ছিল বা দক্ষিণতো গোতমস্য মহাফলা  
 পূর্বে স্বর্ণনদীং যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে ।  
 দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ ।  
 প্রস্তারে চৈব মাসার্কং যোজনানাক্ষ পঞ্চকং ॥৪০।৫১  
 অযুতত্রয়ঞ্চ ত্রিশ্রোতা পঞ্চোদ্ভবং তথা দশ ।  
 অষ্টকোণঞ্চ সৌসারং যত্র দিক্করবাসিনী ।  
 তস্মিন বসতি সা দেবী জ্ঞানাদ্ ধ্যানান্দুবোহপি  
 বা তেপিদেব্যাঃ প্রসাদেন স্থিতিং গচ্ছন্তি নাসাথা ৪২।৪৩  
 অথোদয়ো নবং পীঠং সৌমারাভ্যাস্ত কথ্যতে ।  
 বসত্যজয়ং প্রত্যক্ষং যত্র দিক্করবাসিনী ॥৪৪  
 কিকরস্ত বায়বো চ নীলপীঠং সুভ্রূভং ।  
 যত্র কামেশ্বর দেবী যোনিমুদ্রা স্বরূপিণী ॥৪৫

---

নাটকারণ্য ও চম্পকারণ্যক ৩৯ দক্ষিণদিকে গোতমের মহাফলা পিচ্ছিল  
 নদী বহিয়াছে । পূর্বে স্বর্ণনদী পশ্চিমে করতোয়া দক্ষিণে মন্দশৈল ও  
 উত্তরে বিহগাচল ৪০।৪১ বিস্তারে যোজনাক্ষ এবং দৈর্ঘ্যে পঞ্চযোজন  
 ত্রিশ্রোত ও পঞ্চোদ্ভব । তদন্তর অষ্টকোণ তথায় দিক্করবাসিনী দেবী  
 বাস করেন; তথায় জ্ঞানযোগে গ্যান করিলে মুক্তিলাভ হয়  
 ৪২।৪৩ তত্রনিবাসী জনগণ দেবীর প্রসাদে সুখে অবস্থিতি করে ।  
 অনন্তর যেখানে দিক্করবাসিনী বাস করেন, সেই সৌমার  
 হইতে আরম্ভ করিয়া নবপীঠ কথিত হইতেছে ৪৪ দিক্করের বায়ুকোণে

পারিজাতং মহাক্ষেত্রং যত্রাদিত্যস্ত শঙ্করঃ ।

কৌষেয়স্ত পুরুষ ক্ষেত্রং তথা চামরকণ্টকং ॥৪৬

অরণ্য মাঝিনৈকৈব গৌতমারণ্যকং শিবং ।

অরণ্যং শবিনাথস্ত শৃণু পীঠবিধি প্রিয়ে ॥৪৭

পূর্বে সৌরশিলাবণং পীঠং স্বর্ণাদি শুভা ।

দক্ষিণে ব্রহ্মযুক্তস্ত উত্তরে মানসং সরঃ ॥৪৮

এতন্মধ্যগতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং ।

সৌমারাখ্যং মহাপীঠং ষট্‌কোণস্ত ত্রিমণ্ডলং ॥৪৯

সহস্র যোজনব্যাম হয় তাত্রঞ্চ পঞ্চমং ।

প্রস্তারে তু ব্যামহীনং কোলাপীঠং প্রকীর্তিতং ॥৫০

সৌমারাখ্যং মহাপীঠং শিবতল্লক পীঠকং ।

বক্রশৈবেশ্বরং লিঙ্গং যত্র বৈকমলা শিলা ॥৫১

অহুর্জাত নীলপীঠ তথায় ষোনিমুদ্রাস্বরূপনৌ কামেশ্বরী দেবী ৪৫ । এবং পারিজাত মহাক্ষেত্র ও আদিত্যশঙ্কর অর্ধাঙ্গিত আছেন । তদন্তর কোষেয়ের পুর ও ক্ষেত্র এবং চামরকণ্টক ৪৬ আশ্বনারণ্য ও মঙ্গলপ্রদ গৌতমারণ্য । তদনন্তর শিবনাথের অরণ্য, হে প্রিয়ে ! তাহা পীঠাদি হইতে শ্রবণ কর ৪৭ পূর্বে সৌরশিলাবণ্য, পশ্চিমে শুভঙ্করী স্বর্ণনদী, দক্ষিণে ব্রহ্মযুগ, উত্তরে মানস সরোবর ৪৮ এই সকলের মধ্যগতস্থান, ভোগমোক্ষ প্রদায়ক সৌমারাখ্য মহাপীঠ ষট্‌কোণ ও ত্রিমণ্ডল ৪৯ হয়ত-ব্রাহ্মী পঞ্চম, সহস্রযোজন পরিমানবিশিষ্ট । কোলাপীট পরিমানহীন ৫০ তদনন্তর সৌমারাখ্য মহাপীঠ ও শিবতল্লপীঠ । তৎপরে বক্রশৈবেশ্বর লিঙ্গ তথায় কমলাশিলা অবস্থিত ৫১ অনন্তর কেন্দ্রক্ষেত্র প্রথম, সেখানে

কেদারক্ষেত্রং প্রথমং যত্র কেদারশঙ্করঃ ।  
 যত্র পিণ্ডকরং ক্ষেত্রং অরুণো যত্র তিষ্ঠতি ॥৫২  
 ছুর্গারণ্যং সোমারণ্য ভদ্রারণ্যং তথৈব চ ।  
 অশীতিযোজনং ক্ষেত্রং ষট্ ত্রিংশদ্যোজনাযুতং ।  
 চৌহারাখ্যং মহাক্ষেত্রং যত্র গঙ্গা ন শোচিত ॥৫৩  
 ব্রহ্মক্ষেত্রং কলাক্ষেত্রং রঘুক্ষেত্রং তথৈব চ ।  
 নন্দনং পারিজাতঞ্চ শিবারণ্যং তথা পরং ।৫৪  
 দেশারণ্যং ততঃ প্রোক্তং সপ্তপীঠাবিধি প্রিয়ে ।  
 পূর্বে তু হীরিকানাং নদী পুণ্যতমা স্মৃতা ।৫৫  
 পশ্চিমে নাথকং লিঙ্গং উত্তরে কিলিপর্বতঃ ।  
 দক্ষিণে নাথবৃক্ষ পীঠস্ত পরিকীৰ্ত্তি ॥৫৬  
 গোযানেন ত্রিভির্মাসৈস্তথা চৈব দিনত্রয়ং ।  
 মাসহীনস্ত প্রস্তুবে ত্রিপীঠমাম নামতঃ ॥৫৭

---

কেদারশঙ্কর শিব আছেন । তাহার নিকটে পিণ্ডকরক্ষেত্র তথায় অরুণ  
 অবস্থিত আছেন ।৫২ তদনন্তর ছুর্গারণ্য সোমারণ্য ও ভদ্রারণ্য । তারপর  
 অশীতি যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিংশৎ অযুতযোজন পরিমান বিশিষ্ট চৌহারাখ্য  
 মহাক্ষেত্র, তথায় গমন করিলে শোক পাইতে হয় না ।৫৩ তদনন্তর  
 ব্রহ্মক্ষেত্র, কলাক্ষেত্র, রঘুক্ষেত্র ও নন্দন, পারিজাত, শিবারণ্য ।৫৪ দেশারণ্য  
 এই সপ্তপীঠ অংস্থিত আছে । পূর্বাদিকে পুণ্যতমা হীরিকানদী ।৫৫  
 পশ্চিমে নাথকলিঙ্গ, উত্তরে কিলিপর্বতে দক্ষিণে নাথবৃক্ষপীঠ পরিকীৰ্ত্তিত  
 হইরাছে ।৫৬ গোযান দ্বারা তিনমাস তিন দিন এবং প্রস্তার ( নৌকা )  
 দ্বারা মাসহীন অর্থাৎ দুই মাস তিনদিনে পীঠে ভ্রমণ সম্পন্ন হয় ।৫৭ বারাহী

বারাহী প্রথমঃ পীঠং দ্বিতীয়ং কোলপীঠকং ।

কুমারক্ষেত্রং প্রথমং দ্বিতীয়ং নন্দনাশ্রয়ং ।

তৃতীয়ং শাশ্বতীক্ষেত্রং মাতঙ্গং প্রথমং বনং ।

সিদ্ধারণ্য দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ং বিপুলং বনং ।৫৮।৫৯

কোটিকোটীযুতং লিঙ্গং কোটিকোটীগণৈর্বৃতং ।

পঞ্চতীর্থং ভবেৎ পূর্বে পশ্চিমে ধনদা নদী ॥

পঞ্চাখ্যা দক্ষিণে চৈব উত্তরে কুরুমকা বনম্ ।

এতন্মধ্যগতং দেবি ত্রীপীঠং নামনামতঃ ॥৬১

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দ্বাবিংশতিসাহস্রো কামরূপপীঠাধিকারে

দ্বিতীয়ভাগে প্রথমঃ পটলঃ ।

## দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ।

ভগবান্‌বুলাচ ।

নিতং নির্বর্ত্য সগৃহে পিতৃশ্রাদ্ধীমুখানপি ।

অভ্যাস্য বিধিবদভক্ত্যা পশ্চাদ্‌যাত্রং সমাচরেৎ ॥১

প্রথম পীঠ. কোল দ্বিতীয় পীঠ। কুমারক্ষেত্র প্রথম; নন্দন দ্বিতীয়, শাশ্বতীক্ষেত্র তৃতীয়। মাতঙ্গ প্রথম বন, সিদ্ধারণ্য দ্বিতীয়, বিপুল বন, তৃতীয় এই সকল কোটা গোটী লিঙ্গ ও কোটা কোটা গণে পরিবৃত ।৫৮।৫৯ পূর্বে পঞ্চতীর্থ, পশ্চিমে ধনদা নদী ।৬০ দক্ষিণে পঞ্চাখ্যা বন এবং উত্তরে কুরুমকাবন। হে দেবি! এই সকলের মধ্যগত স্থান ত্রীপীঠ নামে বিখ্যাত ।৬১

ইতি যোগিনীতন্ত্রে কামরূপ পীঠাধিকারে দ্বিতীয়ভাগে প্রথমঃ পটলঃ ।

ঐভগবান্‌ কহিলেন, নিজগৃহে নিত্যকৰ্ম্ম সমাপন পূর্বক পিতৃগণের

উত্তরস্বগতে শুক্রে সানুকুলে শুভে গ্রহে ॥  
 গুরুপিত্রো বনুজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণানং বিশেষতঃ ।  
 ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সপ্ত ততোযাত্রাং সমাচরেৎ ॥২  
 সিংহে ধনুষি মেঘে চ নাগচ্ছেৎ পূর্বপীঠকং ।  
 তুলায়াং কুম্ভে মীনে চ ন গচ্ছেৎ পশ্চিমং বুধঃ ॥৩  
 বৃষেহঙ্গনায়াং মকরে ন গচ্ছেদক্ষিণালয়ং ।  
 কর্কটে কৌটমীনে চ ন গচ্ছেদুত্তরং সূর্য্যঃ ॥৪  
 চাপে গব্যঙ্গনায়াঞ্চ ন গচ্ছেদ্বহ্নিকোণকং ।  
 মকরে কর্কটে মীনে নৈঋতাং পরিবর্জয়েৎ ॥৫  
 বায়বাং কুম্ভমেঘে চ চাপে বিবর্জয়েৎ ।  
 সিংহে মীনে কর্কটে চ ঐশাণ্যং তু ন চিন্তয়েৎ ॥৬

অর্চনা ও নান্দীমুখা দম্ভ সমাপন পূর্বক ভক্তি সমন্বিত হইয়া তদনন্তর  
 যথাবিধি য্যা করিবে ।১ শুক্র উত্তরে অবস্থিত হইলে এবং শুভগ্রহ সকল  
 সানুকুল হইলে, শুক্র এবং পিতা মাতাদির ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের  
 অনুমতি গ্রহণপূর্বক সপ্তনিপ্রবরকে ভোজন করাইয়া তদন্তর যাত্রা,  
 করা কর্তব্য ।২ বুধগণ, সিংহ, ধনুঃ ও মেঘ রাশিতে পূর্বদিকে, তুলা  
 মিথুন ও কুম্ভরাশিতে পশ্চিমদিকে ।৩ বুধ, কত্রা ও মকরে দক্ষিণদিকে  
 কর্কট বৃশ্চিক ও মীনে উত্তরদিকে গমন করিবেন না ।৪ সূর্য্যগণ, ধনুঃ  
 বৃষ ও কত্রাঃ বহ্নিকোণে, মকর, কর্কট ও মীনে নৈঋতকোণে ৫ কুম্ভ,  
 মেঘ ও ধনুরাশিতে বায়ুকোণে, সিংহ, মীন ও কর্কটে ঐশানকোণে গমন  
 করিবেন না ।৬ এই সকল স্থলরূপে অবগতি করিও । হে শঙ্করি !

এতং স্থলং বিজ্ঞানীয়াৎ যোগিনীং শৃণু শঙ্করি ।  
 ন গচ্ছেন্নন্দবারে চ পূর্বদেশং মম প্রিয়ে ॥  
 পশ্চিমং স বিতুৰ্ত্তারে দক্ষিণং বধুবাসরে ।  
 কুজবারে চোত্তরঞ্চ বুধোবাপি দিশং ভজেৎ ৭।৮  
 জীববারে তু নৈক্সর্তাং বায়ব্যাং ভৃগুবাসরে ।  
 শনিবারে তথৈশানাং সোমে চৈব বিশেষতঃ ॥৯  
 পূর্বদেশং মহেশানি প্রতিপন্নবতী তথা ।  
 ন গচ্ছেদ্যা একো যাত্রাং যোগিনী সন্মুখা যতঃ ॥১০  
 চতুর্দশী তথা ষষ্ঠী পশ্চিমস্ত বিবর্জয়েৎ ।  
 ত্রয়োদশী পঞ্চমী চ ন গচ্ছেদক্ষিণাং দিশঃ ॥১১  
 দ্বিতীয়া দশমী চৈব বর্জয়েদ্রাক্ষসৌন্দিশং ।  
 পূর্ণিমা সপ্তমী চৈব বায়ব্যাং সর্বথা ত্যজেৎ ॥১২  
 ন গচ্ছেচ্চৈব ঐশান্যামমাবাস্যান্তথাষ্টমীং ।  
 বিক্লভং প্রীতিরায়ুত্য়াম্ প্রতিপৎসু বিবর্জয়েৎ ॥১৩

যোগিনী শ্রবণ কর । হে প্রিয়ে নন্দবারে অর্থাৎ শনৈশ্চরে পূর্বদেশ, রবিবারে পশ্চিমদেশ, বুধবারে দক্ষিণদেশ, মঙ্গলবারে উত্তরদেশে গমন করিবেন না ৭।৮ বৃহস্পতিবারে নৈক্সর্তকোণে, শুক্রবারে বায়ুকোণে, শনিবারে বিশেষতঃ সোমবারে ঈশানকোণে যাত্রা করিবেন না ৯ হে মহেশানি ! যাত্রিকগণ, প্রতিপদ ও নবমীতে পূর্বদিকে যাত্রা করিবেন না যে হেতু উহাতে সন্মুখে যোগিনী তয় ১০ চতুর্দশী ও ষষ্ঠীতে পশ্চিমদিক্ ত্রয়োদশী ও পঞ্চমীতে দক্ষিণদিক্ ১১ দ্বিতীয়া ও দশমীতে নৈক্সর্তদিক্, পূর্ণিমা ও সপ্তমীতে বায়বাদিক্ ১২ এবং অমাবস্তা ও অষ্টমীতে ঈশা

সৌভাগ্যং শোভনকৈব দ্বিতীয়াঙ্কতিগণ্ডকে ।  
 সূকৰ্ম্মা বৈধৃতিশ্চৈব তৃতীয়ায়াং বিজ্ঞানীহি ॥১৪  
 গণ্ডোবুদ্ধিক্রবশ্চৈব ব্যাঘাতশ্চ তথৈব চ ।  
 চতুর্থ্যাং বর্জয়েদেবি পঞ্চম্যাং হর্ষণস্তথা ॥১৫  
 বজ্রং সিদ্ধিব্যতীপাতৌ যষ্ঠাং জানীহি শঙ্করী ।  
 বরীয়ান্ পরিঘাশ্চৈব সপ্তম্যাং পরিবর্জয়েৎ ॥১৬  
 শিবঃ সিদ্ধিশ্চ সাধ্যঞ্চ বর্জয়েদষ্টমীতিথৌ ।  
 নবম্যাং শুভশুক্লশ্চ দশম্যাং ব্রহ্মমেব বা ॥১৭  
 একাদশ্যাং তথেন্দ্রস্ত দ্বাদশ্যাং বৈধৃতিং ত্যজেৎ ।  
 উত্তরাদ্বয়ং ত্রয়োদশ্যাং বিশাখাস্ত চতুর্দশীং ॥১৮  
 মঘাদ্র্যং ভরণীকৈব পৌর্ণমাস্তা বিবর্জয়েৎ ।  
 প্রতিপৎকৃত্তিকায়াস্ত দ্বিতীয়ায়াস্ত জ্যেষ্ঠকে ।  
 ন যাত্রিকে চ নক্ষত্রে প্রশ্নানে ন কদাচন ॥১৯

পরিভাগ করিবে প্রতিপদে, বিষ্ণুস্ত্রীতি ও আয়ুর্মান্‌যোগ বর্জন কর্তব্য । ১৩ দ্বিতীয় সৌভাগ্য শোভন ও অতিগণ্ডক বর্জনীয় । তৃতীয় সূকৰ্ম্মা বৈধৃতি । ১৪ চতুর্থীতে গণ্ড বুদ্ধি ক্রব ও ব্যাঘাত, পঞ্চমীতে হর্ষণ । ১৫ যষ্ঠীতে বজ্র সিদ্ধি ও ব্যতিপাত ; সপ্তমীতে বরীয়ান্ ও পরিযোগ পরিবর্জন করিবে । ১৬ অষ্টমীতে শিব, সিদ্ধি ও সাধ্যা ; নবমীতে শুভ শুক্ল ; দশমীতে ব্রহ্ম । ১৭ একাদশীতে ইন্দ্র ; দ্বাদশীতে বৈধৃতি ত্রয়োদশীতে উত্তরকল্বী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ, চতুর্দশীতে বিশাখা । ১৮ পৌর্ণমাসীতে মঘা, আর্দ্রা ও ভরণী পরিবর্জন কর্তব্য । প্রতিপদে কৃত্তিকা, ও দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠা এইসকল যাত্রায় বা প্রশ্নানে প্রশস্ত নয় । ১৯ যাত্রাকালে করণ বিচরে কর্তব্য নহে ।

যাত্রায়াস্ত ন দৃষ্টে তু করথস্ত্র বিচিস্তনং ।  
 জন্মমাসে জন্মদিবসে জন্মনক্ষত্রকে তথা ।  
 অষ্টম্যাত্র নবমাক্ষ সদাকালেষু বর্জয়েৎ ॥২০  
 আপৎকালে চ যাত্রায়াং উষাসম্পত্তিঃ পশ্চিমে ।  
 গোধূলিসময়ে চৈব পূর্ববদেশে বিজানৌহি ॥২১  
 মধ্যাহ্নে দক্ষিণে চৈব অপরাহ্নে তথোত্তরে ।  
 ত্রৈশান্যাক্ষ তথা রাত্রৌ নৈশ্চ ত্যাং সক্ষ্যায়োদ্ধারোঃ ॥২২  
 মধ্যাহ্নিনে তথাগ্নয়ে বায়ব্যবাং প্রাতরেব হি ।  
 বারুণাদিষু যোগেষু যথাকালে সমাচরেৎ ॥২৩  
 বিনা জাতং দিনং তত্র অষ্টমীং নবমীং বিনা ।  
 প্রাচীদিশং সমাগচ্ছেৎ যাত্রাং কুর্যাদুদমুখঃ ॥২৪  
 পশ্চিমে প্রাণ্ মুখঃ কুর্যাদ্ দক্ষিণে পশ্চিমা মুখঃ ।  
 উত্তরে দক্ষিণামুখো যাত্রাং কুর্য্যাৎ সুসিদ্ধয়ে ॥২৫

জন্মমাস জন্মদিন ও জন্মনক্ষত্রে, অষ্টমী ও নবমীতে সকল সময়েই যাত্রা দ্বি-  
 বর্জনীয় ৷২০ আপৎ কালের যাত্রায়, পশ্চিমে উষায়, গোধূলি সময়ে  
 পূর্বদিকে ৷২১ মধ্যাহ্নে দক্ষিণে, অপরাহ্নকালে উত্তরে; রাত্রিকালে  
 ত্রৈশান্যকোণে, সক্ষ্যায়োদ্ধারোঃ নৈশ্চ ত্যাং ৷২২ মধ্যাহ্নিনে অগ্নিকোণে, প্রাতঃ-  
 কালে বায়ুকোণে, এবং বারুণাদি যোগে যথাকালে যাত্রা করিবে ৷২৩  
 তাহাতে জন্মদিন, ও অষ্টমী নবমী ব্যতিরেকে যাত্রা কর্তব্য ৷২৪ উত্তরমুখ  
 হইয়া দক্ষিণদিকে, দক্ষিণমুখ হইয়া উত্তরদিকে যাত্রা করিলে কার্যসিদ্ধি  
 হয় ৷২৫ যাত্রাকালে দক্ষিণভাগে কুম্ভ, বাবক, শঙ্খ, ভেরী দেবতা,



কুম্ভমা যাবকঃ শঙ্খোভেরীবাদোন ভূমিপঃ ।  
 গাবঃ শতং রথং যানং দক্ষিণে শুভগাং স্মৃতাঃ ॥২৬  
 সিদ্ধানাং মাংসপিণ্ডতঞ্চ ভক্তং ভাজনভঙ্গুরং ।  
 যৎস্রপিণ্ডং পরাহারাঃ সর্ব্বশ্চ দক্ষিণে শুভাঃ ॥২৭  
 কন্যা বৈ মিথুন বেগ্না পূর্ণকুম্ভাঃ স্ত্রিয় স্তথা ।  
 চরন্তুঃ পশুপক্ষাশ্চ বামতঃ শুভকারকরাঃ ॥২৮  
 অগ্রে দধিফলং যাত্রা শুভদা পরিকীর্তিত ।  
 তথা ক্রৌঞ্চময়ুরাশ্চ যুগ্মং গচ্ছন্তি গচ্ছতঃ ।  
 তদা সিদ্ধিং বিজ্ঞানীয়াদশ্যাথা বিঘ্নমাদিশেৎ ॥২৯  
 গৃধ্রঃ বা শ্যেনাশ্চ চিল্লাশ্চ পার্শ্বং গচ্ছন্তি বৈ যদা ।  
 ন কুৰ্য্যাদ্যত্রিকোষাত্রাং বায়সেবনসংস্থিতে ॥৩০  
 চ্যুতে নিষ্ঠুরসন্তাষং গৃহগোধারুতং তথা ।  
 ক্রন্দনং কলহং শ্রদ্ধা ন গচ্ছন্তু কদাচন ॥৩১

ভূমিপতি, রথ ও যান ২৬ এবং সিদ্ধান্ন, মাংসপিণ্ড, ভক্ত, ভঙ্গুরভাজন, ও  
 উৎকৃষ্ট আহার দক্ষিণভাগে শুভকর হয় ২৭ বামভাগে, কন্যা দম্পতী,  
 (স্ত্রীপুরুষ) বেগ্না ও পূর্ণকুম্ভ-স্ত্রী এবং চরণশীল পশুপক্ষিসকল শুভকর  
 জানিবে ২৮ অগ্রভাগে দধি ও ফল শুভপ্রদ। আর গমনকালে  
 বৃগল ক্রৌঞ্চ ও ময়ুর গমন করিলে শুভফল প্রদান করে নতুবা বিঘ্নচর্চা  
 করে ২৯ যাত্রাকালে পার্শ্বদেশে যদি গৃধ্র শ্যেন ও চিল্ল গমন করে তবে  
 যাত্রা কর্তব্য নয়। যদি বায়স বনসংস্থিত ৩০ বা চ্যুতবৃক্ষস্থিত হইয়া  
 নিষ্ঠুর ভাষণ করিতে থাকে, এবং গৃহকোণে (টিকটিকীর) শব্দ হয় তাহা  
 হইলে গমন কর্তব্য নয়। ক্রন্দন ও কলহ শুনিয়া যাত্রা অকর্তব্য ৩১

গুৰ্বাদিত্যে গুরৌ সিংহে শুক্রে চাস্ত মুপাগতে ।  
 দেবতাদৰ্শনং যাত্রাং প্রতিষ্ঠাং নৈব কারয়েৎ ॥৩২  
 ব্রতরন্তং তথান্নাহং গৃহপ্রসাদিকন্তথা ॥৩৩  
 বাপীকূপতড়াগানি যন্ত্রস্তারন্তকন্তথা ।  
 আরোপয়েদ্যজ্ঞবৃক্ষস্ত্য আরামকরণস্তা ।  
 দেবব্রতব্রহ্মোৎসর্গং যজ্ঞস্তারন্তথা ।  
 কর্ণবেধঞ্চ বৃদ্ধা চ স্ত্রীণামায়নং ত্যজেৎ ॥৩৪।৩৫  
 প্রাগদৰ্শঞ্চ দেবাবাং বৈ ন কুবরীত কদাচন ।  
 প্রাগারন্তং ব্রতানাঞ্চ যাত্রাং সম্বৎসারং পরং ॥৩৬  
 তথা ব্যালব্রতং যদ্রুতথা নিত্যং ব্রজেচ্চ বৈ ।  
 ন কালনিয়মস্তত্র তথা চ রোহিণীব্রতে ।  
 শিবরাত্রিব্রতে চৈব প্রয়াগস্য চ মুণ্ডনে ।  
 দেশদাহে গ্রহাণাঞ্চ বিশুভং কৰ্ম্ম আরভেৎ ॥৩৭।৩৮  
 উজ্জয়িন্যামৰ্কশুদ্ধি স্মৃধংদেশে বিধোঃশুভং ।  
 কুজশুদ্ধি স্তনে পানে অরণ্যাস্ত বৃষস্য চ ॥৩৯

গুৰ্বাদিত্যে যোগে এবং সিংহরাশিতে শুক্রে উপগত হইলে দেবতা দৰ্শন,  
 যাত্রা ও প্রতিষ্ঠা ৩২ ব্রতরন্ত, উদাহ, গৃহ ও প্রসাদাদি ৩৩ বাপীকূপ  
 তড়াগাদি গমন যন্ত্রারন্ত যজ্ঞবৃক্ষরোপণ আরামকরণে দেবব্রত ব্রহ্মোৎসর্গ,  
 যজ্ঞারন্ত, কর্ণবেধ বৃদ্ধা, স্ত্রীগণের আনায়েন করিবে না ৩৪।৩৫ দেবগণের  
 প্রথম দৰ্শনও তাহাতে কর্তব্য নহে । ব্রতের প্রথমারন্ত সম্বৎসরের পর  
 যাত্রা ৩৬ ব্যালব্রত ও নিত্যব্রত কর্তব্য তাহাতে কাল নিয়ম নাই । আর  
 রোহিণীব্রত, শিবরাত্রিব্রত প্রয়োগে মন্তকমুণ্ডন ও দেশবাহ এই সকল  
 বিষয়ে গ্রহাদি অন্তত থাকিলেও কৰ্ম্মারন্ত করিবে ৩৭।৩৮ উজ্জয়িনীতে

গোড়ে চাক্ গুরোঃ শুদ্ধঃ কামরূপেভূগোঃ স্মৃতা  
 মথুরায় মৰ্কজস্য রাহো রঙ্গতুবঙ্গকে ॥৪০  
 ধনুর্বাণং তথা তদ্বদ্ ওড়ুপীঠে ব্যবস্থিতং ।  
 জালঙ্করে চতুর্হস্তঃ উশ্নিকং হস্তপূর্ণকে ।  
 পংক্তিহস্তঃ কামরূপে সৌমারে তারহস্তকং ।  
 কোষপীঠে তুর্য্যহস্তং চৌহারে দ্বিগুণং ভবেৎ ॥৪১৥৪২  
 মহেতেন্দ্র কলাহস্তঃ শ্রীহটে বহ্নিহস্তকং ।  
 উপপীঠে তু পাতালে হস্তমেব বিজানীহি ॥  
 রত্নপীঠে তু ষড়্হস্তং লোহিত্যা চৈব উত্তরে ।  
 বলদেবশ্রমে চৈব তথা কন্যাশ্রমেষু চ ।  
 ন যোগিনীমুখং গচ্ছেৎ স্নানধ্যানং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥৪৩  
 যানেনাৰ্দ্ধফলং বিন্দ্যাস্তথা ছত্রে চ পাতুকে ।  
 তীর্থযাত্রা ফলং হস্তি ব্যায়ামে মাংসভক্ষণে ॥৪৪

অৰ্দ্ধশুদ্ধি, মধ্যদেশে চন্দ্রশুদ্ধি জনস্থানে কুজশুদ্ধি, অরণ্যে বৃশশুদ্ধি । ৩৯  
 গোড় ও অক্ষুদেশে শুক্লশুদ্ধি কামরূপে শুক্লশুদ্ধি মথুরায় শনৈশ্চর শুদ্ধি  
 অজ ও বঙ্গদেশে রাহুশুদ্ধি শুভকর হয় । ৪০ ওড়ুপীঠে ধনুর্বাণ ব্যবস্থিত  
 আছে । জলঙ্করে চারিহস্ত উশ্নিকে পূর্ণহস্ত, কামরূপে পংক্তিহস্ত, সৌমারে  
 তারহস্ত, কোষপীঠে তুর্য্য হস্ত, চৌহারে দ্বিগুণ ব্যবস্থিত আছে ৪১৥৪২  
 মহেতেন্দ্রে কলাহস্ত, শ্রীহটে বহ্নিহস্তক এবং উড়ুপীঠে ও পাতালে ও একহস্ত  
 জানিবে, রত্নপীঠে, লোহিতীর উত্তরে বলদেবশ্রমে ও কন্যাশ্রমে ষড়্হস্ত  
 ব্যবস্থিত । যোগিনীমুখে গমন ও স্নান এবং ধ্যান বর্জন করিবে । ৪৩  
 যানদ্বারা তীর্থ গমনে বা ছত্র পাতুকা যোগে তীর্থ গমনে অৰ্দ্ধফললাভ হয় ।  
 ব্যায়াম ও মাংসভক্ষণে তীর্থ যাত্রার ফল বনিষ্ট হয় । ৪৪ অনুষঙ্গক্রমে তীর্থ

তীর্থ প্রাপ্যানুষঙ্গেন তীর্থস্য চ ফলং ভবেৎ ।  
 জ্ঞানেন তু তদাপ্নোতি জ্ঞানহীনে তু নিষ্ফলং ॥৪৫  
 তীর্থে চাচমনং বর্জেৎ পাদপ্রক্ষালনস্তথা ।  
 শৌচমাচমনকৈব অন্ততীর্থপ্রশংসনং ॥৪৬  
 অন্ততীর্থরতিকৈব সদা তীর্থেষু দূষণম্ ।  
 ন মলং নির্বপেস্তীর্থে ন কেশং নির্বপেৎ কচিৎ ॥৪৭  
 বসন্তি ন তীর্থতীরে নিবসেদ্ দক্ষিণে তু বিশেষতঃ ।  
 দক্ষিণে চৈব তীর্থস্য ন কর্তব্যং স্নানাসিদ্ধ কদাচন ॥৪৮॥  
 তীর্থতীরে চ দক্ষিণে তত তীর্থানি পুণ্যাণ্যায়তনানি চ ।  
 তীর্থে চোত্তরে ভাগে চ অষ্টকোটিসহস্রশঃ ।  
 দক্ষিণে কুণ্ডতীর্থস্য সরিতাং বামতঃ প্রিয়ে ॥৪৯  
 তীর্থেষু ব্রাহ্মণং নৈব পরীক্ষেচ্চ কদাচন ॥৫০  
 যন্তীর্থে যস্য দেবস্য তন্তীর্থস্য দ্বিজস্য চ ।  
 বন্দিতব্যাশ্চ পূজ্যাশ্চ তেষাং বাক্যেন পুততা ॥৫১

প্রাপ্ত হইলে তীর্থ ফললাভ হয় ; জ্ঞানপূর্বক তাহা ঘটিলেই সেই ফললাভ  
 হয়, নতুবা নিষ্ফল হয় ৷৪৫ তীর্থে আচমন ও হাত ও পুইয়া, শৌচ ও  
 অন্ততীর্থ প্রশংসা কর্তব্য নয় ৷৪৬ এক তীর্থে গমন করিয়া অন্ত তীর্থে  
 রতি অকর্তব্য । তীর্থে মলত্যাগ ও কেশ কর্তন করিতে নাই ৷৪৭  
 তীর্থতীরে ও তীর্থের দক্ষিণে নিবাস করিবে না । তীর্থের দক্ষিণে  
 স্নান কদাচ কর্তব্য নহে ৷৪৮ তীর্থের উত্তরভাগে, কুণ্ডতীর্থের দক্ষিণে  
 ও নদীর বামভাগে অষ্টকোটিসহস্র তীর্থ ও পুণ্যায়তন অধিষ্ঠিত ৷৪৯  
 তীর্থমধ্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা কর্তব্য নয় ৫০ । যে তীর্থে যে যে দেবতা

ন কালনিয়মঃ শ্রাদ্ধে পিণ্ডে তু বর্জ্যয়েন্মধু ।

তীর্থং গচ্ছা ন দূরাত্ত্ব বসেন্তীরে বিচক্ষণঃ ॥১১

গ্রহণে চৈব তীর্থে চ তথা চ পিতৃবাসরে ।

যজ্ঞারন্তে সমাপ্তৌ চ ভূকম্পে তু বিশেষতঃ ॥

ব্রাহ্মণে দানযোগ্যা ন শ্রাদ্ধযোগ্যা ন তদ্ববেৎ ।

যদীয়তে মহাদানং নিষ্ফলং পরকীৰ্ত্তিতং ॥১২।১৪

নবাহনং ন চার্য্যক ন চাগ্নৌ হবনস্তথা ॥১৫

পবিত্রসেচনেনৈব তথাক্ষয়্যাবধারণং ॥

তীর্থশ্রাদ্ধে ন কুর্ব্বী বাসঃসূত্রপ্রদাপনং ।

ততঃ সপ্তদশান্ পিণ্ডান্ পিণ্ডকালেযু দির্ঘপেং ॥১৬।১৭

শ্রাদ্ধং সমাপ্যোভং পিণ্ডং ন দদ্যাক্ষ কদাচন ।

মজ্জমং প্রতিকুণ্ডে চ প্রতিতীর্থে মজ্জনং ॥১৮

ও দ্বিজ বাস করেন, তাঁহারাই বন্দনীয় ও পূজনীয়। ঐ দ্বিজগণের  
বাঁক্যাগুসারে কৰ্ম্ম করিলেই পবিত্র হয়। ১১ শ্রাদ্ধে কালনিয়ম  
নাই; পিণ্ডে মধু বর্জন করিবে। তীর্থে গমন করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি  
তীর্থের দূরতীরে বাস করিবে না। ১২ তীর্থস্থলে, গ্রহণে, পিতৃবাসরে,  
যজ্ঞারন্তে, যজ্ঞাসমাপনে বিশেষতঃ ভূমিকম্পে ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধান্দির দানযোগ্য  
নহেন; যদি মহাদানও করে, তাহাও নিষ্ফল হয়। ১৩।১৪ আবাহন,  
অৰ্ঘ্যাদান, অনলে হবন, ১৫ পবিত্রসেচন, অক্ষয়্যাবধারণ, বান্ধসূত্রপ্রদাপন,  
তীর্থশ্রাদ্ধে কর্তব্য নয়। তীর্থশ্রাদ্ধকালে সপ্তদশ পিণ্ডপ্রদান করিবে। ১৬।১৭  
শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া এই পিণ্ড কদাচ প্রদান করিবে না। প্রতি তীর্থে ও  
প্রতি কুণ্ডে দশ, অষ্ট, পঞ্চ, সপ্ত বা তিনবার মজ্জন কর্তব্য। ১৮ অতঃপর

দিবসে দশ চাষ্টো চ পঞ্চসপ্তত্র স্তুথা ।  
 অতঃ কৃত্বাভিষেকঞ্চ তীর্থেচ প্রতিপূজয়েৎ ॥৫৯  
 লোহিত্যে চৈব শোণে চ গয়ায়াং বিরজেষু চ ।  
 কন্যাশ্রানেষগন্ত্যে চ পারিপাত্রে তথৈব চ ।  
 মুকুরাঙ্গে চ একাত্রে মণ্ডনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬০  
 পাপরাশিস্ত কেশাগ্রে প্রপলাজ্যং প্রতিষ্ঠিতি ।  
 তস্মাৎ শিখাং পরিত্যজ্য কর্ণমূলে চ স্থাপয়েৎ ॥৬১  
 ঘাটাস্তে চৈব মাসান্তে ষন্মাসান্তে চ বৎসরে ।  
 অষ্টাবর্ষৌ সমান্তে বা মুণ্ডমঞ্চ পুনশ্চরেৎ ॥৬২  
 ততঃ কুশময়ং বিপ্রং কৃত্বা তীর্থে নিধায় চ ।  
 উত্তরাভিমুখোভূত্বা বাক্ৰবান্ স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ৬৩  
 কুশোনিদ্বিতি মন্ত্ৰেণ ত্রিবারং স্থাপয়েৎ কুশৈঃ ।  
 তত্তীর্থস্য তুরীয়াঙ্গং ফলং প্রাপ্য ন সংশয়ঃ ।

অভিষেক করিয়া তীর্থে পূজা করিবে । ৫৯ লোহিত্যতীর্থে, শোণে গয়ায়,  
 বিরজে, কন্যাশ্রমে অগস্ত্যে, পরিপাত্রে, মুকুরাঙ্গে ও একাত্রে মণ্ডন বর্জ্জন  
 কর্তব্য । পাপরাশি কেশাগ্রে অবস্থান করে, সেই হেতু শিখা পরিত্যাগ  
 করিয়া কর্ণমূলে ৬০।৬১ ঘাটাস্তে স্থাপিত করিবে । মাসান্তে, ষন্মাসান্তে  
 বা বৎসরান্ত বা অষ্ট অষ্ট বৎসরান্তে পুনঃমুণ্ডন বিধেয় ৬২ বুধগণ কুশময়  
 বিপ্র নির্মাণ করিয়া তীর্থ রক্ষা পূর্বক উত্তরাভিমুখ হইয়া বাক্ৰবগণকে  
 স্নান করাইবেন ৬৩ “কুশোনিহঃ” এই মন্ত্ৰে তিনবার কুশ দ্বারা স্নান  
 করাইলে সেই তীর্থস্নানের তুরীয়াঙ্গ অর্থাৎ পাদফল হইবে, সন্দেহ নাই।

গৃহীত্ব তু দ্বিজক্ৰোড়ে নামোচ্চারণ মজ্জনং ।  
 কৃতা তীর্থফলস্যাঙ্কঃ ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে ॥৬৪।৬৫  
 বরং বিক্রয়ণং মাতুর্করং বিক্রয়ণং পিতুঃ ।  
 ন স্নাপয়েচ্চাসগোত্রং ন তীর্থে তু পতিগ্রহং ।৬৬  
 সিদ্ধিক্ষেত্রেষু তীর্থেষু শাশীঃ কুর্যাৎ পরস্য ন ।  
 যায়েদিতোহন্যত্র হি বৈ তিলং গাংক বিশেষতঃ ।  
 ন গৃহ্যাতু শূদ্রস্য যত্রে পাত্রী ভবেৎ কচিৎ ।  
 যস্য যজ্ঞসা যৎ পাত্রং তস্য পাপেন লিপ্সতি  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পরযজ্ঞং বিবর্জয়েৎ ॥৬৭।৬৮

ইতি যোগিনীতন্ত্রে কামরূপাধিকারে দ্বাবিংশতিসাহস্রে

উপরিতমে দ্বিতীয়ভাগে দ্বিতীয় পটলঃ ।

দ্বিজক্ৰোড়ে গ্রহণপূর্বক নামোচ্চারণ করিয়া মার্জন করিলে ব্রাহ্মণের অর্ধ  
 ফল হয় ।৬৪।৬৫ মাতার ও পিতার বিক্রয়ও বরং ভাল, তথাপি  
 অসগোত্রের তীর্থস্থান করাইবে না এবং প্রতিগ্রহও করিবে না ।৬৬  
 সিদ্ধিক্ষেত্রে ও তীর্থে পরের আশীর্বাদ কর্তব্য নয় । একস্থান হইতে  
 অন্যত্র গমন করিবে, তথাপি শূদ্রের তিল ও গোগ্রহণ করিবে না, যেহেতু  
 তাহা যজ্ঞে গৃহীতব্য হয় না । যে যজ্ঞের যে পাত্র তাহাই হইলে পাপস্পৃষ্ট  
 হয় না, অতএব সর্বপ্রযত্নে পরযজ্ঞবর্জন করিবে ।৬৭।৬৮

ইতি যোগিনীতন্ত্রে কামরূপাধিকারে দ্বিতীয়ভাগে দ্বিতীয় পটলঃ ।

## তৃতীয়ঃ পটলঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

কামরূপং মহাপীঠং গুহাদ্গুহ্যতমং পরং ।  
সদা চ সংস্থিত স্তত্র পার্বত্য্য সহ শঙ্করঃ ॥১  
ন চিরাৎ পূজিতোদেব স্তস্মিন্ পীঠে প্রসীদতি ॥  
তত্ত্ পীঠং প্রবক্ষ্যামি-শৃণু তং সাম্প্রাতং প্রিয়ে ॥২  
নদীশতং যাত্রাকালং লিঙ্গকোটিগুণাবৃত ।  
বায়ুকূটস্য চরমে ধনুর্হস্তপ্রমাণতঃ ॥৩  
বায়ুরূপঃ স্থিতস্তত্র স্তস্মান্নিঃসৃত্য মারুতঃ ।  
তস্ত বায়ুং সমভ্যর্চ্য বায়ুলোকে মবাপ্নুয়াৎ ।  
পূর্বং বায়ুগিরেঃ শৈলশ্চন্দ্ৰকূটইতি স্মৃতঃ ।  
মধ্যত শৈচব গোদন্তঃ ক্রান্তস্ত দক্ষিণে শুভ ॥৪-৫

---

শ্রীভগবান্ কহিলেন, কামরূপ মহাপীঠ, তাহা গুহ্য হইতেও পরম গুহ্যতম। তথায় মহাদেব পার্বতীর সহিত নিত্য বাস করেন।<sup>১</sup> সেই দেবদেব সেই পীঠে পূজিত হইয়া অচিরাৎ প্রসন্ন হন। হে প্রিয়ে! সম্প্রতি সেই পীঠ বলিব, শ্রবণ কর।<sup>২</sup> বায়ুকূটের চরমভাগে ধনুর্হস্ত প্রমাণ কোটিলিঙ্গ সমাবৃত, নন্দীশত সংযুক্ত যাত্রাকাল।<sup>৩</sup> তথায় বায়ুরূপ অবস্থিত। তাহা হইতে বায়ু নিঃসৃত হয়। সেই বায়ুর অর্চনা করিলে বায়ুলোক প্রাপ্ত হয়। বায়ু গিরির পূর্বে চন্দ্ৰকূটশৈল, মধ্যভাগে গোদান্ত,



মাধবচন্দ্রকূটে তু গোদন্তে চ জটাদরঃ ।  
 যগ্মুখশ্চ জয়ন্তশ্চ অশ্বক্রান্তে জনার্দনঃ ॥৬  
 তত্তদ্বীজেন মন্ত্ৰেণ পুষ্পয়েগাধুপায়সৈঃ ॥৭  
 যো বসেদ্বায়ুকূটে তু ধনানামধিপো ভবেৎ ॥৮  
 চন্দ্রশৈলে নিবাসস্ত ক্ষয়ী ভবতি নাত্মথা ।  
 পাপী ভবতি গোদন্তে অশ্বক্রান্তে তু মুক্তিদঃ ॥৯  
 চন্দ্রশৈলস্য পূর্বে তু কিঞ্চিদাগ্নেয়গোচরে !  
 লৌহিত্যমধ্যে দেবেশি ধনুস্ত্রিংশৎপ্রমাণতঃ ।  
 ইন্দ্রশৈল ইতি খ্যাত স্তত্র বামে মহাফলং ॥১০  
 ইন্দ্রশৈলস্য মধ্যে তু কিঞ্চিদক্ষিণগোচরে ।  
 উত্তরে চন্দ্রশৈলস্য ত্যজেৎ ষোঢ়াঃ ধনুর্ব্বৃধঃ ॥১১  
 ধনুস্ত্রয়ঞ্চ প্রস্তারে ধনুৰ্ঘঃ শতকং মতং ।  
 পঞ্চবিংশতিদৈর্ঘ্যেণ চন্দ্রকুণ্ডাহবয়ং সরঃ ।

দক্ষিণে অশ্বক্রান্ত ৥৪৫ চন্দ্রকূটে মাধব, গোদন্তে জটাদর, সম্মুখে ও  
 জয়ন্ত অশ্বক্রান্তে জনার্দন অবস্থিত আছেন। সেই সেই বীজমন্ত্রদ্বারা  
 মধুপায়সে ৭ তাঁহাদের পূজা করিবে। যে বায়ুকূটে বাস করে, সে  
 ধনাদিপ হয় ৮ চন্দ্রকূটে বাস করিলে ক্ষয়ী এবং গোদন্তে পাপী হয়।  
 অশ্বক্রান্তে বাস করিলে মুক্তিপ্রাপ্ত হয় ৯ চন্দ্রশৈলের মধ্যে, কিঞ্চিৎ  
 আগ্নেয়কোণ বিভাগে লৌহিত্য মধ্যে বামভাগে ত্রিংশতধনুঃ প্রমাণ  
 ইন্দ্রশৈল, তথায় গমন করিলে মহাফল হয় ১০ বৃধগণ ইন্দ্রশৈলের মধ্যে  
 কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে, চন্দ্রশৈলের উত্তরে ষোঢ়া (ছয়) ধনুঃ পরিত্যাগ  
 করিবেন ১১ বিস্তারে ধনুস্ত্রয়ঃ দৈর্ঘ্যে একশত পঞ্চবিংশতি ধনু প্রমাণ

তত্র পীত্বা চ স্নাত্বা চ নরঃ কৈবল্যমশ্বসুতে ॥১২

চন্দ্রতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থং পিণ্ডারকং সমং ।

স্নাত্বা চানেন মদ্বৈগ ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥১৩

সুধীবংশবংশসমুত মাধবপ্রীতিদায়ক ।

সুধীশ্রবণমাহ্লাদ পাপং হর নমোহস্তু তে ।

ভৃগুঃ প্রায়ঃ সর্গযুতং আদিপংক্তিসমম্বিতং ।

তদুর্দ্ধে চ ভৃগুদণ্ডী জাস্ত্বংশক্তিসুরাধিতং ।

নাদবিন্দুসমায়ুক্তং পূমর্জাস্ত্বং স্নতাবিকং ।

আক্ষরঞ্চ কোকালংমাংস্তনার্ঘ্যং সমাপয়েৎ ॥১৪।১৬

মেঘে মীনে পৌর্ণমাস্যাং জপন্ কামমনুং নিশি ।

স্নাত্বা ব্রহ্মহ মাংপ্রোতি দুর্গতিঞ্চ ন বিন্দতি ॥১৭

স্নানঞ্চ দিবসে কুর্যান্মহাপাতকক্লেশনং ।

ইত্যনেন তু মদ্বৈগ যঃ স্নায়শ্চান্দ্রপাথসি ।

চন্দ্রকুণ্ড নামক সরোবর ; নরগণ, তথায় স্নান, পান করিলে কৈবল্যলাভ করে । ১৩ চন্দ্রতীর্থ মহাতীর্থ, তাহা পিণ্ডারক তীর্থের তুল্য, ( চন্দ্রতীর্থ মহাতীর্থং তীর্থং পিণ্ডারকং সমং ) এই মদ্বৈগ স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় । ১৩ “সুধী বংশসমুত মাধব প্রীতি দায়ক সুধী শ্রবণ আহ্লাদ পাপহর নমোহস্তুতে ।” ভৃগুপ্রায়ঃ সর্গযুত ও আদি পংক্তিসংযুত, তাহার উর্দ্ধে ভৃগু ও দণ্ডী এবং শক্তি সুরাধিত জাস্ত্ব । তদনন্তর পুনর্বার নাদেবিন্দু সংযুক্ত স্নতাবিত জাস্ত্বে অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে । ১৪।১৬ মেঘে, মীনে পৌর্ণমাসীতে, উপযুক্ত পরিমাণে জপ এবং স্নান করিলে ব্রহ্মহ প্রাপ্ত হয় । কদাচ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না । ১৭ দিবসেই স্নান কর্তব্য । দিবসের স্নানে মহাপাতক নাশ হয় । এই

অবচ্ছিন্না মন্ত্রভিস্তু যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী

স এব চন্দ্রভবনং ধীরো যাতি পরং পদং ।১৮।১৯

তস্য দক্ষিণদিগ্ ভাগো চতুর্দ্বন্যুপ্রমাণতঃ ।

মানসং নাম তন্তীর্থং সর্বপাপপ্রনাশনং ॥২০

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।

বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি মন্ত্রেণ পরমেশ্বরি ॥২১

তস্মান্ন সংশয়স্তীর্থঃ বিষ্ণুতুষ্টি প্রদায়কঃ ।

যোগজ্ঞানাপ্তয়ে তুষ্টিং অর্ঘ্যং হর সন্নিপতে ॥২২

তস্য দক্ষিণদিগ্ ভাগে অষ্টাবিংশধনুর্মিতং ।

অযুতাত্ম্যং সরস্তত্র স্নাত্বাচ্যুতপদং ব্রজেৎ ॥২৩

বর্ষাণু চাতুরে মাসান্ যস্তত্র স্নান মাচরেৎ ।

স যাতি ব্রহ্মসদনং মধ্যাহ্নে যদি শঙ্করি ॥২৪

মন্ত্রেণ স্নানং কুর্ঘ্যান্তু অর্ঘ্যভাবেন সাধকঃ ।

মন্ত্র দ্বারা যে মানব চান্দ্রপাক্ষে স্নান করে, সেই বীরব্যক্তি যতদিন বসুন্ধরায় বিদ্যমান থাকিবে ততদিন পরমগতি প্রাপ্ত হইবে ।১৮।১৯  
অবিদক্ষিণদিগ্ ভাগে চারিধনু প্রমাণ সর্বপাপ বিনাশন মানস  
তীর্থ ।২০ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তথায় মন্ত্রদ্বারা স্নান করিলে  
বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ।২১ হে পরমেশ্বর! এই তীর্থ যে বিষ্ণুর তুষ্টিদায়ক,  
তাহাতে সংশয় নাই। যোগজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত, সন্নিপতির সন্তোষার্থে  
অর্ঘ্য প্রদান কর্তব্য ॥২২ তাহার দক্ষিণদিগ্ ভাগে অষ্টাবিংশতি ধনুঃ  
পরিমিত অযুত নামক সরোবর তথায়, স্নান করিলে অচ্যুতপদ প্রাপ্তি হয়  
যে ব্যক্তি বর্ষাকালে চারিমাস মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় স্নান করে সে ব্রহ্ম  
নিকেতনে গমন করিয়া থাকে ।২৩।২৪ হে শঙ্করি! সাধকোত্তমগণ,

অমৃতাত্ম্য মহাপিণ্ডং সিদ্ধিং দেবাভিবস্বিতং ।

অমৃতং ধিবাসং সর্বং প্রাণিনাং কল্মষাং পর ॥২৫

তদক্ষিণে দশধনুঃ ঋণমোচনকং সরঃ ।

গহ্বা ঋণত্রয়ান্মুক্তো ভববন্ধং ন জায়তে ॥২৬

ভাদ্রে ললিতসপ্তম্যাং তত্র স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ ।

মাঘে মাসি চতুর্দশ্যাং স্নাত্বা মুক্তিকং বিন্দতি ॥২৭

ঋণগ্রস্তনরাঃ সর্বের্ বিবিদাং কৰ্ম্মবন্ধনাং ।

ঋণদ্বয়ান্মোচয়িত্বা ঋণমোচনকং সরঃ ॥২৮

দক্ষিণে অশ্বক্রান্তস্থ্য কিক্কিদাগ্নেয়গোচরে ।

ধনুরকং প্রমাণেন অশ্বক্রান্তাহবয়ং সরঃ ॥২৯

নাগলোকাহুথিতশ্চ কক্কিরূপী জনার্দনঃ ।

স্নাত্বা তত্রৈব বিরজে অশ্বতীর্থং চকায় হ ॥৩০

মন্ত্রদ্বারা স্নান করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তদনন্তর অমৃতাত্ম্যপিণ্ড প্রদান করিলে সিদ্ধিলাভ ও দেবলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। অমৃতার্থে অধিবাস করিলে প্রাণীগণ পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। ২৫ তাহার দশধনু দক্ষিণে ঋণমোচনক সরোবর, তথায় গমন করিলে নরগণ পিতৃঋণ, ঋণঋণ ও দেবঋণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ২৬ ভাদ্রমাসে ললীতাসপ্তমীতে তথায় স্নান করিলে স্বর্গলাভ এবং মাঘমাসের চতুর্দশীতে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। ২৭ এই ঋণমোচনক সরোবর এইরূপে নরগণকে বিবিধ কৰ্ম্ম বন্ধন ও ঋণত্রয় হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। ২৮ অশ্বক্রান্তের দক্ষিণে, কিক্কিৎ আগ্নেয় কোণবিভাগে দ্বাদশধনুঃ প্রমাণ অশ্বক্রান্ত নামক সরোবর ২৯ কক্কিরূপী জনার্দন, নাগলোক হইতে উথিত হইয়া সেই বিরজে স্নান করিয়া অশ্বতীর্থ

উত্তরে মার্গস্ত তত্র অর্ঘ্যং বাপি সমাহরেৎ কলাধিকে ।

গৃহাণার্ঘ্যং সক্ষীরঞ্চ মুক্তিং তত্র ভজ্যামাহং । ৩১

অক্রমেণ সমুত্তপাপবিচ্যুতিকারক ।

অযুতৈকনিদানায় অশ্বক্রান্তায় তে নমঃ ॥ ৩২

ইতঃনেন তু মন্ত্ৰেণ স্নাতা যজ্ঞফলং লভেৎ ।

অশ্বমেধাধিকং পুণ্যং মৌষল স্নানমাত্রতঃ ॥ ৩৩

বিধিঞ্চ স্নানমাত্রেন রাজসূয়ফলং লভেৎ ।

দানমক্ষয়ত্যাং যাতি পিতৃনাতুর্পণস্তথা ।

বিশেষেন্নো যদা ভানুঃ কৃত্তিকাসু চ পূর্ণিমা ।

স যোগঃ পদ্মকো নাম অশ্বক্রান্তে সুহৃৎলভঃ ।

অশ্বক্রান্তাদেবতীর্থে ততঃ পৈতামহে শুভে ।

স্নানং যেহত্র করিষ্যন্তি তেষাং লোকা মহোদয়াঃ ৩৪।৩৬

করিয়াছিলেন ৩০ তথায় মার্গের উত্তরে অর্ঘ্য সমাহরণ পূর্বক গন্ধতোয় ও ক্ষীরদ্বারা এই মন্ত্রদ্বারা মন্ত্রপূর্বক পূজা কর্তব্য ৩১ "ব্রাহ্মণা দেবিতো পুণ্যে বারাগস্থাঃ কলাধিকে । গৃহাণ্য সক্ষীরঞ্চ তত্র মুক্তিং ভজ্যামাহং । অক্রমেণ সমুত্তপাপবিচ্যুতিকারক অযুতৈকনিদানায় অশ্বক্রান্তায় তে নমঃ ॥ ৩২ এই মন্ত্রদ্বারা স্নান করিলে যজ্ঞফললাভ হয় । মৌষলতীর্থে স্নানমাত্রেই অশ্বমেধের অধিক ফল লাভ এবং বিধিবৎ স্নান করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে, ৩৩ এবং পিতৃ তর্পণ ও স্নান করিলে তাহা অক্ষয় হয়, দিনকর বিশাখানক্ষত্রস্থিত হইলে এবং কৃত্তিকায় পূর্ণিমা যোগ হইলে তাহাকে পদ্মকযোগ কহে, অশ্বক্রান্তে এই যোগ অত্যন্ত হৃৎলভ । অশ্বক্রান্তের অন্তর্গত দেবতীর্থ, তদনন্তর শুভদায়ক পৈতামহ

ন স্পৃহা তেষুপুণ্যস্ত কৃতস্তাপংকৃতস্ত চ ।  
 করিষ্যন্তি মহেশানি সত্যমেতছুদাহৃত্য ।  
 তীর্থানাং পরমং তীর্থং লোকেহস্মিন্ ত্রিষু পত্নতে ।  
 কান্তিকী তু বিশেষতঃ পুণ্যপাপহরা পরা ।  
 মন্বৈদর্শনৈস্তপোভিষ্ঠ যৎ কৃত্যং জায়তে দ্বিজৈঃ ।  
 যদা তু স্নানমাত্রেন শুভৈরপি সুভাবিতৈঃ ।  
 দর্শনাৎ সুবিনিক্রান্তঃ মহাপাতকিনঃ প্রিয়ে ।  
 উপপাতকসংসর্গাঃ স্বয়ং যান্তি মুমুক্ষয়ে । ৩৭ঃ৪৩  
 তত্রোপবাসী যক্ষস্ত পুণ্ডরীকস্ত যৎ ফলং ।  
 তৎ প্রাপ্নোতি নবঃ ক্ষিপ্ৰমল্লায়াসে চ শঙ্করি ॥৪১  
 মাঘে স্নাত্বা তিলান্ যন্তু প্রযচ্ছতি চ নদ্বিজৈঃ ।  
 যথাশক্ত্যা চ ভক্ত্যা চ স বিভোভুনে বসেৎ । ৪২

তীর্থ, যাহারা এই তীর্থে স্নান করে তাহাদের মহৎলোক লাভ হয় । ৩৪।৬  
 হে মহেশানি ! স্বজনগণ কহিয়া থাকেন, যে তথায় পুণ্যপুণ্যের স্পৃহা  
 কর্তব্য নয় । এই তীর্থ সকল ত্রিলোকমধ্যে পরমোৎকৃষ্ট পাপপুণ্যহারিণী  
 কান্তিকী তীর্থ বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠতম জানিবে, তথায় মন্ব দান ও তপস্তা  
 দ্বারা স্মৃতিলাভ এবং স্নানমাত্র মঙ্গলকর পুণ্যলাভ হয় এবং তাহা দর্শন  
 করিলে মহাপাতকী পাপ ইহাতে পরিব্রাজ পায় । হে প্রিয়ে ! শঙ্করি !  
 উপপাতিকগণ, তথায় গমন করিলে মুক্তিলাভ করে । ৩৭।৪০ উপবাসী  
 পুণ্ডরীক যক্ষ যে ফললাভ করিয়াছিল, তথায় উপবাস করিলে অন্যায়সে  
 সেই ফললাভ করিতে পারে ৪১ যে মানব তথায় মাঘমাসে স্নান করিয়া  
 সদ্ধিপ্রণয়কে ভক্তিপূর্বক যথাশক্তি তিলদান করে সে ত্রিভুবনে বাসকরিয়া

তদ্ব্যাপবাসং স্নানঞ্চ তদ্বৈ গব্য্যাশনস্তথা ।  
 যঃ করোতি নরঃ সোহপি মৃতে স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৩  
 বসন্তি তৎসমীপস্থা য়ে চ তৎ নরজাতয়ঃ ।  
 তেহপি তসানুভাবেন স্বর্গং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥৪৪  
 য়ে যচ্ছস্তি দ্বিজহপার্থং পূজনং ব্রহ্মশাস্তিঃ ।  
 তে মৃতাসনমাক্রুতাঃ পদ্মাসনচতুর্ভুজাঃ ।  
 ব্রহ্মণা সহ সাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তপুনর্ভবং ॥৪৫  
 প্রায়োপবেশং য়ে তত্র প্রকূর্ষন্তি নরোত্তমাঃ ।  
 তে হংসযানেন নরা দিবং যাত্যাকুতোভয়াঃ ॥৪৬  
 নৃত্যন্তি পিতরস্তেষাং তুষ্টাশ্চৈব পিতামহাঃ ।  
 লভন্তে তর্পণাতৃপ্তিং পিতৃর্দানাং ত্রিপিষ্টপং ॥৪৭  
 স্পৃষ্টা তু পাপিন স্তত্র মৃত্যুতে ভববন্ধনাং ।

থাকে ।৪২ য়ে নর তথায় উপবাস স্নান ও গব্য্যাশন করে সে পরলোকে  
 স্বর্গপ্রাপ্ত হয় ।৪৩ তাহার সমীপে য়ে য়ে নরজাতি বাস করে, সেই তীর্থের  
 প্রভাবে তাহার পাপিগণের অগম্য পুণ্যবানদিগের অভীষিত স্বর্গভূমি  
 লাভ করে, সন্দেহ নাই ।৪৪ য়ে নর ব্রহ্মশাস্তিতে দ্বিজগণের অর্থ দান করে  
 এবং তথায় পূজা করে, সে অন্তকালে পদ্মাসনে আরোহণ পূর্বক চতুর্ভুজ  
 হইয়া ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়  
 না ।৪৫ য়ে নরোত্তমগণ তথায় প্রায়োপনিবেশ করে, সে হংসজানে  
 আরোহণ করিয়া অকুতোভয়ে স্বর্গগমন করে ।৪৬ তাহার পিতৃপিতামহ-  
 গণ তুষ্ট হইয়া হর্ষভরে নৃত্য করিতে থাকেন । তথায় তর্পণ করিলে  
 পিতৃগণ পরিতুষ্ট এবং দান করিলে স্বর্গগামী হইবেন ।৪৭ পাপিগণ সেই

অস্যগ্রাহণদ্বক্ষণঃ ভবত্যমুচারঃ সদা ॥৪৮  
 অশ্বক্রান্ত মমুপ্রাপ্য ন স্নানেন মনঃ কচিৎ ।  
 ভুক্তে বা যদি বাহুভুক্তে দিবা বা যদি বা নিশি ।  
 তত্তীর্থং সৰ্ব্বতীর্থানং স এব প্রবরং মতঃ ।  
 পাপম্নং পুণ্যজননং প্রাণিনাংপরিকীৰ্ত্তিতং ।৪৯৫০  
 যে তুনর্ভবিতান্নান স্তত্র স্নাত্বা জনাৰ্দ্দনং ।  
 পূজয়ন্তি যথাশক্ত্যা তে প্রয়াস্তি ত্রিপিষ্টপং ॥৫১  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু স্তথা রুদ্রো নিত্যং সন্নিহিতা স্ত্রয়ঃ ।  
 অশ্বতীর্থে মহেশানি নান্যৎ পুণ্যতমং ভূবি ॥৫২  
 বিরজনামঅমলতোয়ং ত্রিযু লোকেষু বিশ্রুতং ।  
 ব্রহ্মলোকস্য যৎ স্থানং ধন্যাঃ পশুন্তি তীর্থকং ॥৫৩  
 যন্ত বর্ষশতং সাগ্ন্যং অগ্নিহোত্রমুপাসতে ।

স্থান স্পর্শ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় । তথায় দান করিলে  
 ব্রহ্মার অমুচর হইয়া থাকে ।৪৮ দিবা বা নিশাতে ভুক্ত বা অভুক্ত  
 থাকিয়া অশ্বক্রান্তে স্নান করিলে মন নির্মল হয়, স্তত্রাং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া  
 মোক্ষ লাভ করে । সেই তীর্থ সকল তীর্থ অপেক্ষা পাপম্ন, পুণ্যজনক ও  
 শ্রেষ্ঠ ।৪৯৫০ যে সকল মানব সংযত হইয়া তথায় স্নানান্তে জনাৰ্দ্দনের  
 পূজা করে সে স্বর্গপ্রাপ্ত হয় ।৫১ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিয়তই  
 তাহার সন্নিহিত থাকেন । হে মহেশানি ! অশ্বতীর্থ অপেক্ষা পুণ্যতম  
 তীর্থ ভূতলে আর নাই ।৫২ বিরজনামক অমল তীর্থ তিন লোক  
 বিখ্যাত । তথায় গমন করিলে ব্রহ্মলোকের স্থান সকল প্রাপ্ত হয় ।৫৩  
 একশত বৎসর সাগ্নিক হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়,



কার্তিকীং বামদৈশেকাং তীর্থ সমমেব তং ॥৫৪  
 সর্বযজ্ঞফলং তুলাং সর্বতীর্থফলপ্রদং ।  
 অশ্রোষাকৈব বেদানাং সমাপ্তিস্তেন বৈ কৃত্য ॥৫৫  
 যেষাং অশ্রুক্রান্তে চ সঙ্ক্যাচ সমুপাসিতা ।  
 সপত্নীবস্তদণ্ডেন অশ্রুক্রান্তজনেন তু ।  
 ভৃঙ্গারেন করঙ্গেন মুগ্ধয়েণাপি শঙ্করি ।  
 আনীয় তৎ জলং পুণ্যং সঙ্ক্যোপান্তে বিচক্ষণৈঃ ।  
 সমাধিনা সমাধেয়া স প্রাণায়ামপূর্বক্য ।  
 তস্য্য কৃত্য্যাং যৎ পুণ্যং তৎ শৃণু বরাননে ॥৫৬৫৮  
 তেন দ্বাদশ বর্ষাণি ভবেৎ সঙ্ক্যা সুবন্দিতা ।  
 অশ্বমেধ ফলং স্নানে পানে দশগুণবৃত্তা ।  
 উপবাসে হপ্যানন্তুৎ প্রাপ্নোতি স্মহৎ ফলং ।  
 তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রযচ্ছতি ।

কার্তিকী পূন্যায় সেই তীর্থে বাস করিলে তাহার সমান ফল হয় ৫৪  
 এবং সেই ব্যক্তি সর্বযজ্ঞের সর্বতীর্থের, এবং সর্ববেদপাঠ সম্পন্ন ফল  
 প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥৫৫ যে ব্যক্তি অশ্রুক্রান্তে গমন করিয়া সঙ্ক্যোপাসনা  
 করে, অথবা যে ব্যক্তি ভৃঙ্গার, করঙ্গ বা মুগ্ধরপত্র দ্বারা তথা হইতে জল  
 আনয়ন পূর্বক সমাধি দ্বারা প্রাণায়াম পূর্বক সঙ্ক্যোপাসনা করে তাহার  
 ফল অরণ্য কর ॥৫৬,৫৮ হে বরাননে! তদ্বারা দ্বাদশবর্ষ সঙ্ক্যোপাসনার  
 ফল লাভ হয়! তাহাতে স্নান ও তাহার জল পান করিলে দশ গুণ  
 ফল লাভ এবং তথায় উপবাস করিলে স্মহৎ অনন্ত ফল লাভ হয়।  
 তীর্থান্তরে গোকোটি দান করিলে যে ফল হয়, সেই তীর্থে একাহ বাস

কাহং যোবসেতীর্থং স সৰ্বং তৎফলং লভেৎ ॥৫৯ ৬০

অৰ্দ্ধপাদপ্রমাণেব যন্ত স্বৰ্ণং প্রযচ্ছতি ।

স্বর্ণমানফলং তস্মৈ তস্মাদ্ভ্যামতঃপদম্ ॥৬১

চন্দ্রশৈলং স্পৃশা ধারা জাহবী সা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

অশ্বতীর্থ স্পৃশা ধারা মজ্জনেত্যভিধীয়তে ॥৬২

ইন্দ্রশৈলাস্পৃশা ধারা সা বিধেয়া সরস্বতী ॥৬৩

অশ্বক্রান্তে সঙ্গমস্ত বর্ষাসু চ প্রদৃশ্যতে ।

প্রয়ান্তং তদ্বিজ্ঞানীয়াৎ কার্ত্তিকেষু বিশেষতঃ ॥৬৪

যন্তত্র মুণ্ডনং কুর্যাৎ প্রয়াগে মুণ্ডনং ফলং ।

অত্য়াপি দৃশ্যতে দেবি গয়াকুণ্ডে দ্বিধারকং ॥৬৫

ইহ লোকে দরিত্রো যো ভ্রষ্টরাজ্যোহথবা পুনঃ ।

অশ্বক্রান্তে জলে গতা মনু বৈষ্ণবকং জপেৎ ।

কৃতা পূজোপহারকং দেবানাং পিতৃতপর্ণং ॥৬৬

কৃতা পিণ্ডপ্রদানন্তু মোহচিরাজ্জন্মবর্জিতঃ ।

পীকচক্রোভবেদ্রাজা সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥৬৭

করিলে সেই ফল লাভ ইহঁরা থাকে ॥৫৯/৬০ তথায় অৰ্দ্ধপদ স্বর্ণদান করিলে পূৰ্ণপাদ স্বর্ণদানের ফল প্রাপ্ত হয় ॥৬১ যে ধারা চন্দ্রশৈল স্পর্শ করে, তাহাকে সরস্বতী কহে ৬৩ বর্ষাকালে বিশেষতঃ কার্ত্তিকে অশ্বক্রান্তে সঙ্গম দৃষ্ট হয় ; তাহাকে প্রয়ান্ত কহে ॥৬৪ যে মানব তথায় মুণ্ডন করে । তাহার প্রয়াগ মুণ্ডনের তুল্য ফল লাভ হয় । হে দেবি ! অদ্যাবধি গয়াকুণ্ডে দ্বিধারা দৃষ্ট হয় ॥৬৫ যে নরগণ ইহলোকে দরিত্র বা রাজ্যভ্রষ্ট হয়, তাহারা অশ্বক্রান্তজলে গমন পূর্বক বৈষ্ণবমন্ত্র জপ করিয়া ৬৬ পূজা,

ইহ জন্মনি সৌভাগ্য ধনং ধাত্মং বরস্ত্রিয়ঃ ।  
 ভবন্তি বিবিধাস্তস্মৈ যৈষাত্মা কার্ত্তিকে কৃত্য ৷৬৮  
 ইদং যাত্রাবিধানে যঃ কুরুত্বৈ কারয়েৎ দয়া ।  
 শৃণোতি বা স পাপৈপৈস্ত সর্বৈরেব প্রমুচ্যতে ॥৬৯  
 অগস্ত্যাগমনং যেন কৃতং যাত্তৌহ মানবাঃ ।  
 ব্রহ্মক্রিয়াপ্রলাভেন বহুবর্ষশতেন চ ।  
 যাত্রাং চৈত্রীং তথা কুর্যাদ্বেবসংস্কার মাপ্নুয়াৎ ॥৭০  
 কামস্ত্যং বহুনোক্তেন ন তদন্তীতি ভাবিনি ।  
 প্রাপ্যং সংপ্রাপ্যতে তেন মাপং বা যন্ন পশুতি ।  
 সর্বযজ্ঞফলাং তুল্যং সর্বতীর্থফলপ্রদং ।  
 সর্বষাট্ঠকং দেবানাং সমষ্টি স্তেন বৈ কৃত্য ।  
 যৈর্গত্বা অশ্বতীর্থৈ তু স্নাত্বা স কৃদ্ যথাবিধি ।

উগ্ৰহার ও দেবতাপূজা, পিতৃপূজা ও পিণ্ড দান করিলে, চক্রবর্তী রাজা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ৷৬৭ যাহারা কার্ত্তিকে যাত্রা করে তাহারা ইহজন্মে সৌভাগ্য, ধন ধাত্ম ও দিব্যাদনা প্রাপ্ত হয় ৷৬৮ এই যাত্রাবিধানে যে কিছু কার্য্য করা যায়, বা করান যায় বা শ্রবণ করা যায়, তাহাতেই সর্ববধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ৷৬৯ হে মানব তথায় অগস্ত্যাগমন যাত্রা করে, সে বহুশতবর্ষ ব্রহ্মক্রিয়ানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয় । সেই স্থানে চৈত্রীযাত্রা করিলে দেবসংস্কার প্রাপ্ত হয় ৷৭০ হে জ্ঞাবিনি ! বহুবাক্য ব্যয়ে কি ফল, যাহা কিছু প্রাপ্যবিষয়ক থাকে, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পাপের দর্শন পর্য্যন্তও হয় না । ইহাতে সর্বযজ্ঞফল, সর্বতীর্থফল সর্বদেবপূজনফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে মানব অশ্বতীর্থ

পুল্লিগ্যা বৈ ছহিত্রা বস্তুভিঃ সহিতাঃ কুলে ।  
 শিখরিণীঞ্চ প্রদাতৃণাং যুবতীনাং ন সংশয়ঃ !  
 মোদতে তৎ তস্য তু বৈ সৰ্ব্বাঙ্গং পরিপূরিতং । ৭১-৭৫  
 কাশীবাসং যুগান্তো দীনৈকং পুরুষোত্তমে ।  
 তদেব কোটিগুণিতং বিরাজামুখদর্শনে ॥  
 তৎসদৃশং গুণং বিন্দ্যাদম্বতীর্যে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৭৬  
 তদর্শনেন হি বিরাজতে রাজসূয়ঃ  
 স্নানং জলে দশগুণং তব বাঞ্ছপেয়াং ।  
 গণ্ডুষমাত্র মপি চাইতি চার্শ্বমেধঃ ।  
 সৰ্ব্বক্ৰেতোরধিকমপ্যধিকং ভবান্তঃ । ৭৭

ইতি যোগিনীতন্ত্রে কামরূপাধিকারে দ্বাবিংশতিসাহস্রে  
 উপরিতমে দ্বিতীয়ভাগে তৃতীয় পটলঃ ।

গমন করিয়া বিধিক্ষেপে স্নান করে, সে পুত্রকন্যাগণে ও বহুধনে বদ্ধিত  
 হইয়া কুলে বাস করে সন্দেহ নাই । ৭১। ৭৫ অষ্ট যুগ কাশীবাস ও একদিন  
 পুরুষোত্তমবাসে যে ফল হয়, বিরাজমুখ দর্শন করিলে তাহার কোটিগুণ  
 ফল লাভ হইয়া থাকে । অম্বতীর্যে ক্ষণে ক্ষণে তৎসদৃশ ফল প্রাপ্ত হয় । ৭৬  
 অম্বতীর্যে দর্শনে রাজসূয় যজ্ঞের ফল, তথায় স্নান করিলে বাঞ্ছপেয়  
 যজ্ঞের দশগুণ এবং গণ্ডুষমাত্র পান করিলে অর্শ্বমেধ ফল এবং সৰ্ব্বযজ্ঞের  
 অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে । ৭৭

ইতি যোগিনীতন্ত্রে কামরূপপীঠাধিকারে দ্বিতীয়ভাগে তৃতীয় পটল ।

## চতুর্থ পটলঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

যদি প্রসন্নোমে নাথ বরাহী যদি বা তব ।

তমেকং মে বদ বিভো কস্মিন্ স্থানে ভবনামিতঃ ॥১

কেষু কেষু চ হোমেষু ত্বাং পশ্যন্তি সদা দ্বিজাঃ ।

নাম্মা চ কতমং স্থানং শোভতে ধরণীতলে ॥২

শ্রীভগবানুবাচ ।

পুষ্করেহং সুরেশানো গয়ায়াং বৈ সুশর্মদঃ ।

কান্ধকুঞ্জে বেদগর্ভো ভৃগুকক্ষে পিতামহঃ ॥৩

কৌবের্যাং সৃষ্টিকর্তা চ নন্দিপূর্যাং বৃহস্পতিঃ ।

প্রভাসে পদ্মজন্মা স্বর্গানুত্যাং সুরপ্রিয়ঃ ॥৪

---

দেবী কহিলেন, হে নাথ ! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনার বরাহী ও বল্লভা হই, তবে হে বিভো ! আপনার কোথায় কি নাম তাহা কীৰ্ত্তন করুন । ১ কোন কোন স্থানে দ্বিজগণ আপনারে দর্শন করেন, আপনি কোন কোন নামে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া তথায় ধরণীতলের শোভা সম্পাদন করেন, তাহা কীৰ্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন । ২

ভগবান্ কহিলেন, আমি পুষ্কর তীরে সুরেশান, গয়ায় সুশর্মদ, কান্ধকুঞ্জে বেদগর্ভ, ভৃগুকক্ষে পিতামহ ও কৌবেরীতে সৃষ্টিকর্তা । নন্দিপূরীতে বৃহস্পতি, প্রভাসে পদ্মজন্মা, স্বর্গনদীতে সুরপ্রিয়া ও দ্বারাবতীতে বাগ্‌দেব

দ্বারা ব্যতীত বাগ্‌দেবো নাটকে নাটকেশ্বরঃ ।  
 নীলাচলে চ কামেশঃ পিঙ্গলো হস্তিপৰ্বতে ॥৫  
 কুশাবর্তে তু বিজয়ো জয়ন্তং পুষ্করাচলে ।  
 ভাস্মাচলে ভয়ানন্দচন্দ্রকূটে চ মাধবঃ ॥৬  
 অন্তর্গৃহে পদ্মহস্তো মঙ্গলায়াঞ্চ ত্র্যম্বকঃ ।  
 ভদ্রপীঠে চ দিব্যেশো অশ্বক্রান্তে জনার্দনঃ ॥৭  
 অহিচ্ছত্রে তুল্যানন্দঃ শ্রীশৈলে তু জগৎ প্রিয়ঃ ।  
 পদ্মপাণিঃ কুশহস্ত মানশৈলে মুনীশ্বরঃ ॥৮  
 শ্রীকণ্ঠে শ্রীনিবাসশ্চ শ্রয়তাং প্রাণবল্লভে ।  
 কণ্ঠাশ্রমে ভবেজ্জ্যো মৈনাকে বিশ্বনাথকঃ ॥৯  
 একাত্রে চৈব নাগেশো বিরজায়াং মহেশ্বরঃ ।  
 মূলিকাখ্যে তথা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রে ভার্গবস্তথা ॥১০  
 কৌশিক্যাস্ত তথা বোধিরযোধ্যায়াস্ত ভার্গবঃ ।  
 মণিকূটে হয়গ্রীবো বরাহো বিন্দুপৰ্বতে ॥১১  
 জটধরস্ত গোদন্তে গোমন্তে জাঙ্গলেশ্বরঃ ।

---

নাটকে নাটকেশ্বর, নীলাচলে কামেশ, হস্তি পৰ্বতে পিঙ্গল ।৫ কুশাবর্তে  
 বিজয়, পুষ্করাচলে জয়ন্ত ; ভাস্মাচলে ভয়ানন্দ, চন্দ্রকূটে মাধব, অন্তর্গৃহে  
 পদ্মহস্ত, মঙ্গলায় ত্র্যম্বক, ভদ্রপীঠে দিব্যেশ, অশ্বক্রান্তে জনার্দন ।৭  
 অহিচ্ছত্রে তুল্যানন্দ, শ্রীশৈলে জগৎপ্রিয়, কুশহস্তে পদ্মপাণি, মানশৈলে  
 মুনীশ্বর ।৮ শ্রীকণ্ঠে শ্রীনিবাস, কণ্ঠাশ্রমে রুদ্র, মৈনাকে বিশ্বনাথক ।৯  
 একাত্রে নাগেশ, বিরজায় মহেশ্বর, মূলিকাখ্যে বিষ্ণু, মহেন্দ্রে ভার্গব  
 ।১০ কৌশিকীতে বোধি, অযোধ্যায় ভার্গব, মণিকূটে হয়গ্রীব,  
 বিন্দুপৰ্বতে বরাহ ।১১ গোদন্তে জটধর, গোমন্তে জাঙ্গলেশ্বর,

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মপুত্রে বিশ্বশৈলে তু গহবরঃ ॥১২  
 চিত্রশৈলে তু চিত্রেশো দেবিকায়াঞ্চতুভূজঃ ।  
 বৃন্দাবনে পদ্মপাণিঃ কুশহস্তস্ত নৈমিষে ॥১৩  
 মন্দরে চ মহাবোধির্গোপীন্দ্রো হনুপর্বতে ।  
 ভাগীরথ্যাং পদ্মগর্ভং কাম্পিল্লৈ কনকাপ্রিয়ঃ ॥১৪  
 করণে চৈব কামীরঃ কাপোতেহব্যবাহনঃ ।  
 বশিষ্ঠশ্চাৰ্কুদে চৈব শ্বেতনদ্যাং মনোভবঃ ॥১৫  
 ধবলয়োঃ পিনাকী চ পিচ্ছিলয়াং ত্রিবিক্রমঃ ।  
 যজ্ঞগর্ভস্ত আগন্ত্যে উৰ্বশ্যাং মধুসূদনঃ ॥১৬  
 কৃষ্ণগীশে হরিশ্চৈব পৈত্রিকে তু কুচিস্তথা ।  
 বাসনশ্চ গোমন্তে চ কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরহরঃ ॥১৭  
 প্রজাপতিঃ প্রয়াগে চ বিদর্ভায়াং দ্বিজপ্রিয়ঃ ।  
 গঙ্গাধরে মদ্রপীঠে মাতঙ্গ্যে চৈব ত্র্যম্বকঃ ॥১৮  
 ত্রিপুরারিনন্দশৈলে পাণ্ডুশৈলে ত্রিলোচনঃ ।

---

ব্রহ্মপুত্রে পরমেষ্ঠী, বিশ্বশৈলে গহবরঃ ১২ চিত্রশৈলে চিত্রেশ, দেবিকায়  
 চতুভূজ, বৃন্দাবনে পদ্মপাণি, নৈমিষে কুশহস্ত ১৩ মন্দরে মহাবোধি,  
 হনুপর্বতে গোপীন্দ্র, ভাগীরথীতে পদ্মগর্ভ, কাম্পিল্লৈ কনকাপ্রিয়ে ১৪  
 করণে কামীর, কাপোতে হব্যবাহন, অৰ্কুদে বশিষ্ঠ, শ্বেতনদীতে  
 মনোভব ১৫ ধবলায় পিণাকী, পিচ্ছিলায় ত্রিবিক্রম, আগন্ত্যে যজ্ঞগর্ভ,  
 উৰ্বশীতে মধুসূদন ১৬ কৃষ্ণগীশে হরি, পৈত্রিকে কুচি, গোমন্তে  
 বাসন, কাশীতে বিশ্বেশ্বর ১৭ প্রয়াগে প্রজাপতি, বিদর্ভায় দ্বিজপ্রিয়,  
 মদ্রপীঠে গঙ্গাধর, মাতঙ্গ্যে ত্র্যম্বক ১৮ নন্দশৈলে ত্রিপুরারি, পাণ্ডুশৈলে

গঙ্গাহ্রদে ত্রিলোকেশো ভিত্তিপূৰ্ণাং দিবাকরঃ ॥১৯  
 যমটে মিজিলানাথো দারুশৃঙ্গে কলানিধঃ ।  
 দারুবনে মহালিঙ্গ অশোকেতু বিনাশকঃ ২০  
 হরিসেনশ্চল্লুকায়াং পর্ণাটে তু অনন্তকঃ ।  
 মার্কণ্ডেয়োবটে চৈব ইক্ষুদ্বারে দিবাকরঃ ॥২১  
 গোকর্ণে চ বিকর্ণাখ্যো মন্দারে মধুসূদনঃ ।  
 অষ্টোত্তরশতং স্থানং ময়া তে পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥২২  
 যত্র বৈ মম সান্নিধ্যং নিত্যস্তু তব সূত্রতে ।  
 এতেষামপি যন্তেকং পশ্যেৎ স ভক্তিমান্নরঃ ।  
 স্থানং বিরজঃ সংলক্ষ্য মোদন্তে শান্তী সমাঃ ॥২৩  
 মানসং বাচিকঞ্চৈব কাৰ্য্যিকং যচ্চ তুষ্ণতং ।  
 তৎ সৰ্ব্বং বৈ শমং যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৪

ত্রিলোচন গঙ্গাহ্রদে ত্রিলোকেশ ভিত্তিপূৰ্ণাতে দিবাকরঃ ১৯ যমটে  
 মিজিলানাথ, দারুশৃঙ্গে কলানিধি, দারুবনে মহালিঙ্গ, অশোকে  
 বিনাশক ২০ চুল্লুকায়া হরিসেন, পর্ণাটে অনন্ত, বটে মার্কণ্ডেয়,  
 ইক্ষুদ্বারে দিবাকর ২১ গোকর্ণে বিকর্ণ, মন্দারে মধুসূদন। এই আমি  
 তোমাকে অষ্টোত্তর শতস্থান কহিলাম ২২ এই সকল স্থানে আমার  
 তোমার নিত্য সান্নিধ্য আছে। হে সূত্রতে! নরগণ ভক্তিমান  
 হইয়া যদি ইহার একটিও দর্শন করে অথবা একটিতেও স্থান করে,  
 তবে সে বিরজাভবন প্রাপ্ত হইয়া নিশাকাল নিত্যসুখে অবস্থিত করে  
 সন্দেহ নাই ২৩ এবং নাস্তিক, বাচিক ও কাৰ্য্যিক যাহা কিছু  
 তুষ্ণত, তৎসমস্তই ত্যজিত হইয়া যাই, তাহাতে বিচারণার বিষয় কিছুই



যানি তানি চ সৰ্ব্বাণি গন্ধা মাং পশ্যতে নরঃ ।  
 ভবতে মোক্ষমার্থী চ যত্রাহং তত্র সংস্থিতা ॥২৫  
 পুষ্পোপহারৈধুপৈশ্চ ব্রাহ্মণানাম্ তৰ্পণৈঃ ।  
 ধ্যানেন চ স্থিরেণাস্তু প্রাপ্যতে পরমেশ্বরী ॥২৬  
 অশ্বক্রান্ত স্রোত্তরতঃ ঋণমোচনপশ্চিমে ।  
 দ্বাবিংশতিধনুর্মাণং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ॥২৭  
 ক্ষেত্রং দ্বিপঞ্চকং নাম সৰ্ব্বদেবনমস্কৃতম্ ।  
 পূজয়িত্বা তত্র-রুদ্রং জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ ॥২৮  
 যগ্না সান্নিযতাহারে ব্রহ্মচর্য্যসমাহিতঃ ।  
 উষিত্বা তত্র দেবেশি প্রাপ্যতি পরমং পদম্ ।  
 কৃতে যুগে পুষ্করাণি ত্রেতায়াং নৈমিষং মতম্ ।  
 দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং অশ্বতীর্থং কলৌ যুগে ॥২৯

নাই ।২৪ নরগণ যে যে তীর্থে গমন করিয়া আমাকে দর্শন করে,  
 সেই সেই তীর্থেই আমি সন্নিহিত থাকিয়া তাহাদিগকে মোক্ষ প্রদান  
 করি ।২৫ পুষ্প বলি, উপহার, ধূপদান ও ব্রাহ্মণ ভূষি এবং অচলধ্যান  
 দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ।২৬ হে পরমেশ্বরী ! অশ্বক্রান্তের উত্তরে  
 এবং ঋণমোচনের পশ্চিমে দ্বাবিংশতি ধনুঃ পরিমিত সৰ্ব্বদেবনমস্কৃত  
 দ্বিপঞ্চক নামে এক পরম দুর্লভ ক্ষেত্র আছে ।২৭ তথায় রুদ্রদেবের  
 পূজা করিলে জ্যোতিষ্টোমের ফললাভ হয় ।২৮ হে দেবেশি ! তপস্য  
 নিয়তাহার, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ছয়মাস বাস করিলে পরমপদ  
 প্রাপ্ত হয় । সত্যযুগে পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষ, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র,  
 কলিযুগে অশ্বতীর্থ শ্রেষ্ঠতম জানিবে ।২৯ অতএব তাহার উত্তর তীরে

তস্মাত্তুভূত্রে তীরে সাধয়েন্মানসেঙ্গিতং ।

দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং তত্রদানেহক্ষয়ং ফলম্ ॥৩০

দুষ্করং পঞ্চকে দানং পঞ্চকে সৰ্ব্বদুষ্করম্ ।

যদগ্নাত্ৰ কৃতং পাপং তীরে যাতি চ লাঘবম্ ।

তত্তীরে কৃতেহগ্নাত্ৰ কচিদগ্নো ব্যাপোহতি ॥৩১

দ্বাদশাহং দশাহং মাসার্দ্ধং দশটৈব বা ॥৩২

ড্রুশ্মার্দ্ধাসনগতা মেরুপৃষ্ঠে যশস্বিনী ।

মহাদেবং ততোদেবী প্রণতা পরিপৃচ্ছতি ॥৩৩

শ্রীদেব্যুবাচ ।

জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং পূর্বসঙ্কিতম্ ।

কথতং ক্ষময়াপ্রোতি তগ্নামাচক্ষয় শঙ্কর ॥৩৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গৃহাদ্গৃহমমুত্তমম্ ।

মনোভিলাষ সাধন করিবে । দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ তীর্থ, তথায় দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয় । ৩০ পঞ্চক তীর্থে দান দুষ্কর, পঞ্চকে সকলি দুষ্কর জানিবে । অগ্নিস্থানে কৃতপাপ তীর্থে বিনষ্ট হয়, সেই তীর্থে পাপ করিলে, অগ্নি কোথাও বিনষ্ট হয় না । ৩১

অনন্তর যশস্বিনী পার্বতী, দশাহ, দ্বাদশাহ মাসার্দ্ধ ৩২ ইত্যাদি-রূপে মেরুপৃষ্ঠে বাস করিতে করিতে ঋতুর আসনার্দ্ধে উপবেশনপূর্বক প্রণতা হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৩

দেবী কহিলেন, সহস্র জন্মান্তরে পূর্বসঙ্কিত যে পাপ, তাহা কিরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, হে শঙ্কর তাহা আমাকে বলুন । ৩৪

সর্ববীর্থেষু বিখ্যাতমশ্বক্রান্তমতঃপরম্ ॥৩৫

যশ্চোত্তরে তু যৎ ক্ষেত্রং নয়া যুক্তং বিযুক্তকম্ ।

এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরম্পদং ॥৩৬

এতদেব পরমব্রহ্ম এতদেব পরং পদম্ ।

তথা নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠোদেবানাং পুরুষোত্তমঃ ।

তথেষ্বরানাং গিরিশঃ স্থানানামেতদুত্তমং ॥ ৩৭

দত্তং জপ্তং হৃতং শেষ তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

ধ্যান মধ্যয়নং জ্ঞানং সর্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥৩৮

অশ্বক্রান্তে পরোযোগ অক্রান্তে পরা গতিঃ ।

অশ্বক্রান্তে পরোমোক্ষস্তীর্থং নৈবাস্তি তাদৃশম্ ॥৩৯

মেরুমন্দর, তুল্যোহপি রাশিঃ পাপস্য সর্বশঃ ।

অশ্বক্রান্তঃ সমাসাচ্চ সর্বোব্রজতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৪০

ভগবান্ কহিলেন, হে দেবি ! পরম গুহ্যতম বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। দেবাভিলষিত অশ্বক্রান্ত তীর্থ সর্ববীর্থ অপেক্ষা বিখ্যাত ॥৩৫ ইহার উত্তরে যে সকল ক্ষেত্র আছে, তাহা আমি তোমাকে কহিয়াছি। এই অশ্বক্রান্তই পরমজ্ঞান, ইহাই পরম তপস্তা ॥৩৬ ইহাই পরমব্রহ্ম ও ইহাই পরমপদ। যেমন দেবগণের মধ্যে পুরুষোত্তম নারায়ণ শ্রেষ্ঠ এবং পুশ্বরগণের মধ্যে গিরিশ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্থান সকলের মধ্যে এই অশ্বক্রান্তই শ্রেষ্ঠ ॥৩৭ তথায় দান, জপ, হোম, তপ, ধ্যান অধ্যয়ন জ্ঞানাদি বাহ্য কিছু অন্তর্নিহিত হয়, সেই সমস্তই অক্ষয় হয় ॥৩৮ অশ্বক্রান্তে পরোযোগ, অশ্বক্রান্তে পরমাগতি, অশ্বক্রান্তে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব ইহার তুল্য তীর্থ আর নাই ৩৯ অশ্বক্রান্তে গমন করিলে মেরুমন্দরচল

অশ্বক্রান্তস্থিতাঃস্পৃষ্টাঃ পাংস্তুভিক্বায়ুসেবিতৈঃ ।

যদি দ্রুতকৰ্ম্মাণা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥৪১

ন সা গতি কুরুক্ষেত্রে গয়াদ্বারে চ পুষ্করে ।

যা গতি র্বিহিতা পুংসাং অশ্বক্রান্তনিবাসিনাম্ ॥৪২

ন দানৈন'-তপোভিন'-যজ্ঞৈ-নাপি চ বিদ্যয়া ।

প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা অশ্বতীর্থে স লভ্যতে ॥৪৩

সংসর্গাচ্চ ভবেন্দ্রোক্ষ ইতরাসংপরিগ্রহাৎ ।

আগন্ত্যাদপি চাগ্ন্যাদি ইদমেব মহত্তরম্ ॥৪৪

ব্রহ্মহাপ্যতি যোগচ্ছেদশ্বক্রান্তং কদাচন ।

অশ্বক্ষেত্রস্য মহাত্ম্যাৎ ব্রহ্মহত্যা নিবর্ততে ।

ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কদাচিদপি দৃশ্যতে ॥৪৫

উত্তরং দক্ষিণং ব্যাপি অশ্বদ্বারং বিচিন্তয়েৎ ॥৪৬

তুল্য পাপরাশি সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।৪০ মানব যদি পরম পাতকীও হয়, তথাপি অশ্বক্রান্তে বায়ুচালিত পাংস্তুদ্বারা পৃষ্ট হইয়াও পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।৪১ অশ্বক্রান্ত নিবাসিগণ যেরূপ গতি লাভ করে, কুরুক্ষেত্রে, গয়াদ্বারে ও পুষ্করতীরেও সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয় না ।৪২ অশ্বতীর্থে যেরূপ উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা দ্বারাও সেরূপ গতিলাভ হয় না ।৪৩ অশ্বতীর্থের সংসর্গে মোক্ষলাভ, সংপরিগ্রহে পবিত্র গতি, লাভ হইয়া থাকে । আগন্ত্যাদি তীর্থ হইতেও এই এই তীর্থ মহত্তর ।৪৪ ব্রহ্মহাতী নরও যদি অশ্বক্রান্তে যোগ করে, তবে সে তাহার নাশাত্মক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং তাহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ।৪৫ হে বরাননে! উত্তর বা দক্ষিণ অথবা অশ্ব যে

সর্বোহ্যস্য শুভঃ কালঃ অশ্বক্রান্তে বরাননে ।

মহাদানেন তল্লাভো যৎফলং লভতে নরঃ ॥৪৭

অশ্বতীর্থে তু কাকিণ্ডাং দস্তায়াং লভতেহক্ষয়ম্ ।

একাহমুপবাসং যঃ করোতীহ মম প্রিয়ে ।

ফলং বর্ষসহস্রশ্চ লভতে মৎপরাযণঃ ॥৪৮

তীর্থাশ্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ য প্রযচ্ছতি ।

একাহং বসেচ্চাত্র তয়োস্তুলাং ফলং ভবেৎ ॥৪৯

প্রয়াগে মাঘমাসে তু সম্যক্ স্নানেন যৎ ফলং ।

তৎফলং কোটিগুণিতং অশ্বতীর্থে ক্ষণে ক্ষণে ॥৫০

ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ ।

সেবনাক্ষে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে চ শঙ্করি ॥৫১

মেকুমন্দরতুল্যোহি রাশিঃ পাপস্য সর্বশঃ ।

অশ্বক্রান্তং সমাসাত্ত সর্বোব্রজতি সংক্ষয়ম্ ॥৫২

কোন দ্বারা ৪৭ বা যে কোন কালে অশ্বক্রান্ত তীর্থ শুভকর হয় ।  
অশ্বতীর্থে নরগণ মহাদান দ্বারা যে ফল লাভ করে ৪৭ এই অশ্বতীর্থে  
কাকিনীমাত্র দান করিয়া সেইরূপ অক্ষয় ফললাভ করিতে পারে । হে  
প্রিয়ে! মৎপরাযণ ব্যক্তি এইখানে একদিবস মাত্র উপবাস করিলে  
সহস্র ২৫সর উপবাসের ফললাভ করিতে সমর্থ হয় ৪৮ তীর্থাশ্তরে বিধি-  
পূর্বক কোটিসংখ্যক গোদান করিলে যে ফল হয়, অশ্বক্রান্তে একাহ  
উপবাস করিলে সেই ফললাভ হইতে পারে ৪৯ প্রয়াগে মাঘমাসে  
সম্যকরূপে স্নান করিলে যে ফল হয়, অশ্বতীর্থে ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটি  
কোটি গুণফল লাভ হয় ৫০ হে শঙ্করি! মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্নকালে  
অশ্বতীর্থ সেবা করিলে তীর্থাশ্তর সেবনে ষষ্টিকোটি সহস্র ও ষষ্টিকোটি

কীটাঃ পতঙ্গামশকাশচ বৃক্ষাজলেঃস্থলে যে বিচরন্তি জীবাঃ  
মণ্ডুক মংস্যাঃ ক্রমশোহিষ্যক্রান্তে ত্যক্তা

শরীরং শিবমাপ্নুবন্তি ॥৫৩

যোবসেৎ পঞ্চকে নিত্যং স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥৫৪

সর্বেষামেব লোকানাং ব্রহ্মলোকোপরিস্থিতঃ ।

যদীচ্ছেৎ তৎপদং গন্তং স বসেদত্র দুষ্করম্ ॥৫৫

যথা সুরাণাং সর্বেষামাদিস্তু মধুসূদন ॥

তথৈব সর্বক্ষেত্রাণাং মাদিঃ পঞ্চকনুচ্যতে ॥৫৬

অনুলোমবিলোমাভ্যাং তথা ব্যস্তসমস্তয়োঃ ।

স্নাতব্যং পঞ্চকং যচ্চ অশ্বতীর্থে বরাননে ॥৫৭

তথৈবোত্তরমাক্রুণাং তদেব ফল মশ্নুতে ।

বিধিবদ্পুণ্যমানেষু সর্বতীর্থেষু সৎফল ॥

শতগুণফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।৫১ অশ্বাক্রান্ত তীর্থে সেবার মেরুমন্দর তুল্য  
পাপরাশি সমস্তই সংক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।৫২ কীট, পতঙ্গ, মশক, বৃক্ষ এবং  
মংস মণ্ডুকাদি যে যে জীব তথায় জলে বা স্থলে বিচরণ করে, তাহারা  
অশ্বতীর্থে দেহ বিসর্জন করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয় ।৫৩ যে ব্যক্তি পঞ্চক-  
তীর্থে নিত্য বাস করে, সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয় ।৫৪ সর্বলোকের  
উপরিভাগে ব্রহ্মলোক অবস্থিত পঞ্চক নিবাসী জনগণ, অভিলাষ করিলে  
সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে ।৫৫ যেক্রপ মধুসূদন সকল দেবতাগণের  
আদিম সেইরূপ পঞ্চকতীর্থে সর্বগণের আদি বলিয়া উক্ত হয় ।৫৬হে বরাননে  
পঞ্চকতীর্থে ও অশ্বতীর্থে অলোম বিলোম ক্রমে অর্থাৎ একটি হইতে  
অপরটি এবং অপরটি হইতে প্রথমটি এইরূপে এবং ব্যস্তসমস্ত ক্রমে জ্ঞান

পঞ্চকালোকনা দেব নরঃ প্রাপ্নোতি তৎফলম্ ॥৫৮

দশকোটি সহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহীতলে ।

সান্নিধ্যে মঞ্চতীর্থে চ মুক্তিদ্বারসমীপতঃ ॥৫৯

যাবত্তিষ্ঠন্তি গিরিষ্যো যাবত্তিষ্ঠন্তি সাগরাঃ ।

তাবৎ পঞ্চকয়তুনাং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৬০

জন্মান্তরসহস্রৈশ্চ আজন্ম মরণান্তিকং ।

নির্দেহেৎ পাতকং সর্বং সৰুৎ স্নাত্বা তু শঙ্করি ॥৬১

যোগাভ্যাসেন যস্তিষ্ঠেৎ সমাধ বর্ষত্রয়ং নরঃ ।

একেন জন্মনা মুক্তিযোগম্মোক্ষঞ্চ বিন্দতি ॥৬২

ঋণমোচনাত্তং দেবেশি সমন্তাৎ পঞ্চকং স্মৃতং ।

ব্রহ্মণঃ সদনং ভদ্রে প্রসহ্য মপি পৰ্ব্বতঃ ॥৬৩

করা বিধেয় ৫৭ তাহার উত্তরারণা গমন করিয়া তত্ত্বলা ফল প্রাপ্ত হয় ।  
 বিধিপূর্বক গম্যমান সমস্ত তীর্থের যে ফল, এক পঞ্চকণীথ দর্শনেই নরগণ  
 সেই ফললাভ করিতে পারে ৫৮ মহীতলে দশ কোটি সহস্র তীর্থস্থান  
 আছে, অশ্রুক্রান্ত তীর্থে মুক্তিদ্বার সমীপে তৎসমুদায়েরই সান্নিধ্য আছে ৫৯  
 যে পর্য্যন্ত অচলসকল ও সাগরসকল অবস্থিত আছে, তাবৎ পঞ্চকে মৃত  
 মানবগণের ব্রহ্মলোক লাভ হইবে সন্দেহ নাই ৬০ যে শঙ্করি ! পঞ্চকতীর্থে  
 একবার স্নান করিলে জন্মান্তরসহস্র ও জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত যে পাপ  
 সঞ্চিত হইয়াছে তৎসমুদাই ভস্মীভূত হইয়া যায় ৬১ যে মানব পঞ্চকতীর্থে  
 তিন বৎসর যোগাভ্যাস করিয়া অবস্থান করে, তাহার যোগভাস হেতু  
 একজন্মেই মোক্ষলাভ হয় ৬২ হে দেবেশি ! ঋণমোচনক তীর্থের  
 চারিদিকে পঞ্চকণীথ অবস্থিত এবং তাহার সর্বদিকেই ব্রহ্মসদন ৬৩ ঐ

যত্র স্নানং জপোহোম শ্রাদ্ধং দানাদিকং স্মৃতম্ ।  
 একৈকশো যেশানি পুনাতি সপ্তমং কুলম্ ॥৬৪  
 অশ্বতীর্থৈ সমক্ষে তৎকিঞ্চিং পশ্চিমগোচরে ।  
 ধনুরষ্টপ্রমাণেন সিদ্ধকুণ্ডমিহোচ্যতে ॥৬৫  
 অত্র সান্নোদকং পাত্না মুচ্যতে সৰ্ব্বপাতকৈঃ ।  
 ত্রিরাত্রো পাষিতেনাত্র একরাত্রোষিতেন বা ॥৬৬  
 দ্বিজাতিনাস্তু কথিতং তীর্থানামিহ সেবনম্ ।  
 যস্য বায়ু বশী ভদ্রে হস্ত পাদৌ চ সংযতৌ ।  
 অনুলেপ্য ব্রহ্মচারী তীর্থানাং ফলমাप्নুয়াৎ ॥৬৭  
 সিদ্ধকুণ্ডং মহাভোগং দেবতাভিঃ স্তুসংস্কৃতম্ ।  
 পুনাহি সৰ্ব্বপাপেভ্যস্তীর্থবীৰ্য্য নমোহস্ত তে ॥৬৮  
 ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ বৈশাখে কৃষ্ণপক্ষকে ।  
 ত্রয়োদশ্যাং স্নানমাত্রে পুনাত্যুভয়তঃ কুলম্ ॥৬৯

---

স্থানে স্নান, জপ হোম, শ্রাদ্ধ ও দানাদি করিলে, তাহার এক একটাই সপ্তমকুলপর্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে ॥৬৪ অশ্বতীর্থের সন্নিধানে কিঞ্চিং পশ্চিমদিকে অষ্টধনুঃপ্রমাণ সিদ্ধিকুণ্ড তথায় স্নান ও উদকপান করিলে, সৰ্ব্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হয় ॥৬৫ দ্বিজগণ ত্রিরাত্র বা একরাত্র উপবাস করিয়া এই সকল তীর্থের সেবা করিবে ॥৬৬ হে ভদ্রে ! যাহার প্রাণ পবনবশীভূত এবং যাহার হস্তপদ সংযত এবং যে ব্যক্তি অনুলেপ্য অর্থাৎ তিলকাদিধারী ও ব্রহ্মচারি, সেই ব্যক্তিই তীর্থের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥৬৭ সিদ্ধিকুণ্ডং মহাভোগং দেবতাভিঃ স্তুসংস্কৃতম্ । পুনাহি সৰ্ব্বপাপেভ্যঃ স্তীর্থবীৰ্য্য নমোহস্ততে ॥৬৮ এই মন্ত্র দ্বারা বৈশাখ মাসের



পশ্চিমে তস্য তীর্থস্য কিঞ্চিৎবায়ব্য গোচরে ।  
 চতুঃষষ্টি ধনুর্মাণং তীর্থং ব্রহ্মসরঃ স্মৃতম্ ॥৭০  
 তত্র স্নাত্বা পিতৃন্ ভক্ত্যা তর্পয়িত্বা যথাবিধি ।  
 পাপকর্তৃনপি পিতৃন্ তারয়েন্মাত্ৰ নংশয় ॥৭১  
 স্নাত্বা যাতি দ্বিজঃ সম্যক্ ততঃ সংস্কারতাং ব্রজেৎ ।  
 স্বয়ম্ ব্রহ্মাণা ষট্ ঈশ্বরঃ প্রিয়কাম্যয়া ।  
 স্বয়ম্ ব্রহ্মাণা স্নাত তস্মাৎ পাবয় পারতঃ ॥৭২  
 ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নানং কৃত্বা যথাবিধি ॥  
 মাঘমাসি চতুর্দশ্যাং শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ ।  
 দত্তা দানঞ্চ বিধিবৎ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।৭৩৭৪  
 ইন্দ্রকূটস্য কৌরবে শীধনুরতি প্রমাণতঃ ।  
 রাম ক্ষেত্রং বিজানীয়াৎ তস্য কুণ্ডং কূলে প্রিয়ে ॥৭৫  
 বিল্লকুন্দপ্রমাণস্ত স্নাতার্য্যচ্চ পিতৃনপিঃ।  
 তীর্থেভ্যঃ পরমং তীর্থং রামতীর্থং বরাননে ॥৭৬

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে স্নানমাত্র করিলেই, উভয়কূলই পবিত্র করিয়া  
 থাকে ।৬৯ কিঞ্চিৎ বায়ুকোণে সেই তীর্থের পশ্চিমে চতুঃষষ্টি ধনুপরিমাণ  
 ব্রহ্মসরোবর ।৭০ তথায় স্নান করিলে এবং ভক্তিপূর্বক যথাবিধি পিতৃগণের  
 তর্পণ করিলে, পাপকারি পিতৃগণেরও সদগতি লাভ হয়, তাহাতে সংশয়  
 নাই ।৭১ স্নাত্বা যত দ্বিজঃ সম্যক্ ততঃ সংস্কারতাং ব্রজেৎ । স্বয়ম্  
 ব্রহ্মাণাষট্ ঈশ্বরঃ প্রিয়কাম্যয়া । স্বয়ম্ ব্রহ্মাণা স্নাত তস্মাৎ পাবয়পারতঃ ।৭২  
 এই মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি স্নান করিলে, বিশেষতঃ মাঘমাসে শুক্লপক্ষে চতু  
 র্দশীতে বিধিপূর্বক দান করিলে, ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয় ।৭৩৭৪  
 ইন্দ্রকূটের উত্তরে অশীতিধনুঃ প্রমাণ রামক্ষেত্র তাহার কূলে বিল্লকুন্দপ্রমাণ

ব্রাহ্মণানর্চয়িত্বা তু ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।৭৭

তস্য তারে মহাভাগে শ্রীরামেণ মহাত্মনা ।

পিতর স্তপিতাঃ সর্বে তীর্থবার্য্য নমোস্তুহতে ॥৭৮

ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ বৈশাখে কৃষ্ণ পক্ষকে ।

একাদশ্যাং স্নানমাত্রে পুনাত্যভয়তঃ কুলং ॥

তস্য পূর্বে নবধনুঃ সীতা তীর্থ বরাননে ।

তত্র স্নাত্বা দিবং কাস্তে স্বশরীরে দ্বিজাতয় ॥৭৯

ক্রৌঞ্চঞ্চাপি মহাশ্রাদ্ধে অক্ষয়ং সমুদাহতং ।

সীতয়া রামভদ্রেণ নিশ্চিতং তীর্থযুক্তমং ॥৮০

তস্মাৎ পুনীহি মাং পাপাৎ মোক্ষং কুরু সুরার্চিতং ॥৮১

মৌনী ভূত্বা ত্রয়োদশ্যাং তত্র স্নাত্বা মহাকলং ।

মন্ত্রোণানেন স্নাত্বা তু রত্নেনাৰ্য্যং প্রদাপয়েৎ ।

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যা ব্রহ্মলোকে বসেন্মৃতঃ ॥৮২

তৎকুণ্ড অবস্থিত ।৭৫ তাহাতে স্নান ও অর্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে। হে বরাননে! রামতীর্থ তীর্থগণের মধ্যে উত্তম। ৭৬ তথায় ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। ৭৬ তন্তুতীরে মহাভাগেশ্রীরামেণ মহাত্মনা। পিতরস্তপিতাঃ সর্বে তীর্থবার্য্যনমোস্তুহতে। ৭৮ এই মন্ত্রদ্বারা, বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষ একাদশীতে স্নানমাত্র করিলে উভয় কুল পবিত্র হয়। সেই তীর্থের নবধনুঃ অন্তরে সীতা তীর্থ তথায় স্নান করিলে দ্বিজগণ স্বশরীরে স্বর্গে গমন করে। ৭৯ ক্রৌঞ্চঞ্চাপী মহাশ্রাদ্ধে অক্ষয়ং সমুদাহতং। সীতয়ারামভদ্রেণ নিশ্চিতং তীর্থ যুক্তং ৮০ তস্মাৎ পুনামাম পাপৈহঃ মোং কুরু সুরার্চিত। ৮১ এই মন্ত্রে ত্রয়োদশীতে মৌনী হইয়া তথায় স্নানান্তর রত্নদ্বারা অৰ্য্য প্রদান করিলে পরলোক পাণ হইতে মুক্ত হইয়া

দক্ষিণে চৈব সীতায়া ধনুর্দশপ্রমাণতঃ ।  
 তত্রাভিষেকমাষঞ্চ বিজয়ী সর্বদা ভবেৎ ॥৮৩  
 তীর্থানাং পরমং তীর্থং বিজয়নাম শোভিতং ।  
 তত্র লিঙ্গং মহেশস্য বিজয়নামবিশ্রুতং ॥৮৪  
 যথাসাধ্নিয়তাহারে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ উষিহ ।  
 তত্র দেবেশি মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ ॥৮৫  
 তীর্থানাং পরং তীর্থং যোগতীর্থেনৈতি বিশ্রুতং ।  
 সর্বপাপহরং শস্তো নিবাসঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৮৬  
 দৃষ্ট্বা লিঙ্গন্তু দেবস্য যোগীশ নামবিশ্রুতং ।  
 ঈপ্সিতান্ লভতে কামন রুদ্রস্য দয়িতো ভবেৎ ॥৮৭  
 দ্বাবিংশন্তু ধনুর্মানং মুক্তিীর্থং বিজানীহি ।  
 বক্ষমাণেন মন্ত্ৰেণ স্নাত্বার্থ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৮৮

ব্রহ্মলোক বাস করে ৮২ সীতাতীর্থের দক্ষিণে দশধনুপরিমিত বিজয়নামক  
 স্নোশোভিত তীর্থ আছে, সেই তীর্থ তীর্থগণের মধ্যে উত্তম তাগতে স্থান  
 করিলে, নিয়তই বিজয়প্রাপ্ত হয় ৮৩ তথায় বিজয় নামে বিখ্যাত মহেশ-  
 লিঙ্গ আছে ৮৪ সেই স্থানে ছয়মাস নিয়তাহারী ব্রহ্মচারী ও সমাহিত  
 হইয়া বাস করিলে সর্বপাতক হইতে মুক্ত হয় ৮৫ তদনন্তর, যোগীতীর্থ  
 নামে বিখ্যাত এক উত্তমতীর্থ আছে, সেই স্থানে ব্রহ্ম ও মহাদেব বসতি  
 করেন ৮৬ তথায় যোগীনামে মহাদেব লিঙ্গ দর্শন করিলে অভিলষিত  
 সকল প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের প্রিয় হয় ৮৭ তদনন্তর দ্বাবিংশন্তুঃ পরিমিত  
 মুক্তিীর্থ। মোক্ষাভিকাঙ্ক্ষিভিষু্যতৈর্কর্বন্যাসে পূজ্যংসেহানশং । যোগ-  
 কুণ্ড মহাভাগে মাংপুনাত্যমমার্চিতা । এই মন্ত্রে মুক্তি স্নান-

মোক্ষাভিকাঙ্খিভিযুক্তৈর্বন্দ্যসে পূজ্যসেহনিশং ।  
 যোগকুলং মহাভাগে মাং পুনাত্যমরাক্ষিতা ॥৮৯  
 তশ্যাস্তিদূরে লোকস্য বৃত্তং কুণ্ডমনুত্তমং ।  
 তত্রাপি স্নাত্বা বিধিবৎ সন্তুর্প্য পিতৃদেবতাঃ ।  
 ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায়ার্থ দানানি বিবিধানি চ ।  
 স্নাত্বা কোলেন রীজেন তদ্বেনার্য্যং নিবেদয়েৎ ॥৯০৯১  
 পশ্চাচ্চ কোলেশ্বরঃ দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাং ॥৯২  
 তিথিহস্তমিতং কুণ্ডং দেব গন্ধর্ব্বসেবিতং ।  
 কুণ্ডে সিততৃতীয়ায়াং গ্রামং ধাত্বং ধনং লভেৎ ॥৯৩  
 ইন্দ্রশৈলস্য গাম্যে তু ধনুর্দাদশ মানতঃ ।  
 সূর্য্যতীর্থ্যমিতি খ্যাতং তীর্থানাং তীর্থমুত্তমং ॥৯৪  
 অদৃশ্যমুত্তমভগবান্ সপ্তসপ্তরথেরিতঃ ।  
 আস্তে লোকহিতার্পায় ব্যাপী যোগতমুঃ স্বয়ং ॥৯৫

নস্তর অর্থ্য নিবেদন করিবে ৮৮৮৯ লোকবৃন্দানামক অত্যুত্তম কুণ্ড  
 তাহার অতিদূরে অবস্থিত ; তথায় স্নানান্তর বিধিपूर्কক পিতৃদেবতা-  
 গণের তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দান প্রদানपूर्কক কোলবীজ  
 মন্ত্র দ্বারা স্নানান্তর তত্ত্ব দ্বারা অর্থ্য নিবেদন করিবে ৯০৯১ তদনন্তর  
 কোলেশ্বরকে দর্শন করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে ৯২  
 তাহার পঞ্চদশ হস্ত পরিমিত গন্ধর্ব্ব, সেবত কুণ্ড আছে. তথায় গুরুপক্ষের  
 তৃতীয়ায় স্নান করিলে গ্রাম, ধান ও ধন লাভ হয় ৯৩ ইন্দ্রশৈলের  
 দক্ষিণে দ্বাদশধনুঃ পরিমিত সূর্য্যতীর্থ নামে বিখ্যাত এক তীর্থোত্তম  
 আছে ৯৪ তথায় যোগতমু. অদৃশ্যমুর্ষিব্যাপী ভগবান্ স্বয়ং সপ্তসপ্ত

মদা হরশ্চ নিরতং নিবাসং কৃতবানিহ ।  
 তত্রৈব দেবতাঃ সৰ্ব্যস্তম্যাঃ সেব্যা সমাগতাঃ ॥৯৬  
 ভানুবীজেন স্নাতা ভূ অৰ্য্যং তারেণ দাপয়েৎ ।  
 রামক্ষেত্রং ততোগচ্ছেৎ সাধকঃ সিদ্ধিমানসঃ ॥৯৭  
 হুর্গকূপদ্বয়স্তত্র ব্রাহ্মযুগশ্চ তিষ্ঠতি ।  
 হুর্গকূপোদকঃ পীত্বা মাঘে মাসি চতুর্দশী ॥৯৮  
 ভবেন্তুভ্যা গৰ্ভধরা মন্ত্রাণামযুতং জপন্ ।  
 যুগং প্রদক্ষিণীকৃত্য যন্তু শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ।  
 পিতৃংশ্চ তাবয়েন্তেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৯৯॥১০০  
 কাকিনীঞ্চ ত্রাসেৎ কূপে স্তবর্ণং রজতস্তথা ।  
 यस্য মিত্রস্য যদ্বিতং শোধয়েৎ পূর্বজন্মনি ॥১০১

(সূর্য্যদেব) লোকহিতের নিমিত্ত স্বয়ং অবস্থিত আছেন ৯৫ যখন  
 দেবদেব মহাদেব এই স্থানে নিয়ত বাস করেন, তখন সমস্ত দেবগণ  
 তথায় সেব্যরূপে আগমন করেন ৯৬ তথায় ভানুবীজে স্নান ও  
 তারামন্ত্রে অৰ্য্যপ্রদান কর্তব্য । তদনন্তর সিদ্ধির নিমিত্ত সাধকগণ রাম-  
 ক্ষেত্র গমন করিবে ৯৭ তথায় হুর্গকূপদ্বয় ও ব্রহ্মকূপ অবস্থিত,  
 মাঘমাসের চতুর্দশীতে ভক্তিপূর্বক হুর্গকূপোদক পান করিয়া ৯৮  
 অব্যুত মন্ত্র জপ করিলে এবং তত্রস্থ যুগ প্রদক্ষিণপূর্বক শ্রাদ্ধ করিলে,  
 পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয় ১০০ সেই কূপে  
 কাকিনী (কড়ি) স্তবর্ণ ও রজত নিক্ষেপ করিলে, পূর্বজন্মের মিত্র  
 ঋণাদি শোধ হয় ১০১ তদনন্তর দক্ষিণাভিমুখে ইন্দ্রশৈলে গমনান্তর

ততোগচ্ছদিগুশৈলং দক্ষিণাভিমুখেন তু ।  
 মণীষ্বরং ততঃ পশ্যের্নির্গতাচ্চ প্রমুচ্যতে ॥১০২  
 বধবন্ধনযুক্তোহপি যুক্তোবাধ্যুপপাতকৈঃ ।  
 ইন্দ্রকুটস্থিতং দৃষ্টা মণিনাথং স বায়ুনা ।  
 ক্ষণেন মুচ্যতে দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০৩  
 চরমে লোমতীর্থসঃ ধনুঃপঞ্চপ্রমাণতঃ ।  
 নাগতীর্থং ততোজাতং পৃথিব্যাং ধাতিমাগতং ॥১০৪  
 নাগকুণ্ডেতি বৈকুণ্ঠ্য স্নাত্বা নাগান্ সমহস্যয়েৎ ।  
 পুণ্যস্তং সৰ্ব্বতীর্থেষু সৰ্পাণাং বিষনাশনং ॥১০৫  
 স্নানং কুৰ্ব্বন্তি যে মৰ্ত্ত্যা ভক্তা শ্রাবণপঞ্চমীং ।  
 ন তেষ্যা তৎকালে পীড়াংকুৰ্ব্বন্তি কহিচিৎ ন চ ॥১০৬  
 শ্রাদ্ধং পিতৃণাং যে তত্র কৰ্ম্মযন্তি নরাভুবি ।  
 ব্রহ্মা তুষ্টিং পরং স্থানং দাস্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০৭

মণীষ্বর দর্শন করিলে, পাপ হইতে পরিমুক্ত হয় ৷১০২ হে দেবি !  
 ভববন্ধনযুক্ত বা উপপাতকবিশিষ্টই হউক ইন্দ্রকুটস্থিত মণিকনাথকে  
 বায়ুদ্বিত দর্শন করিলে, ক্ষণনাত্রেই মুক্তিলাভ করে, তাহাতে সন্দেহ  
 নাই ৷১০৩ লোমতীর্থের চরমে পঞ্চধনুঃপ্রমাণ পৃথিবীঘাত নাগতীর্থ  
 ৷১০৪ “নাগকুণ্ডেতি বৈকুণ্ঠঃ” এই মন্ত্রে স্নান করিয়া নাগগণের  
 ভক্তনা করিবে। এই তীর্থ সৰ্ব্বতীর্থ মধ্যে পুণ্যপ্রদ, ইহাতে স্নানাদি  
 করিলে, সৰ্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয় ৷১০৫ যে মানব শ্রাবণপঞ্চমীতে  
 ভক্তিপূর্বক স্নান করে, সৰ্পগণ তাহার কুলে কদাচিৎ পীড়াদায়ক  
 হয় না ৷১০৬ যে নর তথায় পিতৃশ্রাদ্ধ করে, ব্রহ্মা তাহার প্রতি

চন্দ্রদুরন্তরতঃ শৈলশ্চতুঃষষ্টি প্রমাণতঃ ।

তত্র জলে গয়াকুণ্ডং ক্ষেত্রং তীরে তদুচ্যতে ॥১০৮

গয়াশীর্ষং পূর্বভাগে ধনুর্দ্বাবিংশমামত ।

যাবল্লোহিত পর্য্যন্তমুত্তরে ব্রহ্মযোনিকং ॥১০৯

গয়াতীর্থং পরং গুহ্যং পিতৃব্যাক্ষাতিবল্লভ ।

কৃতা পিণ্ডপ্রদানস্ত ন ভূয়ো জ্ঞাপ্তে নরঃ ॥১১০

আগন্ত্যেত্যস্মিন্ গয়ায়াক্ষ তথা নীলাচলে গমে ।

যাত্রাভেদে দদেৎ গয়ামথ মকুত্র প্রিয়ে ॥১১১

শোচন্তি পিতরস্তস্মা বৃত্রাত্র চ পরিশ্রমঃ ।

গায়ন্তি পিতরোগীতং কীর্তয়ন্তি মহর্ষয়ঃ ॥১১২

গয়াং যাস্ম ত যঃ কশ্চিৎ সোহর্ষাক্য তারয়িষ্যতি ।

ঐষ্টব্যাবহরং পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ ॥

তেষাং তৎসমবেতানা যদোকোহপি গয়াং ব্রজেৎ ॥১১৩

পরিতুষ্ট হইয়া, পরমস্থান প্রদান করেন, সন্দেহ নাই। ১০৭ চন্দ্রশৈলের উত্তরে চতুঃষষ্টি হস্তপ্রমাণ গয়াক্ষেত্র, তাহার জলকে গয়াকুণ্ড ও তীরকে গয়াক্ষেত্র কহে। ১০৮ তাহার পূর্বভাগে লোহিত্য পর্য্যন্ত এবং উত্তরে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত। ১০৯ দ্বাবিংশধনুঃ পরিমিত পিতৃবল্লভ পরমগুহ্য গয়াতীর্থ, তথায় পিণ্ডদান করিলে, মানবগণকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১১০ আগন্ত্যে গয়ায় ও নীলাচলে যাত্রাভেদে পিণ্ডদান, কিন্তু গয়ায় একবার মাত্র পিণ্ডদান করিবে। ১১১ গয়ায় অনেক বার গমন করিলে বৃথা পরিশ্রমহেতু তাহার পিতৃগণ অনুষোচনা করেন। মহাবিগণ কহিয়া থাকেন। ১১২ যে পিতৃগণ এই বলিয়া গান করেন

তস্মাৎ সৰ্বং প্রযত্নেন ব্রাহ্মনস্ত বিশেষতঃ ।  
 যো বিদ্যাধিষিবেৎ পিণ্ডান্ গয়াং গয়া সমাহিতঃ ॥  
 ধন্যাস্তু খলু তে মৰ্ত্ত্যা গয়ায়াং পিণ্ডদায়িনঃ ।  
 কুলান্যুভয়তঃ সপ্ত মমুকৃত্যমবাগ্নুয়াৎ ॥১১৪।১১৫  
 শরপিণ্ডপ্রদানং স নান্ন বৈ পায়সেন তে ॥  
 কর্তব্যমৃষিভির্দধিঃ পিণ্ডাকো ন গৃহেন হ ॥  
 তিলপিণ্ডাককৈর্দেয়া ভক্তিমদ্ভিন'রৈঃ সদা ।  
 শ্রাদ্ধস্ত তত্র কর্তব্য মৰ্য্যাবিধিন বর্জিতং ॥  
 মূষিকগৃধ্রকাকশ্চ নানুদৃশ্যং চরন্তি তে ।  
 শ্রাদ্ধং তদ্বার্থকং শ্রোক্তং পিতৃনাং তুষ্টিদং পরম ॥১১৬।১১৮

যে, যে কেহ গয়াগমন করিগেই আমাদিগকে তারণ করিতে পারে  
 ১১৩ নরনিচয় গুবান্, শীলবান্ বহুপুত্রের অভিলাষ করিবে,  
 যেহেতু তাহাদের মধ্যে একজনও গয়াগমন করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার  
 করিতে পারে। অতএব সকলেই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, গয়ায় গমন করিয়া  
 সমাহিতচিত্তে বিধিপূর্বক সৰ্বপ্রযত্নে পিণ্ডদান করিবে। গয়ায় পিণ্ড-  
 দানকরী মানবগণ ধন্য, তাহারা মাতৃকুল ও পিতৃকুল এই উভয়কুলের সপ্ত-  
 পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে ১১৪'১১৫ পরসী দ্বারা নামোচ্চারণপূর্বক  
 শরপিণ্ড প্রদান কর্তব্য। ঋষিগণ কহেন যে পিণ্ডাক দ্বারা তথায় শ্রাদ্ধ  
 কর্তব্য। নরগণ ভক্তি সমাহিতচিত্তে তিলপিণ্ডাক দ্বারা অৰ্ঘ্যবিধিন  
 দ্বারা বর্জিত শ্রাদ্ধকরিবে ১১৬।১১৭ মূষিক গৃধ্র ও কাক সকল তাহা দর্শন  
 করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে! এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে,  
 পিতৃগণের সান্তিশয় তৃপ্তি লাভ হয় ১১৮ অতএব সৰ্বপ্রযত্নে এই স্থলে



কর্তৃস্তুত্র প্রযত্নেন ভুক্তিরেবাথ কারণঃ ।  
 ভুক্ত্যা তুষ্যন্তি পিতরস্তুষ্ঠাঃ কামেন্দদাতি চ ॥  
 আয়ুঃ পুত্রান্ ধনধান্যং কামাংস্তৃণান্ প্রযচ্ছতি ॥১১৯॥১২০  
 ভক্ত্যা চারামৃতং রুদ্রং নৃণাং পিতাঃ পিতামহাঃ ।  
 অকালেহপাথবা কালে গয়াশ্রাদ্ধং সদা নরৈঃ ॥১২১  
 প্রাপ্তাচৈব সদা স্নানং কর্তব্যং পিতৃতর্পণং ।  
 পিণ্ডদানঞ্চ তেনাপ্তিং পিতৃনাকৃতিবল্লভং ॥১২২  
 পিতরোহি নিরীক্ষন্তেগগনং সমুপাগতঃ ।  
 আশয়া পরয়া ভক্ত্যা আশামোহাং প্রপূরয়েৎ ॥১২৩  
 বিলম্বোন্নৈব কর্তব্যোদান চ বিদ্বঃ সমাচরেৎ ।  
 অচ্ছিন্না সন্ততিস্তেষাং সদাকালং ভবিষ্যতি ॥১২৪  
 পিতর পুত্রদাতারো বুদ্ধিশ্রদ্ধাভিলাষী কজ্জিণঃ ॥১২৫

পিতৃগণের ভোগ প্রদান কর্তব্য । পিতৃগণ ভোগদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া  
 অভিলাষ বার্ণ্য সকল এবং আয়ুঃ, পুত্র, ধন, ধান্য ও অন্নাগ্নি বিবিধ  
 প্রকার কাম্য প্রদান করেন ॥১১৯॥১২০ তথায় ভক্তিপূর্বক রুদ্রের  
 আরাধনা করিলে, পিতৃপিতা মহাগণের সদগতি লাভ ও প্রীতিলভ হয় ।  
 অকালেই হউক, নরগণ নিয়তই গয়াশ্রাদ্ধ করিবে ॥১২১ তথাগ্রে মর্কটদাই  
 স্নান ও তর্পণ করিলে, দোষাবহ হয় না । তথায় পিণ্ডদান পিতৃগণের অত্যন্ত  
 প্রিয় ॥১২২ গয়ায় গগন মণ্ডলে পিতৃকুলরা আগমন করিয়া পিণ্ড পাইবার  
 আশায় সেইখানে অবস্থান করেন, সুতরাং ভক্তিসহকারে পিণ্ডদানে  
 আশা পূরণ করা কর্তব্য ॥১২৩ তদ্বিষয়ে বিলম্ব কর্তব্য নয়, তাহাতে বিদ্ব  
 বাধা গ্রাহ্য করিবেন । যাহারা গয়ায় পিণ্ডদান করেন তাঁহাদের হস্তানসন্ততি  
 অমিচ্ছিয় থাকে ॥১২৪ বুদ্ধি শ্রদ্ধাভিলাষী পিতৃগণ পুত্রদান করিয়া  
 থাকেন ॥১২৫ ঐতএব কদাচই তাঁহাদিগকে নিরাশ করিবে না ।

তেন তেষাঞ্চ তদেয়ং লথোক্ত ন বিধানতঃ ।  
 অন্তশ্রাদ্ধং পুরা প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভূ বা ॥  
 তে সত্ত্বং তত্তৎকার্য্যং দ্বিজঃপিতৃপরায়ণৈঃ ॥১২৬  
 তীর্থেহক্ষতে গৃহ বাপি সংক্রান্তেহপি বা ।  
 বিষুবে তু তথা বাপি জন্মনক্ষত্র পীড়নে ।  
 এতে বৈ শ্রাদ্ধকালো মৃত্যুঃ পুরাস্বাস্ত্রবোধবতীং ॥১২৭  
 কৃতে শ্রাদ্ধে নবৈ লংসাং পীড়া ভবতি দেহজা ।  
 ইহামুত্রকৃতং বাপি সর্বং ত্যজতি দুষ্কৃতং ॥১২৮  
 যামানোফবতে পীড়া জহহৌর নৃপাদকা ।  
 দুষ্কৃতং নশ্যতে সর্বং পরত্র চ গতিং শুভাং ॥১২৯  
 লজতে নাত্র সন্দেহঃ প্রজ্ঞাপতি বরোযথা ।  
 কামেশ্বরী সপ্তবেদ অশ্বক্রান্তস্ত কাক্তিকে ।  
 মাতৃমুখ্যং গয়াশ্রাদ্ধং পিতৃমুখ্যন্ত অতাতঃ  
 পিণ্ডঞ্চ ষোড়শং দদ্যাদ্ বহুলং কারয়েৎ সুধীঃ ॥১৩০

পুরাকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু স্বয়ং অন্তঃ শ্রাদ্ধের বিষয় কীর্তন করিয়াছেন ।  
 পিতৃপরায়ণ দ্বিজগণ ১২৬ সেই কার্য্য সত্ত্বর সম্পাদন করিবেন । তীর্থে  
 অক্ষতে বা গৃহে, সংক্রান্তমণকালে ১২৭ গ্রহণে বিষুবকালে, জন্মনক্ষত্র  
 এই সকল প্রশস্ত শ্রাদ্ধকাল, ইহা ভগবান্ স্বয়ম্ভু, কহিয়াছেন । শ্রাদ্ধ  
 করিলে পুরুষগণের দেহপীড়া হয় না এবং ইহা পরলোকজ দুষ্কৃত ১২৮  
 ও যমযাতনা গ্রহচৌ নৃপাদিজনিত পীড়া ও সর্বপাপ বিনষ্ট হয় এবং  
 তাহারা পরলোকে শুভগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ১২৯ যে রূপ  
 প্রজ্ঞাপতির বর ব্যর্থ হয় না, সেইরূপ ঐ সকলও কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে ।

পাতয়েৎ ক্ষীরধারশ্চ আরোহং সোমপৰ্বতং ।  
 দাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবাঃ ব্রহ্মাবিস্কুমহেশ্বরাঃ ॥ ১৩০  
 মহাগয়াং সমাসাত্ত অনহুতমৃগত্ৰয়াং ॥ ১৩১  
 ততোভৈর্যাদিশঙ্কেন আরোহেৎ শিবিকাং নরঃ ॥ ১৩২  
 গৃহং গয়া সমভ্যচ্চা গৃহদেবীং যথাবিধি ।  
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ অক্ষ্যামুপধারয়েৎ ॥ ১৩৩  
 ভূজীত ব্রাহ্মণৈঃ সার্কিং দক্ষিণামুপপাতয়েৎ ॥ ১৩৪  
 অশ্মিন্ পিণ্ডপ্রদানেন আগন্ত্য বিরজেযু চ ।  
 দশাশ্বমেধকশ্চৈব তথা বিষ্ণুপদেষু চ ॥ ১৩৫  
 একত্র পিণ্ডং কশ্চিৎ পুণ্যং শ্রাদ্ধং বিবৰ্জ্জয়েৎ ।  
 পুনরাকর্ষণং কৃত্বা শাপঃ পততি নৃদ্ধিনি ॥ ১৩৬

কানেশ্বরী সপ্তবেদ ও অশ্বক্রান্তে কার্তিকে গমনাদি কর্তব্য । গয়াশ্রাদ্ধ, মাতৃমুখ্য, অত্নত্ৰশ্রাদ্ধ পিতৃমুখ্য জানিবে । দ্বীপগণ প্রথমে বোড়শ পিণ্ড প্রদান করিয়া, তৎপরে বহুল পিণ্ড প্রদান করিবে । ১৩০ তদনন্তর 'দাক্ষিণঃ সন্তমে দেবাঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরা । মহাগয়াং সমাসাত্ত অনাহুত মৃগত্ৰয়াং' এই মন্ত্রে আরোহ সোমপৰ্বতে ক্ষীরধারা সম্পাদিত করিবে । ১৩১ তদনন্তর ভেরী প্রভৃতি শব্দ করিয়া, নরগণ শিবিকারোহণ করিবে । ১৩২ তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ও অক্ষ্যাবধারণ করিবে । ১৩৩ তদনন্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিয়া দক্ষিণাদান কর্তব্য । ১৩৪ গয়াতীর্থে, আগন্ত্য ও বিরজে দশাশ্বমেধিকে, বিষ্ণুপদে একত্র পিণ্ডপ্রদান করিবে । ১৩৫ তথায় পুনঃ শ্রাদ্ধবর্জ্জন করিবে । পুনর্বার আকর্ষণ করিলে, মন্তকে অভিশাপ পতিত হয় । ১৩৬ বিশেষতঃ গয়ায় তিন দিন

ত্রিদিনং পাতয়েৎ পিণ্ডং গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ ।

ততোমাতৃগয়ায়াঞ্চ একাহ্মপি পাতয়েৎ ।

আগন্ত্যে বিরজে চৈব পাতয়েচ্চ দিনত্রয়ং ॥১৩৭

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সৰ্বভদ্রোত্তমে কামরূপাধিকারে দ্বাবিংশতি  
সাহস্রে দ্বিতীয়ভাগে চতুর্থঃ পটলঃ ।

## পঞ্চম পটলঃ ।

ভগবানুবাচ ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে সাধকঃ সিদ্ধিমানসঃ ।

সোমশৈলস্ত্র্য ঐশান্য্যং দৃষ্টিমাত্রান্তরে প্রিয়ে ।

মানশৈলং তত্রোগদ্রা গচ্চেদ্বারাণসীং সরঃ ॥১

মণীষ্ময়স্ত্র্য ঐশানে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাদিগোচরে ।

ধনুঃসপ্তান্তরে চৈব কুণ্ডং বারাণসীয়কং ॥২

পিণ্ডদান করিবে ; তদনন্তর মাতৃগয়ায় একদিন পিণ্ডদান কর্তব্য ।

আগন্ত্যে ও বিরজে তিন দিন পিণ্ডদান করিবে । ১৩৭

ইতি যোগিনীতন্ত্রে কামরূপাধিকারে দ্বিতীয়ভাগে চতুর্থ পটলঃ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তদনন্তর বিমল প্রাতঃকালে সিদ্ধাভিলাষী  
সাধক, সোমশৈলের ঐশানকোণে দৃষ্টিমাত্র অন্তরে অবস্থিত মান শৈলে  
গমনপূৰ্ব্বক বারাণসী সরোবরে গমন করিবে । ১ মণীষ্ময়ের ঐশানকোণে

দ্বাবিংশক্ষমুরায়ামং সৰ্ব্বদেবৈশ্চ সংযুতং ।  
 দেবী ত্রিপথগা তত্র গোমতী চ সরস্বতী ॥৩  
 করতোয়াদিব্যানদঃ লোহিত্যোঘর্ঘরস্তুতঃ ।  
 সরযুধূতপাপা চ নৰ্মদা চ মহানদী ॥৪  
 দৃশ্বতী দেবিকা চ তথা চৰ্ম্মস্বতী নদী ।  
 কৃষ্ণবেশ্বা তথ পূণ্যা শোনঃ শ্ৰোনঃ মহানদঃ ॥৫  
 কাবেরী যমুনা চৈব যে চাত্রে নানুকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 মম প্রীত্যর্থ মায়াস্তি কুণ্ডং বারানসীয়কং ॥৬  
 উদধির্গহবরাংশৈচব ক্ষীরোদশ্চ তথা পয়ঃ  
 য়তোদশৈচব মত্তোদো দধ্যোদ শৈচব সাগরঃ ।  
 হ্রদাশ্চ সরিতশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ ।  
 বধুমাসে চতুর্দশ্যাং সময়ান্তি ন সংশয়ঃ ॥৭

কিঞ্চিৎ পূৰ্ব্ব দিগ্ভাগে সপ্তধনুঃ অন্তরে বারানসীয়ক কুণ্ডাং তাহা দৈর্ঘ্যে  
 দ্বাবিংশধনুঃ পরিমিত, উহাতে দেবতাগণ সততই সন্নিহিত থাকেন ।  
 দেবী বিপথগামিনী গোমতী, সরস্বতী, ও করতোয়া দিব্যানদ লোহিতা,  
 ঘর্ঘরা সরযু ও নিধৌত পাপ মহানদী নৰ্মদা, ৪ দৃশ্বতী, দেবিকা, চৰ্ম্মস্বতী,  
 পূণ্যদায়িনী কৃষ্ণবেশ্বা, মহানদ শোন ও শ্ৰোন ৫ কাবেরী, যমুনা এবং  
 অত্যাশ্চ বহুতর নদনদী আমার প্রীতির নিমিত্ত বারানসীয়ক কুণ্ডে আগমন  
 করিয়া সন্নিহিত থাকে । ৬ উদধি ও গহবরগণ, ক্ষীরোদ, পয়োদ, য়তোদ,  
 মধু, দধি ও সাগর, হ্রদ সকল সরিৎগণ ও বিবিধ তীর্থ এই সকলই  
 চৈত্র মাসের তৃতীয়ায় ও বৈশাখ মাসের তৃতীয়ায় তথায় আগমন করে,

বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াঃ সমায়াস্তি সুসধামে ।

স্নাহা তত্র দিবং যাস্তি যাবদাচ্ছতঃসংপ্রবঃ ॥৮

জগন্মায়ে জগদীপে জগৎপাপপ্রণাশিনি ।

অমৃতং দেহি মে কুণ্ডেবারাণসি নমোহস্তু তে ॥৯

ইত্যনেন তু মন্ত্ৰেণ অগ্নেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥১০

তস্য দক্ষিণদিগ্ ভাগে ধনুঃপক্ষ প্রমাণতঃ ।

দ্বাবিংশতি ধনুর্মানং কুণ্ডং মণিকর্ণিকাংস্থয়ং ।

মণিকর্ণং সমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১১

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুনিষ্কিতং ।

মণিকর্ণসমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে ॥১২

যুগাদিযু চ সংক্রান্তৌ উপরাগে মহেশ্বরি ।

জ্ঞানং মধ্যেন্দ্রিণে কুর্য্যান্নহাপাতকনাশনং ॥১৩

মণিকর্ণে সুরশ্রেষ্ঠে মণীশ্বরি মণিপ্রিয়ে ।

অয়ং হরকৃতাবারো মণিকর্ণ নমোহস্তু তে ॥১৪

সন্দেহ নাই । তদ্ব্যয় জ্ঞান করিলে, প্রায়কাল পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ করে ৭৮  
“জগন্মায়ে জগদীপে জগৎপাপ প্রণাশিনি । অমৃতং দেহি মে কুণ্ডে  
বারাণসি নমোহস্তু তে ॥” ৯ এই মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য নিবেদন করিবে ১০  
তাহার দক্ষিণদিগ্ ভাগে পক্ষধনুঃ প্রমাণ দূরে দ্বাবিংশতিধনুঃ পরিমিত  
মণিকর্ণিকার কুণ্ড ; হে মহেশ্বরি ! মণিকর্ণ সমান তীর্থ হয় নাই ;  
হইবারও নহে ১১ ইহা সত্য সত্যই বারম্বার কহিতেছি ব্রহ্মাণ্ড গোলকে  
মণিকর্ণসমান তীর্থ আর নাই, ইহা নিশ্চিতই জানিবে ১২ যুগা দিতে  
সংক্রমণে গ্রহণকালে মধ্যাহ্নসময়ে মণিকর্ণিকায় জ্ঞান করিলে, মহাপাতক  
বিনাশ পায় ১৩ মণিকর্ণেশ্বরশ্রেষ্ঠ মণীশ্বরি মণিপ্রিয়ে । অয়ং হর-

মন্ত্ৰেণানেন স্নাত্বা তু প্রণিপত্য প্রপূজয়েৎ ॥১৫

ঐশাখ্যাং মণিশৈলশ্চ মঙ্গলা নাম বৈ নদী ॥

নীর নীর বহন্তীব পাপৌষানি পুনীহি মে ॥১৬

মন্ত্ৰেণ স্নাত্বা দেবেশি প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ।

মণীশ্বরং ততোগত্বা ক্ষলয়েৎ মনুমুচ্চরন্ ॥১৭

দ্বিতীয়কমেনং স্পৃষ্ট্বা তু তৃতীয়েনাভিপূজয়েৎ ॥১৮

কলাহস্তদয়াং শেন সিদ্ধক্ষেত্র মিহোচ্যতে ।

হংসোহর্ঘ্যাসনমাক্রুটো রশ্মিবিন্দু সমাসিতঃ ॥১৯

মন্ত্ৰোহয়ং দেবদেবশ্চ ঋষিগর্গউদাহৃতঃ ।

ছন্দ্যেহমুষ্টপ ভবেদেব ইষ্টার্থে বিনিযোয়েৎ ॥২০

উক্তং কীরীট শকলং বিমলং স দেবাবিভূতি বৈয়াঘ্রতনুশ্চতুভিঃ ।

শূলঞ্চ যং বৈ বরঞ্চ বজ্রং রত্নং ত্রিনেত্রং পরমং মৃগস্থং ॥২১

কৃতাবাসো মণিকর্ণ নহোহস্ততে ॥১৪ এই মন্ত্ৰে স্নান ও প্রণিপাত

করিয়া পূজা করিবে ॥১৫ ঐশাখ্যাং মণিশৈলশ্চ মঙ্গলানামবৈনদী । নীর

নীর বহন্তীব পাপৌষানি পুনীহি মে ॥১৬ এই মন্ত্ৰে প্রণাম করিয়া প্রসাদন

করিবে । তদনন্তর মণীশ্বরে গমন করিয়া, প্রথম মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক

ক্ষণিনানন্তর ॥১৭ এই স্থলে কলাহস্তংসিদ্ধস্থান, সিদ্ধিক্ষেত্র বলিয়া কথিত

হয় । হংসোহর্ঘ্যাসনমাক্রুটো রশ্মিবিন্দু সমাসিত ॥১৯ দেবদেবের এই

মন্ত্র গর্গমুনি কহিয়াছেন, ইহার ছন্দঃ অমুষ্টপ, ভব ইহার দেবতা, ইষ্টার্থ

বিনিয়োগ করিবে ॥২০ যে দেবের কীরিটস্থিত মণিখণ্ড সকলের কিরণচ্ছটা

উদ্ভাদিত হইতেছে, যিনি নিজদেহে ব্যাঘ্রকীট ধারণ করিয়াছেন ; যিনি

শূল, বর, অভয় ও বজ্র এতচ্চতুষ্টয়ে শোভমান ; যিনি লোহিত বর্ণ

মধ্যে দেবং পূজয়েৎ কৃতিবাসং ভীমং দেবং তৎ পুরস্তাৎ হরঞ্চ ।  
 ভবীসামং শক্রমত্যেবিসংজ্ঞং পশ্চাদেবং বামনং কালসংজ্ঞকং ॥২২  
 যজেচ্ছক্তিঃ পদ্মপত্রেষু দেবী বারাগসীকীৰ্ত্তি স্তয়োঃপুবস্তাৎ ।  
 শ্রীকণ্ঠাদাস্তদ্বহিঃ সংযজেদ্বৈ গৃহান্প পশ্চাৎ তৎপুরস্তাদি-

গাদীশান ॥২৩

বামেহনন্তং পুজিতং স্তাৎ পিণাকী দক্ষিণে ভাগে কমল

সর্বতশ্চহি ।

সিদ্ধেসাধ্যাদগ্রতশ্চ প্রপূজ্য হৈঃ ।

শৈশ্মন্ত্রেঃ শৈশ্মন্ত্রে স্বীয়ক্যাদিতেশ্চ ॥২৪

মণিনাথাদিলিঙ্গং ব্রহ্মপাষণ ন ক্ষয়ং ।

ঐশান্যত্র মঙ্গলা দেবি এতন্মধ্যগতং পিয়ে ॥২৫

ক্ৰোশত্রয় মিদং ক্ষেত্রং মণিপীঠং সুরার্চিতৈঃ ।

দক্ষবক্ত্রে চ কামেশী হয়গ্রীবস্ত পশ্চিমে ॥২৬

লোচনত্রয়ে বিরাজিত ২১ ও গৃহস্থ অঙ্গ ভীম মূর্ত্তি সেই পরমদেব,  
 কীৰ্ত্তিবাস হর মহেশ্বর মধ্যভাগে পূজা করিবে। অনন্তর কালসংজ্ঞক  
 বামনের পূজানন্তর ২২ তৎপরস্থিতা বারাগসী কীৰ্ত্তি শক্তি সকলের  
 পদ্মপত্রে পূজা করিয়া, বিভাগে শ্রীকণ্ঠাদির জপপূৰ্ণকপূতংপুরস্থিত  
 দিগীশগণের ও বামভাগে অনন্তর অর্চনা করিবে। ২৩ দক্ষিণভাগে পিণাকী  
 ও সর্বতকমলাদেবী এবং অগ্রে সিদ্ধেসাধ্য দেবতা এই সকল দেবতার  
 কল্লোক্ত স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া ২৪ মণিনাথ আদিলিঙ্গ অক্ষয় ব্রহ্মপাষণ  
 ইহাদের পূজা করিবে। হে দেবি! ঈশানকোণভাগে মঙ্গলাদেবী  
 অবস্থান করেন, ইহা মধ্যতম ক্ষেত্রে ২৫ হে সুরার্চিতৈঃ শক্তি। এই  
 মণিপীঠক্ষেত্র তিনক্ৰোশ ব্যাপ্ত। ইহার দক্ষিণমুখে কামেশী পশ্চিমে



উত্তরে কমলং লিঙ্গং উত্তরায়াঃ সমুদ্ভবঃ ।  
 পূর্ববক্তে, ৮ বিরজা উত্তরে কালীকোদ্ভবং ॥২৭  
 অত্র বৈ কোটিদ্বয়ং বামোদ্ভবং ভবেৎ ।  
 রমণায়াঃ সমুদ্ভূতং কুণ্ডং পঞ্চশতং শতং ॥২৮  
 সার্কোকোটিস্থা লিঙ্গং ত্রিশতঞ্চ কলৌ যুগে ।  
 ভূম্যন্তরস্থং লক্ষ্যঞ্চ সার্কিলক্ষং জলে প্রিয়ে ॥২৯  
 দ্বিলক্ষ পর্বতে চৈব পঞ্চলক্ষং গুহাসুচ ।  
 ভূমিপীঠ লক্ষসপ্তং বৃক্ষমূলে তু লক্ষকং ॥৩০  
 কুণ্ডমধ্যং গতঃ লিঙ্গং অর্দ্ধলক্ষং বিজসৌহি ।  
 সন্ধ্যা সন্ধ্যাং শকে চৈব কুণ্ডং লোহিত্য পাবনং ॥৩১  
 নবেন্দুশাকে দেবেশি বিদিতং সর্বমেব তু ।  
 ত্র্যাংশে সন্ধ্যাং শকে চৈব যদা শূদ্রো ভবেন্নৃপঃ ॥৩২  
 তদা কামেশ্বরী দেবী স্মৃতিতামধ্যমাংশপে ।  
 অন্তেনৈব শাকেশ্বরী স্মৃতিতামধ্যমেহংশকে ॥৩৩

৪৪শ্রী, ২৬ উত্তরে উত্তরাসমুদ্ভূত কমললিঙ্গ। পূর্ববক্তে, বিরজা, উত্তরে কালীকোদ্ভব ২৭ অত্র বামোদ্ভব দুই কোটি কুণ্ড এবং রমণাসমুদ্ভব পঞ্চশতশত কুণ্ড ২৮ এবং সার্কোকোট লিঙ্গ আছে, কিন্তু কলিযুগে তিনশত লিঙ্গ বর্তমান। হে প্রিয়ে! ভূমির অন্তরে লক্ষ, জলে সার্কিলক্ষ, ২৯ পর্বতে দ্বিলক্ষ, গুহায় পঞ্চলক্ষ, ভূমিপীঠে সপ্তলক্ষ, বৃক্ষমূলে লক্ষ, ৩০ কুণ্ডমধ্যে অর্দ্ধলক্ষ লিঙ্গ আছে। সন্ধ্যা সন্ধ্যাশকে পবিত্র লোহিত্যকুণ্ড ৩১ নবেন্দুশাকে তাহা সর্বত্র বিদিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় ত্রিংশ শকে যখন শূদ্র নরপতি হইবে, ৩২ তখন কামেশ্বরী দেবী মধ্যমাংশক স্মৃতিত হইবেন। ৩৩

অষ্ট্যাংশে চ শাকে দেবী সুব্যক্তা উর্ব্বশী তদা ।  
 ভূষাকে মাধবে ব্যক্তাসুধাংশে বিরজা প্রিয়ে ॥৩৪  
 দিবেশ্বররন্তং যৎফলং রাজসূয়েন লভ্যতে ।  
 তৎফলং প্রাপ্যতে দেবি পূজনাদনন্দনাং প্রিয়ে ॥৩৫  
 বায়ব্যে মানশৈলস্ত বরাহো নারঃ পৰ্ব্বতঃ ॥৩৬  
 তস্য পূৰ্ব্ব-দক্ষিণে চ নরনারায়ণং সরঃ ।  
 তত্র পাত্ৰা চ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩৭  
 তস্য পশ্চিম তীরে চ লিঙ্গং সোমেশ্বরং হরং ।  
 তীর্থং প্রভাসনামানাং মৃতানাং মুক্তিদং ফলং ॥৩৮  
 দেবনাং কৃতপিণ্ডনাং পাপজিতং কামং নগাং ।  
 তত্র বৈনায়কং তীর্থং বায়ব্যে ধনুরষ্টকং ॥৩৯  
 স শতধনুরায়ামং প্রভাসং তীর্থমুত্তমং ।  
 বায়ব্যে তস্য দেবেশি ধনুরর্ক প্রনাগতঃ ॥৪০

অনন্তর মধ্যমাংশকে শাকেঋতৌ স্ফুটিতা হইবেন । অষ্ট্যাংশকে উর্ব্বশী দেবী সুব্যক্তা হইবেন । ভূষাকে মধ্যমাংশে বিরজা ব্যক্তা হইবেন । ৩৪ হে দেবি ! রাজসূয় দ্বারা যে দিবেশ্বরত্ব ফল লাভ হয়, তথায় পূজা বন্দনাদি করিলে, সেই ফল লাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই । ৩৫ হে প্রিয়ে ! মানবশৈলের বায়ব্যকোণে বরাহ নামে এক পৰ্ব্বত আছে । ৩৬ তাহার পূৰ্ব্বদিকে নারায়ণ বিজ্ঞান আছে । তথায় স্নান পান করিলে স্বৰ্গলোকে পূজা শ্রাপ্ত হয় । ৩৭ তাহার পশ্চিমতীরে সোমেশ্বরলিঙ্গ শিব বিজ্ঞান ; সেই তীর্থের নাম প্রভাস । এই তীর্থ মৃতগণকে পরলোকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে । ৩৮ তথায় বায়ব্যে অষ্টধনু পরিমিত বৈনায়কতীর্থ । ৩৯ প্রভাসতীর্থে শত ধনু আয়ামবিশিষ্ট । হে দেবি ।

তীর্থং বিন্দুসরঃ পুণ্যং স্নানাং পাতকনাশং ।  
 মনিসোম্যচলাশ্চেন সহস্র পঞ্চকং ধনুঃ ॥৪১  
 ভুলিপ্তে চ ভবেৎ কোটিজ্যামুদ্রা চ সরস্বতী ।  
 ধনুকোঁকিহকঃ শস্ত্রলক্ষঃ কালরুদাহতাঃ ॥৪২  
 নাটকাচল পূর্বে তু মতঙ্গো নাম পর্বতঃ ।  
 অগ্নৌ হয়াচলং যাবৎ শিস্ত্যন্তর্গৃহং স্মৃতং ॥৪৩  
 অন্তর্গৃহ মৃতানাঞ্চ যাস্তি ব্রহ্মসনাতনং ।  
 অক্ষয়ং সংকৃতং তত্র যৎকৃতঞ্চ তদক্ষয়ং ॥৪৪  
 মণিশৈলে স্থিতা যে চ যে মৃতান্তে পুনর্ভাবাঃ  
 তত্র দানং কুরুক্ষেত্র সমং ভবতি নান্যথা ॥৪৫  
 অশ্বতীর্থেন্দ্র মধ্যে তু ব্রহ্মাবধি রুদাহতঃ ।  
 বরাহস্য মুখেতোয়ং দৃষ্টা মৎস্যোদরী তদা ॥  
 আষাঢ়ে বর্ষণে বিষ্ণোর্যদা মৎস্যোদরং ফলেৎ ॥৪৬

তাহার বায়ব্যকোনে দ্বাদশধনুঃ পরিমিত বিন্দুসরঃ নামক পতিতনাশন  
 পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে ৪০ তাহা মনিসোম্যচল পর্য্যন্ত পঞ্চসহস্র ধনুঃ  
 বিস্তৃত ৪১ ভুলিপ্তে কোটিধনু্য পরিমিতা সরস্বতী । তথায় ধনুকো-  
 কিলক শস্ত্র ও লক্ষকালিকা অবস্থিত আছেন ৪২ নাটকাচলের পূর্বে  
 মতঙ্গ নামে পর্বত ; এখানে হয়াচল পর্য্যন্ত স্থান শিবের অন্তর্গৃহ বলিয়া  
 উক্ত হয় ৪৩ যে মানব অন্তর্গৃহে প্রাণত্যাগ করে, তাহার অক্ষয়  
 ব্রহ্মসনাতনপদ প্রাপ্ত হয় এবং তথায় যে কিছু সংক্রিয়া করে তৎসমস্তই  
 অক্ষয় হয় ৪৪ যাহারা মণি শৈলে অবস্থিত করে, তাহাদিগকে আর  
 পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না । তথায় দান করিলে কুরুক্ষেত্র সমান ফল  
 প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ৪৫ অশ্বতীর্থেন্দ্র মধ্যে ব্রহ্মাবধি উক্ত হয় ।

তদা সৰ্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং কুৰ্খ্যান্মম প্রিয়ে ।  
 শতজন্ম কৃতং পাপং জ্ঞানান্নশ্চতি নিশ্চিতং ॥৪৭  
 ভাঙ্গ্রে বা শ্রাবনে বাপি তদাৰ্দ্ধাৰ্দ্ধং লভেৎ ফলং ॥  
 কাৰ্ত্তিকে দৃশ্যতে কশ্চিৎ ফলং দশগুণোত্তরং ॥৪৮  
 হস্তাচলশ্চ পূৰ্বে তু কিঞ্চিদৈশাশ্র্যগোচরে ।  
 ভাস্মাচলং স্থিরং ভূত্বা সমীক্ষাৎ কামমুচ্চরণ ॥৪৯  
 কলিকাচরমে ভাগে নাক্রান্তং সূত্রপাতয়েৎ ॥৫০  
 তৎক্ষেত্রস্যোত্তরে ভাগে ধনুবর্ক প্রমাণতঃ ।  
 উৰ্ব্বশী সা সমাখ্যাতা সৰ্বকিঞ্চিনার্শিনী ।৫১  
 মাঘে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং সমাহিতঃ ।  
 স্নাত্বাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে সংক্রমণেশু চ ॥৫২  
 দিনক্ষায় চ গ্রহণেন ন স্নায়াক্ষি কদাচন ।  
 নাশোহপি জ্যেষ্ঠপুজস্য ধনস্য পরমেশ্বরী ॥৫৩

তখন বরাহের মুখে তোয় ও মৎস্তোদরী দর্শন করিবে । আষাঢ়বর্ষণকালে  
 যখন বিষ্ণুর মৎস্তোদর হয় ।৪৬ তখন সৰ্ব প্রযত্নে তথায় জ্ঞান কর্তব্য ।  
 এই স্থানে শতজন্ম কৃত পাপ নিশ্চিতই বিনষ্ট হইয়া যায় ।৪৭ ভাঙ্গ্রে কি  
 শ্রাবণে অৰ্দ্ধেক ফল, কাৰ্ত্তিকে তাহার দশগুণোত্তম ফল লাভ হয় ।৪৮  
 হস্তাচলের পূৰ্ব কিঞ্চিৎ ঐশানগোচরে স্থির মন্ত্রোচ্চারণপূৰ্ব্বক ভাস্মাচল  
 দর্শন করিবে ।৪৯ কলিকের চরমভাগে আক্রান্ত সূত্রপাত করিবে না ।৫০  
 সেই ক্ষেত্রের উত্তরভাগে দ্বাদশ ধনু পরিমাণ সৰ্বকল্মষবিনাশিনী উৰ্ব্বশী,  
 তথায় মাঘমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে এবং সংক্রমণে সমাহিত হইয়া জ্ঞান করিলে  
 অশ্বমেধতুল্য ফললাভ হয় ।৫২ হে পরমেশ্বর ! সাব্বকালে বা গ্রহণে কদাচ

তারং শ্রবণশ্রুতঞ্চ বরাহা স শিখী স্থিতঃ ।  
 সমার্ককো বহিজায়াহনস্তোহয়ং প্রকীর্তিতঃ ॥৫৪  
 পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ ।  
 উর্বশ্যস্তানি সৰ্ব্বানি পাপং হর নমোহস্ততে ॥৫৫  
 মন্ত্ৰেণ বিধিবৎ স্নাত্বা উত্তরাপা মুখেন তু ।  
 বারুণেন চ মন্ত্ৰেণ দত্বাদৰ্ঘ্যং বিভূতয়ে ॥৫৬  
 পূৰ্ব্বাণা মজ্জনং কৃত্বা মহালক্ষ্মীৰ্কিচ্যতে ।  
 ধনং ধাত্বং প্রজাবৃদ্ধিঃ কুবেরা শাবিমজ্জনাৎ ॥৫৭  
 তস্যাঃ পূৰ্বে চার্কধনুঃ অযুত সং তথাপরং ।  
 সূর্য্যাতীর্থমিতি খ্যাতং দেবানামপি দুর্লভং ॥৫৮  
 ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধৰ্ব্বা তীর্থানি চ সরাংসি চ ।  
 মহাত্ম্যমতুলং তস্য সূর্য্যকুণ্ডস্য শঙ্করি ॥৫৯

তথায় স্নান কর্তব্য নয়, যদি কেহ করে তাহা হইলে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও ধন  
 বিনষ্ট হয়। ৫৩ তারং শ্রবণশ্রুতঞ্চ ব্যরাহঃ স শিখীস্থিতঃ । সমার্ককো বহি  
 জায়াহনস্তোহয়ং প্রকীর্তিতঃ । ৫৪ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রমু  
 চ । উর্বশ্যস্তানি সৰ্ব্বানি পাপং হর নমোহস্ততে । ৫৫ এই মন্ত্রদ্বারা উত্তরমুখে  
 বিধিপূৰ্ব্বক স্নান করিয়া বিভূতির নিমিত্ত বরুণমন্ত্রে অৰ্ঘ্য প্রদান করিবে ।  
 ৫৬ পূৰ্ব্বাভিমুখে স্নান করিলে মহালক্ষ্মীবিচলিত হন উত্তরাভিমুখে  
 স্নান করিলে ধনধান্য ও প্রজাবৃদ্ধি হয় । তাহার পূৰ্বে ষাটশতধনুঃ পরিমিত  
 অযুতাত্মক দেবগণেরও দুর্লভ বিখ্যাত সূর্য্যাতীর্থ । ৫৮ ঋষিগণ, সিদ্ধগণ  
 ও গন্ধৰ্ব্বগণ তীর্থসকল ও সরোবর সকলই সেই সূর্য্যকুণ্ডের সম্মিলিত  
 আছে । হে শঙ্করি ! সেই সূর্য্যকুণ্ডের মাহাত্ম্য অতুল্য । ৫৯ হে দেবি ।

ত্বন্তং গগনং দেবি ভৃগুস্বর্গাস্তিকামনুঃ ।  
 স্নানে চ পূজনে চার্ঘ্যং স্তবো চ বিধিষোজয়েৎ ॥৬০  
 চৈত্রে মাঘে চ মাসি চ সপ্তমাং রবিবাসরে ।  
 স্নাত্বা যোহন্থমবাপ্নোতি সূর্য্যালোকঞ্চ বিন্দতি ॥৬১  
 রক্তাংশোবিংশসম্ভূত মহাপাতকনাশন ।  
 হর্মানস মহাভাগ পাপং হর নমোহস্ত তে ॥৬২  
 তৎপূর্বে তু পঞ্চধনুং কামাখ্যং নাম বৈ সরঃ ।  
 তত্র স্নাত্বা ত্রয়োদশ্যাং সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৬৩  
 ধানীকলং মুখে কৃতা যন্ত স্নানং সমাচরেৎ ।  
 অপুত্রো লভতে পুত্রং রাজানং পৃথিবীপতিং ॥৬৪  
 চৈত্রেসিতত্রয়োদশ্যাং স্নাত্বা রাজাঞ্চ বিন্দতি ।  
 বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ কামেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ।  
 কামকুণ্ড মহাভাগ স্বয়ং দেবীভিঃ সংস্কৃতঃ ।  
 প্রযচ্ছ কামান্ সকলান্ পাপার্চ্চ ত্রাহি সর্বতঃ ।৬৫।৬৬

ভৃগুস্ত গগন এবং ভৃগু স্বর্গাতিক মনু স্নানে ও পূজনে অর্ঘ্য ও স্তবে বিনি-  
 যোগ করিবে ॥৬০ চৈত্র ও মাঘমাসে সপ্তমীতে রবিবারে স্নান করিলে  
 সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হয় ॥৬১ রক্তাংশে “বিংশসম্ভূত মহাপাতকনাশন ।  
 হর্মানস মহাভাগ পাপহরণ নমোহস্ততে” ॥৬২ এই মন্ত্রে পূজা ও প্রণাম  
 করিবে । তাহার পূর্বভাগে পঞ্চধনু পরিমিত কামাখ্যনামক সরোবর  
 তথায় ত্রয়োদশীতে স্নান করিলে, সর্বকাম প্রাপ্ত হয় ॥৬৩ ধানীকল  
 মুখে করিয়া স্নান করিলে, অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রপ্রাপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে  
 পতি রাজার প্রসাদলাভ করে ॥৬৪ চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে স্নান

সূর্য্যতীর্থে চার্ঘ্যদাণং যঃ কৰোতি বরাজ্ঞনে ।  
 শতমষ্টোত্তরঞ্চাপি সহস্র সমুত্থা ।  
 দ্বাদশকৃত্তথাষ্টৌ বা অশ্বমেধ ফলং লভেৎ ॥৬৭  
 মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি সাহাৰ্ঘ্যং প্তমীদিনে ।  
 স্নাত্বা রব্যদয়ে কালে কুষ্টি পাপাঙ্ঘ্রিমুচ্যতে ॥৬৮  
 অপুষ্পিতা চ বিংশহাং যা নারী পরমেশ্বরী ।  
 তন্ত্ৰাভার্চ্যাদানেন সা নারী পুষ্পিতা ভবেৎ ॥৬৯  
 যোহৰ্যাস্ত মৃৎপাত্রেণ আদিত্যস্য চ শঙ্কর ।  
 সপ্তজন্মানি দারিদ্র্য মৃতে সা চাভিজায়তে ॥৭০  
 মৃৎপাত্রে চ যা নারী আহু স পুজঃ ভাস্করং ।  
 করবীরেণ বার্কৈণ তথা ধাত্রী ফলেন চ ।  
 করবীরশতং দত্ত্বা না পুষ্পোজাতে ক চিৎ ॥৭১

করিলে রাজ্য লাভ হয়। “কামকুণ্ড মহাভাগ স্ময়ং দেবীভিঃসমুতঃ ।  
 প্রযচ্ছ কামান স কলান্ পাপাচ্চ ত্রাতি সৰ্ব্বতঃ।” এই মন্ত্রে অৰ্ঘ্য নিবেদন  
 করিবে ॥৬৫৬৬ হে বরাজ্ঞনে! যে মানব সূর্য্যতীর্থে অষ্টোত্তরশতসহস্র  
 বা অযুত অথবা দ্বাদশ বা অষ্টাৰ্ঘ্য প্রদান করে, সে অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত  
 হয় ॥৬৭ মাঘ বা ফাল্গুনমাসের সপ্তমীদিনে সূর্য্যোদয় কালে স্নান করিলে  
 কুষ্ঠ ব্যক্তি পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥৬৮ হে পরমেশ্বরী! যে নারী অপু-  
 স্পিত অর্থাৎ কালে ঋতুমতী না হয়, সে তথায় অর্চনা পূর্বক অৰ্ঘ্যদান  
 করিলে বিংশতি দিবস মধ্যে পুষ্পিতা হইবে ॥৬৯ হে শঙ্কর! মৃৎপাত্রে  
 আদিত্যের অৰ্ঘ্যদান করিলে সপ্তজন্ম শ্রীমন্তের গৃহে জন্ম লাভ করিয়া  
 দারিদ্র্য প্রাপ্ত হয় না ॥৭০ মৃৎপাত্রে নারী দিবাভাগে করবীর সহ অর্ক

অভাবে করবীরস্য পত্নান্তুপি নিবেদয়েৎ ।  
 রক্তং রক্তজটাকৈব রক্তং করবীরকং । ৭২  
 তথা রক্ততয়া দেবি প্রশস্তং ভাস্করপূজনে ।  
 সর্বেষ্যাকৈব পুষ্পাণাং শ্রেষ্ঠকং করবীরকং । ৭৩  
 একঞ্চ করবিরকং রক্তপদ্মসহস্রকং ।  
 প্রতিপুষ্পে চান্বমেধ ফলং সম্যক্ প্রজায়তে । ৭৪  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন করবীরেণ পূজয়েৎ ॥  
 অভাবে করবীরস্য ত্রিবারং বাগ্ যতঃ স্মরেৎ ॥ ৭৫  
 উচ্চরেৎ করবীরেতিন তথা কোটি জপিতঃ ।  
 প্রীতিঃ স্যাৎ করবীরস্য ন তথা যাতি ভাস্করঃ ৭৬  
 সম্বৎসরস্য মধ্যে তু বারৈকং সপ্তমীত্রতং ।  
 সূর্য্যাতীর্থে সকৃৎ কৃৎস্না পুনাতি সপ্তমং কুলং ॥ ৭৭

পুষ্প বা ধাত্রীফলসহ করবী শত দ্বারা ভাস্কর পূজা করিলে পুত্রবতী হইয়া থাকে । ৭১ করবীর অভাবে করবীর পত্ন ও নিবেদন করিবে । রক্ত কঙ্কজট ও রক্তকরবীর । ৭২ ও অস্ত্রান্ত রক্তপুষ্প ভাস্কর পূজায় প্রশস্ত হয়, সকল পুষ্পের মধ্যে করবীর শ্রেষ্ঠ পুষ্প । ৭৩ একটা করবীর সহস্র রক্তপদ্মের সমান । প্রতি পুষ্পে অন্বেষেধ ফল হয় । ৭৪ অতএব সর্ব-প্রযত্নেই করবী পুষ্পে পূজা করিবে । করবীর অভাবে বাগ্ যত হইয়া তিনবার করবীর স্মরণ করিবে । ৭৫ 'করবীর' এই বাক্য উচ্চারণ করিলে কোটি জপের সমান হয় । করবীর দ্বারা ভাস্করদেবের ঘেক্ষণ প্রীতি হয়, অস্ত্র পুষ্পে সেক্ষণ হয় না । ৭৬ সম্বৎসর মধ্যে সূর্য্যাতীর্থে একবার সপ্তমীত্রত করিলে, সপ্তম কুল পবিত্র করিয়া থাকে । অপরাহ্ন কালই ত্রৈতর প্রশস্ত-



অপরাহ্ণে পরং কালং বিজ্ঞানীহি ত্রতস্য চ ।  
 ন্যুনাতিরিক্তে দেবেশি ন সিদ্ধির্জায়তে ভুবি । ৭৮  
 দিপকং বর্জয়েদ্ যস্মাদ্ স্নাতকৈব কলায়কং ॥  
 কশেকশৃঙ্গবেরঞ্চ লবণঞ্চ কষায়কং ॥  
 অগ্ন্যৈকৈব তথা তিত্তং দূষিতঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৭৯  
 শিলাপত্রেণ ভোক্তব্যং রৌপ্যতাম্রে কদাচন ॥ ৮০  
 মদনস্য দক্ষভাগে ধনুঃপংক্তি প্রমাণতঃ ।  
 তীর্থং গঙ্গাসরিম্নাম তত্র স্নাত্বা মহৎফলং ॥  
 গঙ্গাতীরে নরঃ স্নাতা পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েদ্ ।  
 ব্রহ্মলোকং সমাপ্নেতি রবিসংক্রমণে গ্রহে ॥ ৮১  
 বিষ্ণুপাদরজঃসন্তুতে গঙ্গোত্রিপথগামিনী ।  
 ধর্ম্মদেবি সরিৎশ্রেষ্ঠে ত্রাহি মাং সর্বপাতকাৎ ॥ ৮২

কাল জানিবে । ৭৭ হে দেবেশি ! তাহার ব্যতিক্রম হইলে ভূতলে সিদ্ধি  
 লাভ হয় না । ৭৮ দিগ্ পক বলায় ও স্নাত পরিবর্জন করিবে । কশেক,  
 লবণ, আর্দ্রক কষায়, অগ্ন ও তিত্ত এবং দূষিত বস্তু ভক্ষণ  
 করিবে না । ৭৯ শিলাপাত্রে ভোজন কর্তব্য । রৌপ্য পাত্রে বা  
 রজত পাত্রে কদাচ ভক্ষণ করিবে না । ৮০ মদনের দক্ষিণভাগে পঞ্চধনু-  
 প্রমাণ গঙ্গাসর নামক তীর্থ, তাহাতে স্নান করিলে স্রমহান্ ফললাভ  
 হয় । গঙ্গাসরঃ তীরে রবিসংক্রমণে ও গ্রহণকালে স্নানানন্তর দেব-  
 পতৃগণের তর্পণ করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় । ৮১ তুলায়, মকরে,  
 শুক্লাষ্টমীতে ধর্ম্মদেবি সরিৎশ্রেষ্ঠে ত্রাহি মাং সর্বপাতকাৎ । ৮২ এই মন্ত্রে

তুলায়াং মকরে চৈব শুক্লাষ্টম্যাক্ষ ভাবিনি ।  
 স্নানমাত্রেন নরেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৮৩  
 তস্য দক্ষিণ দিগ্ভাগে ধনুরষ্টপ্রমাণতঃ ।  
 আগন্ত্যং পরমং তীর্থং স্নাতানাং ভূক্তিমুক্তিদং ।  
 যো গতা মজ্জয়েন্মাত্যং সর্বজ্ঞত্বং মবাপ্নয়াৎ  
 স্বয়ং দেবো মহাদেবো বিষ্ণুস্তত্র চ সংস্থিতং ।  
 কামাখ্যায়াশ্চক্রীড়ার্থং আগন্তুং কুণ্ডমুত্তমং ।  
 সর্বপাপহরং শুদ্ধং বিষ্ণুব্রহ্মাদিভিযুতং ।  
 দেবদানববিজ্ঞাধরঃবন্দিতং সর্বকামদং ।  
 নানারত্নাদিভিঃচয়ং সোপনং সূমনোহরং ।  
 শল্যোত্তোৎপাদিতং কুণ্ডং মহাদেব্যাম্ভচতুষ্টয়ঃ ॥৮৪॥৮৫  
 মাঘে চ কার্তিকে চৈব শুক্লপক্ষে বরাননে ।  
 দশম্যাং স্নানমাত্রেন পুষ্করস্য কলং লভেৎ ॥৮৬

জান করিলে বিষ্ণুলোকে পুজা প্রাপ্ত হয় ৷৮২ তাহার দক্ষিণদিগ্ভাগে  
 অষ্টধনুপ্রমাণ আগন্ত্যনামক পরমতীর্থ, তাগাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে  
 নরপণ ভোগমোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে নর তথায় গিয়া মজ্জন করে সে  
 সর্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয় ৷৮৩ স্বয়ং মহাদেব ও বিষ্ণু তথায় অবস্থিত আছেন  
 কামাখ্যার ক্রীড়ার নিমিত্ত সর্বপাপহর বিষ্ণু, ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রকৃতি দেবগণ  
 দ্বারা সেবিত, বিজ্ঞাধরবন্দিত, সর্বকামপ্রদ, নানারত্ন সম্পন্ন মনোহর  
 সোপানবিশিষ্ট পুণ্যতম আগন্ত্যকুণ্ড বিজ্ঞান আছেন, মহাদেবীর  
 কুণ্ডচতুষ্টয় শল্যকর্ষক উৎপাদিত হইয়াছে ৷৮৪৥৮৫ হে বরাননে  
 মাঘ বা কার্তিকের শুক্লপক্ষের দশমীতে জান করিলে পুষ্কর তীর্থের কল

শতজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ।  
 সহস্রজন্মজং পাপং বিষণ্ণে চ দিনক্ষয়ে ।৮৮  
 পৌষে চ কৰ্কটে চৈব কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহেশ্বরী ।  
 স্নানঞ্চ বর্জয়েদ্দেবি ভার্ঘ্যাহানির্ভবেদ্বতস্ত ৷৮৯  
 যথা বারাগমী পুণ্য তথা পুণ্যা ন সংশয়ঃ ।  
 গুহ্যতীর্থং পরং দেবি নাত্র কার্য্য বিচারণা ৷৯০  
 এতদ্গুহ্যতরয়ং ক্ষেত্রং মেতদ্গুহ্যতরং পরং ।  
 যত্র গহ্বা সত্তো মুচ্যতে সৰ্ব্বপাতকৈঃ ৷৯১  
 যত্র দেবো মহাদেবা যত্র দেবী সরস্বতী ।  
 গঙ্গাদি সরিতঃ সৰ্ব্বাঃ সমুদ্রাঃ সপ্তএব হি ৷৯২  
 নদাঃ শোণাদয়োষত্র তীর্থানি চ সরাসি চ ।  
 কস্তা বামে পরীতস্য কুণ্ডস্য পরমেষ্ঠিনে ।  
 ন শক্যো বিস্তরাছুক্তং ময়! জল জলোচনে ৷৯৩

লাভ হয় ৷৮৭ এবং শতজন্মের কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় এবং  
 সহস্রজন্মজ পাপ বিনষ্ট হইলে, প্রলয় পর্য্যন্ত পুণ্যলোক লাভ করে ৷৮৮ হে  
 মহেশ্বরী! পৌষে, কৰ্কটে ও কৃষ্ণাষ্টমীতে স্নান করিবে না, তাহা করিলে  
 ভার্ঘ্যাহানি হয় ৷৮৯ বারাগমী যেৰূপ পুণ্যময়ী, ইহাও তজ্জপ সন্দেহ  
 নাই। হে দেবি! ইহা পরম গুহ্যক্ষেত্র ৷৯০ এই তীর্থে পরম গুহ্যতর,  
 ইহাতে গমন করিলে নরগণ সত্ত্ব সৰ্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় ৷৯১ এখানে  
 মহাদেব, দেবী সরস্বতী, গঙ্গাদি সরিৎস্র, সপ্তসমুদ্র, ৯২ শোণাদি নদসকল  
 এবং সৰ্ব্বতীর্থ ও সৰ্ব্বসরোবরগণ, পরমেষ্ঠির কুণ্ডের বামে বিরাজিত  
 আছে। হে! জলজলোচনে আমি আর বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে

যথা চরাচরং সর্বং ত্রৈলোক্যং ত্রাসয়েন্নঘু ।  
 তথা ত্রায়স্ব মাং নিত্যং তীর্থবীৰ্য্য নমোহস্ত তে ॥১৪  
 অগ্নেয়ে তস্য ক্ষেত্রস্য কিঞ্চিদ পশ্চিমগোচরে ।  
 একবিংশদ্ধনুর্মানং বাসনং নাম তীর্থকং ৥১৫  
 বাসবে পরমে তীর্থে স্নাত্ত্বাভার্চ্য চ বাসবং ।  
 শক্রবীজেন দেবেশি ইষ্টস্য সদনং ব্রজেৎ ।  
 বক্ষমাণেন মন্ত্রেণ ধরণ্যার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ।  
 বাসবাখ্যং মহাতীর্থং সৰ্ব্বপাপ প্রণাশনং ।  
 তবাস্তসি নিমজ্জ্যাত্ব যথোক্তফলদাবভবঃ ॥১৬-১৭  
 তস্ম পশ্চিমতো দেবি নাতিদূরে ব্যবস্থিত ।  
 ধনুঃসপ্ত প্রমাণেন রস্তাতীর্থং মহেশ্বরি ৥১৮  
 রস্তাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা রূপবানভিজায়তে ।  
 সহ ভদ্রা মৃত্যুভবেৎ জ্ঞানান্নরী পতিব্রতা ।  
 রস্তালোকঞ্চ তদনু তদন্তে ভবনং হরে ॥১৯

অনন্ত ৥১৩ যথা চরাচরং সর্বং ত্রৈলোক্যং ত্রাসয়েন্নঘু । তথা ত্রায়স্বনাম্  
 নিত্যং তীর্থবীৰ্য্য নমোহস্ত তে ৥১৪ এই মন্ত্র দ্বারা তথায় পূজা ও অৰ্ঘ্যাদি  
 প্রদান করিবে, সেই ক্ষেত্রের আগ্নেয়, কোণে কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে  
 একবিংশতিধনু পরিমিত বাসব নামক তীর্থ ৥১৫ পরমতীর্থ বাসবে স্নান  
 ও শক্রবীজে বাসবের পূজা করিয়া, অভিজিহিত স্থানে গমন করিতে সমর্থ  
 হয় । “বাসবাখ্যং মহাতীর্থং সৰ্ব্বপাপ প্রণাশনং । তবাস্তসি নিমজ্জ্যাত্ব  
 যথোক্ত ফলদো ভব ।” এই মন্ত্রে অৰ্ঘ্য নিবেদন করিবে ৥১৬১৭ হে  
 মহেশ্বরি ! তাহার পশ্চিমদিকে নাতিদূরেস্থিত সপ্তধনুপ্রমাণ রস্তাতীর্থ ৥১৮  
 নরগণ রস্তাতীর্থে স্নান করিলে রূপবান্ হয় । পতিব্রতা নারী ভক্তার

যাতি নাস্ত্যত্র সন্দেহঃ শেষে চ গুরুবাসরে ।  
 ব্রহ্মকৰ্মসমুদ্ভূতে সৰ্বকামপ্রদে শুভে ।  
 কামদ্রবি নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ।  
 স্নাত্বানেন রস্তায়ৈঃ মন্ত্ৰেণাৰ্য্যং নিবেদয়েৎ ॥১০০।১০১  
 ক্ষেত্রস্থ পশ্চিমে ভাগে ধনুস্ত্রিংশংপ্রমাণতঃ ।  
 তত্রৈব কক্ষিকুণ্ডং স্নাত্ব ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥১০২  
 মুখস্থ ক্ষালনং কৃত্ব নারী বা পুরুষোহপি ।  
 রূপবান্ পরলোকে তু জায়তে নাত্র সংশয় ॥১০৩  
 স্নানং কন্দৰ্পজবেন শৃণু ক্ষালনমন্ত্রকঃ ।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানৈঃ ক্ষালিতং বদনং ত্বয়ি ।  
 রূপবানাম্বিনোর্য্যাতি রূপং সত্যেন দেহি মে ॥১০৪।১০৫  
 বায়ব্যে তস্য ক্ষেত্রস্থ ধনুরষ্টাঙ্গসন্মিতং ।  
 পিতৃণাং পরমং তীর্থং স্নানাদ্যাতি পরাং গতিং ॥১০৬

সহিত তথায় জ্ঞানপূৰ্ব্বক প্রাণবিসৰ্জন করিয়া প্রথমে রস্তালোকে, তারপরে  
 হরিলোকে গমন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥৯৯ তথায় গুরুবারে “ব্রহ্ম-  
 কৰ্মসমুদ্ভূতে সৰ্বকামপ্রদে শুভে । কামদ্রবি নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং  
 ভবসাগরাৎ ।” এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া, রস্তাকে অৰ্থ্য নিবেদন করিবে ।  
 ১০০।১০১ ক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে ত্রিংশংধনুঃ প্রমাণ সেই স্থানেই কক্ষিকী-  
 কুণ্ড, তথায় স্নান করিয়া ব্রহ্মপুরে গমন করিয়া থাকে ॥১০২ নর বা  
 নারীই হউক, এই তীর্থে মুখপ্রক্ষালন করিয়া পরলোকে রূপ লাভ করে,  
 সন্দেহ নাই ॥১০৩ কন্দৰ্পবীজমন্ত্রে স্নান কর্তব্য । ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশানৈঃ  
 ক্ষালনং বদনং ত্বয়ি । রূপবানাম্বিনোর্য্যাতি রূপং সত্যেন দেহি মে ।  
 ইহাই মুখপ্রক্ষালন মন্ত্র ১০৪।১০৫ সেই ক্ষেত্রের বায়ব্যে অষ্টধনুঃ পরিমিত

পিতৃতীর্থ মহাভাগ স্বয়ং দেবাষ্টসংকৃতং ।  
 তৃপ্তিহেতো মহাভাগ অষোরান্নাং পুনীহি তাঃ ॥১০৭  
 অত্র স্নাত্বা চ মল্লেন পিতৃমেধফলং লভেৎ ।  
 আগস্ত্যাস্য তু দক্ষৈ চ গত্বা স্নাত্বা চ তপ্য চ ॥১০৮  
 ধনুর্বেদপ্রমাণঞ্চ গবাক্ষগতি বৈ সরঃ ।  
 তত্র গত্বা চ সপ্তম্যাং পিতৃণামনুগোভবেৎ ॥১০৯  
 গয়াতীর্থং মহাতীর্থং পিতৃণাং নাস্তি তৎসমং ।  
 পাবনং সর্বতীর্থেষু তন্ মাং পুনীত পাপত্যা ॥১১০  
 অনেক স্নানং কৃৎস্বা তু উত্তীৰ্য্য ধৌত বাসস ।  
 পিধায় তিলকং দত্ত্বা ক্ষেত্রং কুর্গ্যাৎ প্রদক্ষিণং ॥১১১  
 গত্বা দশাশ্বক্ষেত্রে চ পিণ্ডং দত্ত্বাৎ সমাহিত্য ।  
 তত্র দেবি ষোড়শকৈ পিতৃন্ নমস্কয়েদ্বৃধঃ ॥১১২

পিতৃগণের পরমতীর্থ, তথায় স্নান করিলে গরমাগতি প্রাপ্ত হয় ৷১০৬  
 “পিতৃতীর্থ মহাভাগ স্বয়ং দেবাষ্ট সংকৃতং । তৃপ্তিহেতো মহাভাগ  
 অষোরান্নাং পুনীহিতাঃ” ॥১০৭ এই মন্ত্র দ্বারা তথায় স্নান করিলে পিতৃমেধ  
 যজ্ঞের ফল লাভ হয় ৷১০৮ আগস্ত্যের দক্ষিণ গমন পূর্বক স্নান তর্পণা-  
 নস্তর চতুর্দ্বিপ্রমাণ গবাক্ষগতি তীর্থে গমন করিলে, পিতৃগণের ঋণ হইতে  
 মুক্ত হয় ৷১০৯ “গয়াতীর্থং মহাতীর্থং পিতৃণাং নাস্তি তৎসমং । পাবনং  
 সর্বতীর্থেষু তন্মাং পুনীত পাপত্যাঃ” ॥১১০ এই মন্ত্রে স্নানান্তর উত্তীর্ণা ধৌত  
 বাসযুগল পরিধানপূর্বক তিলক করিয়া ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিবেন ৷১১১ অন-  
 স্তর দশাশ্বক্ষেত্রে গমন করিয়া সমাহিতচিত্তে পিণ্ড প্রদান কর্তব্য । হে  
 দেবি বৃধগণ তথায় ষোড়শ দ্বারা পিতৃগণের অর্চনা করিবে ৷১১২ তদনস্তর

ক্ষীরেণ মধুন      পাদাপনয়নেন চ ।  
 দক্ষিণাদি ক্রমাচ্ছাত্র একৈকৈহন্তকং চ তৎ ।  
 বেদীষোড়শীকস্তত্র প্রতি দেবী সমর্চয়েৎ ॥১১৩  
 গয়াকূপে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্টা দেবউমপতিং ।  
 আত্মানং তারয়েৎ সত্রে দশপূর্বান্ দশাপরান্ ॥১১৪  
 বিষ্ণুত্র্যম্বাক্ষাওরুদ্রশ্চ আগস্ত্যশ্চ শতক্রতু ।  
 গণেশশ্চৈব ক্রৌঞ্চশ্চ কুমারশ্চ প্রজাপতিং ॥১১৫  
 চ্যবনঃ কশ্যপশ্চৈব পুলস্ত্যশ্চ যথাক্রমাৎ ।  
 অশ্বক্রন্তেস্যা বৃদ্ধ্যৈব বাগত্যাংবাসেয় ।  
 অত্র মাতৃপৃথক্ পিণ্ডমগ্নত্ৰ পতিনা সহ ॥১১৬  
 দশাশ্বমেধ যঃ পিতোনাস্না যেযান্ত নিব্বাপেৎ ।  
 মাকম্বাশ্চ দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্ন যুঃ ॥১১৭

ক্ষীর মধু ও পাদপানয়ন দ্বারা অর্চনা করিবে। ১১৩ এখানে এক একই  
 হস্ত প্রমাণ ষোড়শদেবী আছেন, দক্ষিণাদিক্রমে সেই দেবীসমূহের অর্চনা  
 কর্তব্য। নরগণ গয়াকূপে স্নান ও দেবদেব উমাপতিকে স্পর্শ করিয়া  
 আত্মার তারণ ও উদ্ধোধে দশ দশ পুরুষ পবিত্র করিয়া থাকে। ১১৪ বিষ্ণু  
 ত্র্যম্বা, রুদ্র, আগস্ত্য, শতক্রতু, গণেশ ক্রৌঞ্চ, কুমার, প্রজাপতি ॥১১৫ চ্যবন  
 কশ্যপ ও পুলস্ত্য ইহারা যথাক্রমে অশ্বক্রান্ত ও আগস্ত্যের দ্বারা এই স্থানে  
 বাস করিতেছেন। এইস্থানে মাতার পৃথক পিণ্ডদান কর্তব্য, অগ্নিত্র  
 পতির সহিত পিণ্ডদান বিধেয়। ১১৬ দশাশ্বমেধে ষাঁহাদের নামে পিণ্ড  
 প্রদত্ত হয় তাঁহারা অবর্গন্ত থাকিলে স্বর্গস্থ ও স্বর্গহী থাকিলে মোক্ষপ্রাপ্ত  
 হয়। ১১৭ আমাদের কূলে যে যে পিতৃগণের পিণ্ডদাক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে

যেহস্মৎকুলে চ পিতয়োগুপ্তপিণ্ডাদকক্রিয়াঃ ।  
 যে চাপ্যকৃতচূড়াশ্চ যে চ গৰ্ভাধ্বিন্যাস্ততাঃ ।  
 যেবাং দারন্ বিক্রয়া চ যেহগ্নিদগ্নাস্তথাপরে ।  
 ভূমৌ দত্তেন তৃপ্তায়াস্তি পরাং গতিং ॥১১৮॥১১৯  
 পিতা মাতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।  
 মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী ।  
 যথা পিতামহশ্চৈব প্রমাতামহ এবচ ।  
 যে চ সিংহ ব্যাঘ্র হতা অনৈশ্চ প্রহতশ্চৈ যে ।  
 দংষ্ট্রা ভঃ শৃঙ্গ ভৰ্ব্বাপি তেষাং পিণ্ডং দত্তামাহ ॥১২০॥১২১  
 অগ্নিদগ্নশ্চ যে কেচিদ্ভাগ্নিদগ্নাস্তথা পরে ।  
 বিদ্যুচ্ছোরহতা যে চ তেষাং পিণ্ডং দত্তামাহং ॥১২২  
 পশুযোনিগতাষে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ ।  
 অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তেবাং পিণ্ডং দত্তামাহং ॥১২৩

যে যে অকৃতচূড়া বা যে ব্যক্তি গৰ্ভনিঃসৃত, বাহ্যর বাহ্যর দারপরিগ্রহ হয়  
 নাই, যে যে ব্যক্তি অগ্নিতে দগ্ন হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই ভূমিবৃত্ত  
 পিণ্ড দ্বারা তৃপ্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হউন ॥১১৮॥১১৯ পিতা  
 মাতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, তথা পিতামহ,  
 প্রমাতামহ এবং যে কেহ সিংহব্যাঘ্রাদি দ্বারা অথবা অন্ত্র হিংস্রাদি দ্বারা  
 কিম্বা দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গ দ্বারা হত হইয়াছেন, আমি তাহাদিগকে পিণ্ডপ্রদান  
 করি ॥১২০॥১২১ যে কেহ অগ্নি দ্বারা বা অন্ত্রবিধ আগ্নেয়াদি দ্বারা ও  
 বিদ্যুতের দ্বারা হত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পিণ্ড প্রদান করি ॥১২২  
 বাহারা পশুযোনি বা পক্ষিকীট সরীসৃপাদি যোনি অথবা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত  
 হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১২৩ বাহারা



অসংখ্যজনসংস্থায়ৈ যে যে নীতযমশাসনং ।  
 তেষাং মুক্তরনার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২৪  
 জাত্যন্তরসহস্রাণি ভ্রমতি স্বেন কর্মণা ।  
 মনুষ্যান্তর্গতা যে চ তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২৫  
 অগ্নৌ যাং যাতনাস্থানং প্রেতলোকনিবাসিনাং ।  
 তেষামুক্তরনার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২৬  
 যেহবান্ধবা বান্ধবাশ্চ যে হস্তজন্মনি বান্ধবাঃ ।  
 তেষাস্ত তৃপ্তিমায়াস্ত পিণ্ডদানেন সর্বদা ॥১২৭  
 যে যে পিতৃকুলে জাতাঃ কুলে মাতৃকুলে চ ।  
 গুরুশ্বশুরবন্ধুনাং যে চাগ্নৌ বান্ধবাঃ স্মৃতাঃ ।  
 যে যে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবজ্জিতাঃ ।  
 ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাতান্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ।

অসংখ্য জীনসংস্থিত আছেন, কিম্বা যাহারা যমসদনে নীত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে উদ্ধারের জন্ত এই পিণ্ডপ্রদান করি । ১২৪  
 যাহারা শ্রীকর্মফলে জাত্যন্তরসহস্রো পরিলম্বন করিতেছেন, যাহারা মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই আমি পিণ্ডদান করিতেছি । ১২৫  
 যাহারা অন্ধবিধ আয়তনে স্থিত যাহারা প্রেতলোকনিবাসী, তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত এই আমি পিণ্ডপ্রদান করিতেছি । ১২৬  
 যাহারা বান্ধব বা অবাধব অথবা যাহারা অগ্ন্যগ্নে বান্ধব ছিলেন, এই পিণ্ড দ্বারা তাঁহারা সকলেই তৃপ্তিলাভ করুন । ১২৭  
 যাহারা পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে গুরুকুলে শ্বশুরকুলে, বন্ধুকুলে, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা অগ্ন্যগ্নে বান্ধব, আর যে কুলে পিণ্ড লোপ হইয়াছে, তৎকুলজগণ ও যাহারা

বিরূপ বা সগৰ্ভ যে যে চ জাতাঃ কুলে মম ।  
 তেষাং পিণ্ডং ময়া দত্ত মক্ষম্য মূপতিষ্ঠতাং ১২৮।১৩০  
 যে বান্ধবা পিতৃব শজাতা মাপুস্তথাভূৎ ভবনাদিকার্য্যঃ ।  
 কুলদ্বয়ে যে মম দাসভৃত্যভূতে স্তথেষামৃত সেবাকাস্চ ।  
 মিত্রাণি সৰ্য্যঃ পরসন্ধ্যাশ্চ বৃক্ষাঃ পুষ্পাশ্চ ছষ্টাশ্চ  
 কুতোহপকারাঃ ।

জন্মান্তরে যে মম দাসভৃত্যাস্তে চান্তিমং পিণ্ডমহং  
 দদামি ১৩১।১৩২

সূর্য্যকুণ্ডস্য বায়ব্যে ধনুর্দণ্ডান্তরে স্থিতঃ ।  
 দেবোগদাধরস্তত্র প্রণিপত্য প্রদাপয়েৎ ১১৩৩  
 সাক্ষিণঃ মে দেবা ব্রাহ্মণা বসবস্তথা ।  
 ময়া গয়াং সমাসাচ্চ পিণ্ডণাং নিকৃতিঃ কৃতা ।  
 আগতোহহং গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর ।  
 ত্রমেব সাক্ষী ভগবাননুগোহহং ঋণত্ৰয়াং ১৩৪।১৩৫

পুত্রদারবজ্জিত, যাহাদের কুলে ক্রিয়াদি লুপ্ত হইয়াছে যাহারা জন্মান্তর  
 ও পক্ষু বিরূপ বা সগৰ্ভ যাহারা আমার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমি  
 তাঁহাদিগকে পিণ্ডদান করিতেছি, অক্ষম্য অবধারিত হউক ১২৮।১৩০  
 যাহারা বান্ধব ও পিতৃবংশজাত এবং মাতৃবংশজাত যাহারা আমাদের  
 আদিকার্য, আমার কুলদ্বয়ে, যাহারা দাসমৃত, ভৃত্য ও সেবক এবং মিত্রসখা  
 পরসখা, বৃক্ষ, পুষ্প, ছষ্ট ও কৃতাপকার এবং যাহারা জন্মান্তরে আমার  
 দাসভৃত্য, আমি তাঁহাদিগকে এই অমৃতপিণ্ড প্রদান করিতেছি ১৩১।১৩২  
 সূর্য্যকুণ্ডের বায়ুকোণে ধনুঃদণ্ডান্তরে গদাধরদেব অবস্থিত আছেন,  
 তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পিণ্ডদান করিবে ১৩৩ দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও

পিতৃপিণ্ডস্য মধ্যে তু পিণ্ডং দত্তচ্চ ষোড়শ !  
 বর্জলং কারয়েৎ পিণ্ডং ক্ষীরধারাং সুপাতয়েৎ ॥১৩৬  
 গদাধরস্য বাঁমে তু নাতিদূরেণ শঙ্করি ।  
 তত্র মাতৃগয়া দেবি দক্ষিণেন স্মৃতীর্থকং ॥  
 তথা গদাধরং দেবং কেশবং পুরুষোত্তম্ ।  
 তৎ প্রণম্য প্রযত্নেন ন ভূয়োজায়নে নরঃ ৷১৩৭৷১৩৮  
 মৌনাদিত্যং মহাত্মনং কনং কার্কং বিশেষতঃ ।  
 ধৃষ্টা মৌনে বিপ্রাষিঃ পিতৃণাং মনুগো ভবেৎ ৷১৩৯  
 ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা চ ব্রহ্মলোক মবাপ্নুয়াৎ ॥১৪০  
 উর্বশী দক্ষিণে তীরে যা শিলা তুঙ্গনপ্রভা ।  
 সা বিজ্ঞেয়া চ গায়ত্রী পূজয়েদগন্ধচন্দনৈঃ ৷১৪১

বহুগণ আমার সাক্ষী হউন। আমি গয়ায় আসিয়া পিতৃগণের নিক্তি  
 করিলাম। হে গদাধর! আমি পিতৃকাণ্ডের নিমিত্ত গয়ায় আগমন  
 করিলাম। হে দেব! তুমি সাক্ষী হও, আমি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত  
 হইলাম। ১৩৪।১৩৫ পিতৃপিণ্ডের মধ্যে ষোড়শপিণ্ড প্রদান করিবে।  
 পিণ্ডসকল বর্জলকার করিয়া তাহাতে ক্ষীরধারা নিপাতিত করিবে। ১৩৬  
 হে শঙ্করি! গদাধরের বামভাগে নাতিদূরে মাতৃগয়া দক্ষিণে স্মৃতীর্থক!  
 তথায় পুরুষোত্তমদেবকে যত্নপূর্বক প্রণাম করিলে নরগণকে আর  
 জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৩৭।১৩৮ বিপ্রবিগণ মহাত্ম্য মৌনাদিত্য  
 বিশেষতঃ কনকাদিত্যকে মৌনাবলম্বনে করিয়া পিতৃগণের অমুগামী  
 হইবে। তথায় ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ১৪০  
 উর্বশীর দক্ষিণ তীরে যে তুঙ্গনপ্রভা শিলা আছে, তাহাকেই গায়ত্রী  
 বলিয়া জানিবে, গন্ধ চন্দনাদি দ্বারা তাহার পূজা করিবে। ১৪১ প্রাতঃ-

গায়ত্রীঃ প্রাতরুথায় উপাগম্য তু নামশঃ ।  
 সক্ষ্যাং কৃতা প্রযত্নেন সর্ববেদফলং লভেৎ ॥১৪২  
 সাবিত্রীকৈব মধ্যাহ্নে দৃষ্টা যজ্ঞফলং লভেৎ ।  
 দশাশ্বমেধ ধনদোদেবদেবোজনর্দনঃ ॥১৪৩  
 তত্রপিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাস্ত্রতী ॥১৪৪  
 গয়ায়াং পিতৃরূপেণ দেবদেবো জনর্দনঃ ।  
 তং দৃষ্টা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে বৈ ঋণত্রয়াৎ ॥১৪৫  
 দৃষ্টা পিতামহং দেবং সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৪৬  
 মকরে বর্তমানে চ গ্রহণে চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ ।  
 তল্লভং ত্রিষু লোকেষু আগন্ত্য পিণ্ড পাতনঃ ॥১৪৭  
 আত্মজো বা তথাত্মোবা গয়া কুপেহশ্বমেধিকে ।  
 যন্মাতা পাতয়েৎ পিণ্ডঃ তং নয়েদ্ব ক্রশাস্তং ॥১৪৮

কালে উঠিয়া গায়ত্রীর সমীপে গমন পূর্বক, পরম যত্নে সক্ষ্যা করিলে  
 সর্ববেদ ফল লাভ হয় ১৪২ এবং মধ্যাহ্নে সাবিত্রী দর্শন করিয়া যজ্ঞফল  
 লাভ করে । দশাশ্বমেধে ধনদত্ত দেবদেব জনর্দন অবস্থিত আছেন ১৪৩  
 তথায় পিণ্ড প্রদান করিলে নিত্যতৃপ্তি লাভ হয় ১৪৪ গয়াধামে দেবদেব  
 জনর্দন পিতৃরূপে অবস্থিত, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ দেবকে দর্শন করিলে  
 ঋণত্রয় হইতে মুক্ত প্রাপ্ত হয় ১৪৫ নরগণ তথায় পিতামহ দেবকে দর্শন  
 করিয়া সর্ব পাণ হইতে মুক্ত হয় ১৪৬ মকর সংক্রমণ চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ  
 কালে আগন্ত্যতীর্থে পিণ্ডপাতন ত্রিলোকে হুর্লভ ১৪৭ আত্মজই হউক  
 বা অন্তই কেহই হউক, যে গয়াকূপে অশ্বমেধকে নামে পিণ্ডপাতন করিবে,  
 তাহাকে শাস্ত ব্রহ্মধামে নীত করিবে সন্দেহ নাই ১৪৮ ব্রহ্মকল্পত

তদ্বাক্কল্পিতং স্থানং বিপ্রা ব্রহ্ম প্রকল্পিতাঃ ।  
 পূজিতৈঃ পূজতাঃ সর্বৈ পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥১৪৯  
 তর্পয়েন্তু গয়াং বিপ্রান্ হব্যকব্যবিধানতঃ ।  
 দানং নহি পরিত্যাগো গয়ায়াস্ত বিধীয়তে ॥১৫০  
 যঃ করোতি মহাদানং বুযোৎসর্গং করোতি যঃ :  
 দশাশ্বমেধিকে পুনর্জন্মক্ষিপতিমানবঃ ॥১৫১  
 চতুষষ্টি ধনুর্মানঃ ক্ষেত্রমাগস্ত্য মরিতং ।  
 পঞ্চপঞ্চাশতং তীর্থং উক্তং তীর্থং স্রুমধ্যমে ॥১৫২  
 উর্ব্বশী চ স্তথা সূর্য্যঃ কামঃ পুত্রশ্চ বাসব !  
 অগস্ত্যশ্চাশ্বমেধশ্চ তীর্থসারো গয়াবিলঃ ॥১৫৩  
 উদ্বন্ধমৃত্যু যা চ গলপাশমৃত্যুশ্চ য়ে ।  
 চিত্তিদ্গুণা চ যা নারী ক্রিয়া তেষাং ন বিচ্যতে ।  
 মাস্তেপ্তীন চ দাহশ্চ নাশোচং তেষু বিচ্যতে ৷১৫৪৷১৫৫

---

বিপ্রগণ সেই ব্রহ্মকল্পিত স্থানে পূজিত পিতৃগণের সহিত দেবগণ কর্তৃক  
 পূজিত হয় ৷১৪৯ গয়ায় হব্যকব্য বিধানে বিপ্রগণকে তৃপ্ত করিবে ।  
 গয়ায় দান করা কর্তব্য ৷১৫০ যে মানব দশাশ্বমেধিকে মহাদান বা  
 বুযোৎসর্গ করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না ৷১৫১ হে স্রুমধ্যমে !  
 আগস্ত্যক্ষেত্র চতুষষ্টি ধনুঃপরমিত উহাতে পঞ্চ পঞ্চাশং তীর্থ আছে ৷১৫২  
 হে দেবি ! উর্ব্বশী, সূর্য্য, কাম, পুত্র, বাসব, আগস্ত্য, অশ্বমেধ ও গয়াবিল  
 এই সমস্ত তীর্থ সার ৷১৫৩ যাহারা উদ্বন্ধনে ও গলপাশে মৃত হইয়াছে,  
 যে নারীগণ চিতাম্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের অস্তেপ্তিদাহ অশোচ ও  
 ক্রিয়াদি নাই ৷১৫৪৷১৫৫ অগস্ত্য ও গয়ায় ত্রিরাত্র ক্রিয়া কর্তব্য । আনায়

আগন্ত্যে চ গয়ায়াঞ্চ ক্রিয়াঃ স্ত্রীয়াত্রিরাত্রকং ।  
 অমায়াঞ্চ সমারভ্য কুর্য্যাক্ষৈব ত্রিরাত্রকং ॥১৫৬  
 অগ্নাত্র চ ক্রিয়াং তেষাং যঃ করোতি সূহৃদ্ব্যতিঃ ।  
 বিফলা চ ক্রিয়া তেষাং চরেচ্চান্দ্ৰায়ণঃ ব্রতং ॥১৫৭  
 ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি অগ্ন্যথা পাতঙ্গী ভবেৎ ॥১৫৮  
 অশ্বতীর্থে কৃতং পাপং গয়ায়াস্তু বিনশ্যতি ।  
 গয়ায়াং যৎ কৃতং পাপং রামক্ষেত্রে বিনশ্যতি ॥১৫৯  
 রামক্ষেত্রে কৃতং পাপং মণিকুটে বিনশ্যতি ।  
 মণিকুটে কৃতং পাপং নীলশৈলে বিনশ্যতি ।  
 নীলশৈলে কৃতং পাপং অন্তর্গর্গেহে বিনশ্যতি ।  
 অন্তর্গর্গেহে কৃতং পাপং সোমতীর্থে বিনশ্যতি ॥১৬০॥১৬১  
 সোমতীর্থে কৃতং পাপং মঙ্গলায়াং ব্যাপোহতি ।  
 মঙ্গলায়াং কৃত্য পাপং আগন্ত্যে তু বিনশ্যতি ॥১৬২

আরম্ভ করিয়া ত্রিরাত্র ক্রিয়া করিবে ॥১৫৬ যে দুহ্মতি, অগ্নাত্র তাহাদের  
 ক্রিয়া করে, তাহার সেই ক্রিয়া বিফলা হয়, সে চান্দ্ৰায়ণ ব্রত করিয়া  
 বিফল লাভ করিবে ॥১৫৭ নচেৎ পাতঙ্গী হইবে ॥১৫৯ অশ্বতীর্থে পাপ  
 করিলে তাহা গয়ায় বিনাশ পায়, গয়ায় পাপ করিলে রামক্ষেত্রে  
 বিনষ্ট হয় ॥১৫৯ রামক্ষেত্রে পাপ করিলে তাহা মণিকুটে নাশ পায়,  
 মণিকুটে পাপ করিলে নীলশৈলে নাশ পায়, নীলশৈলে পাপ করিলে  
 অন্তর্গর্গেহে বিনষ্ট হয়, অন্তর্গর্গেহের কৃতপাপ সোমতীর্থে বিনষ্ট  
 হয় ॥১৬০॥১৬১ সোম তীর্থে কৃতপাপ, মঙ্গলায় দূরীভূত হয় । মঙ্গলায়  
 কৃতপাপ আগন্ত্যে বিনাশ পায় । আগন্ত্যে পাপ করিলে মন্দরে বিনষ্ট  
 হয় । মন্দরে পাপ করিলে বজ্রলেপে বিনাশ পায় ॥১৬২ বজ্রলেপে

আগন্ত্যে যৎ কৃতং পাপং বন্দরে তদ্বিনশ্যতি ।  
 মন্দরে যৎ কৃতং পাপং বজ্রলেপে বিনশ্যতি ।  
 বজ্রলেপাচ্চ যৎ পাপং অশ্বক্রান্তে বিনশ্যতি ।  
 অশ্বক্রান্তে কৃতং পাপং উৰ্বশ্রাং তদ্যাপোহতি ॥১৬৪  
 মাহাত্ম্যশ্রবণেনাথ সংহিতাশ্রবণেন বৈ ।  
 দিনং লয়েন্মহেশানি রাত্রৌ বিষ্ণুবিচিন্তনং ।  
 কৃত্বা যাসস্ত তত্রৈব নক্তং ভোক্ষ্যং ন বৰ্ত্তয়েৎ ॥১৬৫  
 ততোহন্যদিবসে কাল্যা আগন্ত্যে স্নান মাচরেৎ ॥১৬৬  
 ভস্মাচলং স্পৃশাধারা সা বিজ্ঞেয়া সরস্বতী ।  
 তত্র স্নাহা মহেশানি অগ্নিষ্টে ন ফলং লভেৎ ॥১৬৭  
 বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থিতে ভদ্রে মকরন্দপ্রিয়ে শুভে ।  
 জন্ম জন্মার্জিতং পাপং হর মে পরমেশ্বরী ॥১৬৮  
 স্নায়াদানেন মন্ত্ৰেণ কার্ত্তিকীঞ্চ বিশেষতঃ ॥১৬৯

---

কৃতপাপ অশ্বক্রান্তে বিনাশ পায় ! অশ্বক্রান্তের কৃতপাপ উৰ্বশীতে বিনষ্ট হয় । ১৬৪ হে মহেশানি ! মাহাত্ম্য শ্রবণে ও সংহিত শ্রবণে দিবা ঘাপন এবং রাত্রে বিষ্ণু চিন্তন কর্তব্য । তথায় বাস করিয়া রাত্রি যোগে ভক্ষণ কর্তব্য নয় । ১৬৫ তদন্তর অন্ত দিবসে আগন্ত্য তীর্থে স্নান করিবে । ১৬৬ ধারা, ভস্মাচল স্পর্শ করিতেছে, তাহাই সরস্বতী । হে মহেশানি ! তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ করে । ১৬৭ “বিষ্ণোর্বক্ষঃ স্থিতে ভদ্র মকরন্দ প্রিয়ে শুভে । জন্ম জন্মার্জিতং পাপং হর হে পরমেশ্বরী !” ১৬৮ এই মন্ত্রদ্বারা স্নান, বিশেষতঃ কার্ত্তিকী স্নান করিবে । ১৬৯ দেবের পূর্বভাগে, শোভনাবাসী অবাস্থত আছে, তাহার স্বচ্ছদক পান করিলে

দেবস্য পূর্বভাগে তু বাপী তিষ্ঠতি শোভনা ।  
 তস্যাঃ স্বেচ্ছাদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিচতে ॥১৭০  
 আগ্নেয় ভস্মশৈলস্য ধনুঃপ্রমাণতঃ ।  
 পিশাচমোচনং নাম তীর্থং পরমকং শুভে ॥১৭১  
 পিশাচমোচনে তীর্থে পূজয়ামাস শূলিনং ।  
 ইদং দেবস্য তল্লিঙ্গং কপর্দীশ্বরমুত্তমং ॥১৭২  
 বায়ব্যে ভস্মকূটস্য ধনুবদনমানতঃ ॥১৭৩  
 কপালমোচনং নাম তীর্থোভ্য স্তীর্থমুত্তমং ।  
 পূজনীয়ং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বিবিধৈস্তবৈঃ ॥১৭৪  
 কপালং পতিতং তস্য স্থানে চ মম সুন্দরি ৷১৭৫  
 তস্মিন স্নাতো বরারোহে ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥১৭৬  
 কপালেশ্বর মীশান যস্মিন্ তীর্থে বালস্থিতং ॥১৭৭  
 তস্যোত্তরে ধনুঃপঞ্চ কপিল নাম বৈ শিবো ॥১৭৮

---

তাহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ৷১৭০ হে কল্যাণি !  
 ভস্মশৈলের আগ্নেয়কোণে অষ্ট ধনুঃ প্রমাণ পিশাচ মোচন নামক পরম  
 তীর্থ ৷১৭১ এই তীর্থে ভগবান ত্রিলোচনের পূজা করিবে। ইহাই  
 দেবদেবের কপর্দীশ্বর নামকলিঙ্গ ৷১৭২ ভস্মকূটের বায়ুকোণে পঞ্চধনুঃপ্রমাণ  
 ১৭৩ কমল লোচন নামক উত্তম তীর্থ তাহাতে সর্ষপ্রঘটে বিবিধস্তোত্রে  
 অব ও পূজা করিবে ৷১৭৪ হে সুন্দরি ! তথায় মম কপাল পতিত  
 হইয়াছে ৷১৭৫ হে বরারোহে ! তাহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ  
 বিনষ্ট হয় ৷১৭৬ এই তীর্থে কপালেশ্বর মীশান অবস্থিত আছেন ৷১৭৭  
 তাহার উত্তর ভাগে পঞ্চধনুঃপ্রমাণ কপিল তীর্থ ৷১৭৮ তাহাতে স্নান



তত্র স্নান্বা বরারোহে মূচ্যতে ভববন্ধনাং ॥১৭৯  
 কপিলাহুদতীর্থে হস্মিন্ স্নাতা সংযত মানসঃ ।  
 বৃষধ্বজং শিবং দৃষ্টা সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥১৮০  
 পূর্ব্বাশাভিমুখে নৈব আরোহেদভস্মকূটকং ।  
 বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ পূজয়িত্বা প্রশস্যতে ॥১৮১  
 বুঘাচল নমস্তেহস্ত ধর্ম্মামার্গ ত্রিপিষ্টপ ।  
 আরোহয়ামি শিখরং ভস্মকূট নমোহস্ততে ॥১৮২  
 পশ্চিমাভিমুখং যন্ত আরোহেৎ পর্ব্বতং যদি ।  
 দশজন্মকৃতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥১৮৩  
 উত্তরাভিমুখে যন্ত যশ্চ ঐশাশ্রয় স মুখঃ ।  
 ধনং পুত্রং কলত্রঞ্চ সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥১৮৪  
 অগ্নিদ্বারং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং শুভং ।  
 বৃষধ্বজ্য মহাশ্রায়া শূণু দেবি বরাননে ।

করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥১৭৯ হে শিবে ! সংযত মানস হইয়া  
 এই কপিলা হুদ তীর্থে স্নানান্তর বৃষধ্বজকে দর্শন করিলে সর্ব্বযজ্ঞের  
 ফল লাভ হয় ॥১৮০ পূর্ব্ব মুখে ভস্মকূটে আরোহণ করিবে ॥১৮১ বুঘাচল  
 নমস্তেহস্ত ধর্ম্মামার্গ ত্রিপিষ্টপ । আরোহয়ামি শিখরং ভস্মকূট নমোহ-  
 স্ততে ॥১৮২ এই মন্ত্রদ্বারা পূজা করিলে পুণ্যলোক লাভ হয় । যদি কেহ  
 পশ্চিমাভিমুখে পর্ব্বতরোহণ করে, তবে তাহার দশজন্মকৃত পুণ্য তৎক্ষণাৎ  
 বিনষ্ট হয় ॥১৮৩ যে উত্তরাভিমুখে বা ঈশানকোণাভিমুখে আরোহণ করে,  
 তাহার ধন, পুত্র কলত্রাদি সমস্ত তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥১৮৪ হে বরাননে  
 দেবি ! গুহ্যদপি গুহ্য গুতকর বৃষধ্বজের মহাশ্রায়া শ্রবণ কর । সোমবার

সংযুক্তা সোমবারেণ অমাবস্তা ভবেদ্ যদি ।  
 তদা ভস্মাচলং গচ্ছা দেব মভ্যর্চ যত্নতঃ ।  
 কুলৈকবিংশমুকুতাম গৃচ্ছেৎ পরমং পদং ॥১৮৫  
 গঙ্ঘ্যাভ্যেঃ স্নাপয়েল্লিঙ্গং কমলৈঃ সুমনোহরৈঃ ।  
 পঞ্চামৃতেন তোয়েন চন্দনেন সমর্পয়েৎ ॥১৮৬  
 মহাত্মানাং ততঃ কুর্য্যান্মাসান্তে প্রতিপর্কষনি ।  
 বিশ্বপত্রেণ সংপূজ্য রত্নতোয়েন স্নাপয়েৎ ॥১৮৭  
 প্রসাদেন তু মদ্বৈণ ক্রত্বপুষ্পেণ পূজয়েৎ ।  
 বন্ধুকেন জয়ন্তেন মালুরেণ বিশেষতঃ ॥১৮৮  
 ধ্যেয়ঃ শ্রীতো দেবদেবঃ পিণাকী পাংশুনেত্রে  
 দীপ্যমানৈঃ স্ততায়ৈঃ ।  
 লোলৈঃ সান্ধ্বাং সর্কশাপৌষহস্তী বিশ্বভ্রাজঃ  
 শ্চতুরো দেবদেব্য ॥১৮৯

সংযুক্তা অমাবস্তায় ভস্মাচলে গমন করিয়া যত্ন সহকারে দেবদেবের অর্চনা  
 করিলে, এক বিংশতি কুল উদ্ধার ও স্বয়ং পরম পদ প্রাপ্ত হয় ১৮৫  
 সুমনোহর কমল ও গন্ধাদি দ্বারা সেই লিঙ্গের স্নানান্তর তাহাতে  
 পঞ্চামৃত তৈরচন্দ্রম বিলেপন করিবে ১৮৬ তৎপরে মাসান্তে প্রতিপর্কে  
 রত্ন তৈরদ্বার স্নান করাইয়া বিশ্বপত্রে পূজা করিবে ১৮৭ তদনন্তর  
 প্রসাদমদ্র ও ক্রত্ব পুষ্প, বন্ধুক জয়ন্ত ও বিশেষতঃ বিশ্বপত্রে দ্বারা পূজা  
 কর্তব্য ১৮৮ তদনন্তর দেবদেব পিণাকী, লোল ত্রিনেত্র দ্বারা দীপ্যমান,  
 সর্কশাপৌষহস্তী দেবদেব ১৮৯ ব্যাঘ্রকীর্তি, বিভূতি শুভ্র শশিদ্বারা

বিভ্রহাসশর্চ্চ বৈরাগ্যকাণ্ড ভূত্যা শুভ্রং শশিকান্তং বপুশ্চ ।

দেব্যা গাত্রে নীলদেহ মুখশ্চ স্পৃশন্ পাণিং পাপিনা

সুপ্রমত্তঃ ॥১২০

পত্রেযু পূজয়েদ্দেতা দেবতাঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।

ধাম ধর্ম্যং তথা সূক্ষ্ম বিষ্ণুং নারায়ণং হরং ॥

বিজয় বিরজং বিশ্বং মধ্যাদি প্রতিপূজয়েৎ ।

শক্তিীঃ সংপূজ্যৈব রামাছাঃ প্রোক্তলক্ষণাঃ ॥১২১।১২২

বাহে সংপূজয়েদ্ধৃত্যা ত্রীকণাছাশ্চ তদ্ব্যহঃ ।

পীঠেশাংশ্চ তথা বাহ্যে পীঠেশাং শ্চাগ্রতোহর্চ্চয়েৎ ॥১২৩

ত্রৈয়ম্বকেণ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ কমলাং বিনা ।

নন্দীশং মুকুটধেব নিক্‌পালায়নপূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥১২৪

এবং সংপূজ্য দেবেশং পূজাভির্ভক্তিময়র ।

প্রণম্য পরমেশানং ইদং স্তোত্রমুদাহরেৎ ॥১২৫

কমনীয়বপু পাণিদ্বারা দেবীর পাণি স্পর্শকরিয়া আছেন, নীলদেহ মহেশ্বরের  
 দ্ধান করিবে ।১২০ তদনন্তর পুষ্প পত্রাদি দ্বারা পরমেষ্ঠি দেবগণ দান, ধর্ম্য,  
 সূক্ষ্ম, বিষ্ণু, নারায়ণ, হর, বিরজ বিশ্বাদির পূজা করিবে । তদনন্তর উক্ত  
 লক্ষণ রামাদি শক্তিগণের ভক্তি পূর্বক বহির্দেশ পূজা করিবেন ।১২১-১২২  
 তদনন্তর বাহ্যে ত্রীকণাদির, অগ্রভাগে পীঠগণের পূজা কর্তব্য ।১২৩  
 ত্রৈয়ম্বকবদ্ব দ্বারা কমলা ব্যতিরেকে নন্দীশ, মুকুট ও দিক্‌পালগণের পূজা  
 করিবে ।১২৪ এইরূপে নরগণ ভক্তিমান হইয়া দেবেশ পরমেশানকে  
 অর্চনা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ কর্তব্য ।১২৫ যিনি বিশ্ববর্ণ হিরণ্য, হিরণ্য-  
 বর্ণ হিরণ্যকূতচূড় ও হিরণ্যপতি, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি । হে

ওঁ নমো বিশ্ববর্ণায় হিরণ্যায় হিরণ্যবর্ণায় চ ।

হিরণ্যকুতুড়ায় হিরণ্যপতয়ে নমঃ ॥

ঈশানবজ্রসংভূত হরিকেশ নমোহস্ত তে ।

নমো বালর্কিকর্ণায় জলদ্রপধরায় চ ॥

নমো হস্তদ্বায় শুদ্ধায় সৌভগায় ক্ষয়ায় চ ।

ভবান্ধোজিতকেশায় মুক্তকেশায় বৈ নমঃ ।

নমঃ ষট্‌কর্ম্মতুষ্ঠায় ত্রিকর্ম্মানরতায় চ ।

বর্ণশ্রমেণ বিধিবৎ পৃথক্কর্ম্মপ্রবর্ত্তিনে ॥

নমঃ শোশীয় শোশায়ননঃ করকণায় চ ।

শেতপিঙ্গলনেত্রায় কৃষ্ণবক্ত্রেক্ষণায় চ ॥

ধর্ম্ম কর্ম্মার্থ মোক্ষায় সর্ব্বপাপরায় চ ।

নমস্ত্রিশূলহস্তায় উমাকান্তায় বৈ নমঃ ॥

ঈশানবজ্রসংভূত হরিকেশ নমোহস্ত তে ।

প্রসীদ পার্শ্বতীকান্ত উমানন্দায় বৈ নমঃ ॥১৯৬।২০২

ঈশান! বজ্রসংভূত! হে হরিকেশ! আপনাকে নমস্কার করি। যিনি বালর্ক বর্ণ, যিনি জলদ্রপধর যিনি শুদ্ধস্বরূপ, যিনি অশুদ্ধ, সৌভাগ্য অক্ষয়, তাহাকে আমি নমস্কার করি। যিনি ভবান্ধ, যিনি উজ্জ্বলিতকেশ ও মুক্তকেশ তাহাকে আমি প্রণাম করি। যিনি ষট্‌কর্ম্মে পরিতুষ্ট, যিনি ত্রিকর্ম্মনিরত, যিনি বর্ণাশ্রমে বিধিপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন, তাহাকে আমি প্রণাম করি। যিনি শোশীয় ও শোশ ও করণরূপ, আমি তাহাকে প্রণাম করি। যিনি শেতপিঙ্গল নেত্র ও কৃষ্ণবক্ত্রেক্ষণ, যিনি ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষস্বরূপ ও সর্ব্বপাপহর, যিনি ত্রিশূলহস্ত ও উমাকান্ত

ততোহমুজ্জাং সমাদায় কৃতাজ্জলিপুট করঃ ।

প্রণমঃ পূজয়িত্বা চ ইমং মন্ত্র মুদীয় ॥২০৩

উমানন্দনমস্তেহস্ত পার্শ্বতীপ্রীতিবর্দ্ধন ।

নির্কিৰ্ণা যাতু মে সিদ্ধিবর্ষ্যং পূজা কৃতোত্তমে ।

জগন্নাথ প্রসাদং শ্রীমং কামেশ্বরীং শিবং ।

অৰ্চয়ামাস দেবেশ আজ্জয়া তে মহেশ্বর ॥২০৪২০৫

প্রাচ্যং তস্য সমভ্যর্চো বিশ্বক্সেনো জনার্দঃ ॥২০৬

দৈবস্য পশ্চিমে ভাগে মাতঙ্গং নাম ক্ষেত্রকং ।

ধনুদ্বাবংশমানেন তত্র বাসে ন শোচতি ॥২০৭

তত্র যৎ পাতকং কৃদ্বা অশ্রুতান্নবধে সমং ।

তৎ যৎসুকৃতং কিঞ্চিৎ অগ্নিষ্টোম এবং লভেৎ ॥২০৮

আমি তাঁহাকে প্রণাম করি । হে ঈশান বক্রসমুত, হে হরিকেশ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । হে পার্শ্বতীকান্ত ! প্রসন্ন হও, হে উমানন্দ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥১৯৬২০২ তদন্তর কৃতাজ্জলিপুটে অনুজ্জা গ্রহণান্তর, প্রণাম ও পূজা করিয়া এই মন্ত্র উদগীর্ণ করিবে ॥২০৩ হে উমানন্দ ! তোমাকে নমস্কার । হে পার্শ্বতীপ্রীতিবর্দ্ধন ! আমি অশ্রু আপনার পূজা করিতেছি, আপনি আমার সিদ্ধি নির্কিৰ্ণা করুন । হে মহেশ্বর ! হে দেবেশ ! হে জগন্নাথ ! আমি আপনার প্রসাদে আপনার আজ্জয়া অশ্রু শ্রীকামেশ্বর শিবের পূজা করিতেছি ॥২০৪২০৫ তাহার পূর্ব্বে ভাগে বিশ্বক্সেন জনার্দনকে অৰ্চনা করিবে । ২০৬ দেবের পশ্চিম-ভাগে মাতঙ্গ নাম ক্ষেত্র আছে, উহার পরিমাণ দ্বাবিংশতি ধনুঃ তথায় বাস করিলে শোক পাইতে হয় না ॥২০৭ তথায় যৎকিঞ্চিত সামান্য পাপ

মাতঙ্গীং পূজয়েত্ত্বং গন্ধাথে ভক্তিমান্নরঃ ।

মায়া বীজেন দেবেশি ভাবেন সুসমাহিতঃ ॥২০৯

তত্রস্থো মন্দরং পশ্চোদক্ষিণাভিমুখে তু ।

স সর্বকুল মুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২১০

নমো মুরারীশৈলায় বিষ্ণুরূপায় বেধসে ।

তান্ দৃষ্ট্বাথ স্বর্গস্থো ভব পাপং ব্যাপোহতু ॥২১১

বীক্ষেৎ সন্ধ্যাচলং পশ্চাদিসং মন্ত্র মুদীরয়েৎ ॥২১২

যুগকোটিসহস্রাণি যৎ পাপং সমুপার্জিতং ।

ক্ষপাসি গজচক্রে চ সাক্ষী ভব মগগজ ॥২১৩

ততোহর্ঘ্যং ভানবে দত্তাভিলবারিকুশাগিতঃ ।

উথায় প্রাণ পাতেন দত্তাদাচমনীয়কং ॥২১৪

করিলেও ব্রহ্মবধের তুল্য হয়। তথায় যৎকিঞ্চিৎ সূকৃত করিলে, তাহা অগ্নিষ্টোমের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥২০৮ নরগণ ভক্তিমান্ ও ভাব পূরিত হইয়া সমাহিতচিত্তে গন্ধাদি দ্বারা মায়াবীজে সেই স্থানে মাতঙ্গীর পূজা করিবে ॥২০৯ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া তত্রস্থ মন্দির দর্শন করিলে সর্বকুল উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হয় ॥২১০ আমি, বন্দরশৈল বিষ্ণুরূপ বিধাতাকে প্রণাম করি, সেইফল দর্শন পূর্বক সর্বপাপ দূরীকৃত করিলে স্বর্গলাভ হয় ॥২১১ তদন্তর দিবসে সন্ধ্যাচল দর্শন করিবে ॥২১২ তদন্তর যুগকোটি সহস্রাণি যৎ পাপং সমুপার্জিতং । ক্ষপাসি গজবক্রে চ সাক্ষী ভব, মন্ত্রগজ ॥২১৩ এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার কুশযোগে হৃদ্যকে অর্ঘ্যদান করিবে । তদন্তর প্রণিপাত করিয়া উথান পূর্বক আচমনীয় প্রদান কর্তব্য ॥২১৪ আদিত্যের ব্রতাজ্ঞে বিশেষতঃ

আদিত্যস্য ব্রতাস্তে তু অর্ঘ্যদানে বিশেষতঃ ।

উপবিশ্য ততোদত্তা দত্ততোথায় দাপরেৎ ॥২১৫

অধোমুখকর্ঘ্যপাত্রং দত্তার্ঘ্যাস্তে বিচক্ষণং ।

তত্র চণ্ডেশ্বরং সূর্য্যং প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥২১৬

দশাশ্বমেধনৈঋতে দাক্ষিণ্যে মম স্তুন্দরি ।

ইক্ষুক্ষেপান্তরে যচ্চ সংস্থিতং কলি পর্ব্বতং ।

তত্রারোহণমাত্রেণ স্কুকৃতঞ্চ বিনশ্যতি ।

ভূঃস্থিতং লিপ্যতে গাত্রে কলিঃ স্পৃশতি নাগুখা ॥২১৭২১৮

কলিঃ স্পৃশতি যাং ধাবাং সা ধারা মম বাহিনী ।

সর্ব্বং কালমলং তীর্থং তথৈনং পরিবর্জিয়েৎ ॥২১৯

মন্দরস্য হি চৈতন্যং ধনুষোড়শকং নিত্যং ।

চক্র তীর্থং মহাতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ।

গ্রহাপদে যজ্ঞৈকৈব পাতকং যৎ কৃতং বৎ ।

কৃষ্ণে শুক্রে চতুর্থাঞ্চ দৃষ্ট্বাসিংহে চ চন্দ্রকং ।

তদ্রোষাৎ পাতকং যচ্চ সর্ব্বং স্নানাদ্বিনশ্যতি ॥২২০

অর্ঘ্যাদানে উপবেশন পূর্ব্বক দান করিবে, অতঃ উখিত হইয়া অর্ঘ্যদান কর্তব্য ॥২১৪ অধোমুখ অর্ঘ্যপাত্রে অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক বিচক্ষণগণ তত্রস্থ চণ্ডেশ্বর স্বর্য্যকে প্রণিপাত করিয়া বিসর্জন করিবে ॥২১৬ হে শোভনে ! দশাশ্বমেধের নৈঋতে ও আমার দক্ষিণে ইক্ষুক্ষেপান্তরে যে কলি পর্ব্বত সংস্থিত আছে, তাহাতে আরোহণ মাত্রেই স্কুকৃতি সকল বিনষ্ট ও ভূঃ প্রাপ্ত হয়, এবং গাত্রে কালস্পর্শ ঘটয়া থাকে ॥২১৭২১৮ কলি যে ধারা স্পর্শ করে, সেই ধারা আমার বাহিনী জানিবে। এই তীর্থ সর্ব্বত্রই কলিমলময়, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিবে ॥২১৯ মন্দিরের ঈশানে

অস্তুী ন পারয়েদ্যন্ত সপ্তরাত্রৌ মম প্রিয়ে ।  
 চক্রাক্রিতং ভবেদেবি নাস্তি কার্য্যা বিচারণা ॥২২১  
 চক্রতীর্থে ব্রতং সর্বং ধারণাষোদহপি চন্দনং ।  
 তৎফলং প্রাপ্য তেজস্বর্ম্মতে হরিপুরং ব্রজেৎ ॥২২২  
 দ্বারকায়াং সমুদ্ভূত দ্বিজন্মভবসাগরাং ।  
 তীর্থ রাজ্য নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং ভববন্দনাং ॥২২৩  
 মন্ত্ৰেণানেন স্নাত্বা তু সবিদ্রেহর্ঘং নিবেদয়েৎ ।  
 চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বেধং যন্ত পূজয়েৎ ।  
 দশ পূর্ব্বান দশ পরান্ আত্মনৈধেব তারয়েৎ ॥২২৪  
 চক্র তীর্থং স্পৃশন্ শৈলং নন্দনং নাম পর্ব্বতং ।  
 ধনুদ্বিষষ্টিমানধঃ পশ্চিমে নৈব স্তুন্দরি ॥২২৫

ষোড়শ ধনুঃ পরিমিত' সর্ব্বপাপ প্রণাশন চক্রতীর্থ, এই মহাতীর্থ, শুক্ল ও  
 কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে এবং সিংহে চন্দ্র দেখিয়া স্নান করিলে গ্রাহোপদোষ-  
 জাত পাতক সকল বিনষ্ট হয় ॥২২০ হে প্রিয়ে ! যে নর সপ্তরাত্র অস্থি  
 পাতন করে, তবে তাহা চক্রাক্রিত নাই তাহাতে সন্দেহ হয় ॥২২১ চক্র-  
 তীর্থে ব্রত ধারণ করিলে তাহার অক্ষয় ফল লাভ হয় এবং পরলোকে  
 হারিপুরে গমন করিয়া থাকে ॥২২২ দ্বারকায়াং সমুদ্ভূত দ্বিজন্মভবসাগরাং  
 তীর্থ রাজ্যসমস্তেহস্ত ত্রাহিমাম্ ভববন্দনাং" ॥২২৩ এই মন্ত্র দ্বারা স্নানান্তর  
 সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যদান করিবে। নরগণ, চক্রতীর্থে স্নান করিয়া বিধাতার  
 পূজা করিলে পূর্ব্বদেশ ও পরদেশ পুরুষ ও আপনার তারণ করিতে সমর্থ  
 হয় ॥২২৪ যে শৈল চক্রতীর্থ স্পর্শ করিতেছে, তাহার নাম নন্দন পর্ব্বত  
 তাহার পরিমাণ দ্বিষষ্টি ধনুঃ ॥২২৫ হে স্তুন্দরি ! তাহার পশ্চিমে দেবেশ্বর



জনার্দনঞ্চ দেশেশং কলৌ বৌদ্ধস্বর্ষপিণং ।  
 তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপৈশ্বহাঘোরৈ শুদারুণং ॥২২৬  
 কর্কশং পৌণ্ড্র বর্দ্ধঞ্চ যা শিলা চল চক্র উত্ততা ॥  
 মন্দরস্য চ পাশ্চাত্যে শুভশৈলস্য ভাবিনি ।  
 জনার্দনস্য চিহ্নঞ্চ রূপত্ব পরিকীর্তিতং ॥২২৭  
 উত্তরে তস্য শৈলস্য ঐশান্যাং বিরজা তথা ।  
 দক্ষিণে গজ শৈলস্য পশ্চিমে শৌভ্রলিঙ্গকঃ ॥২২৮  
 এতন্মধ্যোত্তমং ক্ষেত্রং আগন্ত্যং নাম বৈ গয়া ।  
 এবং শত মতং ক্ষেত্রং মৎসস্তবাদিকং স্মৃতং ॥২২৯  
 এতাদাশাং বিজ্ঞানীয়ায়ত্ন লোহিত মুচ্যতে ।  
 তত্র পিণ্ড প্রদানে পিতৃণ পরমা গতিঃ ॥২৩০  
 জনার্দনস্ত হস্তে চ । পিতৃণ সমর্পয়েৎ ।

জনার্দন অবস্থিত আছেন তিনি কঃ তে বুদ্ধরূপী, তাঁহাকে দর্শন করিয়া  
 মহাঘোর শুদারুণ পাপ হইতে পরিমুক্ত হয় ॥২২৬ চক্রতীর্থে যে শিলা  
 উত্তিতা হয় বা হইয়াছে, তাহাই পৌণ্ড্র বর্দ্ধ । হে ভাবিনি ! মন্দরের  
 পাশ্চাতে ও শুভশৈলের দক্ষিণে জনার্দনের রূপ চিহ্ন পরিকীর্তিত হয় ২২৭  
 উত্তরদিকে সেই শৈলের ঐশানে বিরজা । গজশৈলের দক্ষিণে ও পশ্চিমে  
 শৌভ্রলিঙ্গক ॥২২৮ ইহার মধ্যগত ক্ষেত্র আগন্ত্যমামে বিখ্যাত । এইদিকে  
 এইরূপ শতপরিমিত ক্ষেত্র আমার সমান জানিবে ॥২২৯ অত্ৰদিকে  
 লোহিত তথায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ স্বর্গগত প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই  
 ॥২৩০ জনার্দনের হস্তে স্বাহা পিণ্ড সমর্পণ করিবে ৥২৩১ হে জনার্দন ! আমি  
 তোমার হস্তে এই পিণ্ড সমর্পণ করিতেছি, আমি পরলোকগত হইলে

এষ পিণ্ডো ময়া দত্ত স্তব হস্তে জনাৰ্দ্দিন ।  
 পরলোকগতং মহং স্বং হি দাতা ভবিষ্যসি ॥২৩৩  
 কলিশেষশ্য পূৰ্বে তু ধনুৰষ্ট্রপ্রমাণতঃ ।  
 মা শিলা প্রেতভাবেন পিতৃণাং তরণায় চ ।  
 তত্র পিণ্ডপ্রদানেন ন প্রেতো জায়তে কচিৎ ॥  
 চক্রতীৰ্থস্য চায়েয়ে ধনুৰ্দ্ধ্বপ্রমাণতঃ ।  
 লিঙ্গং লৌলং পরং তীৰ্থং তিলদুগ্ধৈঃ প্রতর্পয়েৎ ॥২৩৪  
 জনাৰ্দ্দিনং ততো বীক্ষ্য মুচ্যতে বৈ ঋণত্রয়াৎ ॥২৩৫  
 কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ ধনুৰ্দ্ধ্বপ্রমাণতঃ ।  
 শুক্রেণ স্থাপিতং লিঙ্গং শুক্রেণং নামতঃ শ্রুতং ।  
 দেবং শুক্রেশ্বরং দৃষ্ট্বা কেন মুচ্যতে বন্ধনাৎ ॥২৩৬

আপনি তাহা আমাকে প্রদান করিবেন ।২৩২ কলিশেষের পূৰ্বে অষ্ট-  
 ধনুঃপরিমিতা সেই শিল। পিতৃগণের তারণকারিণী হয়। তথায়  
 পিণ্ডদান করিয়া কেহই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না ।২৩৩ চক্রতীৰ্থের অগ্নিকোণে  
 হই ধনুঃপরিমিত লৌহলিঙ্গ নামে পরমতীৰ্থ আছে। তিলদুগ্ধে পূজা  
 করিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিবে ।২৩৪ তদনন্তর জনাৰ্দ্দিনে দর্শন করিলে,  
 ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয় ।২৩৫ কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে শুক্রেণ  
 একলিঙ্গ স্থাপিত হয়, এই হেতু ঐ লিঙ্গের শুক্রেণলিঙ্গ এই নাম হইয়াছে ।  
 তথায় শুক্রেশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া, কেন না বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ  
 করিয়াছে ।২৩৬ তদনন্তর গোলকেশ্বর দর্শন করিলে, ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে  
 পরিত্রাণ পায় । তদনন্তর অন্ধারেশ, সিদ্ধেশ, গম্যাদিত্য, গজ, মার্কণ্ডেশ্বর  
 পিতৃগণ পরিশোধ হয় ।২৩৭ তৎপরে গয়ায় গোলকেশ্বর ও জনাৰ্দ্দিনদেবকে  
 দর্শন করিলে, কেবল পিতৃগণ শোধই হয় না, তাহাতে একবিংশতি পুঙ্খ

গোলকেশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ।  
 অঙ্গারেশশচ সিদ্ধেশং গয়াদিত্যং গজ তথা ।  
 মার্কণ্ডেয়েশ্বরং দৃষ্ট্বা পিতৃণা মন্বণো ভবেৎ ॥২৩৭  
 গয়াগোলেশ্বরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা দেবং জনার্দনঃ পুরুষানেক-  
 বিংশতি ॥২৩৮  
 পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্র  
 লোকং প্রযান্তীহ পুরুষানেকবিংশতি ॥২৩৯  
 পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্র সরাংসি চ ।  
 চক্রতীর্থং গমিষ্যস্তি বারমেকং দিনে দিনে ॥২৪০  
 পৃথিব্যাঞ্চ গয়া পুণ্যা গয়ায়াং কুপকং গয়া ।  
 কূপাদষ্টগুণং দেবি শ্রেষ্ঠা মাতৃগয়া শুভে ॥ ২৪১  
 পুত্রো মাতৃগয়াং গয়া অনুগো ভবতি ক্ষণাৎ ।  
 গয়ায়াং পিণ্ডদানঞ্চ পিতৃণা মন্বণো ভবেৎ ॥ ২৪২  
 গয়াস্তং পিণ্ডদানঞ্চ গয়াস্তং তীর্থ মেব চ  
 পঞ্চকাস্তং কামরূপং পিচ্ছিলাস্তং সরিৎ শুভে ।  
 জনার্দনস্য হস্তে তু পিণ্ডং দত্ত্বাৎ স্বকং নরঃ ॥২৪৩

পর্য্যস্ত ব্রহ্মলোকে গমন করে ।২৩৮ সমুদ্র সরোবর আদি করিয়া পৃথিবীতে  
 যে যে তীর্থ আছে, তৎসমুদায়ই প্রতিদিন এক একবার চক্রতীর্থে গমন  
 করিয়া থাকে ।২৩৯ পৃথিবীতে গয়া পুণ্যতমা, গয়ায় কুপগয়া, হে দেবি !  
 কূপ হইতে মাতৃগয়া অষ্টগুণ শ্রেষ্ঠা জানিবে ।২৪০ পুত্রগণ মাতৃগয়ায় গমন  
 করিয়া অশ্লব হয় । গয়ায় পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ  
 হয় ।২৪১ গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদান শেষ পায়, গয়ায় গমন  
 করিলে তীর্থগমন শেষপ্রাপ্ত হয় । কামরূপে গমন করিলে পঞ্চক ও  
 পিচ্ছিলায় গমন করিলে সরিৎ শেষ পায়, অত্ৰ গমন করিতে হয় না ।

বিরজে চ তথা চাশ্বে কর্ণিবামে চ সোমংকে ।  
 জীবৎপিণ্ড প্রদানেন অন্নায়ুর্জায়তে নরং ॥২৪৪  
 যত্রাগন্ত্যে মহাক্ষেত্রে স্বকরেণ পিণ্ডং দদেত্তু যঃ ।  
 মাসদ্বয়াদধিকং বর্ষ মাযুসো বর্দ্ধিতে ক্রমাৎ ॥২৪৫  
 স্বহস্তে বুধোৎসর্গং যঃ করোতৌর্দ্ধদেহিকং ।  
 পরলোকগতে দেবি অক্ষয়ং তদপি স্মৃতং ॥২৪৬  
 পিত্রোশ্চ জীবতোং পুত্রে ন কুর্যাদৌর্দ্ধদেহিকং ।  
 বহুপুত্রে চৈকপুত্রে পুত্রে যা যোগ সেবিতো ।  
 ক্ষয়কৃষ্ণগতে পুত্রে ত্রিপুত্রে বা মহেশ্বরি ।  
 চত্বারিংশৎপরো দেবি স্বয়মাত্মক্রিয়াকবেৎ ॥২৪৭  
 দানধৈব বুধোৎসর্গং কুর্যাদ্নৈব দশাহিকং ।  
 দম্পত্যো জীবতোঃ কুর্যাদ্ বুধোৎসর্গদ্বয়ং সদা ॥২৪৮

হে শুভে ! নরগণ জনার্দনের হস্তে নিজপিণ্ড প্রদান করিবে । ২৪২-২৪৩  
 বিরজে, অশ্বক্রান্তে, কর্ণিবামে ও সোমংকে জীবৎপিণ্ড প্রদান করিলে,  
 নরগণ অন্নায়ু হয় । ২৪৪ যে ব্যক্তি আগন্ত্য মহাক্ষেত্রে নিজ পিণ্ড প্রদান  
 করে, তাহার এক বৎসর দুইমাস আয়ুঃবর্দ্ধিত হয় । ২৪৫ হে দেবি !  
 যে মানব স্বহস্তে আপনার ঔর্দ্ধদেহিক বুধোৎসর্গ করে, সে পরলোক  
 গমন করিলে তাহা প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই । ২৪৬ পুত্র বিত্তমানে মাতা-  
 পিতার ঔর্দ্ধদেহিককার্য্য কর্তব্য নয় । হে মহেশ্বরি ! বহুপুত্র একপুত্র বা  
 যোগসেবিত পুত্র ক্ষয়কৃষ্ণ গতপুত্র বা ত্রিপুত্র বিত্তমানে চত্বারিংশৎবর্ষ বয়স্ক  
 মানব দান ও বুধোৎসর্গাদি আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে । ২৪৭ কেবল  
 দশাহিক কার্য্য করিবে না । দম্পতীর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বাঁচিয়া

একত্র মণ্ডলে কুণ্ডে বুযোৎসর্গং পৃথক্ চরেৎ ।  
 মৃত্যে কুর্যাদেকগুণং জীবিতোহষ্টগুণং ফলং ॥২৪২  
 পরগোত্র কৃতে চৈব স্বল্লালং ফল মাগ্নুয়াৎ ॥২৫০  
 উত্ততস্ত গয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ ।  
 বিধায় কর্কটিকেশঃ গ্রাসস্ত্রাস্ত্র প্রদক্ষিণং ।  
 ততো গ্রামাস্তুরং কৃত্বা শ্রাদ্ধশেষ ভোজনং ॥  
 কৃত্বা প্রদক্ষিণং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জিতঃ ॥২৫১।২৫২  
 গৃহাচ্চারত্ৰিমাত্রঞ্চ আগন্ত্যগমনং প্রতি ।  
 স্বর্গারোহণসোপানঃ পিতৃগাস্ত পদে পদে ॥২৫৩  
 দিবা চ সর্বদা রাত্রৌ আগন্ত্য শ্রাদ্ধকৃন্তবেৎ ।  
 অশ্বতীর্থ্যে কৃতং শ্রাদ্ধং নীলকুটে চ পঞ্চকে ।  
 রামাশ্রমে সোমকুটে শ্রাদ্ধী পিতৃন্ স্বর্গং ব্রজেৎ ॥২৫৪

থাকিলে, দুই বুযোৎসর্গ করিবে ।২৪৮ একত্রমণ্ডলে ও একই কুণ্ডে  
 পৃথক দুই বুযোৎসর্গ কর্তব্য । মৃত অপেক্ষা জীবিতের বুযোৎসর্গে  
 অষ্টগুণ অধিক ফল লাভ হয় ।২৪২ পরগোত্রের নিমিত্ত বুযোৎসর্গ  
 করিলে, অল্প অল্প ফল হয় ।২৫০ গয়াগমনে উত্তত হইয়া বিধানপূর্বক  
 শ্রাদ্ধ কর্তব্য । তদন্তর গ্রামাস্তুর গমন করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজনপূর্বক  
 প্রদক্ষিণান্তে প্রতিগ্রহবিবর্জিত হইয়া গমন করিবে ।২৫১।২৫২ আগন্ত্য  
 গমনে গৃহ হইতে অত্রিপ্রমাণ স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া গমন কর্তব্য । তাহা  
 হইলে পদে পদে পিতৃগণের স্বর্গারোহণসোপান ব্যবস্থিত হয় ।২৫৩ আগন্ত্য  
 সর্বদাই দিবা বা রাত্রিযোগে শ্রাদ্ধ করিবে । অশ্বতীর্থ্যে, নীলকুটে,  
 পঞ্চকে, বামাশ্রমে, সোমকুটে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ স্বর্গগমন করেন,

আগন্ত্যে মণ্ডনং কৃত্বা দৃষ্ট্বাঃ দেবং জনার্দনং ।  
 আকৃহ্য মন্দরং শৈলং পুনাতি সপ্তমং কুলং ॥২৫৫  
 সাযুৎসার গয়াশ্রাদ্ধং পার্শ্বণং প্রতিপর্ষণি ।  
 নিরামবং কৃতং শ্রাদ্ধং তথাচ বিশ্ববদ্বয়ে ।  
 সপিণ্ডাঃ পিতরস্তস্য নিরাশাঃ পিতরোগতাঃ ॥  
 আমশ্রাদ্ধে আমমাংসং প্রদত্তাদবিচারতঃ ॥২৫৬  
 পিতরোহধোমুখগতাস্তিষ্ঠন্তি ন মম প্রিয়ে ।  
 সামিষন্তু কৃতং শ্রাদ্ধং যন্তু ভুঙ্ক্তে নিরামিষং ॥২৫৭  
 তামিশ্রনরকং গচ্ছেৎ পিতৃভিঃ সহ নাশ্রুথা ।  
 দীর্ঘতন্তুময়ং কুর্যাদ্ গৃহীতাকামশাক্ষরি ॥২৫৮  
 শ্রাদ্ধাচারং বিনা কুর্যাদ্ তমেবং মম প্রিয়ে ।  
 নিরামিষং কৃত্বী যেন কুর্যাৎ শ্রাদ্ধং নিরামিষং ॥২৫৯

স কহ নাই ৥২৫৪ আগন্ত্যে মণ্ডল করিয়া জনার্দন দেবকে দর্শন করিয়া  
 মন্দরশৈলে আরোহণ করিলে, সপ্তকুল পবিত্র হয় ৥২৫৫ প্রতিপর্ষে  
 সাযুৎসার পার্শ্বণ গয়াশ্রাদ্ধ এবং বিশ্ববদ্বয়ে নিরামিষ শ্রাদ্ধ করিলে, তাহার  
 সপিণ্ড পিতৃগণ ও অন্ত্যাত্ম পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন । হে প্রিয়ে ।  
 আমশ্রাদ্ধে আমমাংস প্রদান কর্তব্য, তাহাতে বিচার করিতে হয় না ৥২৫৬  
 পিতৃগণ অধোমুখ হইয়া অবস্থান করেন । সামিষ শ্রাদ্ধ করিয়া যে ব্যক্তি  
 নিরামিষ ভোজন করেন ৥২৫৭ সে পিতৃগণের সহিত তামিশ্রনরকে  
 গমন করে । হে শাক্ষরি ! দীর্ঘতন্তুময় ব্রত করিবে ৥২৫৮ এই ব্রত  
 শ্রাদ্ধাচারব্যতিরেকে নিষ্পাদন করিবে । যে নিরামিষ ভোজী, সে  
 নিরামিষ শ্রাদ্ধ করিবে, সে নিরামিষ ভোজন করিবে, কদাচই আমিষ

ভোক্তা নিরামিষং ভুঙ্ক্তে সামিষং ন কদাচন ।  
 সন্তোনিমন্ত্রয়েৎ শ্রাদ্ধে কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥২৬০  
 শূদ্রেণ নিন্দিতে বিপ্রে শ্রাদ্ধযজ্ঞাৎ সুরেমু চ ।  
 ব্রাহ্মণং ভোজয়েদ্ যন্তু ভুঙ্ক্তে বিষ্ঠাঞ্চ শাক্কবি ॥২৬১  
 মাহিষং বৃহদাকঞ্চ ঐহঞ্চ চামরন্তথা ।  
 গোধা কুৰ্ম্মঞ্চ শাল্লঞ্চ শাশকং শৌকরন্তথা ;  
 বাবাহঞ্চ তথা মেঘং শ্রাদ্ধে দেয়ানি সৰ্ব্বশঃ ॥২৬২  
 অকলৌতু গবাং মাংসং সারমেয়ঞ্চ তত্ববৎ ।  
 হীনেন্দ্রিয়ং ছাগলঞ্চ ন কুৰ্য্যৎ তঞ্চ বৰ্জ্জয়েৎ ॥২৬৩  
 কৃষ্ণছাগস্য মাংসেন পিতৃন্ যন্তু প্রতর্পয়েৎ ।  
 নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শাপং দত্তা সূদারুণং ॥২৬৪  
 হীনেন্দ্রিয়ং ছাগমাংসৈর্ঘন্তু পিতৃন্ প্রতর্পয়েৎ ।  
 মহাভয়করং প্রোক্তং তস্মাস্থং পরিবৰ্জ্জয়েৎ ॥২৬৫

---

ভোজন করিবে না ৷২৫৯ বিচক্ষণগণ শ্রাদ্ধে কৰ্ম্ম করিয়া সন্তাই নিমন্ত্রণ  
 করিবে ৷২৬০ শ্রাদ্ধযজ্ঞে শূদ্রনিন্দিত বিপ্রভোজন করাইলে, সে বিষ্ঠা-  
 ভোজন করে ৷২৬১ মাহিষ, বৃহৎ অজমাংস, ঐষ, চামর, গোধামাংস  
 কুৰ্ম্মশাশ-শশকমাংস, শূকরমাংস ও বরাহ মাংস এবং মেঘমাংস এই সকল  
 শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে ৷২৬২ কলি ভিন্ন অপর যুগে গোমাংস ও  
 সারমেয়মাংস বিহিত হীনেন্দ্রিয় ছাগল বৰ্জ্জনীয় ৷২৬৩ যে কৃষ্ণছাগের  
 মাংস দ্বারা তর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া দারুণ অভিশাপ  
 প্রদান করেন ৷২৬৪ হীনেন্দ্রিয় ছাগমাংস দ্বারা পিতৃর্পণ করিলে, তাহা  
 মহাভয়কর হয়, অতএব তাহার পরিবৰ্জন কর্তব্য ৷২৬৫ পিতৃগণ

মহিষং দ্বাদশাংকেন তৃপ্তিৰ্ভবতী শাস্বতী ।  
 সান্নংসরস্ত আঞ্জন ছাগৈঃ শৈলেয় ঘটসমঃ ॥২৬৬  
 চামরেণ শতং বর্ষং সাহস্রং গোধিকাপ্রিয়ে ।  
 ষণ্মাসঞ্চ বরারোহে কুর্শ্বেণ মাসমাত্রকং ॥২৬৭  
 বারাহেণ তু ষণ্মাসং শাকেন নবেব তু ।  
 দ্বাবিংশমাসকেনৈব ক্ষুদ্র বারাহকে তথা ।  
 ষতাঙং চামরেণৈব স্থলমাংসস্ত বর্জ্যেৎ ॥২৬৮  
 যত্র বর্জ্যং ভবেৎ পুংভিশ্চতুভিঃষড়্ভিরেব চ ।  
 অতিস্থলমিতি প্রোক্তং তস্মাৎ সংপূৰ্ণসুরিভিঃ ॥২৬৯  
 মহিষস্ত বা গব্যাকঁ বরাহস্য মম প্রিয়ে ।  
 মার্গস্য বৃহদাজস্য স্থলস্যাপি হি শস্যতে ॥২৭০  
 খড়্গং পাক্কনখং ভক্ষমক্ষং খড়্গাসংযুক্তং ।  
 চতুনখং বারিজাতং বর্জ্যেৎচর্চ মম প্রিয়ে ।  
 গোধিকা স্নর্গখড়্গঞ্চ চামরং কৃষ্ণমেব চ ।  
 বর্জ্যেৎ কুর্শ্বকং বিদ্বান্ যদি চক্রেণ চিহ্নিতং ॥২৭১৥২৭২

মহিষমাংস দ্বারা দ্বাদশ বৎসর, অজমাংস দ্বারা সহস্র বৎসর শৈলেয় ছাগলমাংস  
 ছয়বৎসর ॥২৬৬ চামরমাংসে শতবৎসর, গোধিকামাংসে সহস্র বৎসর,  
 কুর্শ্বদ্বারা মাসত্রয় ২৬৭ বরাহমাংসে ছয়মাস, শশকদ্বারা নবমাস, ক্ষুদ্র  
 বরাহ দ্বারা দ্বাবিংশমাংস তৃপ্ত থাকেন । পিতৃপুত্র স্থলমাংস বর্জনীয় ২৬৮  
 পূৰ্ণ সুরিগণ অতি স্থলমাংস বর্জন করিয়াছেন ২৬৯ মহিষমাংস গোমাংস  
 বরাহমাংস মৃগমাংস ও অজমাংস স্থল হইলেও প্রশস্ত হয় ২৭০  
 খড়্গমাংস পাক্কনখমাংস ভক্ষণীয়, খড়্গসংযুক্তমাংস, চতুনখ বারিজাত মাংস



সংহিস্তভং রোহিতঞ্চ রাজীবং চিত্রকম্বুখা ।  
 মহাশঙ্কং প্রৌষ্টিকঞ্চ মৎস্তাশ্চ পার্বতীয়কং ।  
 বৃহেজ্জাহিতমৎস্যঞ্চ বৃহৎ প্রৌষ্ঠকমেব চ ।  
 বৃহৎ শঙ্কঞ্চ চিত্রঞ্চ শ্রাদ্ধে যত্নেন যোজয়েৎ ॥২৭৩৥২৭৪  
 মৎস্য্যাংশ্চ শঙ্কহীনাংশ্চ সর্পকারাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥২৭৫  
 শঙ্কহীন মধ্যে তু প্রদয়ং কবচকদ্বয়ং ।  
 পেতোধনাদিকং যচ্চ বিকৃতাকারণঞ্চ যৎ ।  
 সর্পাস্যান পীবরাংশ্চৈব রজ্জ্বীংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৭৬  
 জীবাংশং সেলুকৈশ্চৈব পদ্মকং কুঙ্কুমন্তুখা ।  
 স্বর্ণকং গ্রন্থিবর্ণঞ্চ শ্রাদ্ধে যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥২৭৭  
 ধূম্রঞ্চ পঞ্চকদলং শর্করা কীটসংযুতং ।  
 মহিষস্য ঘৃতং ক্ষীরমাজ্যং শ্রাদ্ধে বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৭৮  
 নারিকেলঞ্চ তালঞ্চ খজুরং পীনকম্বুখা ।  
 তক্রং ঘৃতং বিনা ক্ষীরং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৭৯

বর্জন করিবে । যদি চক্রচিহ্নে চিহ্নিত থাকে, তবে বিদ্বান্গণ গোমিকা,  
 স্বর্ণখড়া চামর, ক্রম ও কুর্ম বর্জন করিবেন । ২৭১।২৭২ বৃহৎ রোহিত  
 মৎস্ত সিংহভু ও বৃহৎপ্রোষ্ঠী মৎস্ত, বৃহৎ শঙ্ক ও চিত্রমৎস্ত শ্রাদ্ধে যত্নপূর্বক  
 প্রদান করিবে । ২৭৩।২৭৪ সর্পাকার শঙ্কহীন মৎস্ত বর্জ্জনীয় । ২৭৫  
 শঙ্কহীনের মধ্যে কচকদ্বয় দাতব্য । পেতোধনাদি বিকৃতাকার সর্পমুখ  
 পীবর ও রজ্জ্বী মৎস্ত বিবর্জ্জনীয় জানিও । ২৭৬ জীবাংশং সেলুক, পদ্মক,  
 কুঙ্কুম, স্বর্ণক, গ্রন্থিবর্ণ এই সকল শ্রাদ্ধে যত্নপূর্বক পরিহার করিবে । ২৭৭  
 ধূম্র, পঞ্চকদল, শর্করা কীটসংযুক্ত মহিষঘৃত ক্ষীর ও আজ্য এই সকল

দীপং বর্জেদ্ রক্তবর্ত্যা প্রত্যক্ষং তৈলমেব চ ।  
 কুম্ভস্তং নালিকাশাকং মালতী কুম্ভমস্তথা ॥  
 বুদ্ধিশ্রাদ্ধে পঞ্চজঙ্ঘ করবীর্যং বর্জয়েৎ ॥২৮০  
 ন প্রদত্তার্থ গাঙ্গেয়ং পদ্মং রক্তজলোদ্ভবং ॥২৮১  
 বিনা বস্ত্রেণ যচ্ছ্রাদ্ধং বিনা যজ্ঞোপবীতকং ।  
 বিনা তিলেন দেবেশি বিনা গব্যেন নিষ্ফলং ॥২৮২  
 অভাবে চৈব বস্ত্রস্ত কুশমালাং নিবেদয়েৎ ।  
 অভাবে যজ্ঞসূত্রস্ত সূত্রযুগ্মেস্ত বিগ্রহেৎ ॥২৮৩  
 শূদ্রশ্রাদ্ধে চ স্ত্রীশ্রাদ্ধে চ যজ্ঞসূত্রং বিবর্জয়েৎ ॥২৮৪  
 তাম্বুলেন কৃতং শ্রাদ্ধং বিনা চূর্ণেন শাস্করি ।  
 অভাবে ! জীবকং দত্তাৎ পাওসং মধুসংযুতং ॥২৮৫  
 একজাতীয়পাত্রে তু দত্তাদম্নং সমাহিতঃ ॥  
 দৈবতং প্রথমং দত্তাৎ পিতৃপাত্রে নিবেদয়েৎ ॥২৮৬

শ্রাদ্ধে বর্জনীয় ১২৭৮ নারিকেল, তাল, খর্জুর পীনস, তজ্জ, দ্বত, কীর  
 বিনা যতুপূর্বক পরিত্যাগ করিবে ১২৭৯ রক্তযুক্ত দীপ, প্রত্যক্ষ  
 তৈল, কুম্ভস্ত, নালিকা শাক, মালতীকুম্ভম, পঞ্চজঙ্ঘ ও করবীর্য  
 সকল বুদ্ধি শ্রাদ্ধে পরিবর্জন করিবে ১২৮০ গাঙ্গেয় ও রক্তপদ্ম প্রদান  
 কর্তব্য নয় ১২৮১ বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত তিল ও গব্য ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিলে  
 তাহা নিষ্ফল হয় ১২৮২ বস্ত্রের অভাবে কুশমালা যজ্ঞসূত্রের সূত্রযুগ্ম  
 নিবেদন করিবে ১২৮৩ শূদ্রশ্রাদ্ধে ও স্ত্রীশ্রাদ্ধে যজ্ঞসূত্র বর্জন করিবে ১২৮৪  
 চূর্ণ ব্যতিরেকে তাম্বুল দান কর্তব্য । অভাবে জীবক দান কর্তব্য ।  
 শ্রাদ্ধে মসংযুক্ত পায়স প্রদান করিবে ১২৮৫ সমাহিত হইয়া একজাতীয়

পিতৃশেষস্ত দৈবেতু পুনরন্নং কদাচন ।  
 নিরগ্নেরামশ্রাদ্ধে তু অন্নং ন ক্ষালয়েৎ কচিৎ ॥২৮৭  
 বৃদ্ধৌ চ ক্ষালয়েদন্নং সংগ্রহক্রমে গ্রহণেষু চ ।  
 অষ্টমুষ্টিপ্রমাণেন ব্রাহ্মণে নৈকমাৎ ॥  
 অতোহথিকঞ্চ ন্যূনঞ্চ ন দদ্যাৎ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ॥২৮৮  
 যঃ শ্রাদ্ধং পদ্মপত্রে চ করোতি সুমনোহরে ॥  
 বর্ষাস্ত শতং সাগ্রং তৃপ্তিৰ্ভবতি নানুথা ॥২৮৯  
 অশ্বথস্যচ্ছদে দেবি ব্রহ্মপাত্রে চ শাকুরি ।  
 যান্নসং জায়তে তৃপ্তিরনন্তবটপত্রকে ॥২৯০  
 মাসৈকং তাত্রপাত্রে চ ব্রহ্মপাত্রেতু বৎসরং ।  
 রৌপ্যে দশগুণং প্রোক্তং খড়্গপাত্রে শতোত্তরং ॥২৯১  
 একজাতীয় পাত্রেতু মৃতাহে শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।  
 পার্বণে চ তথা বৃদ্ধৌ পৃথক্ জাতীংশ্চ যোজয়েৎ ॥২৯২

পাত্রে অন্নদান কর্তব্য । প্রথমে দৈবতে ও তদন্তর পিতৃপাত্রে নিবেদন  
 করিবে । ২৮৬ পিতৃশেষ কদাচ দৈবে প্রদান করিবে না । অগ্নিহীন  
 আমশ্রাদ্ধে অন্ন প্রক্ষালন করিবে না । ২৮৭ বৃদ্ধিতে গ্রহণে ও সংক্রমণে  
 অন্তক্ষালন করিবে । ব্রাহ্মণে অষ্টমুষ্টিপ্রমাণ অন্নপ্রদান করিবে । শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে  
 ইহার অধিক বা ন্যূন প্রদান করিবে না । ২৮৮ সুমনোহর পদ্মপত্রে শ্রাদ্ধ  
 করিলে, শতবৎসর পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন । ২৮৯ হে শাকুরি !  
 অশ্বথচ্ছদে ও ব্রহ্মপাত্রে ছয়মাস ও বটপত্রে অনন্ততৃপ্তি লাভ করিয়া  
 থাকেন । ২৯০ তাত্রপাত্রে একমাস স্বর্ণপাত্রে বৎসর, রৌপ্যে তাহার  
 দশগুণ খড়্গপাত্রে তাহার শতগুণ তৃপ্তি লাভ করেন । ২৯১ মৃতাহে

সম্বৎসরং ভবেদাবদ্বীহংশৈব নিয়োজ্যেৎ ।  
 বর্ষাদ্ভবতি যা ত্রীহিঃ প্রেতশ্রাদ্ধে বিবর্জ্যেৎ ॥২২৩  
 ধানং বর্ষাসমুদ্ভুতং তিলং যাবৎ চনকঞ্চ যৎ ।  
 যজ্ঞাদৌ চ তথা শ্রাদ্ধে দ্বিঃস্বিন্নং পরিবর্জ্যেৎ ॥২২৪  
 যষ্টিধান্যং রাজধান্য বৃহদ্ধান্যঞ্চ বল্লভং ।  
 সোমধান্যং শিঘ্রধান্যং বঙ্গানি রক্তশালিকং ॥  
 কেতকীং কলবিষ্কঞ্চ ধান্যং নারায়ণস্থথা ।  
 মাধবঞ্চ প্রদীপঞ্চ বিষ্ণুধান্যঞ্চ বল্লভং ॥  
 ভোগ্যধান্যমশোকঞ্চ নাগাক্ষং পঞ্চকস্তথা ।  
 ধান্যানি শ্রাদ্ধযোগ্যানি বেদেষু চ নিয়োজ্যেৎ ॥

২২৫।২২৭

গোধূমাংশ যবাংশৈব অপূপাংশ মহেশ্বরী ।  
 নীবারাংশ তথা শ্রাদ্ধে দেবধান্যং তথা পরং ।  
 বসন্তে রোপিতং ধান্যং যজ্ঞেন চ বিবর্জ্যেৎ ॥২২৮

৩ শ্রাদ্ধ কর্মে একজাতীয় পাত্র, পার্শ্বণ ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধে পৃথক্ জাতীয় পাত্র যোজন্য করিবে। ২২২ এক বৎসরের ত্রীহি প্রদান কর্তব্য কিন্তু এক বর্ষীয় বৃহী প্রেতশ্রাদ্ধে বর্জ্যনীয়। ২২৩ বর্ষাসমুদ্ভুতধান্য তিল যব ও চণক এই সকল দুইবার স্বিন্ন করিয়া, যজ্ঞাদিতে ও শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে না। ২২৪ যষ্টিধান্য, রাজধান্য বৃহদ্ধান্য, সোমধান্য, শিঘ্রধান্য, বঙ্গধান্য, রক্তশালি কেতকী, কলবিষ্ক, নারায়ণ ধান্য, মাধবধান্য প্রদীপ বিষ্ণুধান্য, বল্লভ, ভোগ্যধান্য, অশোক, নাগাক্ষ, পঞ্চক এই সকল ধান্য যোগ্য বলিয়া বেদে নিশ্চিত আছে, অতএব ইহা শ্রাদ্ধকর্মে নিয়োগ করিবে। ২২৫।২২৭ হে পরমেশ্বরী। গোধূম, যব, অপূপ নীবার ও

তদন্নভক্ষণাদেব পাপং সংক্রমতে নৃণাং ।  
 ভক্ষণে শ্রাবণান্নস্ত দরিদ্রশ্চাভিজায়তে ॥২৯৯  
 ভক্ষণে সোমধাত্ত্বস্ত ব্রতং চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ।  
 ভক্ষণে বৃদ্ধধাত্ত্ব বিভবোজায়তে কিল ॥৩০০  
 রাজধাত্ত্বং সিন্ধুধাত্ত্বং ভক্ষণাদ্বিষ্ণুলোকভাকৃ ।  
 রক্ত শাল্যোদনং ভুক্ত্বা বিজয়শ্রীমবাপ্নুয়াৎ ॥৩০১  
 নারায়ণং মাধবস্ত ভোগঞ্চ মম সুন্দরি ।  
 ধাত্ত্বস্ত যাদবং ভুক্ত্বা নরঃ খ্যাতিমবাপ্নুয়াৎ ॥৩০২  
 নিমদ্বিতং ব্রাহ্মণঞ্চ যদি শ্রাদ্ধে বিবৰ্জ্যেৎ ।  
 দারুণং নরকং গচ্ছেদ্ যাবদাহুত সংপ্লবং ॥৩০৩  
 নিমদ্বিস্তো যদি গৃহে ভুক্ত্বৈ বিপ্রঃ কথঞ্চন ।  
 স গচ্ছেৎ কালসূত্রঞ্চ শৌকরীং যোনিমাবিশেৎ ॥৩০৪

দেবধাত্ত্ব শ্রাদ্ধে যোজনা করিবে । বসন্তকালে রোপিত ধাত্ত্ব বহুপূর্বক  
 পরিত্যাগ করিবে । ২৯৮ সেই অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপ সংক্রমিত হয় ।  
 শ্রাবণান্ন ভক্ষণ করিলে দরিদ্র হয় । ২৯৯ সোমধাত্ত্ব ভক্ষণ করিলে  
 চান্দ্রায়ণ ব্রতাহুষ্ঠান করিবে । বৃদ্ধধাত্ত্ব ভক্ষণ করিলে বিভব হয় । ৩০০  
 রাজধাত্ত্ব ও সিন্ধুধাত্ত্ব ভক্ষণে বিষ্ণুলোক ভজন্য করিয়া থাকে । রক্ত-  
 শালিধাত্ত্ব ভক্ষণ করিলে বিজয়শ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৩০১ নারায়ণ  
 মাধবভোগ ও যাদব ধাত্ত্ব ও ভক্ষণ করিয়া, নরগণ খ্যাতিলাভ করে । ৩০২  
 নিমদ্বিত ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে পরিবৰ্জন করিলে, প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে  
 গমন করিয়া থাকে । ৩০৩ যদি নিমদ্বিত বিপ্র গৃহে ভোজন না করে,

নিমগ্নিতো ব্রতস্থশ্চ ব্রহ্মচর্যোহথবা পুনঃ ।  
 নাতিক্রমেচ্চ তৎশ্রাদ্ধং ন দোষো মধুভক্ষণে ॥৩০৫  
 সন্তোষ্যতং সদা ধাত্ত্বং মাংসং তৈল তথৈবচ ।  
 ব্রতস্থভক্ষণে দেবি ন দোষঃ পিতৃযজ্ঞকে ॥৩০৬  
 গয়াশ্রাদ্ধে প্রেতপক্ষে তথানুমরণে প্রিয়ে ।  
 গ্রহণে তীর্থশ্রাদ্ধে চ ন জিহ্বেৎ পিণ্ডকং প্রিয়ে ॥৩০৭  
 মুক্তি তীর্থং বিনা বিপ্রা নানুগচ্ছেৎ স্ককং পতিং ।  
 পৃথক্ চিত্তা নানুগচ্ছেন্মুক্তিমার্গেষু সর্বদা ॥৩০৮  
 ক্রিয়া কার্য্যা দশাহেন অন্তত্ৰ তু নিবারকং ।  
 উদ্বন্ধনমৃতকৈব তথা জলগতে শলে ।  
 পৰ্য্যুষিতে শবে চৈব ক্ষয়কুষ্ঠিশবে তথা ।  
 নানুগচ্ছেচ্চ ব্রাহ্মণ্যা মুক্তি তীর্থাদৃতে প্রিয়ে ॥৩০৯

তবে সেই গৃহস্থারী কালস্থত্র নরক লাভ করে ; তদনন্তর শূকরযোনি  
 প্রাপ্ত হয় । ৩০৪ অতএব নিমগ্নিত ; ব্রতস্থ ও ব্রহ্মচারী দ্বিজকে কদাচই  
 অতিক্রম করিবে না । শ্রাদ্ধে মধুভক্ষণে দোষ হয় না । ৩০৫ ব্রতস্থ  
 ব্যক্তি পিতৃযজ্ঞে সন্তোষকৃত, ধাত্ত্বং, মাংস ও তৈল ভক্ষণে দোষের নিমিত্ত  
 হয় না । ৩০৬ হে প্রিয়ে ! গয়াশ্রাদ্ধে, প্রেতপক্ষে, অনুমরণে, গ্রহণে,  
 তীর্থশ্রাদ্ধে পিণ্ড আত্মাণ কর্তব্য নয় । ৩০৭ ব্রাহ্মণী মুক্তি তীর্থ ব্যতিরেকে  
 নিজপতির অনুগমন করিবে না । মুক্তিমার্গে সর্বদাই পৃথক্ চিত্তায়  
 অনুগমন না করিয়া একাচিত্তাতেই আরোহণ করেন । ৩০৮ হে প্রিয়ে !  
 ব্রাহ্মণী মুক্তি তীর্থ ব্যতিরেকে উদ্বন্ধন মৃত, জল গত শব, পৰ্য্যুষিত শব ক্ষয়কুষ্ঠ  
 যুক্ত শবের অনুগমন করিবে না । ৩০৯ বহুপুত্রা দগৰ্ভা ও বজ্রশলা,

বহুপুত্রা সগৰ্ভা চ তথা চৈব রজস্বলা ।  
 পতিতা কলহা চৈব অসতী ন কদাচন ॥৩১০  
 ততোহনুগমনার্থঞ্চ একাহং স্থাপয়েৎ শবং ।  
 অনুগচ্ছেৎ পরেহ্যশ্চ দোষস্তত্র ন জায়তে ।  
 বিদেশমরণে চৈব ভর্তৃর্ঘনস্ত বিচ্যতে ।  
 তদ্রূপং হৃদয়ে কৃত্বা ক্ষত্রাদীনা মনুত্রজেৎ ॥৩১১  
 ভাবানুরক্তা বাথ সতী শূদ্রা ভবেৎ কচিং ।  
 তস্তানুমরণং কুর্যাদ্ বৈশ্বশ্চ চ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৩১২  
 তৃতীয়ায়া মৃতোভর্তা চতুর্থ্যা মাপ্যনুত্রজেৎ ।  
 ভর্তৃরুবে তিথৌ তস্তাঃ কুর্যাত্ সন্থৎসরে বুধঃ ॥৩১৩  
 একত্র মরণে দেবি একত্র পিণ্ডনির্ধৰপেৎ ।  
 যুগপৎ কারয়েৎ শ্রাদ্ধ সমাপেবং ন তন্তবেৎ ॥৩১৪

পতিতা ও কলহরতা ও অসতী নারী কদাচই অনুগমন করিবে না ॥৩১০  
 অনুগমনার্থ শব একাহ রক্ষিত হইতে পারে । তৎপর দিনে অনুগমন  
 করিলে, দোষ হয় না । ক্ষত্রাদি বর্ণত্রয়ের এই বিধি নির্দিষ্ট আছে যে,  
 যদি পতির বিদেশে মরণ হয়, তবে পতির যে বস্ত্র নিকটে বিস্ত্রমান  
 থাকে, সেই বস্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনুগমন করিবে ॥৩১১ শূদ্রা  
 যদি ভাবানুরক্তা হইয়া সতী হয়, তবে সে অনুমরণ করিতে পারে ।  
 বৈশ্বের ও বিধি উক্তরূপ জানিও ॥৩১২ ভর্তা যদি তৃতীয়ায় মৃত  
 হয়, তবে চতুর্থীতে ও অনুমরণ করিতে পারে । যে তিথিতে  
 স্বামীর মরণ হয়, সন্থৎসর পরে সেই তিথিতে পিণ্ডদান কর্তব্য ॥৩১৩  
 হে দেবি ! একত্র মরণে একত্র পিণ্ড প্রদান করিবে এবং একেবারেই

দম্পত্যোশ্চৈব পিণ্ডক বৰ্জ্য কারয়েন্নরঃ ।  
 বস্ত্রোণাবরণং কুর্য্যান্নধুক্ষারং নিপাতয়েৎ ॥৩১৫  
 ন পিণ্ডেন সহক্ষীরং শুকভ্রাং ন কদাচন ।  
 ন ঘৃতং মহিষাজ্যঞ্চ ধাত্রিকং লকুচস্তথা ।  
 দাড়িমং বীজপুরঞ্চ উদনারুণকফলস্তথা ।  
 জম্বুফলঞ্চ পদ্মাক্ষং কদলীং রামকং ত্যজেৎ ॥৩১৬-৩১৭  
 কশেকঞ্চ যুগানঞ্চ কপিলাক্ষীরমেব চ ।  
 তথা জম্বুফলং পঞ্চ শ্রাদ্ধে দেয়ানি যত্ততঃ ॥৩১৮  
 ব্রহ্মসংসমধুক্ষীরঃ মূলকং করমর্দকং ।  
 বিল্বঞ্চ তিন্দুকঞ্চৈব মধু চ মধুরী তথা ।  
 জম্বুফলঞ্চ পদ্মাক্ষং জীবন্তীশ্চ নিবেদয়েৎ ॥৩১৯  
 ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্কৈশ্চৈঃ শ্রাদ্ধং সূচবসোদিতং ।  
 কুলধর্মমন্তুজ্ঞান্দিদাতব্যং মন্ত্রপূর্বকং ॥৩২০

শ্রাদ্ধ কর্তব্য ৩১৪ পতিপত্নীর পিণ্ড বর্জ্য লাকার করিয়া, তাহা  
 বজ্রাচ্ছাদনপূর্বক তদুপরি মধু ও ক্ষীর নিপাতন করিবে ॥৩১৫  
 পিণ্ডের সহিত ক্ষীর, শুকভ্রা, ঘৃত, মাহিষাজ্য, ধাত্রিক, লকুচ, দাড়িম,  
 বীজপুর, উদনারুণ, ( কর্কটীফল ) জম্বুফল, পদ্মাক্ষ, কদলীফল, রামক  
 কদাচই প্রদান করিবে না ॥৩১৬-৩১৭ কশেক, যুগান, কপিলাক্ষীর,  
 পঞ্চ জম্বুফল শ্রাদ্ধকর্ম্মে যত্তপূর্বক দাতব্য ॥৩১৮ ব্রহ্মসংস, মধুক্ষীর  
 মূলক করমর্দক, বিল্ব, তিন্দুক, মধু, মধুরী, জম্বুফল, পদ্মাক্ষ, জীবন্তী,  
 এই সকল নিবেদন করিবে ॥৩১৯ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ  
 কুলধর্ম্মানুসারে গুরু ব্রাহ্মণাদির অনুমতি লইয়া, মন্ত্রপূর্বক সূচবসোদিত



ত্রিভিবর্গৈর্বর্গৈঃ শূদ্রেদেয়ং বিপ্রানুশাসনাৎ ।  
 মন্ত্রবর্জ্জ্ঞঃ বিধিবদ্ বহুপাক বিবর্জ্জিতঃ ।  
 পুষ্করাদিষু তীর্থেষু পুণ্যেষ্যাতনেষু চ ।  
 শিখরেষু গিরীন্দ্রাণাং পুণ্যদেশে তু শঙ্করি ।  
 সরিৎসু পুণ্যতোয়েষু সরিৎসু চ নদেষু চ ।  
 সঙ্গমেষু নদীনাঞ্চ সাগরেষু চ সপ্তসু ।  
 দেবতায়তনে চৈব গোষ্ঠে চ ধাত্রীমূলকে ।  
 দিব্যপাদপমূলেষু তুলসীমধ্যগেষু চ  
 দশার্ণেষু কুমার্যেষু মগধেষু কুশেষু চ ।  
 বিরজস্তোভরে তীরে লোহিতস্র চ দক্ষিণে ।  
 দক্ষিণে নর্মদায়াশ্চ আগস্তস্য চ দক্ষিণে ।  
 পূর্বেষু করতোয়ায়া ন দেয়ং শ্রাদ্ধ মুচ্যতে ॥৩২২-৩২৫  
 শ্রাদ্ধং দেয়ম্বদন্তীহ মাসি মাসি উপক্ষয়ে ।  
 পৌর্ণমাসীষু শ্রাদ্ধঞ্চ কর্তব্যমক্ষগোচরে ॥৩২৬

শ্রাদ্ধ করিবে। ৩২০ শূদ্রগণ বিপ্রের অনুশাসনানুসারে বিধিপূর্বক  
 মন্ত্রহীন ও বহুপাকবর্জ্জিত শ্রাদ্ধ করিবে। ৩২১ শান্তজ্ঞগণ কহিয়াছেন  
 যে, পুষ্করাদি তীর্থে, পুণ্যায়তনে, গিরীন্দ্রশিখরে, পুণ্যদেশে, সরিৎসকলে  
 পুণ্যমণ্ডিত নদী ও নদে নদীসঙ্গমে, সপ্তবাসরে, দেবতায়তনে, গোষ্ঠে,  
 ধাত্রীমূলকে, দিব্যপাদপমূলে, তুলসীমধ্যস্থলে, দশার্ণদেশে, কুমার্যে, মগধে  
 ও কুশে, বিরজের উত্তর তীরে, লোহিতের দক্ষিণে, নর্মদার দক্ষিণে ও  
 আগস্তের দক্ষিণে, করতোয়ার পূর্বদিকে শ্রাদ্ধদান কর্তব্য নয়। ৩২২-৩২৫  
 পশ্চিমগণ কহিয়াছেন যে, মাসে মাসে উপক্ষয়কালে শ্রাদ্ধ কর্তব্য।

নিত্যশ্রাদ্ধং যদৈবঞ্চ মনুষ্যৈঃ সহ গীয়তে ।  
 নৈমিত্তিকং সুরৈঃ সাদ্ধং নিত্যং নৈমিত্তিকমুখ্যম্ ।  
 কাম্যানি যানি শ্রাদ্ধানি প্রতিসম্বৎসরং দ্বিভৈঃ ।  
 বুদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কর্তব্যং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মাদিকেষু চ ॥৩২৭  
 তত্র স্নানং হি জানীহি মাতৃপূৰ্ব্বাংস্তু শঙ্করি ।  
 কণ্ঠাগতে সবিতরি দিনানি দশ পঞ্চ চ ।  
 পার্শ্বপাশে বিধানেন শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥৩২৮  
 যো দদাতি শুভৈশ্চিশ্রান্ তিলান্ বা শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।  
 মধুনা মধুমিশ্রাণি চাক্ষয়ং মনু্যনৈব তৎ ॥৩২৯  
 কৃত্তিকাসু পিতৃনার্চ্য মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ ।  
 অপত্যকামো রোহিণ্য্যং সৌম্যং তেজস্বিতাং লভেৎ ।  
 মঘাসু চ প্রজ্ঞাং পুষ্টিং সৌভাগ্যং ফাল্গুনীযু চ ।  
 অশ্বেঃ ষপি চ নক্ষত্রে কর্তব্যং কামচারতঃ ॥৩৩০-৩৩১

পৌর্ণমাসীতে অক্ষগোচরে শ্রাদ্ধ কর্তব্য ৷৩২৬ নিত্যশ্রাদ্ধ দৈবসহিত,  
 নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ মনুষ্য সহিত, নিত্য নৈমিত্তিক সুরসহিত কর্তব্য । দ্বিজগণ  
 কাম্যশ্রাদ্ধ সকল প্রতি বৎসরেই করিবেন এবং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মসারে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ  
 করিবেন ৷৩২৭ হে শঙ্করি! তাহাতে মাতৃপূৰ্ব্বক স্নান জানিবে । নৃষ্য  
 কণ্ঠাশিতে গমন করিলে পঞ্চদশদিনে বিচক্ষণগণ পার্শ্ববিধাণাসুসারে  
 শ্রাদ্ধ করিবেন ৷৩২৮ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে মন্থযোগে শুভমিশ্রিত তিল দান করিলে,  
 তাহা অক্ষয় হয় ৷৩২৯ কৃত্তিকায় পিতৃগণের অর্চনা করিলে, নরগণ  
 মুক্তিলাভ করিতে পারে । রোহিণীতে পূজা করিলে অপত্য লাভ,  
 সৌম্যে পূজা করিলে তেজস্বিতা, মঘায় পূজা ফল্গুনীতে পুষ্টি ও

অপনিঃ পিতরো যস্য মৃত্যুঃ শস্ত্রেণ বাহবে ।  
 তেন কার্য্যকতুর্দশ্যাং তেযাং তৃপ্তি মভীষিস্তা ॥৩৩২  
 যদা-প পঞ্চদশশ্রাদ্ধং কর্তব্য কাম্যঃ ভাবতঃ ।  
 চতুর্দশ্যাঃ সমেতশ্চ ষোড়শশ্রাদ্ধ মিষ্যতে ॥৩৩৩  
 দশম্যাদিকমারভ্য পঞ্চম্যাদিকমেব চ ।  
 তদা বর্জ্যং চতুর্দশ্যাং তিথৌদৈবান্ সমাচরেৎ ॥৩৩৪  
 শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্নমাবস্যাং মাসি মাসি তদা কুচিৎ ।  
 সর্বান্ কামানবাপ্নোতি স নর স্বর্গমশ্রুতে ৩৩৫  
 নিত্যশ্রাদ্ধে তর্পণে চ সুরার্চা নিত্যপূজনে ।  
 ভোজনে ব্রাহ্মণানাঞ্চ দক্ষিণা নহি বিথ্যতে ॥৩৩৬  
 শ্রাদ্ধাশক্তৌ প্রেতপক্ষে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ প্রিয়ে ।  
 দেবেভোহন্নং জলং দদ্যাদেবকাপি নিবেদয়েৎ ৩৩৭

সৌভাগ্য লাভ হয় অত্র নক্ষত্রেও স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃতর্পণ কর্তব্য ৩৩০।৩৩১  
 বাহাদের পিতৃগণ যুদ্ধে অগ্রদ্বারা মৃত হইয়াছে, চতুর্দশীতে তর্পণ করিলে  
 তাহাদের বিশেষ তৃপ্তিলাভ হয় ৩৩২ তখন কাম্যভাবে পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ  
 কর্তব্য । চতুর্দশীতে সমবেতরূপে ষোড়শশ্রাদ্ধ করিবে ৩৩৩ দশমী  
 আদি আরম্ভ করিয়া পঞ্চমাদি বর্জনীয় । চতুর্দশী তিথিতে দৈবশ্রাদ্ধ  
 কর্তব্য ৩৩৪ প্রতি মাসে অমাবস্তায় শ্রাদ্ধ করিলে, মানবগণ সর্বকাম  
 প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করে ৩৩৫ নিত্যশ্রাদ্ধে, তর্পণে, সুরার্চনে, নিত্য-  
 পূজায় ও ব্রাহ্মণ ভোজনে দক্ষিণা নাই ৩৩৬ হে প্রিয়ে! প্রেতপক্ষের  
 শ্রাদ্ধে অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে । দেবগণকে অন্নজলদান  
 করিবে ৩৩৭ হে দেবি! জীবিত পিতামাতার যজ্ঞাদিতে শ্রাদ্ধদিনে

পিত্রোশ্চ জীবতো দেবি যজ্ঞাদৌ শ্রাদ্ধাবাসরে ।  
 ভোজয়েন্তুভ্য ভোজ্যৈশ্চ ফলৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥৩৩৮  
 অভোজিতে হতো যজ্ঞ শ্রাদ্ধকপি হতং ভবেৎ ।  
 বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধে পার্শ্বণে চ নিত্যশ্রাদ্ধং বিবৰ্জ্যয়েৎ ॥৩৩৯  
 ব্রাহ্মণানাং বহুনাঞ্চ ভোজনং চ মহেশ্বরি ।  
 রাজসূয়াশ্বমেধায় যদিচ্ছেদুর্লভং পদম্ ।  
 গয়াং গঙ্গাং গতৌ গঙ্গা কুর্যাৎ শ্রাদ্ধং বিধানতঃ ।  
 আপ্যম্বুশাকমূলান্নৈঃ শত্ৰুভির্থাবনীয়কৈঃ ॥৩৪০৩৪১  
 তাবৎ পিতৃপুত্রী শূন্যা যাবদ্বিস্ফোঃ প্রবোধনম্ ।  
 প্রবোধে সমতিক্রান্তে পিত্রা বা দৈবতৈঃ সহ ।  
 নিঃশ্বস্য প্রতিগচ্ছন্তি শাপং দয়া সূদুষ্করম্ ॥৩৪২  
 গয়াশ্রাদ্ধং গয়াস্নানং তথা চ তিলতর্পণম্ ।  
 খড়্গপাত্রেণ দেবেশি জীবৎপিত্রাদি বৰ্জ্যয়েৎ ॥৩৪৩

ভক্ষ্যভোজ্য ও বিবিধ ফল ভোজন করাইবে। ৩৩৮ ভোজন না  
 করাইলে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ সমস্তই হত হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ও পার্শ্বণে নিত্যশ্রাদ্ধ  
 এবং বহু ব্রাহ্মণ ভোজন বৰ্জ্যনীয়। ৩৩৯ রাজসূয়, অশ্বমেধ আদি উল্লভপদ  
 বাসনা করিলে, গঙ্গা ও গয়ায় গমন করিয়া, শাকমূল জল অন্ন শত্ৰু ও  
 থাবনীয়ক দ্বারা বিধিযুক্তে শ্রাদ্ধ করিবে। ৩৪০-৩৪১ যে পর্য্যন্ত না বিষ্ণু  
 প্রবোধন হয়, তাবৎ পিতৃপুত্রী শূন্য থাকে। প্রবোধন না হইলে  
 পিতৃগণ ও দৈবতগণ সূদুষ্ক শাপদান করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ  
 পূর্বক প্রতিগমন করেন। ৩৪২ হে দেবেশি। জীবৎপিতৃগণ গয়াশ্রাদ্ধ  
 গয়াস্নান ও খড়্গপাত্রে তিলতর্পণ বর্জন করিবে। ৩৪৩ সোমবারে ও

সোমবারেত্ৰমাবস্যা মৌনং স্নানং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥৩৪৪  
 যস্য মাতা মৃত্যু দেবি তস্য মাতৃগয়া প্রিয়ে ।  
 যদিপ্রৈতঃ পিতা দেবি পিতৃব্য মরণেহপিবা ।  
 মাতা পিত্রোজ্জীবতোচ্চ নার্বিচার্য্যং গয়াং ব্রজেৎ ॥৩৪৫  
 পিতৃপিণ্ডং প্রদত্ত্বান্তু ভোজয়েচ্চ পিতামহং ॥৩৪৬  
 প্রপিতামহস্ত পিণ্ডেহপিযু শাস্ত্রেষু নিশ্চিতং ।  
 মৃতেষু পিণ্ডঃ দাতব্যং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥৩৪৭  
 সপিণ্ডীকরণং নাস্তি ন চ পার্শ্বণমিষ্যতে ॥৩৪৮  
 দক্ষিণাপূরণং সিদ্ধং বিরিক্তং শুভলক্ষণম্ ।  
 শুচিং দেশং বিরিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ ॥৩৪৯  
 পাবকে ভূমিভাগে চ পিতৃণাং নৈব নির্বপঃ ।  
 শমণীয়গ্রহে দেবি আগারঞ্চ বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥৩৫০

অমাবস্তায় মৌনস্নান বৰ্জ্জনীয় ৩৪৪ হে দেবি! যাহার মাতার  
 পরলোক হইয়াছে, তাহারই মাতৃগয়া হয়। হে দেবি! পিতা যদি প্রৈত  
 হয় বা পিতৃব্যের মরণ হয়, তবে গয়া গমন করিবে। পিতামাতা জীবিত-  
 থাকিলে বিচার না করিয়া গয়া গমন করিবে না ৩৪৫ পিতৃপিণ্ড  
 পিতামহ পিণ্ড ও প্রপিতামহ পিণ্ড প্রদান করিয়া, ব্রাহ্মণ ভোজন  
 করাইবে ৩৪৬ শাস্ত্রে এইরূপ নিশ্চিত আছে যে মৃত হইলে পিণ্ড  
 দাতব্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন কর্তব্য ৩৪৭ তাহাতে সপিণ্ডীকরণ ও পার্শ্বণ-  
 ব্রাহ্ম করিবে না ৩৪৮ দক্ষিণাপূরণ সিদ্ধ ও বিরিক্ত শুভ লক্ষণ  
 জানিবে। বিরিক্ত ও শুচিদেশ গোময়ে উপলিপ্পনপূর্বক পবিত্র  
 ভূমিভাগে পিতৃগণের নির্বপণ করিবে ৩৪৯ হে দেবি! গ্রহপ্রশমনে

ভিক্ষুকব্রহ্মচারী চ ভোজনার্থমুপস্থিতঃ ।

উপবিষ্টেষু শ্রাদ্ধেষু কামভূদপি পূজয়েৎ ॥৩৫১

সহ ক্রিয়াং দেশকালৌ দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পদঃ ।

পঠৈতে পিতরোহস্তি তস্মাক্ষে হেতু বিস্তরং ॥৩৫২

অপি বা যোজয়েদেবং ব্রাহ্মণং বেদপারগং ।

ভূয়াংসি দেবি মে কার্য্যং মানবঃ করোতি যঃ ।

ন কামমভবৎ শ্রাদ্ধং তন্ত্বেণাপি সমাপয়েৎ ॥৩৫৩

বৈশ্বদেবস্য পূজারন্তে তন্তু শ্রাদ্ধঞ্চ বজ্জয়েৎ ॥৩৫৪

প্রসাদকরণে চৈব যাত্রায়াং গৃহকর্ম্মণি ।

ন বিঘ্নতে শ্রামপক্ষে তত্ত্বস্মানং বিবজ্জয়েৎ ॥৩৫৫

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোক্তমে দ্বাবিংশতিসাহস্র্যে কাম-  
রূপাধিকারে প্রথমতমে দ্বিতীয়ভাগে পঞ্চমঃ পটলঃ ।

আগার পরিত্যাগ করিবে। ৩৫০ ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভোজনার্থ উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধকারী যথাকাম তাঁহাদের পূজা করিবে। ৩৫১ ক্রিয়া, দেশ, কাল, দ্রব্য সম্পৎ ও ব্রাহ্মণসম্পৎ, এই পাঁচটি পিতৃগণকে হত করে, তাহার অঙ্গে বিস্তর হেতু বিস্তমান। ৩৫২ অথবা ইহাতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে। ৫ দেবি! আমার কাণ্ড বহুতর যে এইরূপ মনে করে তাহার শ্রাদ্ধ পর্য্যাপ্ত হয় না। তাহা হইলে তন্ত্র দ্বারাও কার্য্য সমাপন কর্তব্য। ৩৫৩ বৈশ্বদেবের পূজারন্তে সেই শ্রাদ্ধ বজ্জন করিবে। ৩৫৪ প্রসাদকরণ যাত্রা ও গৃহকর্ম্ম ক্রমপক্ষে তত্ত্বস্মান বজ্জনীয়। ৩৫৫

## ষষ্ঠ পটলঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

দ্বিতীয়েহুদ্দিনে দেবি যৎ কৃতং শৃণু পার্শ্বতি ।  
চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সৰ্ব্বপাপাদ্বিমুচ্যতে ॥১  
লোহিত্যদক্ষিণং গত্বা বায়ব্যে কোলপৰ্বতঃ ।  
তস্য পশ্চিমদিগ্ভাগে পাণ্ডুনাথো মহাবলিঃ ॥২  
তস্য বায়ব্যভাগেতু ধনুর্দ্বাদশকং সরঃ ।  
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥৩  
কিং জপৈঃ কিং তপোভিচ্ছ কিং দানং কিং স্তুতৈরপি ।  
ব্রহ্মকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সিদ্ধিং বিন্ধতি তৎক্ষণাৎ ॥৪  
ঈশ্বরানুজয়া পূর্বমুষন্তুং ব্রহ্মণা পুরা ।  
স্নানার্থং সংপ্রধাবন্তি তন্তীর্থং দেবদানবাঃ । ৫

ভগবানু কহিলেন হে দেবী পার্শ্বতি ! অতঃ দ্বিতীয় দিনের কর্তব্য শ্রবণ কর । নরগণ চক্রতীর্থে স্নান করিয়া সৰ্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় । ১ তদনন্তর লোহিত্যে দক্ষিণে গমন করিয়া, বায়ুকোণে কোলপৰ্বতে গমন করিবে । তাহার পশ্চিমদিগ্ভাগে মহাবলি পাণ্ডুনাথ । ২ তাহার বায়ব্য কোণে দ্বাদশধনুঃ পরিমাণ সৰ্বপাপ প্রণাশন ব্রহ্মকুণ্ড নামক সরস্তুতীর্থ । ৩ জপ তপ দান ও পুত্রে প্রয়োজন কি ? নরগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । ৪ পুরকালে ঈশ্বরানুজয় ব্রহ্মা ইহাতে প্রথমে স্নান করিয়াছিলেন তদনন্তর দেব, দানব । ৫ ঋষি, সিদ্ধ

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাস্তীর্থানি চ সরাংসি চ ।  
 মহাত্ম্যমুত্তমং তস্য ব্রহ্মকুণ্ডস্য সুন্দরি ॥৬  
 তারেণ স্নাত্বা বিধিবদ্ দানং দত্তাদ্যথাবিধি ।  
 মণিকাঞ্চনরত্নানি যথাবিভিন্নাত্মনঃ ॥  
 সমুত্তবে সতি যো মোহাৎ ন স্নাতি চ নরাধমঃ ।  
 পচ্যতে নরকেঘোরে যাবদিত্তাশচতুর্দশঃ ॥৮  
 তস্য দক্ষিণদিগ্ভাগে ধনুঃ পঞ্চ প্রমাণতঃ ।  
 লোহিত্য নামতীর্থং স্নানান্যস্যাতি পাতকং ॥৯  
 স্নানেন তীর্থরাজস্য তথা সর্ব্বাঘ সংক্ষয়ং ।  
 তীর্থরাজসরঃপুণ্যং সর্ব্বতীর্থফল প্রদম্ ॥১০  
 ভূতলে যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ ।  
 বিশন্তি সর্ব্বতীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥১১

ও গন্ধর্ব্বগণ ইহাতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন । যাবতীয় তীর্থগণ  
 ও সরঃসকল ইহাতে সন্নিহিত থাকেন । হে সুন্দরি ! এই ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থের  
 মহাত্ম্য উত্তম জানিবে ।৬ তথায় তারানন্ত্রে বিধিবৎ স্নানানন্তর যথাবিধি  
 দান করিবে । আপনার বিভবানুসারে মণিরত্ন কাঞ্চন প্রভৃতি দান  
 কর্তব্য ।৭ যে নরাধম সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই তীর্থে স্নান না করে, সে  
 চতুর্দশ ইন্দ্রের কালপর্য্যন্ত ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে ।৮ তাহার  
 দক্ষিণদিগ্ভাগে লোহিত্য নামক তীর্থ তাহাতে স্নান করিলে পাতক  
 বিনাশ হয় । তীর্থরাজে স্নান করিলে, সর্ব্ব পাপ ক্ষয় পায় । তীর্থরাজ  
 সরোবর পুণ্যতীর্থ ও সর্ব্বতীর্থ ফলপ্রদ ।১০ ভূতলে যে সকল তীর্থ সরিৎ  
 ও সরোবর আছে, সেই সমস্তই তীর্থরাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে ।১১ সাগর



রাজা সমস্ততীর্থানাং সাগরঃ সরিতাং পতিঃ ।  
 তস্মাৎ সমস্ততীর্থেষু শ্রেষ্ঠোহসৌ সৰ্ব্বকামদঃ ॥১২  
 তমোনাশং তথা জ্যোতিৰ্ভাস্বরে উদিতো প্রিয়ে ।  
 স্নানেন তীর্থরাজস্য তথা সৰ্ব্বাঘসংক্ষয়ং ॥১৩  
 তীর্থরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।  
 অধিষ্ঠানং সদা যত্র প্রভো নারায়ণস্য বৈ ।  
 কঃ শক্নোতি গুণান্ বক্তৃঃ তীর্থরাজস্য মে প্রিয়ে ॥১৪  
 তিস্রো নবত্য সূতানি যত্র তীর্থানি স্যাস্তি বৈ ।  
 তস্মাৎ স্নানঞ্চ দানঞ্চ হোমং জপাং স্মরার্চনং ।  
 যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং চক্ষিয়াং ভবতি প্রিয়ে ॥১৫  
 নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ শান্তনু সুনবে ॥  
 ত্রিজন্মঞ্চ যৎ পাপং হর মে লোহিতাশ্বক ॥১৬

যেমন সমস্ত সরিতের পতি, সেইরূপ এই তীর্থ সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও  
 কামদ ॥১২ হে দেবি ! যেমন ভাস্করদেব উদ্ভিত হইলে সমস্ত তমোরাশি  
 বিলম্বিত হইয়া যায় ও জ্যোতির উদয় হয়, সেইরূপ তীর্থরাজে স্নান করিলে  
 সমস্ত পাপ রাশি ধ্বংস হইয়া যায় এবং পুণ্যের উদয় হয় ॥১৩ তীর্থরাজের  
 সমান তীর্থ হয় নাই ও হইবে না । হে প্রিয়ে ! তথায় নারায়ণদেব  
 নিয়তই অধিষ্ঠান করেন । হে দেবি ! তীর্থরাজের গুণ বর্ণন করিতে  
 কে সমর্থ হইবে ? ॥১৪ তথায় তিরনব্বই অযুত তীর্থ নিরন্তর অধিষ্ঠান  
 করিতেছে । অতএব সেই তীর্থে স্নান, দান হোম, জপ, স্মরার্চন যাহা  
 কিছু করা যায়, তৎসমুদায় অক্ষয় ফলপ্রদ হয় ॥১৫ “নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায়  
 নমঃ শান্তনু সুনবে । ত্রিজন্মঞ্চ যৎ পাপং হর মে লোহিতাশ্বক ॥” ১৬

ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নাত্বা অর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ।  
 পূজয়েৎ পরয়া ভক্তা মন্ত্রেণানেন ভাবিনি ।  
 তীর্থরাজবরং ষষ্ঠং হংসং বামাক্ষিসংযুতং ।  
 শসনং হৃদয়ং বহুঃ প্রিয়াক্রব বপুঃসরঃ ॥১৭।১৮  
 তস্য দক্ষিণতোভাগে নাতিদূরে চ সংস্থিতং ।  
 কুলং ধান্বন্তরং যাবদ্ বিষ্ণুকুণ্ডমিতি শ্রুতং ॥১৯  
 বিষ্ণুকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা বীক্ষ্যত পাণ্ডুশৌনকং ।  
 গুরুচারুশিলারূপং অগ্রমঞ্জুসমম্বিতং ।  
 পঞ্চানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানুষ্যঃ ॥২০  
 প্রাণস্থং সর্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতিঃ ।  
 বিষ্ণুকুণ্ডং নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং সর্বকিঞ্চিষাৎ ॥২১  
 স্নাত্বানেন বরারোহে একাদশ্যাং ফাঙ্কনে ।  
 সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ॥  
 বৃন্দারকসমঃ শ্রীমান্ রূপযৌবনগর্বিষতঃ ॥

এই মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানানন্তর অর্ঘ্য নিবেদন করিবে । হে ভাবিনি ! অনন্তর  
 “রাজতীর্থ বরং ষষ্ঠং হংসং বামাক্ষি সংযুতং । শসনং হৃদয়ং বহুঃ  
 প্রিয়াক্রব বপুঃসরঃ ॥” এই মন্ত্রদ্বারা ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে ॥১৭।১৮  
 তাহার দক্ষিণভাগে নাতিদূরে বিষ্ণুকুণ্ড নামে বিখ্যাত তীর্থ সংস্থিত  
 আছে ॥১৯ বিষ্ণুকুণ্ডে স্নান করিয়া অগ্রভাগে মঞ্জুসমম্বিত গুরু চারুশিলা-  
 রূপ পাণ্ডুশৌনক দর্শন করিলে, মনুষ্যাগণ পঞ্চ অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয় ॥২০  
 “প্রাণস্থং সর্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতিঃ । বিষ্ণুকুণ্ডং নমস্তেহস্ত  
 ত্রাহিমাং সর্বকিঞ্চিষাৎ ॥২১ এই মন্ত্র দ্বারা ফাঙ্কন মাসের একাদশীতে

বিমলেনার্কবর্ণেন দিব্যগন্ধর্বসেবিনা ।  
 কুলৈকবিশমুদ্র্য বিষ্ণুলোকং গচ্ছতি ॥২২।২৩  
 তস্য দক্ষিণকাষ্ঠায়াং কিঞ্চিনৈক্যাত্য গোচরে ।  
 একাদশধনুর্মাণং শিবকুণ্ডমিতি শ্রুতং ॥২৪  
 তত্রাভিষেকমাত্রেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ।  
 শিবকুণ্ডে চতুর্দশাং মাসি মাসি মম প্রিয়ে ॥  
 স্নাহারূপোদয়ে কালে ন প্রেতো জায়তে ভুবি ॥২৫  
 তীর্থানাং পরমং তীর্থং বিষ্ণুস্নান সমুত্তমং ।  
 সরিৎপতে নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং ত্বং শিবপ্রিয় ॥২৬  
 স্নাহাচানেন মস্ত্রেণ হংসেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ।  
 ততো ব্রজেৎ পাণ্ডুশৈল্যগন্ধতোয়েন স্নাপয়েৎ ।  
 পূজয়েৎ কমলৈঃশ্বেতৈ্য করবীটৈঃ শ্বেতৈঃ শুভৈঃ ॥২৭

স্নান করিলে, সর্বত্র হইতে ও সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত এবং দেবতুলা  
 শ্রীমান ও রূপ যৌবন সংযুক্ত এবং বিমলার্কতুল্য প্রভাবিশিষ্ট ও গন্ধর্ব  
 কঙ্ক সেবিত হইয়া একবিশতিকূল উদ্ধারপূর্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া  
 থাকে । ২২।২৩ তাহার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ নৈঋতকোণে একাদশ ধনুঃ  
 পরিমিত বিখ্যাত শিবকুণ্ড আছে । ২৪ তথায় স্নানমাত্রই রুদ্রলোকে  
 গমন করিয়া থাকে । হে প্রিয়ে! প্রতি মাসে চতুর্দশীতে অরূপোদয়  
 কালে শিবকুণ্ডে স্নান করিলে, তাহাকে প্রেত হইয়া আর ভূতলে জন্ম  
 গ্রহণ করিতে হয় না । ২৫ “তীর্থানাং পরমং তীর্থং বিষ্ণুস্নান সমুত্তমং ।  
 সরিৎপতে নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং ত্বং শিবপ্রিয় ॥” ২৬ এই মন্ত্রে স্নান  
 করিয়া হংস মস্ত্র অর্ঘ্য নিবেদন করিবে । তদনন্তর পাণ্ডুশৈলে গমন

বিষয়ে পাদমাভাষ্য পাণ্ডুনাথায় সৎ পদং ।  
 জবাত্তঞ্চ নতিঃ পশ্চাৎ উদ্ধরেৎ জনকাদিবু ॥২৮  
 চতুর্দশার্ণো বালো যৎ শিখান্তঃ সমুদীরিতং ।  
 নারদোহস্য ঋষিচ্ছন্দোগায়ত্রী দেবতা হরিঃ ।  
 বিনিয়োগঞ্চ সর্বার্থে কাম্যেষু চ বিশেষতঃ ॥২৯  
 শ্বেতঞ্চ দ্বিভুজং বিষ্ণুং চক্রশঙ্খলসংকরং ।  
 সর্বলোকেশং বরদং দেবগন্ধর্বসেবিতং ।  
 ধ্যানঃ কৃতার্চয়েদ্ধীমান্ পাত্রপূর্বাদিতঃ ক্রমাৎ ॥৩০  
 লক্ষ্মীং সরস্বতীং গঙ্গাং যমুনাং নর্মদাং শিবাং ।  
 বালাঞ্চকমলাঞ্চৈব তথা সংহর্ষণাদিকং ।  
 দিক্পতীংশ্চ গ্রহাংশ্চৈব বিশ্বক্সেনং প্রপূজয়েৎ ॥৩১  
 লোহিতেবিধিবৎ স্নাত্বা পাণ্ডুনাথং প্রপূজয়েৎ ।  
 সর্বপাপবিনিমূক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩২

করিয়া গন্ধতোয় দ্বারা স্নান করাইয়া সুশোভন শ্বেতসরোজ ও শ্বেত  
 করবীর দ্বারা পূজা করিবে।২৭ তদনন্তর পাণ্ডুনাথ বিষ্ণুকে মস্তোচ্চারণ  
 পূর্বক পূজা করিয়া প্রণাম করিলে, জনকাদি পিতৃগণের উদ্ধার  
 হয়।২৮ যে সকল মন্ত্রের বর্ণচতুর্দশ তাহা শিখান্তে উচ্চারিত করিবে,  
 উহার ঋষিঃ নারদঃ, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা হরি এবং সর্বার্থে বিশেষতঃ  
 কাম্যার্থে বিনিয়োগ হয়।২৯ তদনন্তর ধীমান্ মানব শ্বেত, দ্বিভুজ  
 শঙ্খচক্রশোভিতকর সর্বলোকেশ, বরদ, দেবগন্ধর্বসেবিত বিষ্ণুর ধ্যান  
 করিয়া পূর্বপাত্রাদিক্রমে অর্চনা করিবে।৩০ তৎপরে লক্ষ্মী, সরস্বতী,  
 গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, শিবা, বালা, কমলা এবং সংহর্ষণাদি দিক্পতিগণ  
 গ্রহগণ ও বিশ্বক্সেন এই সকলেরই পূজা কর্তব্য।৩১

ମନ୍ତ୍ରନ୍ତରଗତଂ ସାଗ୍ରଂ ଜରାମୃତ୍ୟୁବିବର୍ଜିତଃ ।  
 ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟାଦିହାଗତ୍ୟ କୁଳେ ସର୍ବଶୃଣାସ୍ଥିତେ ।  
 ଜନ୍ମପରିଗ୍ରହଂ କୃତ୍ବା ପ୍ରେତବଦଜାତୁ ବୈଷ୍ଣବଂ ।  
 ମନ୍ତ୍ରଂ ଜପାର୍ଚ୍ଚୟେଦେବ ମିଷ୍ଠିମନ୍ତ୍ରେଣ ପୂଜୟେଂ । ୩୩୩୫  
 ପାଣ୍ଡୁନାଥ ନମସ୍ତେହସ୍ତ ନମସ୍ତେ ମୋକ୍ଷକାରକ ।  
 ଶ୍ରୀହି ମାଂ ସର୍ବଲୋକେଶ ବିଷ୍ଣୁରୂପ ନମୋହସ୍ତତେ । ୩୬  
 ନିର୍ମଳାନନ୍ଦ ସଂକାଶ ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ।  
 ନମସ୍ତେ ପୁଞ୍ଜରୀକାକ୍ଷ ପାଣ୍ଡୁନାଥ ନମୋହସ୍ତତେ । ୩୭  
 ନମସ୍ତେ ହେମଗର୍ଭାୟ ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ଧ୍ବଜ ।  
 ବ୍ରହ୍ମରୂପ ନମସ୍ତେହସ୍ତ ନାରାୟଣ ନମୋହସ୍ତତେ । ୩୮  
 ନମସ୍ତେହଞ୍ଜନସଞ୍ଜକାଶ ନମସ୍ତେ ଭକ୍ତବଂସଳ ।  
 ପାଣ୍ଡୁନାଥ ନମସ୍ତେହସ୍ତ ଶ୍ରୀହି ଶ୍ରୀହି ନମୋହସ୍ତତେ ॥ ୩୯

ବିଧିପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରିয়া ପାଣ୍ଡୁନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରିଲେ, ସର୍ବପାପ ହଟିତେ  
 ବିମୁକ୍ତ ହେଁୟା ବିଷ୍ଣୁଲୋକେ ଗମନ କରିয়া ପୂଜାପ୍ରାପ୍ତ ହେଁ । ୩୨ ତତ୍ପରେ  
 ଜରାମୃତ୍ୟୁବିବର୍ଜିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରନ୍ତରକାଳ ଅବସ୍ଥିତି କରିয়া ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟ  
 ହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ହେଲୋକେ ସର୍ବଶୃଣାସ୍ଥିତ ସଂକୁଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ପୁନଃ  
 ପ୍ରେତ ହେଁୟା ବୈଷ୍ଣବମତ ଗ୍ରାସ୍ତ ହେଁ । ୩୩୩୫ "ପାଣ୍ଡୁନାଥ ନମସ୍ତେହସ୍ତ ନମସ୍ତେ  
 ମୋକ୍ଷକାରକ । ଶ୍ରୀହିମାଂ ସର୍ବଲୋକେଶ ବିଷ୍ଣୁରୂପ ନମୋହସ୍ତତେ । ୩୬ ନିର୍ମଳା-  
 ନନ୍ଦସଂକାଶ ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ନମସ୍ତେ ପୁଞ୍ଜରୀକାକ୍ଷ ପାଣ୍ଡୁନାଥ  
 ନମୋହସ୍ତତେ ॥ ୩୭ ନମସ୍ତେ ହେମଗର୍ଭାୟ ନମସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ଧ୍ବଜ । ବ୍ରହ୍ମରୂପ  
 ନମସ୍ତେହସ୍ତ ନାରାୟଣ ନମୋହସ୍ତତେ । ୩୮ ନମସ୍ତେହଞ୍ଜନସଞ୍ଜକାଶ ନମସ୍ତେ ଭକ୍ତବଂସଳ ।  
 ପାଣ୍ଡୁନାଥ ନମସ୍ତେହସ୍ତ ଶ୍ରୀହି ଶ୍ରୀହି ନମୋହସ୍ତତେ । ୩୯ ନମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାବାସ

নমস্তে বিবুধাবাস নমস্তে বিবুধপ্রিয় ।  
 নারায়ণ নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং শরণাগতঃ ॥৩৯  
 নমস্তে বিবুধশ্রেষ্ঠ নমস্তে কমলোদ্ভব ।  
 চতুর্মুখজগদ্ধাম পাণ্ডুরূপ নমোহস্ততে ॥৪০  
 নমস্তে নীলমেঘাভ নমস্তে ত্রিদশার্চিত ॥  
 ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ পাণ্ডুরূপ নমোহস্ততে ॥২১  
 নরসিংহ মহাবীৰ্য্য ত্রাহি মাং দীপ্তলোচন ।  
 বিষ্ণুরূপ নমস্তেহস্ত পঙ্কনাথ নমোহস্ত তে ॥৪২  
 দেবস্ত নৈর্যতে ভাগে ধনুঃপক্ষ প্রমাণতঃ ।  
 অশ্বখচিহ্নিতং ক্ষেত্রং ধর্মক্ষেত্রং বিজানীহি ॥৪৩  
 সংহিতাং প্রজপেস্তত্র গীতশাস্ত্রঞ্চ সংজপেৎ ।  
 চতুর্যুগেন সংজপ্য মন্ত্রেণৈব তু তৎ ফলং ।

নমস্তে বিবুধপ্রিয় । নারায়ণ নমস্তেহস্ত ত্রাহিমাং শরণাগতঃ ॥৩৯ নমস্তে  
 নমস্তে বিবুধশ্রেষ্ঠ । নমস্তে কমলোদ্ভব । চতুর্মুখ জগদ্ধাম পাণ্ডুরূপ  
 নমোহস্ততে ॥৪০ নমস্তে নীলমেঘাভ নমস্তে ত্রিদশার্চিত । ত্রাহি বিষ্ণো  
 জগন্নাথ পাণ্ডুরূপ নমোহস্ততে ॥৩১ নরসিংহ মহাবীৰ্য্য! ত্রাহিমাং  
 দীপ্তলোচন । বিষ্ণুরূপ নমোহস্তেহস্ত পাণ্ডুনাথ নমোহস্ততে ॥৪২ এই মন্ত্র  
 দ্বারা পাণ্ডুনাথের অর্চনা করিয়া ইষ্টমন্ত্রে পূজা করিবে । পাণ্ডুনাথের  
 নৈর্যতকোণে পক্ষধনুঃপ্রমাণ অশ্বখ চিহ্নিত ক্ষেত্রে অবস্থিত, উদ্যকে ধর্ম-  
 ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে ॥৪৩ তথায় সংহিতা, জপ ও গীতশাস্ত্র জপ  
 কর্তব্য । চতুর্যুগে বার বা অষ্টবার জপ করিলে মন্ত্র সকল সকল প্রাপ্ত হয়  
 সন্দেহ নাই । তথায় একাবর্তে অত্র পাঠের সহস্র গুণ ফল লাভ হয় ।

লভতে নাত্র সন্দেহ একাবর্ষে সহস্রকং ।  
 ক্ষেত্রস্থারোহণাদেবি কুরুক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥৪৪।৪৫  
 দেবস্য পূর্বভাগে তু ধনুস্তাবৎ প্রমাণতঃ ।  
 স্বচ্ছাকৃতিশ্চারুশিলা সা লক্ষ্মীঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥৪৬  
 শ্রীবীজেন সমভ্যর্চ্য মালতীকুমুদৈর্যজ্জেৎ ॥৪৭  
 বিষ্ণুকুণ্ডে তত স্নাত্বা লক্ষ্মীং কৃত্বা বিধানতঃ ।  
 পৌর্ণমাস্যং ওলার্কে তু লক্ষ্মীতস্যাচলা ভবেৎ ৷৪৮  
 তস্য দক্ষিণদিগ্ভাগে নাতিদূরে চ শাকুরি ।  
 ধনুঃপ্ৰমাণাৎ কোলক্ষেত্রং বিজানীহি ॥৪৯  
 অশ্বখমূলে দেবেশং কৃষ্ণচারুশিলাময়ং ।  
 লোকো দৃষ্টার্চিয়েদ্ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৫০  
 ব্রহ্মকূটস্য ধনুর্দে শ্রীকুণ্ডং নাম বৈ সরঃ ।  
 ধনুযুগ্মপ্রমাণেন তত্র স্নাত্বা শ্রিয়ং লভেৎ ॥৫১

হে দেবি ! এই ক্ষেত্রে আরোহণ করিলে কুরুক্ষেত্র তুল্য ফল প্রাপ্ত  
 হয় ৷৪৪।৪৫ দেবের পূর্বভাগে তাবৎ ধনুঃ পরিমিত স্বচ্ছাকৃতি এক  
 মনোহর চারুশীলা প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনিই লক্ষ্মী ॥৪৬ শ্রীবীজ দ্বারা  
 মালতী কুমুদে তাঁহার অর্চনা করিয়া ॥৪৭ বিষ্ণুকুণ্ডে স্নানান্তর লক্ষ্মীর  
 পূজা করিবে। যে নর, তুল্য পৌর্ণমাসিতে তাঁহার পূজা করে তাহার  
 লক্ষ্মী অচলা হন ৷৪৮ হে শাকুরি ! তাহার দক্ষিণদিকভাগে নাতিদূরে  
 অষ্টধনুঃপ্রমাণ কোলক্ষেত্র জানিবে ॥৪৯ যে মানব, অশ্বখমূলস্থিত  
 মনোহর কৃষ্ণ শিলাময় দেবেশ্বরকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্বক অর্চনা  
 করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে ৷৫০ ব্রহ্মকূটের উত্তরদিকে

চৈত্রে শুক্লদশম্যাং একাদশ্যাং সিতেতরে ।  
 মন্ত্রেণ স্নাত্বা ত্রীতীর্থে গতিমাপ্নোতানুত্তমাং ॥৫২।  
 শ্রীবস্তু ভগবৎ শ্রেষ্ঠ আরোগ্যবিজয়প্রদ ।  
 শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি পাপং হর নমোহস্ত তে ॥৫৩।  
 তস্য পূর্বে চ দ্বাবিংশদ্ধনুরেব প্রমাণতঃ ।  
 তীর্থং কনখলং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনং ।৫৪।  
 বৈশাখম্য তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ ।  
 দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্রেণ স্নাত্বা স্বর্গে মহীয়তে ॥৫৫।  
 সরিৎশ্রেষ্ঠ মহাভাগ দেবগন্ধর্বসেবিত ।  
 দশজন্মার্জিতং পাপং হর তীর্থ নমোহস্ততে ॥৫৬।  
 তস্য দক্ষিণভাগে তু পর্বতে চ মনোহরে ।  
 ধনুর্বেদ প্রমাণং চম্পকেশং সমর্চয়েৎ ॥৫৭।

ছই ধনুঃ প্রমাণ ত্রীকুণ্ডনামক সরোবর, তথায় স্নান করিলে ত্রীলাভ হয় ॥৫১। চৈত্রমাসে শুক্ল দশমীতে এবং কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে ত্রী তীর্থে স্নান করিলে উত্তমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥৫২। শ্রীবস্তু ভগবৎশ্রেষ্ঠ আরোগ্যবিজয়প্রদ । শ্রিয়ং দেহি যশোদেহি পাপং হর নমোহস্ততে ॥৫৩। এই মন্ত্রে ত্রীকুণ্ডে স্নান কর্তব্য । তাহার পূর্বে দ্বাবিংশধনুঃ প্রমাণ কনখল নামক মহাপাতকনাশন তীর্থ অবস্থিত ॥৫৪। বৈশাখের শুক্লতৃতীয়ার দক্ষিণামূর্ত্তি মন্ত্র দ্বারা তাহাতে স্নান করিলে স্বর্গলোকে পূজা প্রাপ্ত হয় ॥৫৫। “সরিৎশ্রেষ্ঠ মহাভাগ দেব গন্ধর্ব সেবিত । দশজন্মার্জিতং পাপং হরঃ তীর্থ নমোহস্ততে” ॥৫৬। এই মন্ত্রে স্নান পূজা প্রণামাদি সম্পন্ন করিবে । তাহার দক্ষিণভাগে মনোহর পর্বতে চারি ধনুঃপ্রমাণ দূর-



কনখলং উপস্পৃশ্য শুচিভাবসমস্থিতঃ ।  
 মুচ্যতে সৰ্ব্বপাপৈশ্চ ব্রহ্মলোকং ব্রজেদ্যতঃ ॥৫৮  
 তস্য পূৰ্বে সপ্তধনুঃ শুভে দেবি প্রমাণতঃ ।  
 তীৰ্থং ত্রৈলোক্য বিখ্যাতং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।  
 পুষ্করং সৰ্বপাপঘ্নং মৃতানাং ব্রহ্মলোকদং ।  
 মনসা সংস্মরেদ্যন্ত পুষ্করন্ত মহেশ্বরি ।  
 মুচ্যতে পাতকৈঃ সৰ্বৈঃ শক্রেণ সহ মোদতে ॥৫৯।৬০  
 তত্র দেবাঃ সগন্ধৰ্বাঃ সযক্ষোৱগরাক্ষসাঃ ॥  
 উপাসতে সিদ্ধসংঘা ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবং ॥৬১  
 তত্র স্নাত্বা ভবেম্মুক্তো ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনং ।  
 পূজয়িত্বা হি বরদং ব্রহ্মাণঞ্চ প্রপশ্যতি ॥৬২  
 তদাভিগম্য দেবেশং পুরহুতমনিন্দিতং ।  
 স্বরূপো জায়তে মৰ্ত্যঃ সৰ্ববান কামান্ সমস্পৃশতে ।

স্থিত চম্পকেশ্বরকে অচ্চনা করিবে ॥৫৭ নরগণ, শুচিভাব সমস্থিত  
 হইয়া কনখলে স্নানাদি সমাপন করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-  
 লোকে গমন করে ॥৫৮ হে দেবি ! তাহার পূৰ্বদিকে সপ্ত ধনুঃ প্রমাণ  
 ত্রৈলোক্য বিখ্যাত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পুষ্কর নানক তীৰ্থ, এই তীৰ্থ সৰ্বপাপ  
 বিনাশন এবং মৃতগণের মুক্তিপ্রদ । যে নর ননে মনেও পুষ্করতীৰ্থের  
 স্মরণ করে, সে সৰ্ব পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া শক্র সহিত আনন্দ উপ-  
 ভোগ করে সন্দেহ নাই ॥৫৯।৬০ দেব, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ তথায়  
 আগমন পূৰ্বক পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৬১ তথায়  
 স্নান করিলে মানবগণ মুক্তিলাভ করে । তথায় পদ্মযোনির পূজা করিয়া  
 বরদ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবে ॥৬২ তখন আনন্দিত দেবরাজ পুরন্দরকে

হে পুষ্কর মহাভাগ নমস্তে চ ত্রিপুষ্কর ।  
 হুঁ হুঁ হৌ সরিতাং নাথ পাপং মে হর পুষ্কর ।  
 অনেন স্নানং কুর্য্যাস্তু অস্তেনার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৬৩  
 পুষ্করস্য চ নৈঋত্যে কিঞ্চিদ্বামে মম প্রিয়ে ।  
 অষ্টবিংশদ্বানুস্মাৎ তীর্থং বদরিকাশ্রমং ॥৬৪  
 তত্র গম্বীর্ঘ্যেদেবং নারায়ণমনাময়ং ।  
 গোসহস্রফলং প্রাপ্য স্নাত্বাভ্যর্চ্য হরেদিনে ।  
 নারায়ণ স্যাশ্রমে তু যঃ কুর্য্যাদ্রোহিনীব্রতং ।  
 একেন শতকোটীনাং ব্রতস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৬৫৬৬  
 তত্র লিঙ্গং মহেশস্য বিভাণ্ডকমিতি শ্রুতং ।  
 প্রসাদেন সমভ্যর্চ্য রুদ্রত্বমধিগচ্ছতি ॥৬৭

দর্শন করিলে নরগণ তাহার স্বরূপ হইয়া সর্বকাম ভোগ করিয়া থাকে ।  
 হে পুষ্কর মহাভাগ, নমস্তে চ ত্রিপুষ্কর । হুঁ হুঁ হৌ সরিতাং নাথ পাপং  
 মে হর পুষ্কর । এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া অর্ঘ্য নিবেদন করিবে ॥৬৩  
 হে প্রেমসি ! পুষ্করের নৈঋত কোণে কিঞ্চিদ্বামে অষ্টবিংশদ্বা-  
 নুস্মিত বদরিকাশ্রম তীর্থ ॥৬৪ তথায় গমনপূর্বক নারায়ণ দেবকে  
 অচ্চনা করিবে । তথায় হরির দিনে স্নানান্তর পূজা করিলে গোসহস্র  
 দানের ফল প্রাপ্ত হয় । যে নর নারায়ণের আশ্রমে রোহিনী ব্রত  
 আচরণ করে সে সেই এক ব্রত দ্বারা শতকোটি ব্রতের ফল লাভ  
 করে ৬৫৬৬ তথায় বিভাণ্ডক নামে বিখ্যাত মহেশের একলিঙ্গ আছে,  
 প্রসাদমস্ত্রে তাহার অর্চনা করিলে রুদ্রত্বলাভ হয় ৬৭ পঞ্চগোদাবরী

পঞ্চগোদাবরীং তীর্থং ব্রহ্মাদৈঃ সেবিতং পরং ।  
 পূজয়িত্বা তত্ত্বং রুদ্রং প্রসন্নং পরমেশ্বরং ।  
 আরাধয়া মাসহরং পাপক্ষয়ঃ নারায়ণং ।  
 পূজয়িত্বা নমস্কর্য্যাত্ গোশতানাং ফলং লভেৎ ॥৬৮৬৯  
 পুষ্করস্য চ পূর্বে তু কুমারং নাম বৈ সরঃ ।  
 কুমারতীর্থে যঃ স্নানাদ্গাণপত্যঞ্চ বিন্ধতি ॥৭০  
 কুমারতীর্থস্যাগ্নেয়ে পঞ্চাশদ্ধনুরায়তং  
 নরনারণ্যকং দেবি সর্বদেবগণৈর্বৃতং ।  
 নরনারণ্যকং দেবি সর্বদেবগণৈর্বৃতং ॥৭১  
 কুমারেশপুরে রাশবিষ্ণোঃ প্রযস্থিতে রতঃ ।  
 ওঁ ওঁ ঙ্গে হ্রুং জগদ্ব্যাপ্ত পাপং হর কুমারকঃ ॥৭২  
 অনেন মর্জ্জনং কৃত্বা সুরেশাধ্যাং নিবেদয়েৎ ॥৭৩  
 তত্র দেবো মহাদেবঃ স্থাগুরিত্যাভিধীয়তে ।  
 তং দৃষ্ট্বা সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে তৎক্ষণাম্বরঃ ॥৭৪

তীর্থ অতি উৎকৃষ্ট, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন, তথায়  
 প্রসন্ন পরমেশ্বর রুদ্রদেবকে পূজা করিয়া পঞ্চাশদ্ধ মন্ত্রে হরের আরাধনা  
 করিয়া নমস্কার করিলে গোশত দানের ফল লাভ হয় ৬৮৬৯ পুষ্করের  
 পূর্বদিকে কুমার নামক সরোবর তথায় স্নান করিলে গাণপত্য লাভ  
 হয় ৭০ কুমারতীর্থের, অগ্নিকোণে পঞ্চাশৎ ধনুঃপ্রমাণ নরনারীর তীর্থ,  
 উহা নিয়তই দেবগণে পরিবৃত থাকে ৭১ কুমারেশ পুরেবাস বিষ্ণোঃ  
 প্রিয়হিতৈব্রত । ওঁ ওঁ ঙ্গে হ্রুং জগদব্যাপ্ত পাপং হর কুমারক ৭২ এই  
 মন্ত্রে মর্জ্জন করিয়া সুরেশাধ্যা নিবেদন করিবে ৭৩ তথায় দেবদেব

ଚମ୍ପକେଶସ୍ୟ ଧନଦେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠିମାନତଃ ।  
 ତଦ୍ଧନଂ ଚମ୍ପକଂ ନାମ ସିନ୍ଧୁବ୍ରହ୍ମର୍ଷିବନ୍ଦିତଂ ॥  
 ପୁଣ୍ୟମାୟତନଂ ବିଷୋକ୍ତଦ୍ରାସ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।  
 ବ୍ରହ୍ମକୂଟସ୍ୟ ଧନଦେ ଶିଳାପଦ୍ମକମଧ୍ୟାଗାଂ ॥  
 ଦୁର୍ଗାକୂପଂ ମହାକୂପଂ ସର୍ବତୋଦ୍ଧାରମେବ ହି ।  
 ଦଶାକ୍ଷରେଣ ମନ୍ତ୍ରେଣ ସ୍ନାତ୍ବା କାମାନବାପ୍ନୁୟାଂ ॥୧୫॥୧୬  
 ଦୁର୍ଗା କୂପେ ତଥାଷ୍ଟିମ୍ୟାଂ ସ୍ନାତ୍ବା କାମମନୁଜ୍ଞପନ୍ ।  
 ତ୍ରିଃକୂଟା ପଦ୍ମମଂବାଥ କୃଷ୍ଣବିଜୟ ପୁଷ୍ପକୈଃ ।  
 ପୂଜୟିତ୍ବା ନରସ୍ତତ୍ର ପୀଲୁଞ୍ଚତିଧରୋ ଭବେଂ ॥୧୮  
 କାକବନ୍ଧ୍ୟା ତୁ ଯା ନାରୀ ସ୍ମୃତପତ୍ୟା ଚ ଯା ଭବେଂ ।  
 ସାପି ସନ୍ତତିମାପ୍ନୋତି ଶରଂକାଳେ ବିଶେଷତଃ ॥୧୯

ମହାଦେବ ‘ହାଗୁ’ ନାମେ ଅଭିହିତ ହইয়া থাকେନ । ତାହାତେ ନରଗଣ  
 ଦର୍ଶନ କରିয়া ତଂକ୍ଷଣାଂ ସର୍ବପାପ ହইତେ ମୁକ୍ତ ହୟ । ଚମ୍ପକେଶେର ଉତ୍ତରେ  
 ଦ୍ଵିଷ୍ଠି ଧନୁ ପରିମିତ ଚମ୍ପକ ନାମକ ବନସିନ୍ଧୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଗଣ ନିୟତହି ତାହାର  
 ସେବା କରେନ । ତାହା ବିଷ୍ଣୁର ପୁଣ୍ୟ ଆୟାତନ ତଥାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାସ  
 କରେନ । ବ୍ରହ୍ମକୂଟର ଉତ୍ତରଦିକେ ଶିଳାପଦ୍ମକେର ମଧ୍ୟାଗତ ଦୁର୍ଗାକୂପ ଇହା ଏକ  
 ମହା କୂପ ଜାନିବେ ଇହାର ସକଳଦିକେହି ଦ୍ଵାର । ଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରେ ଇହାତେ  
 ସ୍ନାନ କରিলେ ସର୍ବକାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ ॥୧୫॥୧୬ ଅଷ୍ଟମୀତେ ଦୁର୍ଗାକୂପେ ସ୍ନାନାନନ୍ତର  
 କାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରিলେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣବିଜୟ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ଵାରା ତିନବାର ବା ପଦ୍ମବାର  
 ପୂଜା କରিলେ ନରଗଣ ପୀଲୁଞ୍ଚତିଧର ହୟ ॥୧୮ କାକବନ୍ଧ୍ୟା ବା ସ୍ମୃତପତ୍ୟା ନାରୀ  
 ଯଦି ଶରଂକାଳେ ପୂଜା କରେ ତବେ ସେ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୟ । ତଥାୟ କାମେଶ୍ଵରୀ  
 ଦେବୀକେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପୂଜା କରিলେ ଶାଶ୍ଵତୀ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୟ ॥୧୯॥

বন্ধুত্বৈঃ পূজয়েত্তত্র দেবীং কামেশ্বরীং যদি ।  
 বিশ্বপত্রেণ দেবেশি শাস্বতীং সিদ্ধিমাশ্নয়াৎ ॥৮০  
 সাধয়েদীপ্তিতান্ কামান্ তত্র সিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥৮১  
 কোলশ্চ বিষ্ণুশৈলঞ্চ পরমেশি চ শঙ্করঃ ।  
 ঈশশ্চ পারিজাতশ্চ কুমারশ্চ গণেশ্বরঃ ।  
 নীলঃশ্বেতোথভূম্নীত উত্তরে সংস্থিতাচলাঃ ॥৮২  
 মধ্যে বিষ্ণুস্তথাস্থাণুঃ পর্বতৌহথবলস্তথা ।  
 কমলশ্চ শিখা চৈব কপোতোমরুতাচলঃ ॥৮৩  
 পূর্বে পাতকুপাদিশ্চ পর্বতঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।  
 আগ্নেয়ে চাচলো দেবি হস্তিকর্ণ বিকর্ণকঃ ।  
 অমাচলো দক্ষিণে তু মকুবকৌহথ প্রজেশ্বরঃ ॥৮৪  
 দ্যুমন্তঃ কনৈকশ্চৈব বায়ব্যোনীললোহিতঃ ।  
 মানশৈলঃ কামাহ্বয়ঃ বহিরিন্দ্রং শতক্রতুঃ ॥৮৫  
 লোহিতঃ কমলশ্চৈব নৈঋতে নিঋতিস্তথা ।  
 গন্ধৰ্ব্বো লাক্ষণশ্চৈব পিশাচো বিহগাচলঃ ॥৮৬

৮০ এবং অভিলষিত কাম্য সকল লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ৮১ হে  
 পরমেশি ! কোলপর্বত, বিষ্ণুশৈল, ঈশ, পারিজাত, কুমার, গণেশ্বর,  
 নীল, শ্বেত, ভূম্নীত এই সকল পর্বত উত্তরে সংস্থিত আছে ৮২ মধ্যে,  
 বিষ্ণুস্থানু, বল, কমল, শিখা, কপোত, মরুতাচল ৮৩ পূর্বে পাতকুপাদি  
 অচল । হে দেবি ! আগ্নেয়কোণে হস্তিকর্ণ ও বিকর্ণক । দক্ষিণে  
 অমাচলো মকুবক, প্রজেশ্বর ৮৪ সূমন্ত ও কনক । বায়ব্যে নীল লোহিত  
 মানশৈলকামাহ্বয়, বহি, ইন্দ্র, শতক্রতু ৮৫ লোহিতক ও কমল । নৈঋত-

পশ্চিমে ব্রহ্মযুগশ্চ হয়মেধো গিরীশ্বরঃ ।  
 উত্তরে উত্তরশ্চৈব তথা চোত্তর পাণ্ডুকঃ ॥৮৭  
 আদিত্যো বায়ুকোণে তু বায়ুভল্লাতকস্তথা ।  
 ধনদশ্চ মহীধ্রশ্চ জনকশ্চ নলস্তথা ॥৮৮  
 ঐশাণ্যো মণ্ডলশ্চৈব অশ্বক্রান্তঃ সচন্দ্রকঃ ।  
 যমশ্চিহ্নবহশ্চৈব গ্রহশ্চৈব যথাক্রমাৎ ॥৮৯  
 ততো গচ্ছন্নীলশৈলং মধ্যাহ্নে পরমেশ্বরি ।  
 অষ্টম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যামথাপি বা ॥  
 বিষুবে অয়নে বাথ রবিসংক্রমণে তথা ।  
 পূর্বদ্বারি যদা গচ্ছেৎ প্রাপ্ত্ব যাদ্বিপুলং ধনং ॥৯০৯১  
 উত্তরে মুক্তিকামস্ত রাজ্যকামস্ত পশ্চিমে ।  
 যদা দক্ষিণমার্গেণ আরোহন্নীলকূটকং ।  
 হতরাজ্যো ভবেদ্রাজা অশ্রোষাং জায়তে ক্ষয় ॥৯২

কোণে নৈল্লাতি, গন্ধর্ব্ব, লাক্ষণ, পিশাচ ও বিহগাচল ৮৬ পশ্চিমে ব্রহ্মযুগ, হয়মেধ ও গিরীশ্বর । উত্তরে উত্তর, উত্তর পাণ্ডুক ৮৭ ও আদিত্য । বায়ুকোণে বায়ু, ভল্লাতক, ধনদ, মহীধ্র, জনক ও নল ৮৮ ঐশাণকোণে মণ্ডল, অশ্বক্রান্ত, চন্দ্রক, যম, চিহ্নবহ ও গ্রহ ৮৯ হে পরমেশ্বর ! তদনন্তর, মধ্যাহ্নকালে নীল শৈলে গমন করিবে । অষ্টমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, বিষুৱ অয়ন বা রবি সংক্রমণে পূর্বদ্বারে গমন করিলে বিপুল ধন প্রাপ্ত হয় ৯০৯১ মুক্তিকাম ব্যক্তি, উত্তরদিচ্ দয়া, রাজ্যকাম ব্যক্তি পশ্চিম দিয়া, হতরাজ্য ব্যক্তি দক্ষিণ দিচ্ দিয়া নীলকূটে আরোহণ করিলে যথাক্রমে মোক্ষ ও রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয় । অশ্রুদিচ্

ঐশানে তু তদা গচ্ছেৎ বিপুলাং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ।

বায়ব্যা চাগ্নিনৈঋত্যে মহাভয়ঙ্করং ভবেৎ ॥১৩

নীলং দশভূজং শাস্ত্রং মণিকুণ্ডলমণ্ডিতং ।

নাগহারোত্তরীয়ঞ্চ বৃষভস্থং বিচিন্তয়েৎ ॥১৪

পূজয়েদ্ধিত্রীবীজেন নমস্কৃত্বা বিধানতঃ ।

মন্ত্ৰেণারোহয়েৎ শৈলং অশ্বমেধফলং লভেৎ ।

পূর্বদ্বারে গৃহস্থস্য আরোহোনীলপর্বতং ॥১৫

নীলহৈব মহাবাহো ধর্ম্য কামার্থ মোক্ষদ ।

আরোহয়ামি শিখরং পাপং হরপ্রসাদ মে ॥১৬

দুর্গা কূপে তু পূর্বস্যং দেবনাত্মাতকেশ্বরং ।

ধনুস্ত্রয়ান্তরে দেবি পূজয়েৎ কেশবাদিনা ॥১৭

দিয়া আরোহণ করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ১২ যদি ঐশানকোণ দিয়া  
আরোহণ করে, তবে স্ত্রীলাভ হয়, বায়ব্যা, আগ্নেয়ে ও নৈঋত্যে আরোহণ  
করিলে মহাভয় উপস্থিত হয় ১৩ নীলদেবকে দশভূজ, শাস্ত্র, মণিকুণ্ডল  
মণ্ডিত, নাগহারোত্তরীয় বৃষভস্থ বলিয়া ভাবনা করিবে ১৪ বহুবীজ  
পূজানন্তর বিধিপূর্বক নমস্কার করিয়া মন্ত্রদ্বারা শৈলে আরোহণ করিলে  
অশ্বমেধের ফল লাভ হয় । গৃহস্থের পূর্বদ্বারে নীল পর্বতে আরোহণ  
কর্তব্য ১৫ “নীলহৈব মহাবাহো ধর্ম্যকামার্থ মোক্ষদ আরোহয়ামি শিখরং  
পাপং হর প্রসাদ মে” । ইহাই আরোহণ মন্ত্র ১৬ হে দেবি ! দুর্গাকূপের  
পূর্বদিকে তিন ধনু অন্তরে, আত্মতাকেশ্বর দেবকে, কেশবাদির সহিত পূজা

তস্য দেবস্য যামো তু ধনুরষ্টান্তরে প্রিয়ে ।  
 গজাকারং কৃষ্ণবর্ণং পূজয়েদগণনায়কং ॥১৮  
 তস্য পূর্বেনৈব ধনুঃ সংস্থিতশ্চ ত্রিবিক্রমঃ ।  
 তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা সর্বান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ৥১৯  
 তস্যাংশ পঞ্চকং যাবৎ ধনুরেব প্রমাণতঃ ॥  
 চত্বারিংশদ্ধনুমানং সৌভাগ্যং নাম বৈ সরঃ ৥১০০  
 ক্রীড়া পুষ্করিণী সা তু কামাখ্যায়াঃ সুরেশ্বরী ।  
 শক্ৰেণোপাসিতং পূর্বং সহদেবৈঃ প্রজাপতিঃ ৥১০১  
 তস্য পশ্চিমতীরে চ স্নাত্বা তত্র চ মণ্ডলং ।  
 কৃৎবা সম্যগ্বিধানঞ্চ উপবাসং সমাচরেৎ ॥১০২  
 পঞ্চকেহুতাদিনে প্রাপ্তে জলে স্নাত্বা বিধানত ।  
 ক্রীড়াপুষ্করিণীং গত্বা কামেশীং যন্ত পূজয়েৎ ।  
 পিতৃন্ সন্তারয়ত্যন্ত দেবীলোকে প্রমোদতে ॥১০৩

করিবে ৥১৭ হে প্রেয়সি! তাহার দক্ষিণদিকে অষ্ট ধনুঃ অন্তরে স্থিত,  
 গজাকার কৃষ্ণবর্ণ গণনায়কের পূজা কর্তব্য ৥১৮ তাহার এক ধনুঃ প্রমাণ  
 পূর্বভাগে, ত্রিবিক্রম দেব সংস্থিত আছেন, নরগণ ভক্তিপূর্বক তাঁহার  
 পূজা করিলে সর্বকাম প্রাপ্ত হয় ৥১৯ সেই স্থান ধনুঃ প্রমাণ, তাহার  
 অংশপঞ্চক অবস্থিত । তদনন্তর চত্বারিংশদ্ধনুঃ পরিমিত সৌভাগ্য নামক  
 সরোবর ৥১০০ সুরেশ্বরী! তাহাই কামাখ্যা দেবীর ক্রীড়া পুষ্করিণী ।  
 তথায় পূর্বে ইন্দ্র, দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রজাপতির পূজা  
 করিয়াছিলেন ৥১০১ তাহার পশ্চিমতীরে স্নানান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া  
 বিধিপূর্বক তথায় উপবাস করিবে ৥১০২ অত্র দিনে পঞ্চকের জলে



সৌভাগ্য সরিদাবস্তে বিমলে মানসপ্রিয়ে ।

নমোহঙ্কারৌ বষট্ স্বাহা পাপংহর নমোহস্ততে ।

মস্ত্বেণ মজ্জনং কৃদ্ধা কামেনার্থ্যং নিবেদয়েৎ ॥১০৪

ঐশান্যে তস্য কুণ্ডস্য লৌহিত্যা নাম বৈ সরঃ ।

ঋবেণ স্নাত্বা দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাং ॥১০৫

অগ্নৌকুণ্ডং কালহস্তং যামলং নাম বৈ সরঃ ।

তত্র স্নাত্বা চ পার্শ্বেন রূপবান্ জায়তে ভুবি ॥১০৬

নৈঋত্যে পঞ্চকং হস্তং সৌভাগ্যে পরমেশ্বরী ।

গঙ্গাসরং বিজানীয়াং সর্বতীর্থোদ্ভবং জলং ॥১০৭

কোলামন্তর্গতং কুণ্ডং সৌভাগ্যং পরিকীৰ্ত্তিতং ।

তিশ্রং কোটার্ক কোটী চ দিবিভুবাস্তুরীক্ষকে ॥

বিধিপূর্বক স্নান, ক্রীড়াপুষ্করিণী গমনানন্তর কামেশ্বরী পূজা করিলে মানব-  
গণ পিতৃগণের তারণানন্তর দেবীলোকে আনন্দলাভ করে । ১০৩ সৌভাগ্যে  
সরিদাবস্তে বিমলে মানসপ্রিয়ে । নমঃ ঔংকারৌ বষট্ স্বাহা পাপং হর  
নমোহস্ততে । এই মস্ত্বে মজ্জনানন্তর কাম মস্ত্বে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে । ১০৪  
সেই কুণ্ডের ঐশানকোণে লৌহিত্যনামক সরোবর, হে দেবেশি !  
তথায় ঋব মস্ত্বে স্নান করিলে, ভব-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় । ১০৫ তদনন্তর  
অগ্নিকুণ্ড, কালহস্ত ও যামলনামক সরঃ, তথায় পার্শ্ব মস্ত্বে স্নান করিলে  
ভূতলে রূপবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ১০৬ হে পরমেশ্বরী ! তাহার নৈঋত-  
কোণে পঞ্চকহস্ত গঙ্গাসরঃ, তাহাতে সর্বতীর্থসমুৎপত্ত বারি বিস্তৃত আছে  
। ১০৭ কোলার অন্তর্গত তীর্থ সৌভাগ্যনামে পরিকীৰ্ত্তিত । স্বর্গে  
অন্তরীক্ষে ও ভূতলে সার্বত্রিকোটি কুণ্ড, সেই সমস্তই সৌভাগ্য বলিয়া

সৌভাগ্যে তানি সর্বানি মন্দীভূতে দিবাকরে ।  
 তস্মাৎ সমাচরে স্নানং কর্তব্যং মকরে রবৌ ॥  
 তুলাবিষুবসংক্রান্ত্যাং যন্তু স্নানং সমাচরেৎ ।  
 অভার্য্যো লভতে ভার্য্যাং দেবীলোকে প্রমোদতো ১০৮।১০৯  
 সৌভাগ্যে সরিদাবর্তে বিমলে মানসপ্রিয়ে ।  
 নমোঙ্কারো বষট্ স্নাতা পাপং হর নমোহস্ততে ॥  
 মন্ত্ৰেণ মজ্জনং কৃত্বা কামেনার্য্যাং নিবেদয়েৎ ॥১১০  
 ঐশান্যে হস্য কুণ্ডস্য লৌহিত্য নাম বৈ সরঃ ।  
 তত্র স্নাত্বা চ পার্শ্বেন রূপবান্ জায়তে ভুবি ॥১১১  
 নৈশ্চ্যৈ পঞ্চকং হস্তং সৌভাগ্যে পরমেশ্বরি ।  
 গঙ্গাসরং বিজানীয়াৎ স্নাত্বা বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥১১২  
 গোধিকাকাররূপেণ ব্যক্তাব্যক্তশিলা চ যা ।  
 অনন্তাখ্যং বিজানীয়াৎ কুণ্ডং তস্যোপরি প্রিয়ে ॥১১৩

জানিবে । সূর্য্যদেব মকরগত হইলে দিবাকর মন্দীভূত হইলে, তাহাতে  
 স্নান কর্তব্য । তুলাবিষুব সংক্রমণে তথায় স্নান করিলে, ভার্য্যাটান  
 নরপণ, ভার্য্যা লাভ করিয়া দেবীলোকে গমন করিয়া প্রমোদ প্রাপ্ত হয় ।  
 ১০৮।১০৯ সৌভাগ্য সরিদাবর্তে বিমলে মানসপ্রিয়ে । নমোঙ্কার বষট্  
 স্নাত্বা পাপং হর নমোহস্ততে ॥ এই মন্ত্ৰে মজ্জন করিয়া কামমন্ত্ৰে অর্ঘ্য  
 দান করিবে ১১০ তাহার পর ঈশানকোণে লৌহিত্যানামক সরোবর,  
 তথায় পার্শ্বমন্ত্ৰে স্নান করিলে রূপবান হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করে ১১১  
 হে পরমেশ্বরি ! সৌভাগ্য পঞ্চকহস্ত গঙ্গাসরঃ তথায় স্নান করিলে, বিষ্ণু-  
 লোকে গমন করে ১১২ হে প্রিয়ে ! গোধিকাকাররূপাঃ যে ব্যক্তাব্যক্ত

অনন্ত পশ্চিমে পার্শ্বে পূর্বে কৃষ্ণশিলা চ যা ।  
 বরাহং তং বিজানীয়াৎ সর্বতীর্থোদ্ভবং জলং ॥১১৪  
 তুলায়াং বাথ কত্বায়াং শুক্লাষ্টম্যাং বিশেষতঃ ।  
 স্নাত্বা সংবীক্ষয়েদ্দেবীমগ্নিমষ্টো ফলং লভেৎ ॥১১৫  
 তর্পয়েৎ পিতৃদেবাংশ্চ কাম্যানত্যাংশ্চ তর্পণে ।  
 সর্বতীর্থেষু দেবেশি ন কুর্যাৎ কাম্যতর্পণং ॥১১৬  
 অগ্নিন কুণ্ডে অশ্বক্রান্তে আগন্ত্যে চ প্রয়াগকে ।  
 বারানসীহ্রদে চৈব ভার্গবে মেরুপুষ্করে ॥  
 গঙ্গাহ্রদে ব্রহ্মসরে দুর্গা কূপে চ ভাবয়েৎ ॥১১৭  
 পৃথ্বী প্রদক্ষিণে যচ্চ ফলং প্রোক্তং মহাবি ভিঃ ।  
 তৎফলং প্রাপ্যতে তস্য কুণ্ডস্যৈব প্রদক্ষিণে ॥১১৮  
 কুণ্ডস্থাগ্নেয়ভাগে চ তুলাদূরে ব্যবস্থিতং ।  
 কশ্বলাখ্যং শিবং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥১১৯

শিলা, তাহাই অনন্তাখ্যা কুণ্ড । ১১০ তাহার পশ্চিম ভাগে পূর্বপার্শ্বে দেশে  
 যে কৃষ্ণবর্ণ শিলা, তাহাই বরাহকুণ্ড, তাহাতে সর্বতীর্থ সমুত্তম জল  
 বিস্তারিত । ১১৪ তুলা বা কত্বায়াং বিশেষতঃ শুক্লাষ্টমীতে স্নানান্তর দেবী  
 দর্শন করিলে অগ্নিষ্টোনের ফল প্রাপ্ত হয় । ১১৫ তথাপি পিতৃগণের তর্পণ ও  
 অত্যাশ্র কাম্যঃ তর্পণ কর্তব্য । হে দেবি ! সকল তীর্থেই কাম্যতর্পণ  
 করিবে না । ১১৬ এই কুণ্ডে অশ্বতীর্থে, আগন্ত্যে, প্রয়াগে, বারানসীহ্রদে,  
 ভার্গবে, মেরুপুষ্করে গঙ্গাহ্রদে, ব্রহ্মসরে ও দুর্গাকূপে কাম্যতর্পণ কর্তব্য ।  
 ১১৭ হে দেবি ! মহাদিগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ যে ফল করিয়াছেন, সেই  
 কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিলে, সেই ফল লাভ হয় । ১১৮ কুণ্ডের অগ্নিকোণে

স্বরেণভাবযুক্তেন নত্যন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥১২০

নমো নমস্তে দেবেশ মদ্রবং সবিভূষিতঃ ।

লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেহস্ত অনন্তপুরুষোত্তম ॥

দেবদানবগন্ধর্ব্বপাদপদ্মার্চিত শুভ ।

নমো দরদলিঙ্গায় কমলায় নমো নমঃ ॥১২১-১২২

কৃষ্ণাকৃতিং বিষ্ণুরূপং নমস্কাহা মম প্রিয়ে ।

স্তম্বা প্রদক্ষিণং কৃষ্ণা ততো দেবীগৃহং ব্রজেৎ ॥১২৩

গহ্বা শবাসনং জপ্তাবীক্ষেভ্যারেণ শাক্ষরি ।

স্পৃষ্ট্বা মদনপ্রায়েণ নমোকামেন শাক্ষরি ।

পঞ্চামৃতেন তোয়েন স্নাপয়েৎ শূণ্ডতৈর্জলৈঃ ।

মূলমন্ত্রেণ চাচম্য পত্রেণ চ বিমার্জ্জয়েৎ ॥১২৪-১২৫

তুলা পরিমিত দূরে অবস্থিত কঙ্কলাপ্য শিবকে দর্শন করিলে, ভববন্ধন  
ইহাতে মুক্ত হয় । ১১৯ ভাবযুক্তমানসে মহানন্দে প্রণামপূর্ব্বক পূজা  
করিবে । ১২০ নমো নমস্তে দেবেশ । মদ্রবং সবিভূষিত । লক্ষ্মীকান্ত  
নমস্তেহস্ত অনন্তর পুরুষোত্তম । দেবদানব গন্ধর্ব্ব পাদ পদ্মার্চিত  
শুভ । নমো দরদলিঙ্গায় কমলায় নমো নমঃ । ১২১-১২২ এই মন্ত্রদ্বারা  
কৃষ্ণাকৃতি বিষ্ণুরূপকে নমস্কার, স্ততি ও প্রদক্ষিণ করিয়া তদনন্তর দেবী  
গৃহে গমন করিবে । ১২৩ হে শাক্ষরি ! তথায় গমন পূর্ব্বক শবাসনে  
জপ করিয়া তারামন্ত্রে বীক্ষণ ও মদন প্রায়মদ্রে স্পর্শন এবং কামমদ্রে  
নমস্কার করিয়া পঞ্চামৃত তোয়ে ও শুভ বারি দ্বারা স্নান করাইবে ।  
তদনন্তর মূলমন্ত্রে আচমন ও পদ্মমন্ত্রে মার্জ্জন করিয়া । ১২৪ ১২৫ দক্ষিণ-

কামতন্ত্রং কুশীতেন লিঙ্গে দক্ষে মম প্রিয়ে ।  
 বামে কামং লিখিত্বা তু পূজাং সমাচরেৎ ॥১২৬  
 দেবাজ্ঞে চিত্রকে পুষ্টিণৌ ঋজে চ শঙ্করি ।  
 শ্মশানে চ মহালিঙ্গে প্রতিমায়াং জলে তথা ।  
 যন্ত্রে তন্ত্রে শালগ্রামে মণ্ডলঞ্চ বিসর্জয়েৎ ॥১২৭  
 মহাহোমে মণ্ডলঞ্চ মহাপাতকমাপ্নয়াৎ ।  
 ন গৃহ্নাতি চ তৎপূজাং পদং ত্যক্ত্য ব্রজেৎ পুরং ॥১২৮  
 ন চ যোক্তবন্তুরগতং শ্মশানস্য চ পূর্ববতঃ ।  
 মহামণ্ডলকং দেব্যাঃ সাস্থিতস্তত্র পূজয়েৎ ॥১২৯  
 সপ্তাশীতি ধনুর্শ্মাণং লক্ষ রক্তশিলা চ যা ।  
 অষ্টহস্তং সপুলকং লিঙ্গং লক্ষাঙ্কসংযুতং ।  
 চতুর্হস্তসমং ক্ষেত্রং পশ্চিমে যোগিমণ্ডলং ।  
 বহুমাত্রমিতৈকৈব প্রস্তারে দ্বাদশাঙ্গুলং ॥  
 আপাতালং জলং তত্র যোনিমধ্যে প্রতিষ্ঠিতং ॥১৩০॥১৩১

ভাগে কুশীত দ্বারা কামমন্ত্র লিখিত করিবে। বামে কামমন্ত্র লিখিয়া  
 তথায় অর্চনা কর্তব্য ॥১২৬ দেবীর অঙ্গে চিত্রপটে, পুষ্টিমণিতে, ঋজে,  
 শ্মশানে মহালিঙ্গে প্রতিমায়া, জলে, যন্ত্রে, তন্ত্রে, শালগ্রামে, মণ্ডল বর্জন  
 করিবে ॥১২৭ মহাহোমে মণ্ডল করিলে মহাপাতক প্রাপ্ত হয়। তাহাতে  
 মণ্ডল করিলে সেই স্থান পরিহার পূর্বক স্বস্থানে গমন করেন ॥১২৮  
 অথবা যোনিতে, ও মণ্ডল কর্তব্য নয়। শ্মশানের পূর্বভাগে দেবীর  
 মহামণ্ডল সংস্থিত তথায় পূজা করিবে ॥১২৯ সপ্তাশীতি ধনুঃ পরিমান  
 যে লক্ষ রক্তশিলা বিশিষ্ট এবং সপুলক অষ্ট হস্ত লক্ষাঙ্ক লিঙ্গযুক্ত চতুর্হস্ত

উর্ব্বশী যমুনা ধারা কাবেরী চ সরস্বতী ।  
 ব্রহ্মকুণ্ডে সমুদ্ভূতং মণিকূটে চ নির্মলং ॥১৩২  
 যাতি নাস্তত্র সন্দেহো গহা বারানসী হ্রদে ।  
 প্রাবিত্তা মণ্ডলং দেব্যা ব্যক্তং ব্রহ্মসরে প্রিয়ে ॥১৩৩  
 মাসত্রয়াধিকে বর্ষীবর্ষে শুকবলা ভবেৎ ।  
 দ্বিমাংস ত্রিদিনৈধৈব নির্বিঘ্নং তিষ্ঠাতি ক্রবৎ ।  
 যথাংস স্মৃতিতে দেবি মহাবিপৎকরী মৃতা ॥১৩৪  
 কুলাধুরা যদা শুকা বিগূত্রং সত্যাজেদ্বহিঃ ।  
 বর্ষে বর্ষে শুক ধারা যদা ভবতি শঙ্করি ।  
 বাহ্যদেশে চ হুভিক্ষং রোগো ভবতি নিশ্চিতং ।  
 গর্ভে শুকে রাজ্য নাগো সর্বৈ শুকে ফলং শৃণু ॥১৩৫

সমক্ষেত্র পশ্চিমে অবস্থিত, তাহাই যোনিমণ্ডল । সেই যোনিমণ্ডো  
 বাহ্যমাত্র পরিমিত, বিস্তারে দ্বাদশ অঙ্গুল জল, পাতাগ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত  
 আছে ॥১৩০॥১৩১ উর্ব্বশী যমুনা ধারা কাবেরী ও সরস্বতী ব্রহ্মকুণ্ডে উদ্ভূত  
 হইয়া মণিকূটে গমন করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥১৩২ তদনন্তর বারানসী  
 হ্রদে গমনান্তর দেবীর মণ্ডল প্রাবিত করিয়া ব্রহ্মসরে ব্যক্ত হইয়াছে ॥১৩৩  
 ষাটবৎসর তিন মাসে শুকবলা হয় । উহা দুইমাস তিন দিন নির্বিঘ্নে  
 অবস্থিত হয় । ছয় মাস অবস্থিতি করিলে বিপৎকারী হইয়া উঠে ॥১৩৪  
 যখন কুল্যের শুকধারা হয়, তখন বহির্ভাগে বিগূত্র পরিত্যাগ কর্তব্য । হে  
 শঙ্করি ! যখন বর্ষে বর্ষে শুক ধারা হয়, তখন বাহ্যদেশে হুভিক্ষ ও  
 রোগ হয় সন্দেহ নাই । গর্ভশুক হইলে রাজ্যনাশ সর্বশুক হইলে তৎকল

ভবেদ্রাজা রাজ্যভ্রষ্টাব পররাষ্ট্র সমাগমঃ ।  
 এবং বহুবিধা দোষা সম্ভবন্তি বরাননে ।  
 শাস্তি কুর্যাদ্ বিধাননে ভদ্রোষ প্রশমনায় বৈ ।  
 স্মৃতপ্লুতৈঃ করবরৈ দ্বিলক্ষং হোমমাচরেৎ ।  
 পায়সৈবয়ক্তুপুদ্রৈরথবা শ্রীফলৈঃ সূধীঃ ॥১৩৬-১৩৭  
 কিস্বা ত্রিমধুভির্ভদ্রে গোধামাংসৈ দ্বিলক্ষকং ।  
 ত্রিমধু মেলানাং যৎ স্র্যাং শর্করামধুসর্পি যাং ॥১৩৮  
 আবভিতেন ক্ষীরেণ স্মৃত যুক্তেন হোময়েৎ ৷১৩৯  
 অনন্তস্র পশ্চিমে চ অসিনাম্না স্থিতা নদী ।  
 তস্যাঃ পশ্চিমে যা ধারা সা ভবেদ্ বরুণা নদী ।  
 তস্যাঃ স্বচ্ছোদকং পীত্বা ন পুনর্জায়তে ভুবি ৷১৪০  
 সিদ্ধেশ্বরং কোটীলিঙ্গং হেরুকং মুক্তিগুলাং ।  
 তথা বারানসীক্ষেত্রং দেব্যা হস্তগৃহং স্মৃতং ॥১৪১

শ্রবণ কর।১৩৫ তাহাতে রাজা রাজ্যভ্রষ্ট, এবং পররাষ্ট্র সমাগম হয়,  
 এইরূপ নানাবিধ দোষ সংঘটিত হইয়া উঠে। তাহাতে শাস্তি করা  
 বিধেয়। সূধীগণ স্মৃতপ্লুতকরবীরে দুইলক্ষ হোম করিবেন। অথবা রক্তপঙ্কজ  
 পায়স অথবা শ্রীফল।১৩৬।১৩৭ কিস্বা ত্রিমধুদ্বারা বা গোধা মাংস দ্বারা  
 ঐ দুইলক্ষ হোম করিবেন। শর্করা মধু ও স্মৃত ইহাদিগের সম্মিলনের  
 ত্রিমধু বলে।১৩৮ স্মৃতবৃক্স আবর্জিত ক্ষীরদ্বারা হোম করিবে।১৩৯ অনন্তরে  
 পশ্চিমদিকে অসি নামে এক নদী আছে, তাহার পশ্চিমে যে ধারা, তাহার  
 নাম বরুণানদী, তাহার স্বচ্ছোদক পান করিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে  
 হয় না।১৪০ সিদ্ধেশ্বর, কোটি লিঙ্গ, হেরুক, মুক্তিগুলা, বারানসীক্ষেত্র

পুস্তকে প্রতিমায়াঞ্চ স্থণ্ডিলে চ মহেশ্বরি ।  
 পাঙ্ককায়াং চিত্রপটে তথাখড়্গোহ্নলেজলে ॥১৪২  
 লৌহিত্যে চ গঙ্গায়াঞ্চ সাগরে তীর্থসঙ্গমে ।  
 প্রতিপীঠে বিষ্ণুমূলে লিঙ্গস্থং দেবীমর্চ্চয়েৎ ।  
 কথ্যতে যা কালশিলা তৎপীঠং মণিপূরকং ।  
 অন্তর্গেহ মহাপীঠং তদেব মণিপীঠকং ॥১৪৩।১৪৪  
 শিলায়াং পর্বতাগ্রে চ তথা পর্বতগহ্বরে ।  
 নিত্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবিঃ নরো ভক্তি সমন্বিতঃ ।  
 বারাগস্ত্যং পূর্ণফলং দ্বিগুণং পুরুষোত্তমে ।১৪৫  
 সর্বক্ষেত্রে চ তীর্থে চ কালগিরি সমং ফলং ।  
 কৌমারে চতুঃশতং চৌহারে তৎসমং ফলং ॥১৪৬

এই সকল দেবীর অন্তর্গৃহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে জানিও ।১৪১ পুস্তকে  
 প্রতিমায়, স্থণ্ডিলে, পাঙ্ককায়, চিত্রপটে, খড়্গো, অনলে ।১৪২ লৌহিত্যে  
 গঙ্গায়, সাগরে, তীর্থসঙ্গমে, প্রতিপীঠে বিষ্ণুমূলে ও বিষ্ণুমুখে লিঙ্গস্থ দেবীর  
 পূজা করিবে । যাহাকে কালশিলা কহে তাহাই মণিপূরক পীঠ অন্তর্গৃহ  
 মহাপীঠ, তাহাই মণিপীঠ বলিয়া উক্ত হয় ।১৪৩।১৪৪ মানবগণ, ভক্তি সম-  
 ন্বিতহইয়া শিলায়, পর্বতাগ্রে পর্বত গহ্বরে নিতাই দেবীর পূজা করিবে ।  
 বারাগসীতে দেবী পূজা সম্পূর্ণদায়িণী পুরুষোত্তমে তাহার দ্বিগুণ ফল-  
 প্রদা হয় ।১৪৫ সমস্ত ক্ষেত্রে ও তীর্থে পূজা করিলে কাল গিরির সমান  
 ফল হয় । কৌমারে চতুঃশত, চৌহারে তাহার সমান ফল হয় ।১৪৬  
 আর্য্যাবর্তে, মধ্যদেশে, ব্রহ্মাবর্তে ত্রিহটে মণিপূরবৎ ফলদায়িণী হয় ।১৪৭



আর্য্যাবর্তে মধ্যদেশে ব্রহ্মবর্তে শ্রীহট্টকে ।

মণিপুরসমং দেবী পূজিতা ফলদায়িনী ॥১৪৭

আগস্ত্যে চান্দ্রমেধিকে চতুর্গুণফলং ভবেৎ ।

তস্য চতুর্গুণং দেবি জলেশ্বরে চ নিশ্চিতং ॥১৪৮

যত্র বিরাজতে যোনিঃ ফলং দশগুণং স্মৃতং ।

তস্য চতুর্গুণং দেবি একাত্রে পরমেশ্বরী ॥১৪৯

মণিকূট শতগুণং মণিশৈলে সহস্রকং ।

জলে স্থলে বাস্বতীর্থে উক্তং দশগুণং ফলং ॥১৫০

জলে স্থলে কাম্যরূপে পূজনাচ্চ সমং ফলং ।

কাম্যরূপে যথা বিষ্ণুঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠালক্ষ্মী মহেশ্বরী ।

কাম্যরূপে তথা দেবি পূজা সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা ॥১৫১

কাম্যরূপং দেবীক্ষেত্রং কুত্রাপি তৎ সমং ন চ ।

অত্রৈব বিরলা দেবি কাম্যরূপে গৃহে গৃহে ॥১৫২

আগস্ত্যে ও অশ্বমেধিকে তাহার চতুর্গুণ এবং জলেশ্বরে তাহার চতুর্গুণ ফল নির্দিষ্ট আছে । ১৪৮ যেখানে যোনি বিরাজিত আছে, সেখানে তাহার দশগুণ ফললাভ হয় । হে পরমেশ্বরী ! একাত্রে তাহার চতুর্গুণ । ১৪৯ মণিকূটে তাহার শতগুণ, মণিশৈলে তাহার সহস্রগুণ । অশ্বতীর্থে জলে বা স্থলে তাহার দশগুণ ফল কীর্তিত হইয়াছে । ১৫০ কাম্যরূপের জলে স্থলে সর্বত্র পূজায় সমান ফল লাভ হয় । হে প্রিয়ে ! মহেশ্বরী যেমন বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং লক্ষ্মী সর্ব্বোত্তমা হন, সেইরূপ কাম্যরূপে দেবীর পূজা সর্ব্বোত্তমা হয় । ১৫১ কাম্যরূপে দেবী ক্ষেত্র, তাহার সমান আর অত্র নাই । দেবী অত্র বিরলা, কিন্তু

কামাখ্যায়াং মহামায়াং যঃ পূজয়তি মানবঃ ।  
 সর্বকামমিহপ্রাপ্য পরলোকে শিবোভবে ॥১৫৩  
 নহি তৎ সদৃশং কার্য্যং অন্তত্র ভূবি বিদ্যতে ।  
 বাঙ্কিতার্থং নরো লক্সা চিরায়ুর্ভবতি ধ্রুবং ॥১৫৪  
 স্নানকালে চার্করাত্রে মহাপূজা সমাপনে ।  
 সান্নিধ্যাং মহামায়ায়াঃ নৈব গচ্ছেৎ স্পৃশেন্ন চ ॥১৫৫  
 কুমারনে মহাষ্টম্যাং নিশায়াঞ্চ দিনক্ষয়ে ।  
 যুগাদৌ কান্তিকে মাসি দেবীং পশ্যেন্নৈব নরঃ ॥১৫৬  
 দেব্যানী রাজশং শূদ্রো হ্যারতিংবা শ্রপশ্রুতি ।  
 রূপবান্ স ভবেদেবি সদগতিং লভতে ধ্রুবং ।  
 বিধবা ব্রাহ্মণী পশ্যেন্ মহামায়াঞ্চ সর্বদা ॥১৫৭

কামরূপে গৃহে গৃহে বিরাজিতা আছেন ১৫২ যে মানব, কামাখ্যায়  
 মহামায়ার পূজা করিয়াছে সে ইহলোকে সর্বকাম ও পরলোকে শিব-  
 স্বরূপতা লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই ১৫৩ তাহার সদৃশ কার্য্য অন্তত্র  
 আর কোথাও নাই । তাহাতে নরগণ বাঙ্কিতার্থ লাভ করিয়া চিরায়ু  
 হইতে পারে ১৫৪ সিদ্ধিকাম মানব স্নানকালে অর্দ্ধরাত্রে মহা পূজার  
 অবসান সময়ে মহামায়ার নিকটে গমন যা স্পর্শন করিবে না ১৫৫ কুমা-  
 রণে মহা অষ্টমীতে নিশাভাগে, দিনক্ষয়ে ( সাঙ্ঘ্য ) যুগাদিতে কাস্তিক মাসে  
 দেবীকে দর্শন করিবে না ১৫৬ যে শূদ্র দেবীর নৌদাজনা বা আরতি  
 দর্শন করে সে রূপবান হইয়া সদগতি লাভ করে । বিধবা ব্রাহ্মণী  
 সদাকালই মহামায়াকে দর্শন করিবে ১৫৭ স্নানকালে মধ্যাহ্নে,

স্নানকালে চ মধ্যাহ্নে নির্মালাস্য বিসর্জনে ।  
 ন পশ্চেষ্ট দ্বিয়োদেবীং যুবত্যশ্চবিশেষতঃ ॥ ১৫৮ ॥  
 পৌষাক্ষম্যাং নবম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাস্তথৈব চ ।  
 ন গচ্ছেৎ পার্বতীগেহং কর্কটাত্ত দিনত্রয়ে ॥  
 কালেষ্বেতেষু স্পৃষ্টায়াং শাপঞ্চায়ু ক্ষয়ং লভেৎ ॥ ১৫৯ ॥  
 দাক্ষিতস্যার্চনাশস্তা নাদাক্ষিতসঃ চৈবহি ।  
 অতএব চ দীক্ষার্থী রক্তাশ্বরধরস্তথা ॥  
 রক্তচন্দনভূষাঢ্যঃ নাগজৈস্তিলকক্রিয়ঃ ।  
 মৃগচর্ম্মপূপাবিস্য দীক্ষাং গৃহ্নাতি ভক্তিতঃ ॥ ১৬০ ॥  
 দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপবন্ধনাৎ ।  
 অতো দীক্ষ্যেতি নাম্নো চ খ্যায়তে তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥ ১৬১ ॥

নির্মালা্য বিসর্জনকালে স্ত্রীগণ বিশেষতঃ যুবতীগণ দেবীকে দর্শন করিবে  
 না ॥ ১৫৮ ॥ হে ভদ্রে! পৌষমাসে অষ্টমীতে নবমী ও ত্রয়োদশীতে,  
 কর্কটের আদি তিন দিন, পার্বতী গৃহে গমন করিবে না । ঐ সকল  
 কালে স্পর্শ করিলে অভিশাপ প্রাপ্ত এবং দর্শন করিলে আয়ুক্ষয় হয়  
 ॥ ১৫৯ ॥ দাক্ষিত ব্যক্তিরই পূজাদি প্রণত, অদাক্ষিতের তৎসমুদায় প্রণত  
 নহে । অতএব দীক্ষা প্রার্থী মানব রক্তাশ্বর ধারণ পূর্বক রক্তচন্দনে  
 বিভূষিত হইয়া, নাগজের তিলক ধারণপূর্বক মৃগচর্ম্ম উপবেশন করিলে  
 ১৬০ পরমজ্ঞান দান করেন এবং পাপবন্ধন ক্ষয় অর্থাৎ ছেদন করেন  
 বলিয়া তত্ত্বচিন্তক ঋষিগণ “দীক্ষা” এই নাম প্রদান করিয়াছে ৯ ॥ ১৬১ ॥ মন

মনসা ক্রিয়য়া বাচা যচ্চপাপ মুপার্জিতং ।  
 নিঃশেষং নাশয়িত্বা চ পরং জ্ঞানং প্রদাস্যতি ॥  
 অতো দীক্ষতি লোকেহস্মিন্ কীর্ততে শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥১৬২  
 বিজ্ঞানফলদাচাদ্যে দ্বিতীয়ে লয়কারিণী ।  
 তৃতীয়ে মুক্তিদাপ্রোক্তা ততো দীক্ষতি গীয়তে ॥১৬৩  
 দ্বিধা দীক্ষা সাধারা চ নিরাধারা তথৈবচ ।  
 নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে যস্য চৈবা বিকারিতা ॥১৬৪  
 সাধারা চ সা প্রোক্তা নিরাধারা চ মুক্তিদা ।  
 নিশ্চলা সা চ বিজ্ঞেয়া কথ্যতে তদ্বচিস্তকৈঃ ॥  
 কুণ্ডলং মণ্ডলং কৃৎস্না সৎপায়েভ্যঃ প্রদীয়তে ।  
 ততো দীক্ষা ফলবতী অন্যথা বিফলা ভবেৎ ॥১৬৫  
 অপাত্রেভ্যঃ প্রদত্তা চ দীক্ষা সাপি মহেশ্বরী ।  
 মনোব্যাপারমাত্রেণ নির্বীৰ্যা-ভবতি ধ্রুবং ॥১৬৬

কর্ম ও বাক্য দ্বারা যে পাপ উপার্জন করিয়াছে তৎসমুদায় নিঃশেষরূপে  
 নষ্ট করেন এবং পরমজ্ঞান প্রদান করেন, এই নিমিত্তই শাস্ত্রকোবিদগণ  
 ইহার “দীক্ষা” এই নাম কীর্তন করেন ৷১৬২ প্রথমে বিজ্ঞান ফলদা,  
 দ্বিতীয়ে লয়কারিণী, তৃতীয়ে মুক্তিদা এই নিমিত্ত লোকে “দীক্ষা” এই  
 নাম সংগীত হইয়া থাকে ৷১৬৩ দীক্ষা দুই প্রকার সাধারা ও নিরাধারা ।  
 নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যে যাহার অধিকারিতা আছে ৷১৬৪ ( তাহাই  
 সাধারা ) যাহা মুক্তিদা অতএব নিশ্চলা তাহা নিরাধারা জ্ঞানিবে । কুণ্ড  
 ও মণ্ডল বিরচনপূর্বক সৎপাত্রে দীক্ষা প্রদান করিলে তাহাই ফলবতী  
 হয় ৷১৬৫ অপাত্রে দীক্ষা প্রদান করিলে মনের ব্যাপার

অপুলো যুতপুত্রশ্চ কুণ্ডো বা বামন স্তথা ।  
 কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ অধিকান্নঃ শ্রিয়া জিতঃ ।  
 আচার্যো যো ভবেদেবি তৎ সকাশা কদাচন ॥১৬৭  
 স্মৃতিশ্চ কুলীনশ্চ জ্ঞানাচারো গুণৈর্যুতঃ ।  
 সময়চার বির্জৈব মন্ত্রং দত্তাদ্ বিচক্ষণঃ ॥১৬৮  
 ন গৃহীয়াৎ দেবি দীক্ষাং সত্যঙ্গতং ব্রবীমিতে ।  
 মাতামহাৎ পিতৃশ্চেব মন্ত্রং ন গৃহীয়ান্নরঃ ॥  
 স্বপ্নলক্শং জ্বীদন্তঞ্চ সঙ্কারণৈব শুধ্যতি ॥১৬৯  
 স্বপ্নলক্শ মন্ত্রসিদ্ধৌ গুরোঃ প্রাণং নিবেশয়েৎ ।  
 বটপত্র কুঙ্কুমেণ লিখিত্ব গ্রহণং তথা ।  
 ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি অন্তথা বিফলং ভবেৎ ॥১৭০  
 অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ  
 রবেঃ সংক্রান্তিদিবসে যুগাভায়াং সুরেশ্বরী ।  
 মন্বন্তরাসু তিথিষু চতুর্দশ্যষ্টমীযু চ ।

নাত্রই তাহা নির্বীৰ্য্য। ইইয়া যায় ১৬৬ হে দেবি ! অপুল, যুতপুত্র, কুণ্ড, বামন, কুনখী শ্যাবদন্ত, অধিকান্ন, জ্বীজিত আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ উচিত নয় ১৬৭ স্মৃতি কুলীন, জ্ঞানাচার গুণবান্ ও সময়চারবিদ ব্যক্তিকেই দীক্ষা প্রদান করিবেন ১৬৮ পিতা ও মাতামহের নিকট ইহতে মন্ত্রগ্রহণ কর্তব্য নয় ! স্বপ্নলক্শ ও দ্বী দত্ত মন্ত্র সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হয় ১৬৯ স্বপ্নলক্শ মন্ত্র সিদ্ধ করিতে হইলে কলসে গুরুর প্রাণ নিবেশিত করিবে, তদনন্তর বটপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা লিখিয়া গ্রহণ করিবে তাহাতেই মন্ত্র শুদ্ধ হয় অন্তথা বিফল ইইয়া যায় ১৭০ ভক্তি অর্দ্ধারিত ব্যক্তিগণ, সংযতমানস

মহাপূজাদিনে বাপি শিষ্যশুক্লদিনেষু চ ।  
 গৃহীয়াৎ প্রযতোভূত্বা ভক্তিশ্রদ্ধাসমম্বিতঃ ॥১৭১-১৭২  
 দেবীপূজাবিধৌ যন্ত মনুষ্যো ভক্তিতৎপরঃ ।  
 স এব দীক্ষাং নান্নস্ত সর্বশাস্ত্রার্থতৎপরঃ ॥১৭৩  
 চৈত্রে দুঃখায় দীক্ষা স্যাৎ বৈশাখে সৰ্বসিদ্ধিদা ।  
 জ্যৈষ্ঠ মৃত্যু প্রদা সা স্যাৎ আষাঢ়ে বহু বৎসকা ॥১৭৪  
 শ্রাবণে বহুহানিঃ স্যাৎ ভাদ্রে চ দুঃখদা মতা ।  
 আশ্বিনে সৰ্বসিদ্ধৌ সা কার্তিকে জ্ঞান বৃদ্ধিদা ॥১৭৫  
 শুভকুন্মার্গশীর্ষে চ পৌষে জ্ঞানবিনাশিনী ।  
 মাঘে চ মেধাং বৃদ্ধিঃ স্যাৎ ফাল্গুনে সৰ্বশস্যকৃৎ ॥১৭৬  
 গ্রহণে চ মহাতীর্থে নাস্তি কালস্য নিশ্চয়ঃ ॥  
 গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপৰ্বতে ।

হইয়া, অগ্নি বিষ্ণুবে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে, রবির সংক্রান্তি দিবসে যুগান্তে  
 মনমুহুরায়, চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে, মহাপূজায় বা বিশুদ্ধ দিনে দীক্ষা  
 গ্রহণ করিবে ॥১৭১৥১৭২ যে মনুষ্য দেবীর পূজায় ভক্তি তৎপর হয়, সেই  
 সর্বশাস্ত্রার্থতৎপর ব্যক্তির দীক্ষাই সফল জানিবে ॥১৭৩ চৈত্রে দীক্ষা  
 দুঃখপ্রদা, বৈশাখে সৰ্বসিদ্ধিদা, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুপ্রদা আষাঢ়ে বহু বৎসদায়িনী  
 ॥১৭৪ শ্রাবণে বহু হানিকারী, ভাদ্রে দুঃখদায়িনী, আশ্বিনে সৰ্বসিদ্ধিদা ও  
 কার্তিকে জ্ঞানবৃদ্ধি প্রদা ॥১৭৫ মার্গশীর্ষে শুভকর, পৌষে জ্ঞান-  
 নাশিনী, মাঘে মেধাবৃদ্ধিকারী ফাল্গুনে সৰ্বশস্যদায়িনী হয় ॥১৭৬  
 গ্রহণে ও মহাতীর্থে কাল নির্ণয় গয়ায়, ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে,  
 চন্দ্রপৰ্বতে কোঙ্কনে, মতঙ্গে, কল্যাণমে, এই সফল তীর্থে দীক্ষা

কোঙ্কনে চ মতঙ্গে চ তথা কত্মাশ্রমেষু চ ।  
 নগৃহ্যোয়ান্ততো দীক্ষাং তীর্থেষুতেষু পার্বতি ।  
 কর্তব্যং দীক্ষিতৈঃ শিবৈশ্চরৈঃ সাসনমুক্তমং ॥১৭৭ ১৭৮  
 দেবতা হৃদয়ো যঃ স্যাদ্ গুরুপূজাপরায়ণঃ ।  
 পুরশ্চরণাচারো স্যাৎ বিশুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৭৯  
 মন্ত্রতন্ত্রপুরাণানি ভারতঞ্চ গয়াদিষু ।  
 প্রাপ্তমিত্যেব মানোহপি গুরুণাজ্ঞাপিতঃ সদা ॥১৮০  
 ন জ্ঞী হিংসা চ কর্তব্য প্রসঙ্গং চ মহেশ্বরী ॥১৮১  
 সযবং চক্রবাকঞ্চ ক্রৌঞ্চং পারাবতন্তথা ।  
 নীলশৈলাদি শৈলঞ্চ সদা তস্মৈ প্রিয়ো ভবেৎ ॥১৮২  
 ইত্যেবং দীক্ষিতে নৈব কর্তব্যং দিবসন্তথা ।  
 রাত্রৌ ভুক্ত্বা তথা যত্নাৎ ধ্যাহা সংপূজয়েদ্বুধঃ ॥১৮৩  
 তশ্চোপ্যপূর্বদিবসং হবিষ্যৎ বা নিরামিষং ।  
 ভুক্ত্বা পরস্মিন দিবসে হবিষ্যঞ্চ সমাচরেৎ ॥১৮৪

গ্রহণ করিবে না, দীক্ষিত শিষ্যগণ গুরুর উত্তম আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ॥১৭৭১৭৮ যে শিষ্য ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে করিয়া, গুরুপূজাপরায়ণ, পুরশ্চরণকারী, বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয় ॥১৭৯ সেই যথার্থ শিষ্য, সে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, মন্ত্র তন্ত্র পুরাণাদি অধ্যয়ন ও ভারতাদি পাঠ ও গয়া গমনাদি সকল কার্যই করিয়া থাকে ॥১৮০ হে মহেশ্বরী! জ্ঞী হিংসা ও প্রসঙ্গ তাহার কর্তব্য নয় ॥১৮১ যব, চক্রবাক ক্রৌঞ্চ পারাবত ও নীল শৈলাদি পর্বত সকল তাহার প্রিয় হয় ॥১৮২ দীক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে দিবাবিধি সমাপন করিয়া পূজা ধ্যান সমাপনপূর্বক রাজিযোগে যত্নের সহিত ভোজন করিবে ॥১৮৩ তাহার পূর্বদিবসে হবিষ্য নিরামিষ

চক্ৰং চিপিষ্য ভাগার্কং দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ।  
 তদৰ্কং গুরবে দত্তাৎ পূৰ্ণস্ত্ব স্বয়মেব হি ॥১৮৫  
 ভুক্ত্বা চ গুরুণা সার্কং সৰ্বদীক্ষাজ্জয়ং বিধিঃ ।  
 মন্ত্ৰং দত্ত্বা গুরুশ্চৈব উপবাসং যদা উবেৎ ॥১৮৬  
 মোহাক্ষকার নরকে কৃমিৰ্ভবতি নাত্মথা ॥  
 দীক্ষাং কৃত্বা যদা মন্ত্ৰা উপবাসং চরেদ্যদি ।  
 তস্য দেবঃ সদা কৃষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরং ॥১৮৭  
 ইতি যোগিনীতন্ত্রে সৰ্ব্বতন্ত্রোত্তমে দ্বাবিংশতিসাহস্ৰে  
 প্রথমতমে দ্বিতীয়ভাগে ষষ্ঠ পটলঃ ।

ভোজন করিয়া পর দিনে হবিষ্য করিবে ১৮৪ চক্ৰ পাঁকাতে দেবতাকে  
 অৰ্দ্ধ ভাগ নিবেদন পূৰ্ব্বক তদৰ্দ্ধভাগ গুরুকে নিবেদন করিয়া অবশিষ্ট  
 পক্ষ গুরুর সহিত ভোজন করিবে ১৮৫ সৰ্বদীক্ষাতেই এই বিধি।  
 গুরু, মন্ত্ৰদান করিয়া উপবাস করেন, তবে তিনি মোহাক্ষকার নরকে  
 কৃমি হইয়া বাস করেন ১৮৬ শিষ্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যদি উপবাস করে  
 তবে দেবতা তাহার প্রতি কৃষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদানপূৰ্ব্বক স্বস্থানে  
 গমন করিয়া থাকেন ১৮৭

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দ্বাবিংশতি দ্বিতীয় ভাগে ষষ্ঠ পটল ।



## সপ্তমঃ পটলঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

শোভনে নিৰ্জনে দেশে নিগূঢ়ে শুভমণ্ডপে ।  
পুষ্পপ্রকারসংকীর্ণে গন্ধপুষ্পাদিবাসিতে ।  
তৃতীয় বৰ্জিতে দেশে পশুদৃষ্টিবিরজিতে ।  
ফলিকাদৌ ততো মন্ত্রী মন্ত্ৰং তত্র সমুদ্বরেৎ ৷১২  
বিনা যন্ত্ৰং সমুদ্বরেৎ অগ্নান্নফলদাং মতং ।  
যন্ত্ৰে সমুদ্বরেন্মন্ত্ৰং সম্পূর্ণং বা প্রপূরিতং ৷৩  
নভূমৌ বিলিখেদ্বয়ং পুস্তকে চ সমালিখেৎ ।  
নভূমৌ পুস্তকং স্থাপ্যং আহরেড্ডাকিনী ততঃ ।  
ভূকম্পে গ্রহণে চৈব অক্ষরং বাথ পুস্তকং  
ভূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্মজন্মনি মূৰ্ত্তা ।  
তদা ভবতি দেবেশি তস্মাক্তং পরিবৰ্জয়েৎ ৷৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তদনন্তর মন্ত্রী, শিষ্য, সুশোভন নিগূঢ় নিৰ্জন,  
তৃতীয় বৰ্জিত, পশুদৃষ্টিবিরহিত, পুষ্পসমূহসংকীর্ণ, গন্ধপুষ্পাদিবাসিত প্রদেশে  
শুভমণ্ডপফলিকাদিতে মন্ত্ৰ সমুদ্বার করিবে ৷১২ যন্ত্ৰ ব্যতিরেকে সমুদ্বার  
করিলে অগ্নান্ন ফল হয়। যন্ত্ৰে মন্ত্ৰ সমুদ্বার করিলে সম্পূর্ণ ও পূরিত  
ফললাভ হয় ৷৩ ভূমিতে বর্ণ লিখন না করিয়া পুস্তকে লিখিবে। পুস্তক  
ভূমিতে রাখিয়া দিবে না। তাহা হইলে ডাকিনীগণ হরণ করে ৷৪ হে  
দেবেশি! ভূকম্পে গ্রহণে পুস্তক বা অক্ষর ভূমিতলে রাখিলে জন্মমূৰ্ত্তা

বংশেনানুল্লিখেদ্বর্ণং তন্ত হানির্ভবেদ্ ধ্রুং ।  
 তাত্রসূচ্যা হি বিভবো ভজতে নক্ষত্রং ভবেৎ ॥৬  
 মহালক্ষ্মীপ্রদশৈব সুবর্ণস্য শলাকয়া ।  
 বৃহন্নলস্য সূচ্যা বা মতিবুদ্ধিষ্চ জায়তে ॥৭  
 তথা অগ্নিময়ে দেবি পুত্রপৌত্রধনাগমঃ ।  
 রৈতেয়ন বিপুলা লক্ষ্মীঃ কাংস্যেন মরণং ভবেৎ ॥৮  
 অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন দশাঙ্গুলমথাপি বা ।  
 চতুরঙ্গুল সূচ্যা বায়ো লিখেৎ পুস্তকং শুভে ।  
 তত্তদক্ষরসংখ্যানং স্বপ্নাঘুর্য্যাতিবৈ দিনে ৯  
 মানং বক্ষ্যে পুস্তকস্য শৃণু দেবি সমাসতঃ ।  
 মামেনাপি ফলং বিন্দ্যাদমানে শ্রীহতা ভবেৎ ॥১০  
 হস্তমাত্রমুষ্টিমাত্রং আবাহ্যং দ্বাদশাঙ্গুলং ।  
 দশাঙ্গুলং তথাষ্টৌ চ অতো হীনং ন কারয়েৎ ॥১১

প্রাপ্ত হয়, অতএব হে দেবেশি! কদাচিৎ তাহা কর্তব্য নয়।৫ যে  
 ব্যক্তি বংশলেখনদ্বারা বর্ণ লিখন করে, তাহার নিশ্চয়ই হানি হয় ।  
 তাত্রসূচী দ্বারা লিখিলে অক্ষয় বৈভব লাভ হয়।৬ সুবর্ণ শলাকায় মহা  
 লক্ষ্মী লাভ বৃহন্নল সূচিদ্বারা মতিবুদ্ধি হয়।৭ হে দেবি! অগ্নিময়ে পুত্র  
 পৌত্রলাভ ও ধনাগম, দৈত্যদ্বারা বিপুলা লক্ষ্মীলাভ হয়। কাংস্য দ্বারা  
 মরণ হয়।৮ অষ্টাঙ্গুল বা দশাঙ্গুল বা চতুরাঙ্গুল সূচিদ্বারা পুস্তক লিখিলে  
 তাহার অক্ষর সংখ্যানুসারে দিনে দিনে স্বপ্নাঘু হইয়া থাকে।৯ হে  
 কল্যাণি! পুস্তকের পরিমাণ সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পরি-  
 মণানুসারে পুস্তক লিখিলে ফললাভ, পরিমাণ করিয়া পুস্তক লিখিলে

## যোগিনীতন্ত্রম্ ।

বেধদ্বয়ং মুষ্টিহস্তে বাহুমাत्रে চিরন্তনং ।  
সমভাগে মহেশানি হস্তাদৌ রূপবন্ধকং ।  
অষ্টাঙ্গুলং পরিত্যজ্য মধ্যে বেধং চ কারয়েৎ ।  
প্রাদেশাদৌ ভবেদ্রাজা দ্বাঙ্গুলে বা সমাচরেৎ ॥১২॥১৩  
পুস্তকস্য চ আদ্যন্তে যন্ত বেধং প্রকল্পয়েৎ ।  
ভার্যাহানির্ভবেদাশু ধনানাং বা ক্ষয়ো ভবেৎ ॥১৪  
ভূর্জে বা তেজপত্রে বা হৃথবা তালপত্রকে ।  
অঙ্কুরং নাতি দেবশে পুস্তকং কারয়েৎ প্রিয়ে ॥১৫  
সন্তবে স্বর্ণপত্রে চ তাম্রপত্রে চ শঙ্করি ।  
অত্রো বৃক্ষত্বচি দেবি তথা কেতকীপত্রকে ।  
মৃত্তাপত্রে রৌপ্যে বা বটপত্রে বরাননে ।  
অত্রপত্রে বহুদলে লিখিত্বা যঃ সমভাসেৎ ॥১৬-১৭

ত্রীনাশ হয় ১০ হস্ত মাত্র ও মুষ্টিমাত্র, বহিঃ পর্যন্ত দ্বাদশাঙ্গুল অথবা দশাঙ্গুল ও অষ্টাঙ্গুল, ইহা অপেক্ষা ন্যূন করিবে না ১১ মুষ্টিহস্তমানে বেধদ্বয়, চিরন্তন পুস্তক বাহুমাত্রমানে কর্তব্য । ১২ মহেশরি ! হস্তাদিতে সমভাগে রূপ বন্ধন করিবে । অষ্টাঙ্গুল পরিত্যাগপূর্বক মধ্যভাগ বিদ্ধ করিবে । প্রাদেশাদি পরিমিত পুস্তকে দুই অঙ্গুল পরিত্যাগপূর্বক বেধন কর্তব্য ১২১১৩ যে ব্যক্তি পুস্তকের আদ্যন্ত বেধন করে, তাহার ভার্যাহানি বা ধনক্ষয় হয় ১৪ ভূর্জপত্রে বা তেজপত্রে, অথবা তালপত্রে কিঞ্চিৎ পুরু করিয়াও পুস্তক করাইবে ১৫ হে প্রিয়ে ! নস্তবে হইলে স্বর্ণপত্রে, তাম্রপত্রে পুস্তক লেখা কর্তব্য । অত্র বৃক্ষত্বকে, কেতকীপত্রে, মৃৎপত্রে, তাম্রপত্রে রৌপ্যপত্রে বা বটপত্রে, কিম্বা অত্র বহু দলপত্রে লিখিয়া, যে

সর্গুর্গতিমবাপ্নোতি ধনহানির্ভবেদ্ ধ্রুবাং ।  
 দেবস্য লিখনং কৃৎস্না যঃ পঠেৎ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥১৮  
 পুস্তকং বা গৃহে স্থাপ্যং বজ্রপাতো ভবেদ্ধ্রুবাং ।  
 দক্ষরক্ষ্যে ভবেৎ পীড়া বর্জুলং শুভদং ভবেৎ ।  
 চতুষ্কোণে বিপ্লবস্ত্র ত্রিকোণে মরণং ভবেৎ ॥১৯  
 সত্যোহক্ষরে স্থিতঃ শঙ্কু শূলপাণির্দিলোচনঃ ।  
 প্রজাপতির্দীপারে চ ত্রেতায়াং সূর্য্যো এব চ ।  
 কৃতে যুগে পিণাকী চ কলৌ লিপ্যক্ষরে হরিঃ ॥২০  
 আরম্ভে চ সমাপ্তে চ লিখিতং প্রতিপূজয়েৎ ।  
 রিক্স গন্ধপুষ্পান্নৈর্কর্ষ্যেচ স্মনোহরৈঃ ।  
 যাবদক্ষরসংখ্যানং প্রতিপাত্রেচ শঙ্করি ।  
 ভবেদ্যুগসহস্রাণি স্বর্গলোকে বসেচ্চিরং ॥২১-২২

অভ্যাস করে ১৬।১৭ তাহার নিশ্চয়ই ধন হানি হয়, এবং দুর্গতি প্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে । দেবের লিখন করিয়া যে পাঠ করে, সে ব্রহ্মঘাতী হয় ১৮  
 ঐ পুস্তক গৃহে রাখিলে উজ্জ্বল বজ্রপাত হয় । দক্ষ করিয়া রক্ষু করিলে  
 পীড়া হয় । বর্জুল রক্ষুই শুভদ, চতুষ্কোণে বিপ্লব ও ত্রিকোণ রক্ষু মরণ  
 হইয়া থাকে ১৯ সত্যযুগে অক্ষরে শূলপাণি দিলোচন শঙ্কু, দ্বাপরে  
 প্রজাপতি, ত্রেতায়াং সূর্য্য, কৃতযুগে পিণাকী ও কলিযুগে লিপ্যক্ষরে হরি  
 অধিষ্ঠিত, আছেন ২০ লিখনির আরম্ভে ও সমাপনে মনোহর গন্ধপুষ্প  
 বজ্রাদি দ্বারা হরির পূজা করিলে, প্রতিপত্রে যাবৎ পরিমাণ অক্ষর সংখ্যা  
 আছে তাবৎ যুগসহস্র স্বর্গলোকে বাস করে ২১।২২ পুস্তক লিখিয়া

বেতনঞ্চ ন গৃহীয়াৎ লিখিত্বা পুস্তকস্য চ ।  
 যাবদক্ষসংখ্যানং তাবচ্চ নরকে বসেৎ ॥২৩  
 ব্যঞ্জনক্ষিতিমাকুটং বামনেন্দ্রদুসংযুতং ।  
 মহাবীজং বিজানীয়াৎ তপেৎ মুক্তিমবাগ্‌য়াৎ ॥২৪  
 প্রণবাৎ প্রণবং বক্ষ্যে বষড়ন্তে চ ঠঙ্ঘয়ং ।  
 সয়ং বদেৎ স্বরান্তে চ নতিকৈব হৃদাত্মকং ।  
 আত্মমেব গ্রহস্থস্তা প্রণবং সর্বমন্ত্রকে ।  
 আত্মন্তুবর্ণসংস্থস্তা আত্মজ্ঞান বিবৃদ্ধয়ে ২৫।২৬  
 মন্ত্রবিদ্যাবিভাগে তু দ্বিবিধং জায়তে প্রিয়ে ।  
 মন্ত্রাঃপুং দেবতাঃ প্রোক্তা বিদ্যা স্ত্রী দেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥২৭  
 পুংমন্ত্রা হৃৎকটন্তাঃ স্মৃতাঃ দ্বিষ্ঠান্তাঃ স্মৃতাঃ ত্রিযো মতাঃ ।  
 নপুংসকা নমোহন্তাঃ স্মার্মনবশ্চ ত্রিধা মতাঃ ॥২৮

বেতন গ্রহণ করিলে, যাবৎ সংখ্যক অক্ষর পুস্তকে বিদ্যমান থাকে, তাবৎ  
 যুগ নরকে বাস করিতে হয়। ২৩ ব্যঞ্জন ক্ষিতি আকুট, বামনেন্দ্র ও ইন্দ্র  
 সংযুত মহাবীজ জানিবে, তাহা জপ করিলে মুক্তিলাভ হয়। ২৪ প্রণবের  
 পর প্রণব উচ্চারণ করিয়া বষট্‌ এর পর ঠঙ্ঘয়ের উচ্চারণপূর্বক হৃদাত্মক  
 মন্ত্রে নমস্কার করিবে। গৃহস্থের সকল মন্ত্রের আদিতেই প্রণব প্রযোজ্য।  
 আত্মে ও অন্ত্যবর্ণের পর প্রণবোচ্চারণ আত্মজ্ঞান বুদ্ধির নিমিত্ত হয়। ২৫।২৬  
 মন্ত্রবিদ্যা বিভক্ত হইয়া দুই প্রকার হয়। পুং দেবতার উদ্দেশে বাহা  
 প্রযুক্ত হয়, তাহাই মন্ত্র এবং স্ত্রীদেবতার উদ্দেশে বাহা প্রযুক্ত হয় তাহাই  
 বিদ্যা। ২৭ পুংদেবতারমন্ত্রান্তে হৃৎ কটু প্রযুক্ত হয় এবং স্ত্রীদেবতার মন্ত্রান্তে  
 ঠঙ্ঘয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নপুংসক মন্ত্রের অন্তে নমঃ এই পদ প্রযুক্ত

এতৎশূদ্ধা ভবেদ্বিত্তা মহাশব্দেন কীৰ্ত্তিতা ।  
 পরমেষ্টি ঋষিচ্ছন্দো গায়ত্র্যাং সমুদাহৃতং ।  
 দেবতা ত্রিপুরাখ্যাতা সৰ্বার্থে বিনিয়োজয়েৎ ॥২৯  
 বিধিনা স্থাপয়েদেবীং বারিনা প্রথমং প্রিয়ে ।  
 মুখপ্রক্ষালনং কৃৎস্না পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥৩০  
 দিনদ্বয়ান্তরে দেবী উখায়াষ্টদিনান্তরে ।  
 তৈলেনোদ্ধৰ্ত্তনং কুৰ্য্যাৎ কষায়ে নাতি রুক্ষয়েৎ ॥৩১  
 পক্ষান্তে চৈব মাসান্তে মহাস্নানং সমাচরেৎ ।  
 মূলবীজেন দেবেশি দ্রব্যমন্ত্ৰেণ বা প্রিয়ে ॥  
 বৈদিকে নাথ মন্ত্ৰেণ মায়য়া বা সমাচরেৎ ।  
 কলসৈঃ স্নাপয়েৎ পশ্চাৎ অৰ্ঘ্যস্নানমনন্তরং ॥৩২।৩৩  
 অৰ্ঘ্যস্নান ততঃ কৃৎস্না পুনঃ স্নানং করোতি চ ।  
 দেবী লোকচ্যুতিৰ্ভবতি ধনহানিচ্ছ জায়তে ॥৩৪

হয়, এইরূপে বিভক্ত হইয়া মধ্য তিন প্রকার ণানিবে । ২৮ এই শৃংখলিত্তা  
 মহাশব্দে কীৰ্ত্তিত হয় । পরমেষ্টি ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, দেবতা  
 ত্রিপুরাখ্যা, ইহা সৰ্বার্থে বিনিয়োগ করিবে । ২৯ হে প্রেয়সি ! দেবীকে  
 বিধিপূৰ্ব্বক স্থাপিত করিবা প্রথমে বা করদ্বারা মুখ প্রক্ষালনপূৰ্ব্বক পুন-  
 র্কার স্নান করিবে । ৩০ হে দেবি ! তদনন্তর দুই দিন অন্তরে উখিত  
 হইয়া অষ্টদিনান্তরে তৈলদ্বারা উদ্ধৰ্ত্তন করিবা কাষায় দ্বারা অতি রুক্ষ  
 করিবে । ৩১ পক্ষান্তে ও মাসান্তেও দেবীর মহা স্নান কর্তব্য । হে দেবি !  
 মূল বীজমন্ত্ৰে বা দ্রব্যমন্ত্ৰে অথবা বৈদিক মন্ত্ৰে কিম্বা মায়ামন্ত্ৰে দেবীর ই  
 স্নানোচরণ করিবে । তদন্তর কলসে স্নান করাইবা অৰ্ঘ্য স্নান করাইবে ।  
 ৩২।৩৩ অৰ্ঘ্য স্নানান্তর পুনর্বার স্নান করাইলে সে দেবীলোক হইতে চ্যুত

বারিণা প্রথমং স্নানং ক্ষীরেণ তদনন্তর ।  
 দধী যুতং পিণ্ডদ্বয়ং শর্করাঞ্চ গুড়ং মধু ।  
 তিলক্ষীরং দধিতিলং মধুক্ষীরেণ আপয়েৎ ॥৩৫  
 উষ্ণোদকং ফলকৈব তথাচৈব কুশোদকং ।  
 গন্ধোদকঞ্চ রত্নানামুদকং পুষ্পতোয়কং ।  
 বিল্বোদকং নপ্তপত্রং রক্ত পুষ্পোদকস্তথা ।  
 স্বর্ণ শঙ্খোদককৈব তাত্ৰাধারমনন্তরং ॥  
 ঘটোদকং কুশকৈব অর্ঘ্যস্নানং সমাচরেৎ ॥৩৬৩৭  
 পঞ্চগব্যেন যো দেবীং তথা দুগ্ধকুশোদকৈঃ ।  
 আপয়োদ্বিধৈর্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মস্নানং হি তৎ স্মৃতং ॥৩৮  
 কপিল্যপঞ্চগব্যেন তথা ক্ষীরযুতেন চ ।  
 স্নানং শতগুণং প্রোক্তং তথা ইক্ষুরসেনচ ॥৩৯

হয় এবং তাহার ধনহানি হইয়া থাকে । ৩৪ বারিদ্বারা প্রথম স্নান, তদন্তর  
 ক্ষীরদ্বারা, তৎপরে দধিদ্বারা, যুত পিণ্ডদ্বয়, শর্করা গুড় মধু তিলক্ষীর  
 দধিতিল ও মধুক্ষীর দ্বারা ক্রমশঃ স্নান করাইবে । ৩৫ তদনন্তর উষ্ণোদক,  
 ফল কুশোদক, গন্ধোদক, রত্নোদক, পুষ্পতোয়, বিল্বোদক, নপ্তপত্র, রক্ত  
 পুষ্পোদক স্বর্ণ শঙ্খোদক, তাত্ৰাধার, ঘটোদক ও কুশদ্বারা ক্রমে অর্ঘ্যস্নান  
 করাইবে । ৩৬ ৩৭ পঞ্চগব্য দ্বারা দুগ্ধ কুশোদক দ্বারা বিবিধমন্ত্রে দেবীকে  
 স্নান করাইলে তাহাই ব্রহ্মস্নান বলিয়া উক্ত হয় । ৩৮ হে দেবি! ক্ষীর-  
 যুক্ত কপিল্যপঞ্চগব্যদ্বারা এবং ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইলে শতগুণ ফল  
 লাভ হয় । ৩৯ হে দেবি! যে মানব শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বিত হইয়া ক্ষীর-

ক্ষীরেণ স্নাপয়েদ্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতঃ ।

কামাখ্যাং বিধিবদ্দেবি ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥৪০

দ্বতাত্ত্যঙ্গেন দেবাঙ্গং দ্বতেন বিধিবৎ প্রিয়ে ।

দশপূর্বান্ দশপরান আত্মানঞ্চ বিশেষতঃ ॥

ভবার্গবাৎ সমুদ্ভূত্যা দুর্গালোকে মহীয়তে ॥৪১

স্নাপয়েদ্বিধিবদ্যন্ত দগ্না দুর্বাঙ্গতেন চ ।

ব্রাজতেন বিমানেন শিবলোকে মহীয়তে ৪২

কামাখ্যাং স্নাপয়েদ্যন্ত যন্ত নবইক্ষুরসেন চ ।

গরুড়েন বিমানেন বিষ্ণুনা সহ মোদতে ৪৩

স্নাপয়িত্বা নয়ো দুর্গাং গন্ধচন্দনবারিণা ।

চন্দ্রাংশু নির্মলঃ শ্রীমান্ চন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥৪৪

সুগন্ধপুষ্পতোয়েন স্নাপয়িত্বা নরঃ কচিৎ ।

নাগলোকং সমাসাচ্ছ ক্রৌড়িতে সহ পন্নগৈঃ ॥৪৫

দ্বারা কামাখ্যা দেবীকে স্নান করায়, সে ইন্দ্রলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ৪০ হে প্রিয়ে ! দ্বতদ্বারা বিধিপূর্বক দেবীর অঙ্গ অভ্যঙ্গ করাইলে, পূর্ব দশ পুরুষ ও পর দশ পুরুষ এঃ আপনাকে ভবার্গব হইতে উদ্ধার করিয়া দুর্গালোকে গমনপূর্বক পূজা-প্রাপ্ত হয় ৪১ যে নর দগ্ন ও অক্ষত দ্বারা দেবীর স্নান সম্পাদন করে, সে বিমানে আরোহণ পূর্বক বিরাজিত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ৪২ যে ব্যক্তি নব ইক্ষুরসে দেবীকে স্নান করায়, সে গরুড়বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর সহিত প্রমোদলাভ করে ৪৩ যে নর, গন্ধচন্দনবারি দ্বারা দুর্গা-দেবীর স্নান সম্পাদন করে, সে চন্দ্রাংশুতুল্য নির্মল ও শ্রীমান হইয়া চন্দ্রলোকে গমন পূর্বক পূজিত হইয়া থাকে ৪৪ নরগণ, সুগন্ধ পুষ্প-



স্নাপয়িতা তু কামেশীং ঋতয়া হেমবারিণা ।  
 সৌবর্ণযানমারুড়ো মোদতে বসুভিঃ সহ ॥৪৬  
 রত্নোদকেন বিধিবৎ স্নাপয়েদ্যন্ত মানবঃ ।  
 স দিব্যযানমারুহ মোদতে হরিণা সহ ॥৪৭  
 দ্রোণপত্র-বিল্বপত্র-করবীরোঃ পলানি চ ।  
 স্নানকালে প্রযোজ্যানি দেবী প্রীতি করানি চ ॥৪৮  
 এষামেকতং স্নানং কৃত্বা বৈ শ্রদ্ধায়া দ্বিতঃ ।  
 ভগবত্যে নারোভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৪৯  
 স্নাপয়েদ্যন্ত বৈ দেবী নরঃ কর্পূরবারিণা ।  
 স গচ্ছতি পরং স্থানং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা ॥৫০  
 পিতৃহৃদ্দিশ্য যো দেবীং ক্ষীরেণ মধুনাথবা ।  
 স্নাপয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৫১

বারি দ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া, নাগ লোকে গমন পূর্বক পদ্মগগণের  
 সহিত ক্রীড়া করে ॥৪৫ যে নর, পরিশ্রুত হেমবারি দ্বারা কামাখ্যা  
 দেবীর স্নান সম্পাদন করে, সে সুবর্ণযানে আরোহণ করিয়া বসুগণের  
 সহিত প্রমুদিত হয় ॥৪৬ যে মানব রত্নোদকদ্বারা বিধিপূর্বক দেবীর  
 স্নান সম্পাদন করে, সে দিব্যযানে আরোহণ করিয়া হরির সহিত আনন্দ  
 লাভ করে ॥৪৭ স্নানকালে দ্রোণপত্র, বিল্বপত্র, করবীর ও উৎপল  
 প্রদান করিলে দেবীর উত্তম প্রীতিকর হয় ॥৪৮ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ  
 সকল স্নানের মধ্যে এক প্রকার স্নান করাইলে ভক্তিবান্ বিষ্ণুলোকে  
 গমনপূর্বক পূজালাভ করে ॥৪৯ যে নর, কর্পূরবারি দ্বারা দেবীকে স্নান  
 করায় সে কামেশ্বরীর অনিষ্টিত স্থানে গমন করিয়া থাকে ॥৫০ যে ব্যক্তি

তৃপ্তা ভবন্তি পিতর তস্মৈ বর্ষ-শতদ্বয়ং ।

পঞ্চামৃতস্য প্রত্যেকং ফলনাঞ্চ শতং শতং ॥

শতঞ্চ বারিকুস্তানাং মহাস্নানে নিয়োজয়েৎ ॥৫২

অপাং কুস্তশতেনৈব তৈলস্বাপি ত্রিভিঃ পটৈঃ ।

মঞ্জিষ্ঠান্ত মহাস্নানমেবমাহুর্ষনীয়িণঃ ॥৫৩

মধ্যমস্ত তদর্দ্ধেন স্নানং যত্র বিধীয়তে ।

তদর্দ্ধস্ত কনিষ্ঠং স্যাদতোহীনং ন কাররেৎ ॥৫৪

এবং যঃ কারয়েৎ স্নানং নরাঃ কশ্চিৎ কদাচন ।

সপ্তজন্মকৃতাং পাপাং তৎক্ষণাদেব হীয়তে ॥৫৫

আয়ুর্বলং যশোবর্চঃ সৌভাগ্যং পুষ্টিরেব চ ।

স্নাপয়িত্বা তু কামাখ্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৬

এবং যস্ত মহাস্নানং করোতি ভক্তিমান্নরঃ ।

শরীরারোগ্য মাযুষ্যং প্রাপোতি শ্রিয়মুক্তমাং ॥৫৭

পিতৃগণের উদ্দেশে, ক্ষীর বা মধু দ্বারা ভক্তিপূর্বক দেবীকে বিধি অনুসারে স্নান করায়, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করা ৫১ তাহার পিতৃগণ তদ্বারা দুইশত বৎসর পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন । পঞ্চামৃত এক একটি শত শত ফল শত বারিকুস্ত মহাস্নানে নিয়োজিত করিবে ৫২ শত কুস্তবারি ও তিল পত্র তৈল ও মঞ্জিষ্ঠায় স্নান করাইলে, মনীষিগণ তাহাকেই মহাস্নান কহেন ৫৩ তাহার অর্দ্ধদ্বারা মধ্যম স্নান এবং তদর্দ্ধদ্বারা স্নান করাইলে কনিষ্ঠস্নান হয়, ইহার অপেক্ষা নূন কর্তব্য নয় ৫৪ যে নর, এইরূপে কখন স্নান করায়, সে তৎক্ষণাৎ সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই ৫৫ কামাখ্যা দেবীকে স্নান করাইয়া মানবগণ আয়ু, বল, বশঃ কাস্তি, সৌভাগ্য ও পুষ্টিলাভ করে, তাহাতে সংশয় নাই ৫৬ যে নর, ভক্তিমান হইয়া এইরূপ

দশতোলকমানেন দ্রব্যানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।  
 চতুস্তোলিকয়া বাথ হীন স্নানে বিধীয়তে ॥৫৮  
 অষ্টাঙ্গুলং মুখং তস্য একবিংশাঙ্গুলোদরং ।  
 অরত্নি মাত্রমুৎসেধং মণিকুন্তং তদুচ্যতে ॥৫৯  
 গবাক্ষমার্গে সূর্য্যস্য যা রশ্মিসাহি লেখিকা ।  
 লেখিকাষ্টৌ ভবেদ্বল্লী ধূলিরষ্টৌ চ সর্ষপঃ ॥৬০  
 সর্ষপাণাং চতুষ্কোণ রত্তিকৈত্যভিধীয়তে ।  
 রত্তিকানাং বিংশকন্তু পাদকং পরিকীর্তিতং ॥৬১  
 তোলিকা চ চতুষ্পাদৈশ্চতুস্তোল প্রস্মৃতিতঃ ।  
 প্রস্মৃতৌ দ্বৈকর্ষকঞ্চ দ্বৈকর্ষেতুপলং ভবেৎ ॥৬২  
 পলার্কেন ভবেমুক্তির্দ্বিমুক্তী গুড়কং মতং ।  
 এবং স্নানং ততঃ কৃহা গাত্রং সম্মার্জ্যয়েৎ সুধীঃ ॥৬৩

মহান্নান সম্পাদন করে, সে শারীরিক আরোগ্য আয়ুঃ ও উত্তমা স্থানান্ত  
 করে। ৫৭ প্রত্যেক দশতোলক পরিমিত পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য এবং  
 হীন স্নানে প্রত্যেক চতুস্তোলক পরিমিত পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য প্রয়োগ  
 করিবে। ৫৮ যাহার মুখ অষ্ট অঙ্গুল, উদর একবিংশতি এবং যাহার  
 আরতিমাত্র উৎসেধ তাহাকে মণিকুন্তু কহে! গবাক্ষ মার্গে যে স্থা  
 রশ্মি গমন করে, তাহাই লেখিকা, অষ্টলেখিকায় এক ধূলি, অষ্ট-  
 ধূলিতে একসর্ষপ। ৬০ চারি সর্ষপে এক রত্তিকা, বিংশ রত্তিকায় এক  
 পাদক। ৬১ চারি পাদে এক তোলিকা, চারিতোলিকায় এক প্রস্মৃতী,  
 দুই প্রস্মৃতীতে এক কর্ষক, দুই কর্ষকে একপল। ৬২ অর্ধপলে এক মুক্তি,  
 দুই মুক্তিতে এক গুড়ক। এইরূপে স্নান করাইয়া সুধিগণ গাত্র মার্জনা

চন্দ্রেনে স্নগন্ধেন কারয়ং স্থিলকং সুধীঃ ।  
 কটিসূত্রঞ্চ বস্ত্রঞ্চ যজ্ঞসূত্রং নিবেদয়েৎ ॥৬৪  
 ময়ূরপিচ্ছ-সঙ্কশং স্নিগ্ধচারুসুকেশিকাং ॥  
 চিন্তয়েৎ লম্বোষ্ঠীং রক্তনেত্রাং সুবদ্রিতাং ।৬৫  
 যচ্চ বৈ লোহিতং চাস্যং সূব্যক্তকজ্জলপ্রভং ।  
 ত্রিপুরেশি সমাখ্যাতং ত্রৈলোক্যানিলয়ং পরং ॥  
 সমুজ্জ্বলনরকেশেন পূর্ববক্ত্রমনুত্তমং ।  
 মৃত্তিকায়াম্ মহেশানি লক্ষ্মীকামো বিভাবয়েৎ ॥৬৬৬৭  
 করালং যন্ত বৈ বক্ত্রং কৃষ্ণং দক্ষিণগোচরং ।  
 কামাখ্যোতি চ বিখ্যাতং দিব্যং দংষ্ট্রাসমন্বিতং ।  
 সর্বসিদ্ধিপ্রদঞ্চৈব সর্বার্থস্য চ সাধকং ।  
 দেবস্য দক্ষিণেনৈব পীতবক্ত্রঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥৬৮৭৯

করিয়া দিবেন ৬৩ ওদনস্তর স্নগন্ধচন্দ্রেন তিলক করিয়া দিয়া কটিসূত্র,  
 বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র নিবেদন করিবে। ৬৪ ময়ূরপিচ্ছসঙ্কশা, স্নিগ্ধ চাক্ষুশ-  
 সম্পন্ন, লম্বোষ্ঠী, রক্তনেত্রা, সুবদ্রসম্পন্নাদেবীকে চিন্তা করিবে। ৬৫ হে  
 ত্রিপুরেশ্বরী! যে লোহিত ও সূব্যক্তকজ্জল প্রভবক্ত্র, তাহা ত্রৈলোক্য  
 নিলয় বক্ত্রনামে বিখ্যাত, এই অত্যাশ্রম বক্ত্র। নরকেশর পূর্বে  
 সম্ভোগ করিয়াছিলেন। হে দেবেশি! লক্ষ্মীকাম ব্যক্তি এই মৃত্তি-  
 কাঙ্কিত বক্ত্রের পূজা করিবে। ৬৬ ৬৭ দক্ষিণদিকে দিব্যদংষ্ট্রাসমন্বিত  
 করাল কৃষ্ণবক্ত্র আছে, তাহা কামাখ্যা বক্ত্রনামে বিখ্যাত। তাহা  
 সর্বসিদ্ধিদায়ক ও সর্বার্থের সাধক। দেবের দক্ষিণদিকে পীতবক্ত্র চিন্তা

কোবেরীনিলয়ং যচ্চ বদনং শ্যামলং শিবং ।  
 শতবীতাপবিজ্জয়মদ্ভুতং ভুবনেশ্বরী ।  
 অব্যক্তং রুচিরং দিব্যং কুজিকা-বদনোত্তমং ।  
 নরকেশেন সন্তুভ্যং ধ্যেয়ং বিজয়কাজ্জিভিঃ ॥৭০।৭১  
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং তাম্বুলাজসমম্বিতং ।  
 সৰ্বজ্ঞানময়ং জ্যেয়ং কালবাগীশ্বরীমুখং ॥৭২  
 বৃষভাস্কৰেণ ভৃঙ্গেন নিপীতং মধুসঞ্চয়ং ।  
 ঈশানং বদনং দেব্যাশ্চিস্ত্যং সৰ্বজ্ঞতাপ্তিৰিতি ॥৭৩  
 সূর্য্যকোটিসহস্রাংশু যদন্ত্ৰমূৰ্দ্ধজং প্রিয়ে ।  
 পীঠকামেশ্বরী তদ্বৎ বিজ্জয়ং পরমং মহৎ ॥৭৪  
 পরজ্যোতির্মুখংভদ্রে নরকেশেন চুষিতং ।  
 ভবপাশ বিনাশায় কেবলং তদ্বিভাবয়েৎ ॥৭৫

করিবে। ৬৮, ৬৯ হে ভুবনেশ্বরী! উত্তরদিকে যে শ্যামল, শিবদ অদ্ভুত  
 বদন আছে, তাহাই শতবীতাপ নামে বিখ্যাত জানিবে। বিজয়কাজ্জি  
 জনগণ, অব্যক্ত, রুচির, দিব্য ও উত্তম নরকেশ কর্তৃক সন্তুভ্য কুজিকাবদন  
 ধ্যান করিবে। ৭০।৭১ বিশুদ্ধ ফটিকপ্রভ, সৰ্বজ্ঞানময়, কালবাগেশ্বরী  
 মুখ তাম্বুল ও আদ্রকসংযুক্ত জানিবে। ৭২ যাহাতে দিব্য মধু সঞ্চিত  
 রহিয়াছে, সেই বৃষভাস্করপ ভৃঙ্গনিপীত ঈশান নামক, দেবীর মুখ,  
 সৰ্বজ্ঞাভিলাষী মানবগণ নিয়তই চিন্তা করিবে। ৭৩ হে প্রেয়সি। কোটি  
 সূর্য্যসঙ্কাশ মূৰ্দ্ধজাত যে বস্ত্র, তাহা পরম মহৎপীঠ, কামেশ্বরী মুখ বলিয়  
 জানিবে। ৭৪ হে ভদ্রে! নরকেশ্বর চুষিতপরজ্যোতির্মুখের ধ্যান  
 করিলে নরগণ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ৭৫ হে গণমাতে!

ত্রিপুরা দেবতা চাস্য কামাখ্যাস্য গণাধিকে ।  
 এতা মণ্ডল সংস্থাস্ত দেব্যঃ শক্তিসমম্বিতাঃ ॥ ৭৬  
 সিংহচর্ম্মোত্তরাসঙ্গা কামাখ্যা বিপুলোদরা ।  
 বৈয়াত্ৰচর্ম্মবসনা যথা চৈব হরোদরা ।  
 পরমানন্দসংভূতা সাট্টিহাসা মহোৎসবা ।  
 সুনন্দা লোকনপ্ৰীতা ব্যক্তাষ্টাদশলোচনা ।  
 চাক্ৰমাণিক্যসংপূর্ণ কুণ্ডলদ্বয় শোভিতা ।  
 রৌদ্রাকারৈ স্তুত্যা রৌদ্রী ভৃঙ্গালী সহ মালিকা ।  
 মুকুটকোটিসুভ্রাংশুকমলজ্যোতিরাজিতা ।  
 নানামণিগণাকীর্ণ কণ্ঠভূষণধারিণী ।  
 মৃণালীকোমলৈঃ স্নিগ্ধা যুক্তাদ্বাদশবাহুভিঃ ।  
 অস্থিরত্বাচিতৈর্দ্বিবৈ পদ্মকর্কমমালিভিঃ ।

কামাখ্যার দেবতা ত্রিপুরা । এই সকল শক্তিসমম্বিতা দেবীগণ কামাখ্যা-  
 মণ্ডলে অবস্থিত আছেন । ৭৬ কামাখ্যা দেবী সিংহচর্ম্মোত্তরাসঙ্গা ও  
 বিপুলোদরা হইলেন এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম বসনা, হরোদরা, পরমানন্দসংভূতা,  
 সাট্টিহাসা, মহোৎসবা, সুনন্দা, আলোকপ্ৰীতা, ব্যক্তাষ্টাদশ, লোচনা,  
 চাক্ৰমাণিক্যসংপূর্ণ, কুণ্ডলদ্বয়ে সুশোভিতা ও রৌদ্রাকৃতিদ্বারা রৌদ্রী  
 ভৃঙ্গালীযুক্তমালিকা, মুকুটকোটিসুভ্রাংশুকমল জ্যোতিরাজিতা, নানা-  
 মণিগণাকীর্ণ কণ্ঠভূষণধারিণী, মৃণাল কোমল স্নিগ্ধা ও দ্বাদশবাহুযুক্তা হইলেন,  
 তাহার গলদেশে অস্থিরত্বনির্ম্মিত, দিব্য পদ্মমালা লম্বমানা হইয়া শোভা  
 বিস্তার করিতেছে, তাহার কর্ণদেশে সূত্র নিবদ্ধ, শব যুগল আন্দোলিত  
 হইতেছে । দক্ষিণভাগের ও বামভাগের ছয় বাহু দ্বারা যাহা ধারণ

কর্তৃকশবদন্তোলিসূত্রচক্রাংস্তু মাং স্তথা ।  
 ষড়্ভিশ্চ বাহুভির্ধন্তে দক্ষিণদক্ষিণৈর্বাহুভিঃ শৃণু ।  
 কোদণ্ডমুণ্ডখট্‌দ্বাঙ্গমৃগালনালনীরজং ।  
 কপালং পুস্তিকাঘণ্টাং মুণ্ডমালানিবৌতিনীং  
 তুলাকোটীপরাক্রান্তা পাদপদ্মচয়াশ্রিতা ।  
 সিংহাসনোদ্রুপসংস্পৃগু শবাসনকৃতশ্রয়া ।  
 মণিপ্রভাবিধানেন শিবেন পরমেষ্ঠিনা ।  
 নবকেশেন সংশ্লিষ্টা কামাখ্যা পরমেশ্বরী । ৭৭।৮৪  
 এবং ধ্যানাত্মসেদ্ভেবি মাতৃকাং পরমেশ্বরীং ।  
 সনামগ্রহনক্ষত্রং শ্রীকণ্ঠ্যাসপূর্ব্বকং ।  
 কলাত্মাসং পীঠন্যাসং মন্ত্রত্মাসং সমাচরেৎ ॥৮৫  
 দশধা বস্ত্রসংস্থাপ্য সংস্কৃত্য চ যথাবিধি ।  
 বিকিরান্ বিকিরৈস্তত্র পীঠপূজাং সমাচরেৎ ॥৮৬

করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর কোদণ্ড, মুণ্ড, খট্‌দ্বাঙ্গ, মৃগালনালনীরজ,  
 কপাল ও পুস্তিকা, ঘণ্টা, মুণ্ডমালা, মালিকা ও ধনুর্কোণ বর ও অভয় এই  
 সকল ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, কোটী কোটী সুরবৃন্দ পদতলে  
 আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি, সিংহাসনের অর্দ্ধভাগে প্রসুপ্তশবাসন  
 আশ্রয় করিয়াছেন । এবং মণিপ্রভ পরমেষ্ঠী নরকেশ্বর শিব কর্তৃক  
 আলিঙ্গিত হইয়া পরমেশ্বরী কামাখ্যা বিরাজিত রহিয়াছেন । ৭৭।৮৪  
 এইরূপে মাতৃকা পরমেশ্বরীর ধ্যান করিবে । নাম গ্রহনক্ষত্রযুক্ত শ্রীকণ্ঠ-  
 ত্মাসপূর্ব্বকং । কলাত্মাস মন্ত্র পীঠত্মাস ও মন্ত্রত্মাস করিয়া ৮৫ দশপ্রকার  
 বস্ত্রসংস্থাপনপূর্ব্বক, যথাবিধিসংস্কার করিয়া তথায় বিকির দ্রব্য

পূর্বাদিক্রমযোগেন গণেশঞ্চ গণাধিপং ।  
 গণনাথং গণক্রীড়ং গদী সর্গাস্তিকো মনুঃ ।  
 পূর্বে শ্রিয়ং পূজয়েচ্চ গোবটন্তদনন্তরং ।  
 মন্বন্তরেণ দীর্ঘেণ তারযুক্তেন চার্চয়েৎ ॥৮৭-৮৮  
 ক্রীড়াসরো দক্ষিণে তু মন্দরং বামনেত্রকং ।  
 রশ্মিবিন্দুসমায়ুক্তং লোহজঙ্ঘন্ত পশ্চিমে ।  
 নারসিংহেন বীজেন ক্ষেত্রেশং পরিপূজয়েৎ ॥৮৯  
 উত্তরে ভূতনাথঞ্চ মন্দরেণ সমন্বিতং ।  
 গৌরীপুত্রঞ্চ বটুকং তথা সময়পুত্রকং ।  
 জ্ঞানপুত্রং সময়পুত্রং পূর্বাদিষু যথাক্রমাৎ ।  
 হংসেত্যনন মন্ত্রেন ধ্যানা রক্তেন চার্চয়েৎ ॥৯০-৯১  
 শান্তিকানাং দ্বারপাল তথা বিন্দুকলা পরা ।  
 নিবৃন্তিচ্চ কলা পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা চ কলাততঃ ।

বিক্ষিপ্ত করিয়া পাঠপূজা সম্পাদন করিবে ॥৮৬ অনন্তর  
 পূর্বাদিক্রম যোগে গণেশ, গণাধিপ গণক্রীড়কে সর্গাস্তিক মনুদ্বারা  
 পূজা করিবে । পূর্বে শ্রীদেবীর তদনন্তর গোবটের পূজা কর্তব্য ।  
 তারযুক্ত দীর্ঘ মন্বাস্তর দ্বারা এই অর্চনা সম্পন্ন করিবে ॥৮৭-৮৮ দক্ষিণে  
 ক্রীড়াসরঃ মন্দর ও বামনেত্রক, পশ্চিমে রশ্মি বিন্দু সংযুক্তলোহজঙ্ঘ ।  
 নারসিংহ মন্ব দ্বারা ক্ষেত্রেশ্বরের পূজা করিবে ॥৮৯ উত্তরে, পূর্বাদিক্রমে  
 মন্দর সমন্বিত ভূতনাথ গৌরীপুত্রক, বটুক, সময়পুত্রক, জ্ঞানপুত্র  
 সময় পুত্র : হংস এই মন্ব দ্বারা ইহাদের ধ্যান করিয়া রক্ত মন্ব দ্বারা  
 পূজা করিবে ॥৯০-৯১ তদনন্তর শান্তিগণের দ্বারপাল ও পরমা বিন্দুকলা



মায়াবীজেন পূর্ব্বাদি তত্র বৈ হেতুকাদিকং ।  
 হেতুকং ত্রিপুরস্বৰ্গ অগ্নি বেতালকস্তথা ।  
 বায়ব্যাদিক্রমেণৈব কালকৈব করালক, ।  
 একাপাদং তথা ভীমং চতুৰ্গাং গগনো মনুঃ ।  
 অসিতাজাদয়শ্চৈব ব্রাহ্মাদি সিদ্ধিসংযুতাঃ ।  
 চৰ্চ্চিকাঃ দশকং পূজ্যাং ষট্‌কোণেনু ভগাদিতঃ ॥১২-১৫  
 ষট্‌কোণাগ্রে চ মদনং রতী পুত্রীং স্বপার্ষয়োঃ ।  
 পঞ্চবাণাংস্তথা চাগ্রে গ্রহাংশ্চৈব তুদিকপতীন্ ॥১৬  
 আসনং পূজয়িত্বা চ উপর্য্যুপরিভাবতঃ ।  
 ধ্যাৱাচারোপয়েদ্দেবী মিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥১৭  
 এহেহি পরমেশানি সান্নিধ্যমিহমণ্ডলে ।  
 কুরুষ্ব জগতাং মাতঃ সংসারার্ণবতারিণি ।

তৎপরে নিবৃত্তিকলা তৎপশ্চাৎ প্রতিষ্ঠাকলা, মায়াবীজ দ্বারা তথায় ঐ  
 সকলের এবং হেতুকাদিক, হেতুক, ত্রিপুরস্ব ও অগ্নিবেতালকের পূজা  
 করিবে। তৎপরে বায়ব্যাদিক্রমে, কাল পরালক, একপাদ ও ভীম এই  
 চারি দেবের গগন মন্ত্রে পূজা কর্তব্য। তদনন্তর ষট্‌কোণ সকলে ভাগ্যাদি-  
 ক্রমে অসিতাজাদি ও সিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মাদি চৰ্চ্চিক ও দশকের পূজা করিবে  
 ৥১২১৫ ষট্‌কোণাগ্রে মদন, রতী পুত্রী স্বপার্ষ্বদ্বয়ে পঞ্চবাণ অগ্রে গ্রহগণ  
 ও দিকপতিগণ, এই সকলের ধ্যানানন্তর ৥১৬ আসনপূজা করিয়া  
 উপর্য্যুপরিভাবে আরোপণ করিবে অনন্তর দেবীর প্রতি এই মন্ত্র উচ্চারণ  
 কর্তব্য ৥১৭ যথা এহেহি পরমেশানি। সান্নিধ্যমিহমণ্ডলে। কুরুষ্বজগতাং

মহাপদ্মবনাস্তস্থে কারণানন্দবিগ্রহে ।  
 শব্দ ব্রহ্মময়ে স্বচ্ছে কামেশ্বরি প্রসীদ মে ॥৯৮-৯৯  
 কামেশস্তাবাহনং কুর্যাদিতিমন্ত্রেণ শাকুরি ।  
 নমো ভবায় সৰ্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ ।  
 পশুনাং পতয়ে চৈব সৰ্ব্বানন্দাত্মনে সদা ।  
 ত্রিজটায় ত্রিশীর্ষায় সদা ত্রিশূলধারিণে ।  
 ত্রিনেত্রায় ত্রিকালায় ত্রিপুৰুষায় বৈ নমঃ ।  
 নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় বিশ্বদণ্ডধরায় চ ।  
 লোহিতায় চ ধুম্রায় নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ ।  
 নম ত্রিপুৰুরূপায় বিরূপায় নমো নমঃ ।  
 সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে সিদ্ধনাথায় বৈ নমঃ ॥১০০-১০৪  
 তস্মাদরুণ্যোত্তরতো নাতিদূরে ব্যবস্থিতা ।  
 খৰ্ব্বা শ্বেতা কৃষ্ণবর্ণা গোম্বিকায়ঃ শিলা যতঃ ।  
 পশ্চিমে তু শিবস্তস্ত পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বং বিজানীহি ॥১০৫

মাতঃ সংসারপবতারিণী । মহাপদ্মবনাস্তস্থে কারণানন্দবিগ্রহে । শব্দব্রহ্মময়ে-  
 স্বচ্ছে কামেশ্বরি প্রসীদমে ॥৯৮৯৯ হে শাকুরি ! তদনন্তর নমো তবায়  
 সৰ্ব্বায় রুদ্রায় বরদায় চ । পশুনাং পতয়ে চৈব সৰ্ব্বানন্দাত্মনে সদা ॥ ত্রিজটায়  
 ত্রিশীর্ষায় সদা ত্রিশূলধারিণে । ত্রিনেত্রায় ত্রিকালায় ত্রিপুৰুষায় বৈ নমঃ ।  
 নমশ্চণ্ডায় মুণ্ডায় বিশ্বদণ্ডধরায় চ । লোহিতায় চ ধুম্রায়, নীলকণ্ঠায় বৈ  
 নমঃ । নমঃ ত্রিপুৰুরূপায় বিরূপায় নমো নমঃ, সূর্য্যায় সূর্য্যপতয়ে  
 সিদ্ধনাথায় বৈ নমঃ ॥১০০—১০৪ এই মন্ত্র দ্বারা কামেশ্বরের আস্থান  
 করিবে । সেই অরণ্যের উত্তরে নাতিদূরে খৰ্ব্ব শ্বেত কৃষ্ণবর্ণা গোম্বিকার

গয়াতীর্থঞ্চ উদরে উত্তরে পরিকীর্তিতং ।  
 চতুর্কর্গপ্রমাণেন শীর্ষে চৈব গয়াশিরঃ ।  
 শীর্ষপার্শ্বে রামগয়া রামপিণ্ডস্ত দক্ষিণে ।  
 পুচ্ছে তু মানসং তীর্থং দক্ষিণে তু মহানদী ॥১০৬।১০৭  
 তত্র স্নানং প্রকুবীত বিধিপূর্ব্বকং কৰ্ম্মণা ।  
 তস্মোত্তরে ইক্ষুক্ষেপয়ুগনৈবাস্তুরপ্রিয়ে ।  
 তীর্থং প্রেতশিলাখ্যঞ্চ শ্রাদ্ধী স্বর্গং নয়েৎ পিতৃন ।  
 মহানদ্যাং কৃতে শ্রাদ্ধে পিতরঃস্বর্গমাপ্নুযুঃ ।  
 তথাক্ষয়বট্টে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ।  
 গয়াতীর্থৈ নরস্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০৮।১১০  
 আত্মযোনি মহেশানি গয়ায়াস্ত তিলৈর্বিবনা ।  
 পিণ্ডনির্ব্বপনং শেষমপি কুর্ব্বন্তি মানবঃ ॥১১১

শিলা, তাহার পশ্চিমে শিব আছেন। এইরূপ পূর্বে পূর্বে ব্যবস্থিত  
 জানিবে। ১০৫ উদরে উত্তরভাগে গয়াতীর্থ, চতুর্কর্গ প্রমাণে শীর্ষে  
 গয়াশির, পার্শ্বে রামগয়া, দক্ষিণে রামপিণ্ড ও পুচ্ছে মানসতীর্থ, দক্ষিণে  
 মহানদী। ১০৬।১০৭ তথায় বিধিপূর্ব্বক কৰ্ম্ম করিয়া স্নান করিবে। তাহার  
 উত্তরে ইক্ষুক্ষেপদ্ব্যস্তরে প্রেতশিলাখ্য তীর্থ, তথায় শ্রাদ্ধ করিলে  
 পিতৃগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হন॥ মহানদীতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ  
 স্বর্গে গমন করেন। অক্ষয়বট্টে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে  
 গমন করিয়া থাকেন। নরগণ, গয়াতীর্থ স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ  
 হইতে পরিমুক্ত হয়। ১০৮।১১০ হে মহেশানি! আত্ম সম্বন্ধী ব্যক্তি  
 গয়ায় তিল ব্যস্তিরেকেশেষ পিণ্ড নিব্বপন করিবে। ১১১ বাসুদেবেয়

পশ্চিমে বামুদেবস্য ধনুরষ্টাদশান্তরে ।  
 দীর্ঘাকারং পঞ্চকোণ মুত্তরং মুনিসংস্কৃতং ॥১১২  
 উত্তরে মানসে শ্রাদ্ধী ন ভূয়ো জায়তে নরঃ ।  
 দক্ষিণে কোটিলিঙ্গস্য চতুষ্কোণশ্চ যঃ শিব ।  
 দক্ষিণঃ মানসং তদ্ধি সর্বপাপপ্রণাশনং ।  
 দক্ষিণে মানসে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥১১৩-১১৪  
 মহানভাং কৃতে শ্রাদ্ধে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ।  
 শ্রাদ্ধী রামহৃদে দেবি ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥১১৫  
 গয়াশিরে পিণ্ডদানাৎ গয়া পুচ্ছে তদোত্তরে ।  
 ত্রিদিনং পাতয়েৎ পিণ্ডং কুলধৈব সমুদ্বরেৎ ।  
 কাম্বন্তি পিতরঃ পুত্রান্ নরকাদুয়ভীরবঃ ।  
 গয়াং গচ্ছতি যঃ কশ্চিৎ নোহস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি ॥১১৬

পশ্চিমে অষ্টাদশ ধনুঃ অন্তরে দীর্ঘাকার মুনিসংস্কৃত পঞ্চকোণ উত্তর ॥১১২  
 উত্তর মানসে শ্রাদ্ধ করিলে নরগণকে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়  
 না । কোটিলিঙ্গের দক্ষিণে চতুষ্কোণ যে শিব আছেন, তাহাই সর্বপাপ-  
 বিনাশন দক্ষিণ মানস । দক্ষিণ মানসে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মলোক  
 প্রাপ্ত হয় ॥১১৩৥১১৪ মহানদীতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন  
 করেন । রামহৃদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥১১৫  
 গয়াশিরে ও উত্তরে গয়াপুচ্ছে যদি তিন দিন পিণ্ডদান ও পিণ্ডপাতন করে,  
 তবে নিজকুল উদ্ধার করিতে পারে । পিতৃগণ নরক ভয়ে ভীত  
 হইয়া পুত্রগণের কামনা করেন, তাহাদের মধ্যে যে কেহ গয়ার গমন

পশ্চিমে কামনাথস্য সপ্তদ্ব্যস্তুরে স্থিতাং ।

দৃষ্ট্বা দীর্ঘেশ্বরীং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাং ।

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেববভূবি মোদতে ॥১১৭

মায়াবীজেন দেবেশি অষ্টম্যাং প্রতিপূজয়েৎ ।

সর্ববিঘ্নামবাপ্নোতি বাশীনামগ্রণীর্ভবেৎ ॥১১৮

কল্পবৃক্ষং ততো গহ্বা তিস্তিভীসংজ্ঞকং তরু ।

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃৎস্না মন্ত্ৰেণানেন পূজয়েৎ ।

ওঁ নমো ব্যাক্তরূপায় সর্বদেবস্তুতায় চ ।

শিবাধিষ্ঠানরূপায় তিস্তিভীবৃক্ষরূপিণে ॥১১৯১২০

প্রশস্তঃ সর্বমন্ত্ৰেষু কাম্যে মোক্ষে চ দক্ষিণে ।

বামহস্তস্য সংস্পর্শে মালায়াং গ্রহণে তথা ॥১২১

ভূগতশ্চ পঠৈঃ স্পৃষ্ট ছিন্নে সম্বৎসরান্তরে ।

সংস্কুর্যাৎ মালিকাং দেবি তান্নপাত্রে নিবেশয়েৎ ॥১২২

করিয়া আশাদিকে উদ্ধার করিতে পারে । ১১৬ কামনাথের পশ্চিমে সপ্তদ্ব্যস্তুরে স্থিতা সর্বকামফলপ্রদা, দীর্ঘেশ্বরী, দেবীকে দর্শন করিলে ষষ্টিবর্ষসহস্র দেবতুল্য হইয়া ভূতলে মহানন্দে কাল যাপন করে । ১১৭ হে দেবি ! মায়াবীজ মন্ত্র দ্বারা অষ্টমীতে পূজা করিলে সর্ববিঘ্না প্রাপ্ত হইয়া বহুতর জনের অগ্রণী হয় । ১১৮ তদনন্তর তিস্তিভীনাথক কল্পতরু সন্নিধানে গমন পূর্বক তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া “ওঁ নমো ব্যাক্তরূপায় সর্বদেব স্তুতায় চ । শিবাধিষ্ঠান রূপায় তিস্তিভী বৃক্ষ রূপিণে ।” এই মন্ত্ৰে পূজা করিবে । ১১৯১২০ উক্ত মন্ত্র কাম্য, মোক্ষ ও দক্ষিণে সর্ব কার্য্যেই প্রশস্ত । বামহস্ত দ্বারা স্পর্শদ্বারা স্পর্শ-পূর্বক মালা গ্রহণ করিলে । ১২১ ভূতলে পতিত হইলে, অথকর্তৃক স্পৃষ্ট

গায়ত্রী প্রথমং প্রোক্ষ্য পঞ্চগব্যৈরনন্তরং ।  
 পশ্চাত্তেনৈব মন্ত্ৰেণ হুঁ সিদ্ধ্যোঃ নমইতু্যত ॥১২৩  
 গন্ধোদকেন তৎ পশ্চাৎ গন্ধপুষ্পৈঃ পৃথ গৃধৈঃ ।  
 কুম্ভত্রেয়ং সংস্থাপ্য রক্তপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥১২৪  
 যবক্ষারবলিং দত্ত্বা দেবপ্রাণং নিবেশয়েৎ ।  
 তদানীয় স্পৃশেন্নালামন্তরীক্ষেষু বিম্বসেৎ ॥১২৫  
 আনীয় রাত্রৌ পীঠে চ স্থাপয়েন্মালিকং ততঃ ।  
 গন্ধচন্দনকং দত্ত্বা তথা দূর্বাঙ্কতানি চ ।  
 পুনর্দেবস্যা পীঠে চ তদ্রাত্রে চ নিবেশয়েৎ ॥১২৬  
 শতং সাহস্রকৈব অযুতং নিযুতমুত্থা ।  
 লক্ষ্যৈব তথা কোটিং জপহোমশ্চ মানকং ।  
 প্রতিমানে চাষ্টহস্তং সর্বপর্বণি সংজপেৎ ॥১২৭

হইলে, ছিন্ন হইলে, অথবা একবৎসর পুরাতন হইলে মালার সংস্কার  
 কর্তব্য । ৫: দেবি! মালা সংস্কার করিতে হইলে, প্রথমে ঐ মালিকা  
 তাত্রপাত্রে নিবেদন করিয়া ১২২ গায়ত্রী দ্বারা প্রক্ষালনপূর্বক পঞ্চগব্য  
 প্রদান করিয়া পশ্চাৎ সেই মন্ত্রে এবং “হুঁ সিদ্ধিঃ নমঃ ১২৩ এই  
 মন্ত্রদ্বারা গন্ধোদকে তৎপরে পৃথকৃবিধ রক্তগন্ধপুষ্পে তিন কুম্ভের উপরে  
 স্থাপন করিয়া রক্তপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ১২৪ অনন্তর যবক্ষার বলিপ্রদান  
 করিয়া দেবপ্রাণ নিবেশিত করিবে । তখন মালা আনিয়া স্পর্শ করিয়া  
 অন্তরীক্ষে লম্বমান রাখিবে ১২৫ তদনন্তর রাত্রিযোগে মালা আনিয়া  
 পীঠে সংস্থাপন করিয়া গন্ধ চন্দন ও দূর্বাঙ্কত প্রদানপূর্বক সেই রাত্রে  
 পুনর্ব্বার দেবপীঠে নিবেশিত করিবে ১২৬ তদনন্তর শত, সহস্র, অযুত

অথবা চাষ্টভিক্সীজৈন্ত্রীণি তত্রাপি যোজয়েৎ ॥১২৮

মালে মালে মহামালে সৰ্ব্বত্রৈব স্বরূপিণি ।

চতুর্সর্গস্ত্রয়িত্তস্তস্তম্মালে সিদ্ধিদা ভব ।

পুষ্করী সখিবীজস্তং সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মাশ্বিতস্তথা ।

আকাশশশিসংযুক্তং সিদ্ধৈ হৃদয়সংজ্ঞকং ॥১২৯-১৩০

এব পঞ্চাঙ্করোমন্তো মালায়াঃ পরিকীর্তিতঃ ।

গ্রহণে স্থাপানে চৈব পূজনে বিনিয়োজয়েৎ ॥১৩১

জপাদৌ শিবং বিন্তস্য জপান্তে তু স্ততিং পঠেৎ ।

বলিদানং ততঃ কুর্য্যাৎ দদ্যাদ্বিভবমায়নঃ ।

অমুলোমবিলোমেন মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥১৩২

অশ্বে অশ্বিকে মন্ত্রেণ তথা পৌরাণিকেন চ ।

জয়কামেশি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি ॥১৩৩

নিযুত লক্ষ বা কোটি জপ হোম কর্তব্য । এই মালা পরিমাণে অষ্টহস্ত হইবে ॥১২৭ সৰ্বপর্কেই ষষ্ঠবীজ সংযোগে জপ কর্তব্য ॥১২৮ "মালে মালে মহামালে সৰ্ব্বত্রৈব স্বরূপিণি । চতুর্সর্গস্ত্রয়িত্তস্তস্তম্মালে সিদ্ধিদা ভব । পুষ্করী সখা বীজস্তং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মাশ্বিত্তং তথা । আকাশ শশিসংযুক্তং সিদ্ধৈ হৃদয়সংজ্ঞকং" ॥১২৯-১৩০ ইহাই মালার পঞ্চাঙ্কর মন্ত্র পরিকীর্তিত হয় । গ্রহণ, স্থাপন ও পূজনে এই মন্ত্র বিনিয়োগ করিবে ॥১৩১ জপের আরম্ভে শিবকে সংস্থাপিত করিয়া জপান্তে স্ততিপাঠ কর্তব্য । তদনন্তর আপনার বিভবানুসারে পূজোপহার বলি প্রভৃতি প্রদান করিবে । পরে অমুলোম বিলোমক্রমে মূলমন্ত্রে ১৩২ ও অশ্বো অশ্বিকে এই পৌরাণিক মন্ত্রে পূজা করিয়া স্ততিপাঠ করিবে । স্ততি যথা—হে কামেশি ! চামুণ্ডে ! তুমি জয়যুক্ত হও, হে ভূতাপহারিণি ॥১৩৩ তুমি জয় ! হে সৰ্ব্বগতে দেবি !

জয় সর্বগতে দেবি কামেশ্বরি নমোহস্ততে ।  
 বিশ্বমূর্ত্তে শুভে শুদ্ধে বিরূপাক্ষি ত্রিলোচনে ॥১৩৪  
 ভীমরূপে শিবে বিষ্ণে কামেশ্বরি নমোহস্ততে ।  
 মালাজয়ে জয়ে জন্তে ভূতাক্ষি ক্ষুভিতেহক্ষয়ে ।  
 মহামায়ে মহেশানি কামেশ্বরি নমোহস্ততে ॥১৩৫  
 ভীমাক্ষি ভীময়ে দেবি সর্বভূতক্ষয়ঙ্করি ।  
 করালী বিকরালী চ কামেশ্বরি নমোহস্ততে ॥১৩৬  
 কালিকরালি বিক্রান্তে কামেশ্বরি হরপ্রিয়ে ।  
 সর্বশাস্ত্রভূতে দেবি কামেশ্বরি নমোহস্ততে ।১৩৭  
 কামরূপপ্রদীপা চ নীলকূটনিবাসিনী ।  
 নিশুন্তুশুন্তুমথনি কামেশ্বরি নমোহস্ততে ॥১৩৮

তুমি জয়, হে কামেশ্বরি! তোমাকে প্রণাম করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে!  
 শুভে! শুদ্ধে! বিরূপাক্ষি! ত্রিলোচনে! ১৩৪ ভীমরূপে! শিবে,  
 বিষ্ণে কামেশ্বরি, তোমাকে প্রণাম করি। হে মালাজয়ে! জয়ে!  
 হে জন্তে! ভূতাক্ষি। হে ক্ষুভিতে! অক্ষয়ে! হে মহামায়ে মহেশ্বরি!  
 কামেশ্বরি। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩৫ হে ভীমাক্ষি! ভীময়ে!  
 দেবি! হে সর্বভূতক্ষয়ঙ্করি! তুমি করালী ও বিকরালী। হে  
 কামেশ্বরি! তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥১৩৬ হে করাল বিক্রান্তে!  
 হরপ্রিয়ে! কামেশ্বর! কালি! হে সর্বশাস্ত্ররূপিণি দেবি!  
 কামেশ্বরি! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩৭ তুমি কামরূপপ্রদীপা, তুমি  
 নীলাচলনিবাসিনী, হে শুন্তুনিশুন্তুমথনি! কামেশ্বরি! আমি তোমাকে



কামাখ্যে কাপরূপস্থে কামেশ্বরি হরপ্রিয়ে ।  
 কামাংশ্চ দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরি নমোহস্ততে ॥১৩৯  
 রুধিরাসবপানাঢ্যবক্ত্রে ত্রিভুবনেশ্বরি ।  
 মহিষাসুরবধে দেবি কামেশ্বরি নমোহস্ততে ॥১৪০  
 ছাগতুষ্ঠে মহাভীমে কামাখ্যেঃসুরবন্দিতে ।  
 জয় কামপ্রদে তুষ্ঠে কামেশ্বরি নমোহস্ততে ॥১৪১  
 ভ্রষ্টরাজ্যো যদা রাজা নবমাং নিয়তঃ শুচিঃ ।  
 অষ্টম্যাক্ষ চতুর্দশাং উপবাসী নরোত্তমঃ ।  
 সস্বৎসরেণ লভতে রাজ্যং নিষ্কণ্টকং পুনঃ ।  
 য ইদং শৃণুয়াদভক্তা তব দেবি সমুদ্ভবং ।  
 সৰ্ব্বাপাপবিনিৰ্ম্মুক্তঃ পরা নিক্ষাণমুচ্ছতি ॥১৪২-১৪৩

প্রণাম করি ১৩৮ হে কামরূপস্থে ! কামাখ্যে ! হে হরপ্রিয়ে ! কামেশ্বরি !  
 আমার মনস্কামনা সততই পূর্ণ করুন । হে কামেশ্বরি ! আমি তোমাকে  
 প্রণাম করি ১৩৯ হে রুধিরাসবপানাঢ্য বদনে ভুবনেশ্বরি ! হে মহিষা-  
 সুরবিনাশিনি ! দেবি ! কামেশ্বরি ! আমি তোমাকে প্রণাম করি ১৪০  
 হে মহাভীমে ! হে ছাগতুষ্ঠে ! সুরবন্দিতে ! কামাখ্যে ! তুমি জয়যুক্ত  
 হও । হে কামপ্রদে ! তুষ্ঠে ! কামেশ্বরি ! আমি তোমাকে প্রণাম  
 করি ১৪১ এইরূপে কামাখ্যার স্তুতি করিলে, সৰ্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয় ।  
 যখন রাজা রাজ্য ভ্রষ্ট হন, তথা নিয়ত শুচি হইয়া অষ্টমী নবমী ও  
 চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া সস্বৎসর মধ্যেই নিষ্কণ্টকরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত  
 হন । হে দেবি ! তোমার এই উত্তম স্তব যে মানব শ্রবণ করে, সে  
 সৰ্ব্বাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম নিক্ষাণ প্রাপ্ত হয় ১৪২১৪৩ হে সুরাসুর

কামেশ্বরি দেবি সুরাসুরপ্রভে ।  
 প্রকাশিতভাষ্তোজনিয়ন্তিতে নমঃ ।  
 সুরারিব্রহ্মবিঘ্নপাটনোৎসুকে ।  
 ত্রয়ীময়ে দেবী চ তে নমামি ॥১৪৪  
 সিতাসিতে রক্তপিশঙ্গবিগ্রহে  
 রূপাণি যস্যঃ প্রতিপত্তিতানি ।  
 করে কপালে চ বিকল্পিতানি  
 শুভাশুভানানপি তাং নমামি ॥১৪৫  
 কামরূপসমুদ্ভূতে কামপীঠাবতংশকে ।  
 বিশ্বাধারে মহামায়ে কামেশ্বরি নমোহস্ততে ॥১৪৬  
 অব্যক্তবিগ্রহে শান্তে সন্ততে কামরূপিণী ।  
 কালগম্যে পরেশান্তে কামেশ্বরি নমোহস্ততে ॥১৪৭

প্রভে! দেবি কামেশ্বরি! হে প্রকাশিত মুখাভোজে! হে নিয়ন্তিতে  
 দেবি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবাদি ব্রহ্মকুলপাট-  
 নোৎসুকে! ত্রয়ীময়ে দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪৪ হে  
 সিতাসিতে! শোণিতপিশঙ্গবিগ্রহে দেবি! তোমার বিবিধরূপ প্রতিভাত  
 হইতেছে এবং করে ও কপালে শুভাশুভের বিকল্পিত রূপ বিভাত  
 হইতেছে। হে দেবি। কামেশ্বরি! আমি তোমাকে প্রণাম করি  
 ১৪৫ হে কামরূপসমুদ্ভূতে, হে কামরূপাবতঃসরূপিণী! বিশ্বাধারে!  
 মহামায়ে কামেশ্বরি দেবি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। ১৪৬ হে  
 অব্যক্ত-বিগ্রহে! শান্তে! সন্ততে! কামরূপিণী! হে কালগম্যে  
 পরমে! শান্তে! কামেশ্বরি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। ১৪৭

সুষ্মাস্তারলস্থা চিন্ত্যতে জ্যোতিরুপিণী ।  
 প্রণতোহস্মি পরাং বীরাং কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥১৪৮  
 দংষ্ট্রকরালবদনে মুণ্ডমালোপশোভিতে ।  
 সর্বতঃ সর্বগে দেবী কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥১৪৯  
 স্নানকালে চ প্রতুষে ভোজনে দন্তধাবনে ।  
 তথা বিগতবস্ত্রে চ দশনং ন তু সংস্পৃশেৎ ॥১৫০  
 মধুমাসে ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যাং বৃষস্য চ ।  
 ন স্ত্রীদেবীং স্পৃশেজ্জাতু তদ্দিনে দর্শনং ত্যজেৎ ॥১৫১  
 দর্শনে ভয়দংবিন্ধ্যাং শাপং পততি মূর্দ্ধনি ।  
 এবং জ্যৈষ্ঠসিতাষ্টম্যাং কুমারো নাবলোকয়েৎ ॥১৫২  
 কুমার্যশ্চ সুরূপাশ্চ ন সাধকোহপি কদাচন ।  
 ন রাত্রৌ সংস্পৃশেন্নারী বলিং ন স্পর্শয়েৎ কচিৎ ।  
 লিঙ্গস্থাপঃ মহাদেবীং কস্মাচিদপি ন ত্রজেৎ ॥১৫৩

যিনি সুষ্মার অন্তরালস্থিতা জ্যোতিরুপিণী হইয়া যোগিগণ কর্তৃক চিন্তিতা  
 হন, সেই পরমাবীরা কামেশ্বরী দেবীকে আমি প্রণাম করি ॥১৪৮ হে  
 কামেশ্বরী! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে দংষ্ট্রাকরালবদনে,  
 হে মুণ্ডমালাসুশোভিতে! সর্বতঃসর্বগে ॥১৪৯ দেবি! কামেশ্বরী!  
 আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥১৫০ এইরূপ কামেশ্বরীর স্তুতি ও নমস্কার  
 কর্তব্য। স্নানকালে, প্রতুষে, ভোজনে ও দন্তধাবনে, বস্ত্রপরিবর্তনে  
 দশনস্পর্শ করিবে না ॥১৫১ চৈত্র মাসের ত্রয়োদশীতে ও বৃষের অর্থাৎ  
 জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্দশীতে স্ত্রীগণ দেবীকে স্পর্শ করিবে না এবং সেই দিনে

বিপ্রাণাং ক্ষীরবলয়ঃ শাল্যন্নং বাথ পায়সং ।

ঘৃতপ্লুতং চৰ্ব্ব্যফলং পুষ্পং তস্মা ঘৃতাস্থিতং ।

দদ্যাৎ ক্ষীরঞ্চ দুগ্ধানং ভক্তান্নং বা নিবেদয়েৎ ॥১৫৪

শাল্যন্নং বাথ সমধু কৃষরং থণ্ডমোদকং ।

রাজ্ঞাং হি পশবঃ শস্তা বৈশ্যানাং ত্রীহয়স্তথা ।

ক্ষৌদ্রং বুঘলং জাতীনাং সর্বেষ পশবোহথবা ॥১৫৫

নিবেদয়েৎ শোনতুণ্ডং মানুষং বা লুলাপকং

বরাহং বাঘ দ্বগলং চামরং বরুণস্তথা ।

মেঘধগাথ বরাহঞ্চ গোধিকঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥১৫৬

চামরাণাঞ্চ দশকং ছাগৈলকং বিশিষ্যতে ।

দশভিঃ ছাগলৈরেব কূৰ্ম্ম একঃ প্রশন্যতে ॥১৫৭

দর্শনও করিবে না ॥১৫১ দর্শন করিলে ভয় উপস্থিত এবং মন্ত্ৰকে  
অভিশাপ পতিত হয়। এইরূপে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে কুমারগণ  
এবং স্করুপা কুমারীগণ দেবীকে দর্শন করিবে না ॥১৫২ সাধকও রাজি-  
কালে নারীস্পর্শ করিবে না ও পূজাদ্রব্য স্পর্শ করাইবে না। লিঙ্গস্থিতা  
মহাদেবীর নিকট কদাচই গমন করিবে না ॥১৫৩ ক্ষীরভোগ, শালি  
অন্ন, পায়স, ঘৃতপ্লুত চৰ্ব্ব্যফল ও ঘৃতাস্থিত পুষ্প, ক্ষীর দুগ্ধান, ভক্তান্ন  
মধুসহিত কৃষর ( তিল নামক ) ও থণ্ড মোদক এই সকল দ্রব্য বিপ্রগণ  
নিবেদন করিতে পারিবেন ॥১৫৪ রাজগণের পশু প্রদান এবং  
বেশ্যাগণের ত্রীহিবান, সর্কশূদ্রগণের মধু দান বা পশু প্রদান কর্তব্য ॥১৫৫  
অথবা শূদ্রগণ শোনতুণ্ড মনুষ্য বলি, বা মহিষ বলি, কিম্বা বরাহ, ছাগল,  
চামর, বরুণ বা মেঘ সহ বরাহ বা গোধিকা নিবেদন করিবে ॥১৫৬ দশচামর  
ইতে এক ছাগল বিশেষ হয়। দশ ছাগল অপেক্ষা এক কূৰ্ম্ম প্রশস্ত ॥১৫৭

কূর্মস্য চ শতেনাপি শশকৈকং বিশিষ্যতে ।  
 শশকস্য সহস্রাণাং বরাহস্ত বিশিষ্যতে ॥১৫৮  
 দে সহস্রে বরাহস্য মাহিষং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ।  
 দে সহস্রে লূলাপস্য খড়্গমেকং বিশিষ্যতে ॥১৫৯  
 খড়্গিনাস্তু সহস্রেণ মানুষ্যং চাতুলং ফলং ।  
 দে সহস্রে মানুষ্যস্য শোণতুণ্ডং প্রশস্যতে ॥১৬০  
 দে শতে শোণতুণ্ডস্য শ্বেতগ্রীবং প্রশস্যতে ।  
 শ্বেতগ্রীব শতেনাপি গোধিকাপি বয়ং মতং ॥১৬১  
 গোধিকানাং শতং দেবি নরস্য চ কুমারকং ।  
 পশুনাকৈব বন্দ্য়াসাং পতরশ্চ বলিভবেৎ ॥১৬২  
 ছাগলং কৃষ্ণশ্বেতং বা দ্বিবর্ষাৎ পরতো যদি ।  
 সংজাতে গুগ্গুলুশুদ্ধে শোণাখ্যং জম্বুকন্তথা ॥১৬৩  
 স্নানং গন্ধমৃগকৈব ছাগঞ্চ পার্বতীয়কং ।  
 মুষকঞ্চ করালঞ্চ ক্ষুদ্রমার্জ্জারমেব চ ॥১৬৪

শত কূর্ম অপেক্ষা এক শশক প্রশস্ত, সহস্র শশক অপেক্ষা এক বরাহ  
 বিশিষ্ট ৷১৫৮ ৷ দুই সহস্র বরাহ অপেক্ষা এক মাহিষ শ্রেষ্ঠ, দুই সহস্র মাহিষ  
 অপেক্ষা এক খড়্গ ( গুণ্ডার ) শ্রেষ্ঠ ৷১৫৯ ৷ সহস্র খড়্গ অপেক্ষা এক  
 মানুষ্যে অতুল ফল হয় । দুই সহস্র মানুষ্য অপেক্ষা এক শোণতুণ্ড প্রশস্ত  
 ৷১৬০ ৷ দুইশত শোণতুণ্ড অপেক্ষা এক শ্বেতগ্রীব শ্বেতগ্রী প্রশস্ত, সহস্র  
 অপেক্ষা এক গোধিকা শ্রেষ্ঠ ৷১৬১ ৷ শত গোধিকা অপেক্ষা এক নরকুমার  
 শ্রেষ্ঠ জানিবে । পশুগণের বয়ঃক্রম ছয় মাস হইলেই বলি যোগ্য  
 হয় ৷১৬২ ৷ কৃষ্ণ শ্বেত ছাগ দুই বৎসরের হইলে, আর শোণাখ্য  
 জম্বুক ৷১৬৩ ৷ স্নান, গন্ধমৃগ পার্বতীয় ছাগ এই সকল গুগ্গুলুশাক হইলে

কাকোলং কালবিক্ৰম রাজহংসক শারিকং ।  
 শূকং গৃধ্রক কোকিলং ময়ূরং চিত্রকম্ভা ॥১৬৫  
 অশ্বক বেণুপৃষ্ঠক কৃষ্ণপারাবতক যৎ ।  
 বৃহৎ কপোতকৈব খঞ্জরীটম্ভৈব চ ॥১৬৬  
 বকশ্চৈব বলাকক প্রযত্নেন বিবৰ্জয়েৎ ।  
 সংহতোং বলিদানেন স্ত্রিয়ন্ত ন বিচারয়েৎ ॥১৬৭  
 মিথুনে দৌরমাণে তু ন দোষো জায়তে প্রিয়ে ।  
 শ্মশানে মহিষং দদ্যাদ্বেবকস্ত চ সন্নিধৌ ॥১৬৮  
 সযাতি ব্রহ্মলোকক শিবদু বি চ মোদতে ।  
 অন্তর্গৃহে মৃতানাঞ্চ সযাতি ব্রহ্ম শাস্বতং ॥১৬৯  
 অতাপি দৃশ্যতে ব্রহ্ম যন্ত দক্ষিণতঃ প্রিয়ে ।  
 পততে নাত্র সন্দেহো জ্ঞানদাতা সদাশিবঃ ॥১৭০

বলি যোগ্য হয়। মুষক করাল, ক্ষুদ্র মার্জ্জার ১৬৪ কাকোল কলবিক্ৰ  
 ( চড়ুই ) রাজহংস শারিক শূক, গৃধ্র, কোকিল, ময়ূর চিত্রক ১৬৫ অশ্ব  
 বেণুপৃষ্ঠ, কৃষ্ণপারাবত, বৃহৎ কপোত, খঞ্জরীট ১৬৬ বক বলাক এই সকল  
 যত্নপূর্বক পরিবৰ্জন করিবে। বলিদানে স্ত্রীপদান করিলে তজ্জনিত  
 পাপের বিচার করিতে হয় না ১৬৭ মিথুন প্রদান করিলে তাহাতে  
 দোষ হয় না। হে প্রিয়ে! শ্মশানে দেবতার সন্নিধানে মহিষ প্রদান  
 কর্তব্য ১৬৮ তাহা হইলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে, এবং ভূতলে  
 শিবতুল্য প্রমোদিত থাকে। যাহারা অন্তর্গৃহে মৃত হয়, তাহারা শাস্বত  
 ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় ১৬৯ হে প্রিয়ে! অতাপি দক্ষিণদিকে ব্রহ্মদৃষ্ট হয়,

তস্মাদক্ষিণকর্ণেন ভূমৌ পতিতি বৈ নরঃ ।  
 মহাপাতকযুক্তোহপি যুক্তো বাপ্যুপপাতকৈঃ ॥১৭১  
 শ্মশানে বলিদানে তু মুক্তো গচ্ছেৎ শিবালয়ং ।  
 অকামো বা স কামো বা প্রাণাংস্ত্যজতি তত্র বৈ ।  
 ত্যক্তদেশোপি ভবতি স্বয়মেব গণেশ্বরঃ ॥১৭২  
 পরদেশার্জিতং বাথ কৃত্বা দত্তা বলিং নৃপঃ ।  
 মহাপাতকিনং চোরং মূৰ্খং বা চৈকবীরকং ।  
 স্ত্রীজিতং ব্রহ্মদ্বিট্চৈব প্রযত্নেন ন যোজয়েৎ ॥১৭৩  
 মণিমুক্তা সুবর্ণানাং দেবে দত্তানি যানি চ ।  
 ন নিৰ্ম্মালাং দ্বাদশাহং তান্নপাত্রং তথৈব চ ॥১৭৪  
 পট্টী শাটী চ যন্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ ।  
 মোদকং কুবরৈশ্চৈব যামার্চেন মহেশ্বরী ॥১৭৫

---

তথায় জ্ঞানদাতা শিবযোগ মনে করেন সন্দেহ নাই ৷১৭০৷ সেই হেতু  
 দক্ষিণকর্ণে নরগণ ভূমি পতিত হয় । মহাপাতক যুক্তই হউক, অথবা  
 উপপাতক যুক্তই বা হউক ৷১৭১৷ শ্মশানে বলিদান মুক্ত হইয়া শিবালয়ে  
 গমন করে । অকাম বা স কামই হউক, তথায় প্রাণত্যাগ করিয়া সেই  
 দেশ পরিত্যাগ করিলেই স্বয়ং গণেশ্বর হয় ৷১৭২৷ নৃপগণ, পরদেশ  
 হইতে আনিত, মহাপাতকী, চোর, মূৰ্খ, বা বংশের একমাত্র বীর, স্ত্রীজিত  
 ব্রহ্মদেবী এই সকলকে যত্নপূৰ্ব্বক পরিত্যাগ করিবে ৷১৭৩৷ মণিমুক্তা  
 প্রবালাদি সুবর্ণাদি ও তান্নপাত্র দেবে প্রদত্ত হইলে দ্বাদশাহ পৰ্ব্বত  
 নিৰ্ম্মালা করিবে না অর্থাৎ দেবস্থান হইতে অত্যাচার লইবে না ৷১৭৪৷  
 পট্টী ও শাটী ছয় মাস দেবস্থানে রক্ষিতব্য, নৈবেদ্য দত্ত মাত্র । মোদক

পটুবহুঃ ত্রিমানাক্ষ যজ্ঞসূত্রমহঃস্বতং ।  
 যাঃ দুষ্কং ভবেদন্নং পরমানন্তত্বে চ ॥১৭৬  
 মন্তকং রুধিরকৈব অথ রাত্রেণ পার্শ্বতি ।  
 মুহূর্ত্তং দধি দুগ্ধঞ্চ আজ্যং যামেন শাক্করিং ॥১৭৭  
 করবীর মতো গাত্রং বিল্লপত্রং তথৈব চ ।  
 জবাবকুকমাল্যঞ্চ নির্ম্মালায়ং সার্কিমাংসকে ॥১৭৮  
 মাল্যং বৈ করবীরস্য পদ্মাস্য বিল্লকস্য চ ।  
 মাসাজ্যেন মহেশানি তাম্বুলং দত্তমাত্রতঃ ॥১৭৯  
 খর্জুরং পনসং দ্রাক্ষা মাতুলুঙ্গঞ্চ শাবকং ।  
 কদলীনাগরঙ্গঞ্চ তথা জম্বুফলানি চ ।  
 শালুকং মধুকপৈঃ প্রযত্নেন নিবেদয়েৎ ॥ ১৮০  
 ফলং বিল্লঞ্চ দাড়িম্বং জয়ন্তীং কর্কটীন্তথা ।  
 ত্রপুষ্পকৈব বার্তাকৌ দেবীপ্রীতিকরাণি চ ।  
 ন নির্ম্মালাঞ্চ দাড়িম্বং তথা বিল্লফলং প্রিয়ে ।  
 সৌগন্ধিকঞ্চ কদলং প্রযত্নেন নিয়োজয়েৎ ॥১৮১

কুমার অর্দ্ধ প্রহর থাকিতে পারে । ১৭৫ পটুবহু তিনমাসে, যজ্ঞসূত্র একাছে,  
 অন্ন ও পরমান্ন যাবৎ উষ্ণ থাকিবে, তৎপরে নির্ম্মালা করিবে । ১৭৬ মন্তক  
 ও রুধির অর্দ্ধরাত্রে পরে, দধি ও দুগ্ধ মুহূর্ত্তকালান্তে, আজ্য প্রহরান্তে । ১৭৭  
 করবীর ও বিল্লপত্র অহোরাত্রে, জবামালা ও বন্ধকমালা দেড় মাসান্তে ॥ ১৭৮  
 করবীর মালা, পদ্মমালা ও বিল্লমালা মাসান্তে ও তাম্বুল দত্তমাত্রেই নির্ম্মালা  
 করিবে । ১৭৯ খর্জুর, পনস, দ্রাক্ষা, মাতুলুঙ্গ, শাবক, কদলীনাগরঙ্গ জম্বুফল,  
 শালুক, মধুক এই সকল যন্ত্রপূর্ব্বক নিবেদন করিবে । ১৮০ বিল্লফল, দাড়িম্ব,



কদলং বীজপূরকং ছন্দং পকং নিবেদয়েৎ ।  
 কন্দুপকং কশেককং জম্বাবলপ্রিয়ং ভবেৎ ॥১৮২  
 আর্দ্রকং লবণকৈব জীরকং পিঙ্গলীয়কং ।  
 জাতীকৌষং তিন্দুককং দেব্যাঃ প্রিয়তরং মহৎ ॥১৮৩  
 রামরস্তাফলং পুষ্পকদলং ধূম্র তাপিতং ।  
 ন যোজয়েন্মহাদেব্যা উৎপলস্য চ বীজকং ॥  
 ধাত্ত্বং শ্রাবণকং মর্ত্যং দ্বিঃস্বনকং বিবর্জ্যয়েৎ ॥১৮৪  
 নারিকেলং সুবর্ণাভং নারিকেলকং বামকং ।  
 নিবেদয়েন্মহাদেব্যা তোয়ন্তস্য বিশেষতঃ ॥১৮৫  
 নারিকেলকং ভাণ্ডীরং দৈবে শ্রাদ্ধে বিবর্জ্যয়েৎ ॥১৮৬  
 বকুলস্য পকং পদ্মস্য চ ফলস্তথা ।  
 নিয়োজয়েন্মহাদেব্যা চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ ॥১৮৭

জয়ন্তী, বর্কটী, ত্রিপুর, পার্শ্বাকী এই সকল দেবীর প্রীতিকর জানিবে । হে  
 প্রিয়ে ! দাড়িম্ববিহফল নির্মাল্য নয়, সৌগন্ধিক দল যত্নপূর্বক নিয়োগ  
 করিবে ॥১৮১ বীজপূরকদল ছন্দে পকু করিয়া নিবেদন করা উচিত । কন্দু-  
 পক, কশেক, ও জম্বাবল দেবীর প্রিয়কর ॥১৮২ আর্দ্রক, লবণ জীরক, পিঙ্গ-  
 লীয়ক, জাতীকৌষ ও তিন্দুক দেবীর মহাপ্রিয়তর ॥১৮৩ রাম রস্তাফল,  
 পুষ্প, কদল ও উৎপলবীজ ধূম্রতাপিত করিয়া দেবীকে প্রদান করা কর্তব্য  
 নয় । হুইবার শ্বিন্ন শ্রাবণক ধাত্ত্ব ও মর্ত্য বর্জ্যনীয় ॥১৮৪ নারিকেল ও সুবর্ণাভ  
 নারিকেলবামক বিশেষতঃ নারিকেলজল মহাদেবীকে নিবেদন করিবে  
 ॥১৮৫ নেবশ্রাদ্ধে নারিকেল ও ভাণ্ডীর বর্জ্যনীয় ॥১৮৬ দেবীকে পকুবকুল  
 ফল ও পদ্মফল প্রদান করিলে, চান্দ্রায়ণব্রতের ফল লাভ হয় ॥১৮৭ হে দেবি !

ଶୁଗ୍ଧ ଦେବୀ ପ୍ରବକ୍ଷାମି ପୁଷ୍ପାଧ୍ୟାୟଂ ସମାସତଃ ॥୧୮୮  
 ଶ୍ଵତୁକାଳୋତ୍ତୈବେଷ୍ପଲ୍ଲିକାଜାତିପୁଷ୍ପକୈଃ ।  
 ସିତରତ୍ନେଷ୍ଠାପୁଷ୍ପିର୍ଗୌଳେଃ ପଦ୍ମ ଯଃ ପାଞ୍ଚବୈ ॥  
 କିଂଶୁକୈଷ୍ଠଗରୈଶ୍ଚବ ଜ୍ଞବାକନଚମ୍ପକୈ ।  
 ବକୁଳୈଶ୍ଚବ ମନ୍ଦାରେଃ କୁନ୍ଦପୁଷ୍ପାଃ କରଣ୍ଡକୈ ॥୧୮୯।୧୯୦  
 ଚୁସ୍ତରକାଦିୟୁକ୍ତେଷ୍ଠ ବହୁକାଗନ୍ତ୍ୟସମ୍ଭବୈଃ ।  
 ମଦନୈ ସିଂହୁବାରୈଷ୍ଠ ଦୂର୍ବ୍ବାହୁରସ୍ତ୍ରକୋମଳେଃ ॥୧୯୧  
 ପତ୍ରେଷ୍ଠ ତୁଳସୀନାଥଃ ବିଲ୍ଲପତ୍ରେଃ ଶ୍ରୁକୋମଳେ ।  
 କରବୀରସ୍ୟ ମାଘାସ୍ୟ ସହସ୍ରାଣି ଦଦାତି ଯଃ ।  
 ସକାମାନ ପ୍ରାପ୍ୟାଚାତ୍ମିଷ୍ଠା ଦେବି ଲୋକେ ମହୀୟତେ ॥୧୯୨  
 ଏକେନ କରବୀରେଣ ପଦ୍ମନାଂ ହେ ସହସ୍ରକଂ  
 ନୋଽସଞ୍ଜ୍ୟା ଦଦ୍ୟାଂ ପୁଷ୍ପାଣି ବନସ୍ଥାନି କଦାଚନ ॥୧୯୩  
 ନ ଶକ୍ନୁଃସନ୍ତି ବୈ ଦେବ୍ୟାଃ ସମାକର୍ଷିତୁଃସୁତାଃ ॥  
 ଏକେକଂ କୁଞ୍ଚୟନ୍ ସଞ୍ଜ୍ୟା ରଞ୍ଜୟନ୍ତି ଦଶ ବୈ ଯତଃ ॥

ସଂକ୍ଷେପେ ପୁଷ୍ପାଧ୍ୟାୟେର ବିବରଣ କହିତୋଛି ଶ୍ରବଣ କର । ୧୮୮ ଯଥା ଶ୍ଵତୁସମ୍ଭ-  
 ପମ୍ନ ମଲ୍ଲିକା, ଜାତି, ଶ୍ଵେତ, ଓ ରକ୍ତପୁଷ୍ପ ସକଳ ଏବଂ ନୀଳ ପାଞ୍ଚରପଦ୍ମ କିଂଶୁକ,  
 ତଗର, ଜ୍ଞବା, କନକ, ଚମ୍ପକ, ବକୁଳ, ମନ୍ଦାର, କୁନ୍ଦପୁଷ୍ପ, କରଣ୍ଡକ, ୧୮୯।୧୯୦  
 ଚୁସ୍ତୁର ବହୁକ, ବଞ୍ଜ, ମଦନ, ସିଂହୁବାର, ଶ୍ରୁକୋମଳ ଦୂର୍ବ୍ବାହୁର ୧୯୧ ତୁଳସୀପତ୍ର,  
 ଶ୍ରୁକୋମଳ ବିଲ୍ଲପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଦେବୀର ପୂଜା କରିବେ । ଯେ ନର ସହସ୍ର କରବୀର ଓ  
 କୁନ୍ଦପୁଷ୍ପ ଦେବୀଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେ ସର୍ବ୍ଵାତ୍ମିଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବ୍ଵକାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ  
 ଦେବୀଲୋକେ ଗମନପୂର୍ବ୍ବକ ପୂଜା ଲାଭ କରେ । ୧୯୨ ଏକଟି କରବୀର ପୁଷ୍ପ ଦୁଇ  
 ସହସ୍ର ପଦ୍ମେର ସମାନ । ବନସ୍ ପୁଷ୍ପ ଓଽନର୍ଗ ନା କରିଷା, କଦାଚି ଦେବୀଙ୍କେ  
 ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା । ୧୯୩ ଯେହେତୁ ଦେବୀଗଣ ଏ ପୁଷ୍ପ ଆକର୍ଷଣ କରିତେ

তথা যক্ষাঙ্গনাঃ পঞ্চ সৰ্ব্বতঃ কুসুমাবতাঃ ।  
 তস্মাদাহুত্যা কুসুমং দত্তাদেবান্ পিতৃনপি ॥১২৪॥১২৫  
 কুৰ্ঘ্যাৎ পুষ্পগৃহং তত্র কামাখ্যা পরিশঙ্করি ।  
 ইহ কামানবাপ্নোতি দুৰ্গালোকে মহীয়তে ॥১২৬  
 করবীরঃ সজাতিস্ত পূজয়েদস্ত শঙ্করী ।  
 অগ্নিষ্টোমফলং লব্ধ্বা সূর্যালোকে মহীয়তে ॥১২৭  
 পূজয়িত্বা নরোভক্ত্যা চণ্ডিকাং পদ্মমালায়া ।  
 জ্যোতিষ্টোমফলং প্রাপ্য সূর্যালোকে মহীয়তে ॥১২৮  
 বকপুষ্পং সজাতিস্ত তথা রুদ্রজটস্য চ ।  
 বাজপেয়সা যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি নানুথা ॥১২৯  
 সৰ্বেষামেব পুষ্পানাং প্রবরং নীলমুৎপলং ।  
 নীলোৎপলসহশ্ৰেণ যন্ত মালাং প্রযচ্ছতি ॥  
 দুৰ্গায়াং বিধিবদ্দেব তস্য পূণফলং শৃণু ॥২০০

উক্ত তা হইয়া সমর্থ হন না । দশ দশ যক্ষ এবং পঞ্চ পঞ্চ যক্ষাঙ্গনা এক  
 একটি কুসুম রক্ষা করিয়া থাকে । অতএব কুসুম আহরণ করিয়া দেবগণে  
 ও পিতৃগণে প্রদান করিবে ॥১২৪॥১২৫ তে শঙ্করি ! তথাই একটি পুষ্পগৃহ  
 কর্তব্য, এইরূপে পুষ্প প্রদান করিয়া, ইহলোকে সৰ্ব্বকাম প্রাপ্ত হইয়া  
 দুৰ্গালোকে গমনপূৰ্ব্বক পূজা লাভ করে ॥১২৬ হে শঙ্করি ! যে নর,  
 করবীর ও তজ্জাতীয় পুষ্প দ্বারা পূজা করে, সে অগ্নিষ্টোমের ফলপ্রাপ্ত  
 হইয়া, সূর্যালোকে গমনপূৰ্ব্বক পূজাপ্রাপ্ত হয় ॥১২৭ নরগণ ভক্তিপূৰ্ব্বক  
 পদ্মমালায় চণ্ডিকার পূজা করিয়া, জ্যোতিষ্টোমের ফলপ্রাপ্ত হয় এবং  
 সূর্যালোকে গমনপূৰ্ব্বক পূজা লাভ করে ॥১২৮ বকপুষ্প ও তজ্জাতীয়

বর্ষকোটিসহস্রানি বর্ষকোটিশতানি চ ।

দেব্যা অনুচরোভূত্বা রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥২০১

বক্রধাত্যোদ্রবং যচ্চ সৃক্ষধাত্যোদ্রবন্তুথা ।

রাজধাত্যোদ্রবৈধেব রক্তধাত্যোদ্রবন্তুথা ॥

শস্ত্রং তণ্ডুলমক্ষুণ্ণং সপ্তাষ্ট্রনবসংখ্যয়া ।

দূর্ব্বাক্কুরসমেতঞ্চ ভগবত্যৈ নিবেদয়েৎ ॥

অষ্টম্যাং বা নবম্যাং বা সৌম্যমধকলং লভেৎ ॥২০২।২০৩

গন্ধানুলেপনং দত্ত্বা জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ ॥২০৪

কুঙ্কুমেণ বিলিপ্যার্থ্যং গোসহস্রফলং লভেৎ ।

চন্দনাগুরুকপূরৈঃ শুক্লপুষ্পৈঃ স্কুকুঙ্কমৈঃ ॥

বিলিপ্তাং পুজয়েদ্দুর্গাং বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ।২০৫

নিম্বপত্রঞ্চ কুল্লঞ্চ তমালামলকীদলং ।

কহ্লারং তুলসীকেব পদ্মঞ্চ হানিপুষ্পকং ॥২০৬

পুষ্পে ও রুদ্রছটে পূজা করিলে, বাজপেয় যজ্ঞের ফলপাপ্ত হয়, সন্দেহ  
নাই ।১৯৯ নীলোৎপল, সকল পুষ্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যে মানব নীলোৎ-  
পলসহস্রের মালা দুর্গা দেবীকে প্রদান করে, তাহাও ফল অর্জন কর ।  
২০০॥ সে শতকোটি সহস্রকোটি বৎসর দেবীর অনুচর হইয়া রুদ্রলোকে  
পূজিত হইয়া থাকে ।২০১ বক্রধাত্যোদ্রত, সৃক্ষধাত্যোদ্রত, রাজধাত্যোৎপন্ন  
এবং রক্তধাত্যোদ্র অক্ষুণ্ণ তণ্ডুল প্রশস্ত, তাহাদের সপ্ত অষ্ট নবসংখ্যক তণ্ডুল  
দূর্ব্বাক্কুরের সহিত অষ্টমী বা নবমীতে প্রদান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ  
হয় ।২০২।২০৩ দেবীকে গন্ধানুলেপন প্রদান করিলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের  
ফল ।২০৪ এবং কুঙ্কম বিলেপিত অর্ঘ্য প্রদান করিলে সহস্র গোদানের

এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চাত্তং কলিকাত্মক  
 ন দৃযোৎ তিন্নভিন্নঞ্চ জ্ঞাপুপ্পঞ্চ শাক্ষরি ॥২০৭  
 পদ্মদূর্বাকুরকৈব তুলসীদলমেব চ ।  
 নাশ্চ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ কুসুমস্য চ শাক্ষরি ॥২০৮  
 নার্ক্যেৎ ঝিষ্টিপুপ্পেণ পীতেন তগরেণ চ ।  
 শ্বেতওড্রেণ কৃষ্ণেন বিজয়েন ন চার্ক্যেৎ ॥২০৯  
 ত্রিলক্ষং প্রজপেন্নত্ৰং পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ।  
 ত্রাসঞ্চ তর্পণকৈব হোমং পঙক্ত্যষ্টককরেৎ ।  
 জিতেন্দ্রিয়ো মহেশানি, সোহগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥২১০  
 শুক্লপক্ষে নবম্যাস্তে অষ্টম্যাং পরমেশ্বরীং ।  
 ত্রিকাল পূজয়েদ্যন্ত চতুর্দশ্যাং মম প্রিয়ে ॥২১১  
 স গচ্ছতি পরং স্থানং যত্র দেবী ব্যবস্থিতা ।  
 ক্রীড়য়িত্বা চিরং কালং রাজা ভবতি ভূতলে ॥২১২

কললাভ হয় । চন্দন, অগুরু, কপূর ও কুঙ্কমে বিলিপ্ত শুক্ল পুষ্প দ্বারা  
 হর্গাদেবীর পূজা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় । ২০৫ নিষপত্র, কুন্দ,  
 তমালদল ও আমলকাদল বহ্লর, তুলসী, পদ্ম ও হানিপুষ্প এই সকল  
 পুষ্প । ২০৬ ও অচ্চাত্ত কলিকাত্মক পুষ্প পর্য্যুষিত হয় না । হে শাক্ষরি !  
 ছিন্ন ভিন্ন জাতি পুষ্প । ২০৭ পদ্ম দূর্বাকুর ও তুলসীঃ ধুষণীয় হয় না । হে  
 শাক্ষরি ! কুসুম সকলই আশুই পর্য্যুষিত হয় না । ২০৮ ঝিষ্টিপুষ্প, পীত  
 তগর, শ্বেত ওড্র ও কৃষ্ণবর্ণ বিজয় পুষ্পে অর্চনা করিবে না । ২০৯ পুংশ্চরণ  
 সিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিলক্ষ মন্ত্রজপ, ত্রাস, তর্পণ হোম ও পংক্ত্যষ্টকের অনুষ্ঠান  
 করিলে সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় । ২১০ হে প্রিয়ে !

স্নাত্তোপবাসনিয়মঃ পূজাজাগরমার্জনৈঃ ।  
 সৰ্বকালেষু সৰ্বেষু কামেশীং যন্ত পূজয়েৎ ।  
 বিমানবরমাকহ ধ্বজমালাকুলন্তথা ।  
 ব্রহ্মলোকে নরো যাতি মোদতে শাস্ত্রতীঃ সমাঃ ॥২১৩২১৪  
 সদা ভক্তিরতোভূতা তস্মাদ বিভববিস্তরৈঃ ।  
 পূজয়েৎ সততং দুর্গাং মহাপুণ্যফলেচ্ছয়া ॥ ২১৫  
 অয়নে বিষুবৈচৈব ষড়শীতিমুখে । প্রয়ে ।  
 মাসৈশ্চতুর্ভিষৎপুণ্যং বিধিনা পূজ্যচণ্ডিকাং ॥  
 তৎফলং লভতে দেবীং নবম্যাং কার্ত্তিকস্য চ ॥২১৬  
 মাসি চাশ্বযুজে দেবীং গুরুপক্ষে মহেশ্বরীং ।  
 নবম্যাং পূজয়েদযন্ত তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥২১৭  
 অশ্বমেধ সহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ ।  
 তৎফলং সমবাপ্নোতি নাত্র কিঞ্চিৎপ্রপত্ততে ॥২১৮

যে মানব গুরুপক্ষের অষ্টমী, নবমী, ও চতুর্দশীতে ত্রিকালে পরমেশ্বরের  
 পূজা করে ॥২১১ সে ব্যক্তি দেবীর অধিষ্ঠিত পরম স্থানে গমন করে ।  
 তথায় স্থির কাল জীড়া করিয়া তদনন্তর ভূতলে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ  
 করে ॥২১২ যেনর সৰ্বকালেই স্নান উপবাস নিয়মপরায়ণ হইয়া পূজা-  
 জাগরণ ও মার্জনা দ্বারা কামেশ্বরী পূজা করে, সে ধ্বজমালা সুশোভিত  
 বিমানে আরোহণ পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া নিত্যকাল আনন্দ ভোগ  
 করে ॥২১৩ ২১৪ অতএব নিয়তই ভক্তিনিরত হইয়া বৈভব বিস্তার  
 অনুসারে মহাপুণ্যফল লাভেচ্ছায় দেবীর সততই পূজা করিবে ॥২১৫ হে  
 প্রেয়সি ! অয়নে, বিষুবে ষড়শীতিমুখে ও চারিমাसे বিধিনা চণ্ডিকার

হনুমতশ্চোত্তরে চ একবিংশধমুর্ষিতঃ ।

মুক্তিমণ্ডপিকোনামস্থানং পরম দুর্লভং ॥২১৯

স স্থিতাং প্রজাপেত্তত্র পরাং গতিমবাপ্নুয়াৎ ।

তত কৃতাজ্জলির্মুদ্রাং কৃত্বা দেবীং প্রসাদয়েৎ ॥২২০

নমস্তে সৰ্ব্বদেবেশি ভক্তাণাং ভয়ং হারিণি ।

সংসারসাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পরমেশ্বরি ॥২২১

এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং দণ্ডবৎ প্রণিপাত্য চ ।

ততোহর্চয়েদগুরুং ভক্ত্যা পুষ্পগন্ধানুলেপনৈঃ ॥২২২

কুমারীং ভোজয়েত্তত্র জাগরাং কারয়েন্নিশি ।

মাহাত্ম্যাকং মহাদেব্যা গীতিকাং শ্চাপি কারয়েৎ ॥২২৩

ধ্যায়ন্তবন্ পরাং দেবীং প্রেরয়েদ্রজনীং বুধঃ ।

মাসি মাসি তথাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ ।

গোধূলিসময়ে দেবি নয়েৎ কামেশ্বরালয়ং ॥২২৪

পূজা করিয়া যে ফল লাভ হয়, তাত্তিকমাসের নবমীতে ১২১৬

দেবীর পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আশ্বিন-

মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে দেবীর পূজার ফল শ্রবণ কর । ১২১৭

সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয়ের যে ফল, সেই ফল লাভ হয়, তাহাতে

সন্দেহ নাই । ১২১৮ হনুতীর্থের উত্তরে এক বিংশতি ধনুঃ পরিমিত মুক্তি

মণ্ডপিক নামে এক পরম দুর্লভ স্থান আছে । ১২১৯ তথায় সংস্থিত

হইয়া জপ করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয় । তদনন্তর কৃতাজ্জলি

হইয়া মুদ্রাধারা দেবীকে প্রদত্ত করাইবে । ১২২০ হে সৰ্ব্বদেবেশি!

হে ভক্তভয়হারিণি! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি আমি সংসার-

সাগরে নিমগ্ন হে পরমেশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ করুন । ১২২১ এইরূপে

রথে বা শিবিকায়াং বা দৃষ্টা তত্র কদাচন ।

সৰ্ব্বপাপবিনিম্বুক্তো দেবীলোকে মহীয়তে ॥২২৫

মুক্তিমণ্ডপিকাং নীত্বা পূজয়েদ্যন্তশাক্ষরি ।

দশাশ্বমেধে যৎ পুণ্য লভতে নাত্রাসংশয়ঃ ॥২২৬

ন কুর্যাদ্দিবসে যাত্রাং ন চ রাত্রৌ মহানিশি ।

শরৎকালস্য সপ্তম্যাং নয়নগরদক্ষিণে ॥

সায়ং কালে মহেশানি সৰ্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥২২৭

অষ্টম্যাং পূজয়িত্বা চ নবম্যাং শ্রোতক জলে ।

যশ্চৈব স্নাপয়েদেবীং দিবসে চন দৃষ্যতি ॥২২৮

ততঃ স্পৃষ্ট্বা রথে দেবীং নশোকা জায়তে ভুবি ।

স্বন্ধে দেবীং বহেদ্যন্ত অশ্বমেধং পদে পদে ॥

তস্মাৎ প্রযত্নতো ভূত্বা শিবিকাং কারয়েদ্ বৃহৎ ॥২২৯

দেবীকে প্রসন্ন করাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । তদন্তর ভক্তিসহকারে  
পুষ্প, গন্ধ ও অমুলেপন দ্বারা গুরুপূজা সম্পাদনপূর্বক ১২২২ তথায় কুমারী  
ভোজন বরাইদ্বা রাত্রি জাগরণ করিবে । মহাদেবীর নাহাওয়া পাঠ ও  
গীতিকা গান বরাইবে ১২২৩ এইরূপে ধ্যান ও স্তবাদি দ্বারা বৃদ্ধগণ  
দেবীর প্রসন্নতা সম্পাদন করিবেন । প্রতিমাসের অষ্টমীতে বিশেষতঃ  
চতুর্দশীতে গোধূলি সময়ে বধে বা শিবিকায় আরোহণ করাইয়া  
মহাদেবীকে নামেঞ্চরালে লইয়া যাইবে ১২২৪ তথায় দেবীদর্শন করিলে  
সর্বপাপ হইতে পরিস্কৃত হইয়া দেবীলোকে পূজ্য হয় ২২৫ বে নর  
দেবীকে মুক্তিমণ্ডপিকে লইয়া গিয়া পূজা করে, সে দশাশ্বমেধের ফল  
প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ১২২৬ দিবসে বা রজনীযোগে মহানিশায় দেবীকে



ত্রিংশৎস্তুরে দেব্যা স্নানার্থং পৰ্ব্বতন্তুখা ।

পশ্যেৎ কামেশ্বরং দেবং ভূমিপীঠে ব্যবস্থিতং ॥ ২৩০

তস্যোত্তরে কামসরো ভানুহস্তপ্রমানতঃ ।

নং জপ্ত্বা স্নাত্বা কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩১

কামকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ কামমৌলরং ।

ন তস্য পুনরাবৃত্তী রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২৩২

চতুর্ভুজং শূলহস্তং খট্‌দ্বাদশং বরাভয়ং ।

পদ্মস্থং পূজয়েদ্দেবং সৰ্ব্বপাপপ্রাণাশনং ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিমস্ত্রেণ পূজয়েচ্চ প্রসাদয়েৎ ॥ ২৩৩

ওঁ নমঃ শিবায় তন্নিশাময়ায় নমঃ শিবায় শিবার্চিতায় ।

তুভ্যং ।

কৃপা পরায় নমো মায়াগেহে নাশ্রময়ে মমোহস্ত ।

শোধায় মহাক্ষকারায় নমঃ ।

শরণ্যাগয় নমো গণায় নমোহস্ত ভীমগণাভুগায় ।

নমোহস্ত নানা ভুবনাদিকত্রে ॥ ২৩৪

লইয়া যাত্রা করিবে না । শরৎকালের সপ্তমীতে সায়াংকালে নগরের দক্ষিণ-  
ভাগে দেবীকে লইয়া গিয়া পূজা করিলে সৰ্ব্ব ষড়্ভের ফলপ্রাপ্ত হয় । ২২৭  
অষ্টমীতে পূজা করিয়া নবমীতে স্রোতজলে দেবীকে স্নান করাইবে,  
দ্বিবেসে স্নান করাইলে দোষের নিমিত্ত হয় না । ২২৮ তদনন্তর রথস্থিতা  
দেবীকে স্পর্শ করিলে, ভূতলে, আর শোকপ্রাপ্ত হয় না । যে শিবিকা-  
স্থিতা দেবীকে স্বক্কে বহন করে, পদে পদে তাহার অগমেধের ফল লাভ  
হয় । অতএব যজ্ঞপূর্বক দেবীর বৃহৎ শিবিকা প্রস্তুত করাইবে । ২২৯  
ত্রিংশৎস্তুরঃ অন্তরে দেবীর স্নানার্থ পৰ্ব্বত অবস্থিত, তথায় ভূমিপীঠে অব-  
স্থিত । ২৩০ কামেশ্বরকে দর্শন করিবে । তাহার উত্তরে দ্বাদশহস্তপ্রমাণ

স্নাপয়িত্বা ঘৃতকৌটৈর্গন্ধৈর্দীপৈশ্চ পূজয়েৎ ।  
 কনকৈর্বিষ্মপত্রৈশ্চ রক্তরুদ্রজটৈরপি ॥  
 জয়শব্দৈস্তবৈশ্চৈব নানানৈবেদ্যবেদনৈঃ ॥২৩৫  
 চৈত্রমাসি ত্রয়োদশ্যাং শুক্লায়াং কামমীশ্বরং ।  
 যে পশ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠং তে যান্তি পরমং পদং ॥২৩৬  
 অষ্টম্যাক্ষা নিশাভাগে নয়েৎ কামেশ্বরীগৃহং ।  
 অত্র সংপূজয়েদ্দেবং দেব্যাসহ বিশেষতঃ ॥  
 অগ্নিষ্টোমফলস্তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৩৭  
 দর্শনাৎ ফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কামেশ্বরীং ততঃ ।  
 যং যং প্রার্থয়তে তত্র তত্তদেব ন সংশয় ॥২৩৮  
 কথলস্যা চ যামেত দেবী দেবেন সঙ্গতা ।  
 ধনুরষ্টান্তুরে ভদ্রে যযেৎ কোটীশ্বরীং পরাং ॥২৩৯

কামসরঃ অবস্থিত তথাগ্ন স্নানানন্তর কাম ও আসনমস্ত্র জপ করিলে, সর্ক-  
 কান লাভ করিতে পারে ৷২৩১৥ যে নর কামকুণ্ডে স্নান করিয়া, কামেশ্বর  
 দর্শন করে, তাহাকে আর পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না, সে রত্নলোকে পূজ্য  
 হয় ৷২৩২৥ চতুর্ভূজ, শূলহস্ত, খট্টিঙ্গ বরাহরদারী পদাঙ্কিত দেবকে পূজ্য  
 করিলে সর্কপাপ বিনাশ পায় । দক্ষিণমূর্ত্তি মস্ত্র দ্বারা কামেশ্বরদেবকে  
 পূজন ও প্রসাদন করিবে ৷২৩৩৥ ‘ওঁ’ নমঃ শিবায়া তন্নিশাময়ায় নমঃ  
 শিবায়া শিবাচ্ছিতায়া তুভ্যাং । কৃপাপরায় নমো মায়াগৃহে নাত্রময়ে  
 নমোহস্তশোষায়মহাকারায় নমঃ । শরণায়া নমো গদায়া নমোহস্ত  
 ভীমগণনাভুগায়া নমোহস্ত নানা ভুবনাদিকত্রে ৷২৩৭৥ এই মন্ত্রে স্নান করাইয়া  
 ঘৃত মধুগন্ধ দীপাদি দ্বারা পূজা করিবে । কনক বিষ্মপত্র, রক্তরুদ্রজট  
 দ্বারা এবং জয়শব্দ স্তব, নানা নৈবেদ্য নিবেদন পূর্ব্বক ৷২৩৫৥ চৈত্রমাসের

ছুষ্ঠা চ ন স্পৃশেদেবী পুত্রার্থী ন কদাচন ।

সর্বপাপবিনির্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥২৪০

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্বতত্ত্বোত্তমে দ্বাবিংশতিসাহস্রে

প্রথমতমে দ্বিতীয়ভাগে সপ্তম পটলঃ ॥

## অষ্টমঃ পটলঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ততোহস্মিন দিবসে দেবি প্রায়াদাকাশবাহিনীং ।

লোক চক্ষুরিতি খ্যাতা সর্বপাপহরাং শুভাং ॥ ১

শুরু ত্রয়োদশীতে পূজা করিয়া যে ব্যক্তি সুরেশ্বর কামেশ্বর দর্শন করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ২৩৬ অষ্টমীর নিশাভাগে কামেশ্বর দেবকে কামেশ্বরী গৃহে কইয়া গিয়া তথায় দেবীর সহিত তাঁহার পূজা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ করে সন্দেহ নাই। ২৩৭ তথায় কামেশ্বরী দর্শন করিলে যে যে ফল প্রার্থনা করে তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ॥

২৩৮ কহলের দক্ষিণে অষ্ট ধনু অন্তরে কোটীশ্বরী দেবী দেবের সহিত একত্র অবস্থান করেন, তথায় পরমাদেবী কোটীশ্বরীর পূজা কর্তব্য ॥

২৩৯ পুত্রার্থী মানব, তথায় দেবীকে দর্শন করিবে, স্পর্শন করিবে না ।

এইরূপ তথায় দেবী ও দেবী কোটীশ্বরীর পূজা করিলে সর্বপাপ পরিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া পূজা প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। ২৪০

ইতি যোগিনী তন্ত্রে দ্বিতীয় ভাগে সপ্তম পটলঃ ।

শ্রীভগবান কহিলেন হে দেবি ! অনন্তর এই দিবসে সর্বপাপবিনাশিনী কলাশদায়িনী লোকচক্ষুঃ । ১ এই নামে বিখ্যাতা আকাশবাহিনীতে গমন

দেব্যা দক্ষিণতশ্চৈব ইক্ষুক্ষেপদ্বয়াত্তরে ॥  
 ত্রিধারা দৃশ্যতে তত্র মধ্যধারা সরস্বতী ॥২  
 দক্ষিণে বরুণা ধারা উত্তরে যমুনা স্মৃতা ।  
 যামুনে চ কৃতস্নানে মৃচ্যতে ঘোরকিরিয়াং ১৩  
 সরস্বত্যাং কৃতস্নানো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ।  
 বরুণায়াং কৃতস্নানো মুক্তিমাপ্নোত্যনুত্তমাং ১৪  
 ত্রিধারাসঙ্গমং যত্র অনন্তং পরিদৃশ্যতে ।  
 আকাশগঙ্গা সা দেবী মহাপাতকনাশিনী ॥৫  
 নমো দেবী সহস্রাক্ষে ভববন্ধন প্রণাশিনি ।  
 নীলশৈলস্থিতে ভদ্রে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥  
 অনেন স্নানং কৃত্বা তু শঙ্করীজেন পূজয়েৎ ॥৬  
 তস্যাঃ কৌবেরদিগ্ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিত ।  
 শুক্লাকৃতিশ্চারুৰূপো বাসুদেবঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৭

করিবে । তথায় দেবীর দক্ষিণদিকে ইক্ষুক্ষেপদ্বয়া অন্তরে ত্রিধারা দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যধারার নাম সরস্বতী ১২ দক্ষিণে ধারা ৩ উত্তরে যমুনা ধারা প্রবাহিত হইতেছে । যমুনা ধারায় স্নান করিলে ঘোরতর পাপ হইতে মুক্ত হয় । সরস্বতী ধারায় স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে পূজা হয় । বরুণায় স্নান করিলে উত্তমা মুক্তি লাভ হয় ১৩ যেখানে ত্রিধারা অনন্তরূপে প্রস্রাবিত হয়, তাহাকেই মহাপাতকনাশিনী দেবী আকাশগঙ্গা বলিয়া জানিবে ৫ নমো দেবি সহস্রাক্ষে ভববন্ধনপ্রণাশিনি! নীল শৈলস্থিতে ভদ্রে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥ এই মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া শঙ্করীজ মন্ড্রে তাঁহার পূজা করিবে ৬ তাঁহার উত্তর দিকে অনতিদূরে

স্মরণে পূজয়েল্লিঙ্গং গন্ধাদৈঃ পায়সৈরপি ।  
 দ্বাদশাং কান্তিকে মাসি দৃষ্ট্বা মুক্তিঞ্চ বিন্ধতি ॥  
 রাত্রৌ জাগরণাদত্র মুচ্যতে সর্বপাতকং ॥৮  
 দক্ষিণে চৈব গঙ্গায়াশ্চতুর্ধ্বমন্তরে স্থিতঃ ।  
 মহাশ্মশানে ভগবান্ ক্রীড়তে স্ত্রীগণৈঃ সহ ৯  
 তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সহ চারাগাঃ ।  
 প্রসাদনর্থং দেবস্য নিত্য মায়াস্তি চাদৃতাঃ ১০  
 তত্রাধ্য মহাদেবং ভাবভূতৈর্গণেশ্বরং ।  
 প্রাপ্তবান্ গণপত্যং হি দেবানামপি দুর্লভং ১১  
 অতাপি দৃশ্যতে তত্র প্রত্যহং মহদদ্ভুতং ।  
 নিক্ষিপ্য মানুষাস্থানি ভস্মীভূয় প্রজাপতি ১২  
 তত্র গহ্বা মহাদেবং যঃ পূজয়তি মানবঃ ।  
 দিব্যালোকমাপ্নোতি ভিন্নদেহে ন সংশয়ঃ ১৩

শুভাকৃতি, মনোরমরূপ বাসুদেব অবাস্থিত আছেন ।৭ স্মরণে, গন্ধপুষ্পাদি  
 ও পায়স দ্বারা লিঙ্গ পূজা করিবে । কান্তিক মাসের দ্বাদশীতে তাঁহাকে  
 দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয় ।৮ এখানে রাত্রি জাগরণ করিলে সর্বপাতক  
 হইতে মুক্ত হয় । গঙ্গার দক্ষিণে চারি ধনু অনন্তরে অবস্থিত ভগবান,  
 মহাশ্মশানে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করেন ।৯ দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ,  
 চারণগণ দেবের প্রসাদনর্থ নিত্যই আদবে আগমন করে ।১০ তথায় ভক্তি  
 ভাবে মহাদেব গণপতির পূজা করিলে, দেবদুর্লভ গণপতা লাভ হয় ।১১  
 অতাপি তথায় মহৎ অদ্ভুত হয় । মনুষ্যাস্থিসকল নিক্ষেপ করিলে  
 ভস্মীভূত হইয়া প্রজাপতি হয় ।১২ যে মানব, তথায় গমন করিয়া মহা-

কাৰ্ত্তিকে মাসি শুক্লায়াং চতুৰ্দশ্যাং বিশেষতঃ ।  
 সংপূজ্য তত্র দেবেশং সৰ্ব্বপ্ৰীতং পিতামহং ।  
 তাবৎ প্ৰীত্যা তু সৰ্বেষাংকুদ্ৰ স্তানুচরো ভবেৎ ॥১৪  
 ত্ৰ্যাংশঞ্চ দৃশ্যতে তত্র উত্তরান্ধং হরং শ্ৰুতং ।  
 পশ্চিমান্ধং হেককঞ্চ বিষ্ণুরূপিণমব্যয়ং ॥১৫  
 ভৈরবী দক্ষিণাংশশ্চ ত্ৰিপুৰেত্যভিধীয়তে ।  
 প্ৰদানেন তু মন্ত্ৰেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরং ।  
 বাজ্জিমেধস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলমুত্তমং ॥১৬  
 কুলাগ্নেন ত্ৰিকুন্ডেন পূজয়েদ্ভক্তি মানৱঃ ।  
 মহাবিছামবাপ্নোতি পূজনান্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥১৭  
 হেককং ছাদশবৰ্ণেন বাসুদেবস্বৰূপিণং ।  
 সৰ্বলোকেশ্বরো জাতি জাতিশ্ৰেষ্ঠোভিজায়তে ॥১৮

দেৱৰ পূজা কৰে, সে অহুদেহে দিবালোক প্ৰাপ্ত হয়, সে হ নাই ৷১৩  
 কাৰ্ত্তিক মাসেৰ শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ চতুৰ্দশীতে সৰ্ব্বপ্ৰীত পিতামহ দেৱ-  
 শ্বৰেৰ পূজা কৰিলে, তাঁহাদেৰ প্ৰীতিবশাং কুদ্ৰেৰ অনুচৰ হয় ৷১৪ তথায  
 তাঁহাৰ অংশ দৃষ্ট হয়, তাহাতে উত্তরান্ধ হয়, পশ্চিমান্ধ বিষ্ণুৰূপী অব্যয় ৷১৫  
 হেকক দক্ষিণাংশ ভৈরবী ত্ৰিপুৰা নামে কথিত হন । প্ৰশাদ মন্ত্ৰে  
 পরমেশ্বৰেৰ পূজা কৰিলে, বাজ্জিমেধ যজ্ঞেৰ উত্তম ফল লাভ হয় ৷১৬  
 ভক্তিমান্ নৱগণ কুলাদি ত্ৰিকুণ্ড মন্ত্ৰে পূজা কৰিলে পূজনফলে মহাবিছা  
 প্ৰাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ৷১৭ বাসুদেৱৰূপী হেকককে ছাদশবৰ্ণ মন্ত্ৰে পূজা  
 কৰিলে সৰ্বলোকেৰ জৈৱ হইয়া জাতিশ্ৰেষ্ঠ হইয়া ঞ্জগ্ৰহণ করেন ৷১৮

ঋধিরৈশ্বাংসমন্তেষ্ট পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং ।

রাজত্যাং সং প্রদত্বাত্ত্ব কূৰ্মমাংসং কদাচন ॥১৯

চামরং মদগুরং মংস্ত্রং প্রযত্নেন বিসর্জয়েৎ ।

চিক্কাং ভুক্ত্বা নীলশৈবং পিশাকং বা প্রমাদতঃ ।

মহাভয়ঙ্করং বিন্দ্যাং স্পৃশ্য শাপং প্রযচ্ছতি ॥২০

ন স্পৃশেৎ সপ্তরাত্রিক শাকং কামেশ্বরী প্রিয়ে ।

চন্দ্রায়ণত্রয়ং কৃৎবা ততঃ শুদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি ॥২১

রাজিবং চ রজনিক শাকং চামরসম্ভবং ।

ভুক্ত্বা প্রমাদতো দেবতদেবং ব্রতমাচরেৎ ॥২২

কর্কক্কু শর্করায়ুক্তং দণ্ডশাকং তথৈব চ ॥

কুম্মাণ্ডপার্বতীয়ঞ্চ দূরতঃ পরিবজ্জয়েৎ ॥২৩

ঋধির মাংস ও মদ্য দ্বারা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। ব্রহ্মনৌতে কূৰ্মমাংস কখন প্রদান করিবে না।১৯ চামর ও মদগুর মংস্ত্র যত্নপূর্বক বর্জন করিবে। প্রমাদবশতঃ নীলশৈব বা চিক্কাশাক ভোজন করিলে, মহা ভয় উপস্থিত হয় তাহাতে দেবতা প্রতিশাপ প্রদান করেন।২০ হে প্রিয়ে! কামেশ্বরী! সাতরাত্রি শাকস্পর্শ করিবে না। তাহা হইলে তিন চান্দ্রায়ণত্রয় করিয়া তবে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।২১ রাজিব রজনী ও চামর সম্ভব শাক প্রমাদবশতঃ ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণের অল্পাধিক্য করিবে।২২ কর্কক্কু ও শর্করায়ুক্ত দণ্ডশাক ও পার্বতীয় কুম্মাণ্ড বিশেষতঃ অষ্টমী নবমী ও ত্রয়োদশাতে যত্নপূর্বক পরিবর্জন করা উচিত।২৩ একবিংশতিত্রেয় তিনগুণ একত্রযোগে ত্রিংশক

অষ্টম্যাক্ষ নবম্যাক্ষ ত্রয়োদশ্যাং বিশেষতঃ ।  
 একবিংশতি সূত্রেণ তথা ত্রিগুণিতেন চ ।  
 ত্রিগুণেত্যেকযোগেন পদে তু ত্রিংশকশ্মতং ।  
 কোষতঃ পটুসূত্রেণ অভাবে রক্তকঃ শ্বসেৎ ॥২৪।২৫  
 অন্ত্রত্রেণ দর্শয়েন্মালাং ন স্পর্শেদামপাণিনা ।  
 বাণপ্রস্থো রতিশৈচব ব্রহ্মচারী তথা প্রিয়ে ।  
 বিষ্ণুমন্ত্রস্য জাপ্যে তু সমস্তস্যাপি চ প্রিয়ে ।  
 বামহস্তে ততো ধৃষ্টা সপ্তবীজাক্ষরং প্রিয়ে ।  
 সঞ্জপেদক্ষিণেনৈব প্রতিবীজং বরাননে ॥২৬-২৭  
 গৃহদ্বারে বরদায় তিত্তিডীকায় বৈ নমঃ ।  
 সহস্রান্মুচ্যতে পাপাং জীর্ণত্ব চ ইবোরগঃ ॥২৮  
 কামেশ্বরস্য পৃষ্ঠে তু যাবৎ সিদ্ধেশ্বরঃ স্থিতঃ ।  
 তদনন্তর্গতখণ্ডক ছায়া রুদ্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥২৯

মাল্য হয়। কোষের পটুসূত্র দ্বারা অভাবে রক্তকসূত্রে মাল্য গ্রহণ  
 করিবে। ২৪।২৫ অত্বে সেই মাল্য দেখাইবে না এবং তাহা বামকর  
 দ্বারা স্পর্শ করিবে না। বাণপ্রস্থ বতি ও ব্রহ্মচারী বিষ্ণুমন্ত্র জপে বাম-  
 হস্তে ধরিয়া, সপ্তবীজাক্ষর জপকরণান্তর দক্ষিণ করে প্রতিবীজ জপ  
 করিবে। ২৬-২৭ “গৃহদ্বারে চ দেবাঃ তিত্তি ডীকায় বৈ নমঃ।” এই মন্ত্র  
 সহস্রবার জপ করিলে, জীর্ণত্ব ইহিতে উরগের আয় মুক্ত হয়। ২৮  
 কামেশ্বরের পশ্চাত্তরে যেখানে সিদ্ধেশ্বর অবস্থিত। সে বরাননে।  
 তাহার অন্তর্গত খণ্ডক নামে কীর্তিত হইয়া থাকে। ২৯



স্থানং দেহি পরিত্যাগচ্ছায়া চাত্র বিষীয়তে ।  
 যঃ করোতি বৃষোৎসর্গং তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে ।  
 অগ্নিষ্টোমশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয় ॥৩০  
 মাঘেমাসি মহেশানি ছায়াৰুদ্রে তিলৈর্বিবিনা ।  
 পিণ্ডনিৰ্ব্বপণং কৃত্বা পিতৃণামন্থনো ভবেৎ ॥৩১  
 ভতো বিদ্যাচলং গঙ্গা কৃষ্ণারক্তা চ যা শিলা ।  
 বিষ্ণোশী সা সমাখ্যাতা প্রযজ্ঞে কমলাদিনা ॥৩২  
 কামেশ্বর্য্যাস্ত মন্ত্রেণ সা পূজ্যা পরমেশ্বরি ।  
 গবামযুতদানেন যৎফলং যত্র পার্কতি ।  
 তৎফলং লভতে সত্যং বিষ্ণোশী দর্শনেন চ ॥৩৩  
 তত্ৰাঃ পূর্বোত্তরে দেশে ইক্ষুক্ষেপশতাধিকে ।  
 আকাশগঙ্গাচিহ্নে তু যা শিলা সুরদীঘিকা ।

ছায়া এই স্থানকে কদাচই পরিত্যাগ করে না । হে বরাননে ! সেই  
 ক্ষেত্রে বৃষোৎসর্গ করিলে, শত অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই  
 ৥৩০ হে মহেশানি ! ছায়াৰুদ্রক্ষেত্রে মাঘমাসে তিল ব্যতিরেকে পিণ্ড  
 প্রদান কর । নরগণ পিতৃগণ হইতে মুক্ত হয় ৥৩১ তদনন্তর বিদ্যাচলে  
 গমন করিয়া যে রক্তবর্ণ শিলা দর্শন করিবে, তাহাই বিষ্ণোশ্বরী নামে  
 বিখ্যাতা । কমলা, কমলাদি দ্বারা তাঁহার পূজনান্তর ৥৩২ কামেশ্বরীর  
 মন্ত্রে পুনর্বার পূজা করিবে । হে পরমেশ্বরি ! পার্কতি ! অব্যুৎ গোদান  
 করিলে যে ফল হয়, বিদ্যাচলে বিষ্ণোশী দর্শন করিলে, সেই ফল লাভ হয়,  
 তাহাতে সংশয় নাই ৥৩৩ তাহার পূর্বোত্তরে দেশে শত ইক্ষুক্ষেপ অন্তরে  
 আকাশগঙ্গা চিহ্নিতা যে সুরদীঘিকা শিলা আছে, দক্ষিণে তাহার

দক্ষিণেন চ তস্মাগ্রং কিঞ্চিচ্ছ্রে চ সংস্থিতা ।

যা খ্যাতা ললিতা কান্তা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥৩৪।৩৫

অশ্বখং নন্দিরূপঞ্চ মূলে কুস্মাকৃতিঃ শিলা ।

দৃষ্ট্বা নরশচতদ্দেবং ন পশ্যত্যেব পাতকং ।৩৬

তত্রযোনি গতং লিঙ্গং চতুর্হস্তপ্রমাণতঃ ।

গতিপ্রদীপিকাক রং কুণ্ডং সর্কষাঘনাশনং ।

তত্র ব্যাসেশ্বরং দেবং দৃষ্ট্বা নয়তি পাতকং ॥৩৭

ব্যাসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ললিতাং যোভিপূজয়েৎ ।

অশ্বমেধসহশ্রস্য তৎফলং সন্ততে মহৎ ॥৩৮

বিংশদ্ধবস্তুরে প্রাচ্যাং বনদাবধি চিহ্নিতং ।

পদ্মপত্রাকৃতিং পত্রং নির্যাসৈরুপচিহ্নিতং ।

তস্ত মূলস্থিতা দেবী উচ্চাবরণরূপিণী ।

তস্মাঃ সপূজনাদেব গ্রহদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥৩৯

অগ্রভাগ কিঞ্চৎ উচ্চে সংস্থিতা রহিয়াছে, সেই কমনীয়া ব্রহ্মহত্যা  
পাপহারিণী শিলাই নাম ললিতা ।৩৪.৩৫ তথায় নন্দিরূপ অশ্বখ তাহার  
মূলে কুস্মাকৃতি শিলা অবস্থিতা আছে । নরগণ সেই দেবকে দর্শন  
করিলে, পাতক বিনষ্ট হয় ।৩৬ তথায় চতুর্হস্ত প্রমাণ যোনিগত লিঙ্গ এবং  
প্রদীপাকার সর্কষাপবিনাশন এক কুণ্ড আছে, তথায় ব্যাসেশ্বরদেবকে  
দর্শন করিলে, পাপ হইতে মুক্ত হয় ।৩৭ যে নর ব্যাসতীর্থে স্নানানন্তর  
ললিতার পূজা করে, সে সহস্র অশ্বমেধের মহাফল প্রাপ্ত হয় ।৩৮ তাহার  
পূর্বদিকে বিংশতি ধনু অন্তরে বনদা নামক নির্যাস পরিচিহ্নিত পদ্ম-  
পত্রাকৃতি পত্র বিশিষ্ট এক দাড়িম্ব বৃক্ষ আছে, তাহার মূলদেশে উচ্চাবরণ-

বক্ষঃ স্পৃষ্ট্বা ভক্তিমতী বক্ষ্যা গর্ভধরা ভবেৎ ।  
 ছিন্নহস্তো লভেৎ হস্তং কালেনাস্তং লভেৎ পুনঃ ॥৪০॥  
 দাড়িমস্ত চ পূর্বে তু নাতিদূরে প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 নবহস্তমিতং বক্রং তদেবং ভুবনেশ্বরং ।  
 পূজয়েৎ কামবীজেন বিজয়ী জায়তে নরঃ ।৪১॥  
 তস্তা বায়বাভাগে তু অগস্ত্যাস্তাশ্রমে শুভে ।  
 দেবং গদাধরন্তু পূজয়েৎ কুসুমাদিনা ॥৪২॥  
 নাতিদূরে তু দেবস্য যা শিলা শ্বেতমুজ্জলং ।  
 জল্লেশং তং মহালিঙ্গং পূজয়েৎসাবলুচ্চরন্ ॥  
 সৌভাগ্যে বিধিবৎ স্নাত্বা জল্লীশং যস্ত পূজয়েৎ ॥  
 অগ্নিষ্টোমফলন্তস্য ভবিষ্যতি মম প্রিয়ে ।৪৩॥৪৪॥

রূপিনী দেবী আছেন, তাঁহার পূজা করিলে, নরগণ গ্রহদোষে লিপ্ত হয় না । ৩৯ বক্ষ্যানারী ভক্তিমতি হইয়া সেই বক্ষস্পর্শ করিলে গর্ভবতী হয় । ছিন্নহস্ত, হস্তলাভ ও কালক্রমে অহীনাঙ্গও লাভ করিতে পারে । ৪০ দাড়িমের পূর্বদিকে অনতিদূরে নবহস্তমিত রক্তপ্রতিষ্ঠিত আছে ; তথায় ভুবনেশ্বর দেব অবস্থিত কামবীজ মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিলে, নরগণ বিজয় লাভ করে । ৪১ তাহার বায়ুকাণে অগস্ত্যর শুভকর আশ্রমে গদাধর দেব অবস্থিত আছেন কুসুমাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে । ৪২ তাহার অনতিদূরে, যে শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল শিলা আছে, তাহাই জল্লীশ মহালিঙ্গ, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাঁহার অর্চন করিবে । সৌভাগ্যে বিধিপূর্বক স্নানান্তর জল্লীশর পূজা করিলে, তাহার অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয় । ৪২।৪৩ হে প্রিয়ে ! তাহার পশ্চিমে পাতাল ভুবনাদি নামে

পশ্চিমে তস্য পাতালভুবনাধিপচিহ্নিতং ।  
 একবিংশতিভূভাগে স্থিতস্তত্র সদাশিবঃ ॥  
 তং প্রণম্য নরোভক্ত্য ন ভূয়োজায়তে কচিৎ ॥৪৫  
 তস্য দেবস্যাং ভূভাগে শঙ্করি কালহস্তকে ।  
 গোবিন্দপর্বতে রমো শুক্রবর্ণেন যা শিলা ॥৪৬  
 গোবিন্দং তং বীজানিয়াং পূজয়েদ্ধরিবাসরে ।  
 তস্য পূর্বে নবদন্তু যা শিলা শোণসন্নিভা ॥  
 শরণেশী সমাখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী ॥৪৭  
 শিবাচলে চ তুঙ্গে চ প্রকটাত্মা পরা শিবা ।  
 তাং সম্পূজ্য যত্নেন মহতীং শ্রিয়মাণ্যং ॥৪৮  
 বিষ্ণ্যাচলস্যোত্তরে চ ঈক্ষুক্ষেপনবাস্তরে ।  
 মহালক্ষ্মীং স্থিতা তত্র সিতপুষ্পেণ পূজয়েৎ ॥৪৯

সদাশিব আছেন, নরগণ ভক্তিপূরক যদি তাঁহাকে পূজা ও প্রণাম করে,  
 তবে তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।৪৫ হে শঙ্করি ! সেই  
 দেবের কালহস্ত ভূভাগে মনোহর গোবিন্দপর্বতে শুক্রবর্ণ যে শিলা  
 আছে ।৪৬ তাঁহাকে গোবিন্দ বলিয়া অবগতি করবে; হরিবাসরে  
 তাঁহার পূজা কর্তব্য । তাহার পূর্বে নবদন্তু পরিমিত শোণবর্ণা যে  
 শিলা, তাহা পাতকনাশিনী শরণেশী ।৪৭ উচ্চতর শিবাচলে প্রকট  
 নামে পরমা শিবা আছেন যত্নপূর্বক তাহার পূজা করিলে মহালক্ষ্মী  
 লাভ হয় ।৪৮ বিষ্ণ্যাচলের উত্তরে নব ঈক্ষুক্ষেপ অত্বে মহালক্ষ্মী  
 অবস্থিতা আছেন, স্নেহপুষ্পে তাঁহার অর্চনা করিবে ।৪৯ হে মহেশ্বরিন !

শ্রীপর্বতে মহেশানি শ্রীকুণ্ডে স্নানমাচরেৎ ।  
 স্নাত্বা কুণ্ডে ক্রবে নাম পৌর্ণমাস্যাং তথাস্থিনে ॥  
 দৃষ্ট্বা সম্পূজয়েদ্ধস্ত্যা ধরাণামীশ্বরো ভবেৎ ॥৫০  
 গৌতমস্যাশ্রমং গত্বা সংপূজ্য বৃষভধ্বজং ।  
 নরো ন নিরয়ং গচ্ছেৎ পাপস্য চ ক্ষয়োভবেৎ ॥৫১  
 পশ্চিমাৱুত্তরং তাবৎ যাবদক্ষিণমানসং ।  
 তদন্তর্গতক্ষেত্রে চ নাতি দূরে চ শাকরি ॥  
 গত্বা তত্র সমভার্চ্য ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৫২  
 তত্রৈব সরসস্তীরে হংসতীর্থমনুত্তমং ।  
 দ্বাদশাদিত্যমভার্চ্য উত্তমাং দীপ্তিমাপ্নুয়াৎ ॥৫৩  
 রেবন্তং পূজয়িত্বাথ গতিং প্রাপ্নোত্যানুত্তমাং ।  
 অভ্যর্চ্যোদ্ভ্রং মহৈশ্বর্যং গৌরি সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৪

শ্রীপর্বতে শ্রীকুণ্ডে স্নান করিয়া আশ্বিনমাসের পৌর্ণমাসীতে ক্রব  
 কুণ্ডে স্নানানন্তর ভক্তিপূর্বক পূজা করিলে ধরনীশ্বর হয়।৫০ গৌতমের  
 আশ্রমে গমনপূর্বক বৃষভধ্বজের পূজা করিলে মানবগণকে আর নিরয় ভোগ  
 করিতে হয় না। তাহাদের সকল পাপ সংক্ষয় হইয়া যায়।৫১ হে শাকরি !  
 তাহার অনতিদূরে পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ মানসের মধ্যে এক ক্ষেত্র  
 আছে তথায় গগনপূর্বক পূজা করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয় ৫২ সেই  
 সরোবরের তীরে অনুত্তম হংসতীর্থ, তথায়, দ্বাদশাদিত্যের অর্চনা  
 করিলে উত্তম দীপ্তি লাভ হয়।৫৩ অনন্তর রেবন্ত দেবের পূজা করিলে  
 উত্তমাগতি লাভ করিয়া থাকে। হে গৌরি। তথা ইন্দ্রদেবের অর্চনা  
 করিলে মহৈশ্বর্য ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়।৫৪ পুরুষোত্তমের পূজা করিলে

সর্বান্ কামানবাপ্নোতি সংপূজ্য পুরুষোত্তমং ।  
 নারায়ণস্ত সংপূজ্য নরাণামধিপোভবেৎ ॥৫৫  
 দৃষ্ট্৷ নহ্য নারসিংহং সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ ।  
 বরাহং পূজয়িত্ব তু ভূমিরাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৫৬  
 সোমনাথং সমভ্যর্চ্য ঋত্নলোকে মহীয়তে ।  
 পাণ্ডুকূটস্য যা ধরা সা ধারা নর্ম্মদা নদী ।  
 তস্যং স্নাত্বা চতুর্দশাং বাজিমেধঞ্চ বিন্ধতি ॥৫৭  
 শিববিনোম'ধ্যগতা যা চঃযোনির্বিনিঃসৃত্তা ।  
 মহানদী সা বিজ্জয়া সর্বপাপ প্রণাশিনী ॥৫৮  
 নিতম্বধনয়োর্মধ্যে সা ধারা পরমেশ্বরী ।  
 মঙ্গলানাম সা ধারা সর্বমঙ্গলকারিণী ॥৫৯  
 বিশ্ব ॥পর্বতান্তে চ যা ধারা সা সরস্বতী ।  
 তস্যাঃ স্বচ্ছাদকং পাত্বা কবানাম গ্রীর্ভবেৎ ॥৬০

সর্বকাম প্রাপ্ত হয় । নারায়ণের পূজা করিলে নরগণের অধীশ্বর হয় । ৫৫  
 নারসিংহকে দর্শন ও প্রণাম করিলে সংগ্রামে বিজয়ী হয় । বরাহ  
 দেবের পূজা করিলে ভূমিরাজ্য লাভ করে । ৫৬ সোমনাথের অর্চনা  
 করিলে ঋত্নলোকে গমনপূর্বক পূজা প্রাপ্ত হয় পাণ্ডুকূটের যে ধারা তাহাই  
 নর্ম্মদা নদী, তাহাতে চতুর্দশীতে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ  
 করে । ৫৭ শিব ও বিষ্ণুর মধ্যগতা হইয়া যে যোনি বিনিঃসৃত হইয়াছে,  
 তাহাকেই সর্বপাপবিনাশিনী মহানদী বলিয়া জ্ঞান্যে । ৫৮ হে  
 পরমেশ্বরী ! নিতম্ব ও ধনের মধ্যে যে ধারা তাহাই সর্বমঙ্গলসাধিনী  
 মঙ্গলা নদী । ৫৯ তাহার স্বচ্ছাদারি পান করিলে কবিগণের অগ্রণী

মতঙ্গস্য চ যা ধারা নর্মদা সা ন সংশয়ঃ ।  
 কামকুণ্ডস্য যো ধারাকামগঙ্গা সমুচ্যতে ॥৬১  
 কামাখ্যায়াশ্চ যা ধারা সা গঙ্গা পরকীৰ্ত্তিতা ।  
 নন্দিকুণ্ডস্য যা ধারা সা জৈয়্যা চ মধুস্রবা ॥৬২  
 কামধেনোশ্চ যা ধারা সা বিজৈয়্যা সুধর্ম্মিণী ।  
 পদ্মশৈলস্য যা ধারা সা গঙ্গা উর্ব্বশী স্মৃতা ॥৬৩  
 নীলকুণ্ডস্য বা ধারা শূভদ্রা পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 ব্যাসকুণ্ডস্য যা ধারা চন্দ্রভাগা চ সা স্মৃতা ॥৬৪  
 শক্রশৈলস্য যা ধারা উর্ব্বশী সা নিগত্বতে ।  
 সোমকুণ্ডস্য যা ধারানদী বৈতরণী চ সা ॥৬৫  
 যমশৈলস্য যা ধারা সা চ গোদাবরী স্মৃতা ।  
 ভৃগুশাস্ত্র চ যা ধারা স্নাত্বা পীত্বা প্রণম্য চ ।  
 অগ্নিষ্টোম শতস্রাপি লভতে ফলমুত্তমং ॥৬৬

৪৪৪।৬০ মতঙ্গের যে ধারা, তাহাই নর্মদা সন্দেহ নাই। কামকুণ্ডের  
 যে ধারা, তাহাই কামগঙ্গা নামে উক্ত হয়।৬১ কামাখ্যার যে ধারা,  
 তাহাই গঙ্গা নামে কীর্ত্তিক হয়। নন্দিকুণ্ডের যে ধারা তাহাকে  
 মধুস্রবা বলিয়া জানিবে।৬২ কামধেনু যে ধারা, তাহাই সুধর্ম্মিণী।  
 পদ্মশৈলের যে ধারা তাহা উর্ব্বশী নামে বিখ্যাত।৬৩ নীলকুণ্ডের  
 যে ধারা তাহাঃ নামে চন্দ্রা। ব্যাসকুণ্ডের যে ধারা, তাহা চন্দ্রভাগা।৬৪  
 শক্রশৈলের যে ধারা, তাহা উর্ব্বশী নামে কথিত হয়। সোমকুণ্ডের  
 ধারার নাম বৈতরণী।৬৫ যমশৈলের ধারাই গোদাবরী নামে পরিকীর্ত্তিত

ধর্ম্মারণ্যং ততো গতা স্নাত্বা রামহৃদে প্রিয়ে ।  
 কোটি লিঙ্গং ততো বীক্ষ্যেৎ প্রাপয়েদামরীং তনুঃ ॥৬৭  
 কামমৈশ্বেবোত্তরে দেশে ত্রিংশদ্ধবৃত্তরে প্রিয়ে ।  
 কোটিলিঙ্গস্ত যঃ পশ্যেদ্বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥৬৮  
 প্রাণদণ্ডায় নিত্যায় নমস্তে লোহিতায় চ ।  
 নমঃ সহস্রশীর্ষায় কোটিলিঙ্গ নমোহস্ততে ।  
 নমো গিরিপতে নিত্যং গিরিবৃক্ষপ্রিয়ায় চ ।  
 নমো যজ্ঞাধিপত্যে কোটিলিঙ্গ নমোহস্ততে ॥৬৯৭০  
 ইত্যনেন তু সংপূজ্য জ্বাপুষ্পে প্রপূজয়েৎ ।  
 পায়সঞ্চ বলিং দত্ত্বা স্তব্ধা জপ্তা বিসর্জয়েৎ ॥৭১  
 তস্ত দক্ষিণপার্শ্বেন যা শিলাপার্শ্বসংগতা ।  
 বেতালাং তং মহাদেবং বামে বিষ্ণুদ্বিকর্ণকং ।  
 পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বা তু পঠেন্নম্রমনত্যাধীঃ ॥৭২

হয় । ভক্তিস্বরের দ্বারা স্নান, তাহার বারি পান ও তাৎকালে প্রণাম  
 করিলে শত ভগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয় । ৬৬ তদনন্তর ধর্ম্মারণ্যে  
 গমন করিয়া রামহৃদে স্নানান্তর কোটিলিঙ্গ দর্শন করিলে দেব কেশ  
 প্রাপ্ত হয় । ৬৭ কামের উত্তর দেশে ত্রিংশদ্ধবৃত্ত অস্তরে কোটিলিঙ্গ  
 অবস্থিত, তাহা দর্শন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় । ৬৮  
 “প্রাণদণ্ডায় নিত্যায় নমস্তে লোহিতায় চ । নমঃ সহস্রশীর্ষায় কোটিলিঙ্গ  
 নমোহস্ততে । নমো গিরিপতে নিত্যং গিরিবৃক্ষপ্রিয়ায় চ । নমো  
 যজ্ঞাধিপত্যে, কোটিলিঙ্গ নমোহস্ততে । ৬৯৭০” এই মন্ত্রে জ্বাপুষ্প দ্বারা  
 পূজা করিয়া পায়স বলি প্রদানপূর্ব্বক স্তব ও জপ করিয়া বিসর্জন



ধর্ম্যকামার্থমোক্ষায় ক্রুরায় কথনায় চ ।  
 সংখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় বেতালায় নমোনমঃ ।  
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় পীতবস্ত্রধারায় চ ।  
 ত্র্যম্বেব ব্রহ্মা বিশ্বেশ ব্রহ্মরূপ নমোহস্তুতে । ৭৩।৭৪  
 তস্যাপ্রতে ব্রহ্মযোনিং গচ্ছা চ মন্ত্রমুচ্চরন ।  
 ব্রহ্মযোনিং বিবেদ যন্ত ন পুনর্যোনিমাবিশেৎ ॥ ৭৫  
 তির্ষ্যগ্ যোনিং ন গচ্ছেত্ত্ব ব্রহ্মণং পদমাবিশেৎ ।  
 শিববল্লভদেশে তু মোক্ষমার্গনিবোধকে ।  
 প্রসন্নো দেবদেবেশ ত্রাহি মাং যোনিসঙ্কটাৎ ॥ ৭৬

করিবে । ৭১ তাহার দক্ষিণ ভাগে পার্শ্বদংগতা যে শিলা, তাহাকে বেতাল  
 মহাদেব, এবং বামভাগস্থিত বেতালকে দ্বিকর্ণক বলিয়া জানিবে ।  
 পুষ্পাজলি গ্রহণ পূর্বক অনন্ত চিন্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে । ৭২ “ধর্ম্যকামার্থ  
 মোক্ষায়, ক্রুরায় কথনায় চ । সংখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় বেতালায় নমো নমঃ  
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় পীতবস্ত্র ধারায় চ । ত্র্যম্বেব ব্রহ্মাবিশ্বেশ ব্রহ্মরূপ  
 নমোহস্তুতে ।” ৭৩।৭৪ এই মন্ত্রে পুজাদি কর্তব্য । তাহার আগেই  
 ব্রহ্মযোনি, তথায় গমনপূর্বক মল্লোচ্চারণ করিয়া পূজা করিলে আর  
 পুনর্বার যোনি প্রবিষ্ট হইতে হয় না । সে কদাচই তির্ষ্যগ্ যোনি প্রাপ্ত  
 হয় না, সে নিশ্চিতই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মযোনি হইতে নিঃসৃত  
 হইয়া সাধক মোক্ষমার্গের বোধক এবং শিববল্লভদেশে । ৭৬ “প্রসন্নোভব-  
 দেবেশ ত্রাহিমাং যোনিসঙ্কটাৎ ।” এই মন্ত্রে দ্বারস্থিত শিলোৎক্ষেপ্ত

নিঃসৃতো ব্রহ্মধোনিং তাং গণেশং দ্বারি পূজয়েৎ ।  
 মহাকাযং শিলোৎশ্রেষ্ঠং মন্ত্রেণানেন সাধকঃ ॥৭৭  
 নমো লম্বোদরশ্রেষ্ঠ দেবানামিষ্টদায়ক ।  
 অখিলাখ্যং প্রভো নাথ নমস্তে যোনিশঙ্কটং ॥৭৮  
 ততো গচ্ছেন্মুক্তিমার্গং শক্রস্যাভিমুখে যদি ।  
 বামদক্ষিণপার্শ্বে হে যুগে চ সত্যসম্ভবে ।  
 উদ্ধং কৃতযুগৈকৈব পার্শ্বে ত্রেতা চ দ্বাপরে ।  
 বলিবক্তে স্থিতং লিঙ্গং গুপ্তাখ্যং ভুবনেশ্বরং ।  
 তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা প্রাপ্নুয়াদৈশ্বরং পদং ॥৭৯৮০  
 চতুর্যুগং নমস্কৃত্য স্পৃষ্ট্বা দেবঃ কপর্দিনং ।  
 ন জায়তে পুনর্গতে যুগদোর্ধ্বেন লিপ্যতে ॥৮১

মহাকায় গনেশের পূজা করিবে ৭৭ “নমো নমো লম্বোদর শ্রেষ্ঠ  
 দেবানামিষ্টদায়ক । অখিলাখ্য প্রভোনাথ নমস্তে যোনিশঙ্কটং” ৭৮  
 এই মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবে । তননন্তর শক্রাভিমুখে মুক্তিমার্গে  
 গমন কর্তব্য । বামপার্শ্বে ও দক্ষিণপার্শ্বে সত্য সম্ভব দুই যুগ, উদ্ধেকৃত যুগ  
 পার্শ্বে ত্রেতা ও দ্বাপর । বলিবক্ত স্থিত গুপ্তাখ্য ভুবনেশ্বর লিঙ্গকে ভক্তি-  
 পূরক প্রণাম করিয়া নরগণেশ্বর পদ প্রাপ্ত হয় ৭৯৮০ চতুর্যুগকে নমস্কার  
 ও কপর্দি দেবকে স্পর্শ করিয়া মানবগণকে পুনর্বার গর্ভে জন্মগ্রহণ  
 করিতে এবং যুগদোষে লিপ্ত হইতে হয় না ৮১ যিনিই অগজাতি  
 স্বরূপধারী যুগাধীশ্বর, তিনিই ভরগপোষণে পর্যাপ্ত এবং ত্রেতাযুগের  
 নরেশ্বর । তিনিই সত্য সাধনে সত্য ও নরনারায়ণাত্মক । তিনি

যুগানামধিপঃ সোহি জগজ্জাতি স্বরূপধ্বক্ ।

তদ্যুগে যৎকৃতং পাপং ত্রাহি ত্বং পরমেশ্বর ॥৮২

সংভূতিভূতিপর্যাপ্তঃ ত্রেতাযুগনরেশ্বরঃ ।

তদ্যুগে তৎকৃতং পাপং তদব্যপোহতু ভূমিজং ॥৮৩

সত্যসাধনসত্যশ্চ নরনারায়ণাত্মকঃ ।

হেতুভূতঃ কৃতাঙ্গীনাং সত্যধর্ম নমোহস্ততে ॥৮৪

বিজয়াদৌ বাস্য রাজ্ঞা যুগচক্রাবলীশ্বর ।

নমামি সততং ভক্ত্যা পাপং হর নমোহস্ততে ॥৮৫

পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েচ্চ কপির্দনং ।

রাজসূয়াশ্বমেধস্য তৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরং ॥৮৬

কামধেনুঃ ততো দৃষ্ট্বা সর্বান্ কামানবাশ্নুয়াৎ ।

পূজয়িত্বা নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৮৭

কৃতাদির হেতুভূত । হে পরমেশ্বর ! তুমি আমাকে পরিভ্রাণ কর ।৮২  
হে জেশ্বর । তুমিই আমার তত্ত্বদ্যুগকৃত ভূমিজপাপ বিনষ্ট কর ।৮৩  
হে সত্যধর্ম ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । হে যুগচক্রাবলীশ্বর !  
আপনিই বিজয়াদিতে রাজগণ কর্তৃক উপাসিত হইয়া থাকেন, আমি  
আপনাকে প্রণাম করি ।৮৪ আপনি আমার পাপ হরণ করুন, আমি  
আপনাকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিতেছি ।৮৫ এইরূপ স্তব ও প্রণাম  
করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে কপির্দেবের পূজা করিলে নরগণ রাজসূয় ও  
শ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ।৮৬ তদনন্তর কামধেনু দর্শন করিয়া  
নরগণ সর্বকাম প্রাপ্ত হয় । তাঁহাকে পূজা ও নমস্কার করিয়া তদনন্তর  
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ।৮৭ “সৌভাগ্যে নমস্তভ্যং কামগেকামচারিণী ।

পৌরভাট্টে নমস্তভ্যং কামগে কামচারিণি ।  
 ধেনুরূপে চ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥৮৮  
 সন্দিগ্ধা চ কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ।  
 তুলাপুরুষদানেন যৎ ফলং সমূদাহতং ।  
 তৎফলং সমবাপ্নোতি কামধেনোশ্চ দর্শনে ॥৮৯  
 দক্ষিণাং গুরুবে দত্তাং সবিত্রেহর্য্যং নিবেদয়েৎ ।  
 শান্তিং কৃৎৱা ততো দেবি আসন কুর্য্যাদনন্তধীঃ ॥৯০  
 উথায় সূর্য্য সংবীক্ষ্য পঠেন্নত্ৰদ্বয়ং প্রিয়ে ।  
 নমোহস্ত কালৈ্য গিরিজাত্যৈ কামেশ্বর্য্য নমোহস্ততে ॥৯১  
 নমোহস্ত দেব্যৈ গিরিসম্ভবাত্যৈ নমোহস্ত গৌর্য্যে  
 বৃজিনাস্তকাত্যৈ ॥  
 অতীর্থে তীর্থনিষ্ঠেভ্যো বাসাদিভ্যো নমোনমঃ ॥৯২

ধেনুরূপে চ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু ॥৮৮ এই মন্ত্রে প্রণাম ও  
 বন্দনা করিবে। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য গ্রহণ সময়ে তুলা পুরুষ দান করিলে  
 যে ফল হয়, কামধেনুর দর্শন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়  
 সন্দেহ নাই ॥৮৯ হে দেবি! তদনন্তর গুরুদক্ষিণা-প্রদান  
 পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান কর্তব্য। তৎপরে শান্তি করিয়া  
 অনন্তচিত্তে আসন করিবে ৯০ অনন্তর উত্থাপনপূর্ব্বক সূর্য্য  
 সন্দর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। নমোহস্ত কালৈঃ গিরিজাত্যৈ কামে  
 শ্বর্য্যে নমোহস্ততে ৯১ নমোহস্ত দেব্যৈ গিরিসম্ভবাত্যৈ নমোহস্ত গৌর্য্যে  
 বৃজিনাস্তকাত্যৈ! "অতীর্থে তীর্থনিষ্ঠেভ্যো বাসাদিভ্যো নমোনমঃ ৯২

গণেশো বৃক্ষকেভ্যশ্চ ক্ষত্রিশেভ্যো নমোনমঃ ।

পৌণ্ড্রবিঘ্ন নমন্তেহস্ত নমন্তে কালভৈরব ।

নমন্তে দক্ষিণামূর্ত্যে দণ্ডপাণে নমোহস্ততে ॥১৩

তীর্থে গহোপবাসশ্চ শ্রদ্ধা চ জপকর্ম্ম চ ।

করিষ্যতাতি বিশ্বাস এতৎ সিদ্ধেস্ত লক্ষণং ॥১৪

ঈশ্বর উবাচ ।

যো নরঃ পাপকর্ম্মাচ ক্ষেত্রেহস্মিন্ নিবসেৎ সদা ।

সুরাদিপাতকং ঘোরং স কিং মোক্ষং গমিষ্যতি ॥১৫

ঈশ্বর উবাচ ।

পুণ্যক্ষেত্রে স্থিতো যো বৈ পাতকেযু রতঃ সদা ।

যোনিং প্রবিশ্য তিৰ্য্যচ্চাং বর্ষাণামযুতং ভবেৎ ॥১৬

পর্যাপ্তে তত্রৈব জ্ঞানং সম্পদ্যতে ততঃ

মোক্ষং গমিষ্যতি সোহপি গুহ্যমেতন্মম প্রিয়ে ॥১৭

গণেশো বৃক্ষকেভ্যশ্চ ক্ষত্রিশেভ্যো নমোনমঃ । পৌণ্ড্রবিঘ্ন নমন্তেহস্ত

নমন্তে কালভৈরব । নমন্তে দক্ষিণামূর্ত্যে দণ্ডপাণে নমোহস্ততে ॥১৩

তীর্থে গমন করিয়া উপবাস, শ্রদ্ধা, জপকর্ম্ম ও বিশ্বাস করিবে, সেই সকল

সিদ্ধিরই লক্ষণ জানিবে ॥১৪

দেবী কহিলেন, যে নর পাপকর্ম্মা হইয়া এই ক্ষেত্রে বাস করে, সে ব্যক্তি কি সেই ঘোর পাতক হইতে মোক্ষলাভ করিতে পারে ॥১৫

ঈশ্বর কহিলেন যে মানব নিয়ত ঘোর পাপকর্ম্মে রত হইয়া পুণ্যক্ষেত্রে বাস করে, সে অযুত বৎসর তিৰ্য্যগ যোনিতে প্রবেশ করিয়া, ১৬ তদনন্তর উত্তমপুর্বে বাসানন্তর তথায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করে ।

সুলভোহুত্র লোহিত্যেঃ পঞ্চস্থানেষু দুর্লভঃ  
 অগস্ত্যস্য মহাতীর্থে মণিকর্ণহ্রদ তথা  
 অপুনর্ভবেচন্দ্রকুণ্ডে স্থানপঞ্চকমীরিতং ॥৯৮  
 অক্ষতেন বিশেষণ শতমার্গসহস্রকৈঃ ।  
 ক্ষেত্রবাহুস্থিতৈঃ শূন্যৈ কশ্চিদ্ধিশেষরক্ষিতা ॥৯৯  
 কামাখ্যোরণভদ্রশ্চ সৌরভশ্চ মহাবলঃ ।  
 বেতালশ্চ বিকণ্ঠশ্চ এতে পূর্বৈ স্থিতাগণাঃ ॥১০০  
 এতজ্জ্বা নলশ্চৈব কর্দমালিপ্তবিগ্রহঃ ।  
 ঘণ্টাকর্ণস্ততোর্দ্ধশ্চ দক্ষিণং পার্শ্বমাস্থিতা ॥১০১  
 বলনাশোভীষণশ্চ পশ্চিমায়াং ব্যবস্থিতঃ ।  
 পঞ্চমোলোহিতাক্ষশ্চনন্দনশ্চ তথা মতঃ ॥১০২  
 কেশবশ্চ চক্রপাণিশ্চ ধনদ্যোত্তরাগণাঃ ।  
 মধুনোমধুকশ্চৈব জয়ন্তশ্চ মধুশ্রিয়ঃ ॥১০৩

হে প্রিয়ে! ইহা আমার জুহু বিষয় জানিবে ৯৭ হে দেবি! অহুত্র  
 বাস সুলভ, কিন্তু লোহিত্য, অগস্ত্য তীর্থ মণিকর্ণহ্রদ, অপুনর্ভব ও চন্দ্রকুণ্ড  
 এই পঞ্চস্থানে বাসদুর্লভ ৯৮ তীর্থের শত সহস্রমার্গে ক্ষেত্র বাহু ও  
 শূন্যমার্গে অক্ষত শরীরে অবস্থিত হইয়া রক্ষকগণ, বিশেষরূপে তীর্থ  
 করেন ৯৯ কাল, রণভদ্র মহাবল সৌরভ বেতাল, বিকণ্ঠ ইহারা পূর্ব-  
 দিকে অবস্থিত গণ ১০০ একজ্জ্বা, নল কর্দমালিপ্ত বিগ্রহ, ঘণ্টাকর্ণ  
 ইহারা উর্দ্ধে ও দক্ষিণপার্শ্বেস্থিত গণ ১০১ বলনাশ ও ভীষণ পশ্চিম  
 দিকে অবস্থিত। পঞ্চম লোহিতাক্ষ চন্দন ১০২ কেশব চক্রপানি  
 ইহারা উত্তরস্থিত গণ। মধুম মধুক ও মধুশ্রীক জয়ন্ত, এই তিনজন

অবিশেষেণ রক্ষন্তি ত্রয়ঃকামেশ্বরীস্থিতাঃ ।  
 গণেশঃ কাল দণ্ডশ্চ বিকর্ণশ্চ কপিধ্বজঃ ।  
 দ্বারং রক্ষতি বৈ সর্বং মণ্ডপঞ্চ স্বয়ং হরঃ ॥১০৪  
 কন্দর্পোমকরন্দশ্চ প্রবলশ্চানুদোধরঃ ।  
 সোমশ্চ বিপুলশ্চৈব অশ্বতীর্থে স্থিভাগনাঃ ॥১০৫  
 শতসাহস্রযক্ষিণ্যো মুক্তিদ্বারঞ্চ রক্ষতি ।  
 দশসাহস্রকশ্চৈব অন্তর্গেহঞ্চ রক্ষতি ॥১০৬  
 কুজতীর্থং ততোহুষ্ঠৌ সহস্রৈদশভিযুতৈঃ ।  
 তীর্থে প্রসাদকরণে ধর্ম্মারম্ভে বিশেষতঃ ।  
 ব্রতযজ্ঞসমারম্ভে বিঘ্নানি নিবসন্তি বৈ । ১০৬  
 তেযাং সংপূজয়েদাদৌ বলিভিক্ষাদিকাদিভিঃ ॥  
 অন্যথা জায়তে বিঘ্নমিতি জানীহি মে প্রিয়ে ॥১০৮

কামেশ্বরী সন্ন্যাসানে থাকিয়া তীর্থরক্ষা করেন । ১০৩ গণেশ, কালদত্ত, বিকর্ণ ও কপিধ্বজ, ইহারা সর্বদার রক্ষা করেন, স্বয়ং মহাদেব মণ্ডপ রক্ষা করেন । ১০৪ কন্দর্প, মকরন্দ, প্রবল অনুদোধর সোম ও বিপুল ইহারা অশ্বতীর্থেস্থিত গণ । ১০৫ শত সহস্র যক্ষিণীগণ, মুক্তি দ্বার রক্ষা করেন । দশসহস্র যক্ষিণী অন্তর্গেহে রক্ষা করেন । ১০৬ দশ সহস্র যক্ষিণী কুজতীর্থ রক্ষা করেন । তীর্থে প্রসাদ করণে বিশেষতঃ ধর্ম্মারম্ভে ব্রতযজ্ঞারম্ভে বিঘ্ন সকল উপস্থিত হয় । ১০৭ তাহাকে মোক্ষাদি বলি দ্বারা প্রথমে পূজা করিতে হয় অন্যথা হইলে বিঘ্ন উপস্থিত হয় । ১০৮ হে প্রিয়ে ! অস্ত্র অপর বিঘ্ন সকল শরীরে বাস করে । হে প্রের্সি ।

অথাপরাগি বিঘ্নানি শরীরে নিবসন্তি বৈ ।  
 মানসানি জ্ঞানঘ্নানি তান্ শৃণুষ্য মম শ্রিয়ে ॥১০৯  
 কশ্চিন্নিবর্তকো দেবি কশ্চিৎ প্রবর্তকস্তথা ॥১১০  
 সন্নিবর্তকং বিদূরস্থা সহস্রং লক্ষমেব বা ।  
 পাপানুস্মরণকৈব আলম্ব্যথাপি দূষণং ॥১১১  
 শোকমোহ জরাব্যাদিতাক্রণ্যধননাশকং ।  
 কলহং ভাৰ্য্যা সার্কং ছুভিক্ষং গৃহসঙ্কটং ॥১১২  
 নানাব্রতসমাকীর্ণং ধার্মিকোহস্মীতিমানসঃ ।  
 প্রাপ্তশোকস্তু ধৰ্ম্মস্য করণে হীনপাতকং ॥১১৩  
 বৃক্ষপত্রঞ্চ তুলসী ধাত্রী বৃক্ষফলস্তথা ।  
 শালগ্রামশিলাখণ্ডং প্রতিমা দারুজস্তথা ॥১১৪  
 মানুষঃ ব্রাহ্মণকৈব স্বয়ম্ভূর্ববত্তুলং শিবঃ ।  
 শঙ্খশম্বু কভেদঞ্চ খড়্গাস্ত্র মাংসসম্ভবং ॥১১৫

সেই সকল বিঘ্ন জ্ঞান নাশক তাহা তুমি শ্রবণ কর । ১০৯ হে দেবি !  
 কেহ নিবর্তক কেহ প্রবর্তক । ১১০ সন্নিবর্তক ও বিদূর সহস্র ও লক্ষবার  
 পাপানুস্মরণ আলম্ব্য দূষণ । ১১১ শোক, মোহ, জরা, ব্যাধি, তাক্রণ্য  
 ধননাশ, ভাৰ্য্যার সহিত কলহ, ছুভিক্ষ, গৃহ সঙ্কট । ১১২ বহুব্রতানুস্মরণ  
 অগি ধার্মিক এইরূপ বুদ্ধি প্রাপ্ত শোকহীন অধৰ্ম্ম করণে পাপহীনত্ব জ্ঞান  
 ১১৩ তুলসীকে বৃক্ষপত্র ধাত্রীকে বৃক্ষফলজ্ঞান, শালগ্রামকে শিলাখণ্ড-  
 জ্ঞান, প্রতিমার দারুজ বুদ্ধি । ১১৪ ব্রাহ্মণে মানুষজ্ঞান, স্বয়ম্ভু শিবে  
 বর্তুলজ বুদ্ধি, শঙ্খে শম্বু বিশেষজ্ঞান, খড়্গো মাংস সম্ভবজ্ঞান । ১১৫



দৃষ্ট্বা দারা ভবেদেবং তীর্থজাতং জলন্তথা ।  
 গঙ্গায়াং বা নদীরূপং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভূমিকা ॥১১৬  
 ইত্যোনানি চ বিঘ্নানি সংযান্তি চ পুনঃ পুনঃ ।  
 মনত্রবোস্তরেন্নিত্যং মন এবাত্র কারণং ।  
 মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥১১৭  
 তন্নিষ্ঠস্তৎপরং জাতং তন্মুখ্যং হৃৎকারণং ।  
 চিন্তমন্তুর্গতং দৃষ্টং তীর্থস্থানে নিষিধ্যতে ॥১১৮  
 পঠেদ্যঃ শৃণুয়াদ্যপি ভক্তিমুক্তিমবাশুয়াৎ ।  
 পুত্রার্থী লভতে পুত্রং কীর্ত্তার্থী কীর্ত্তিমাশুয়াৎ ॥১১৯  
 বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং জয়ার্থী লভতে জয়ং ।  
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপঞ্চ পাপশুদ্ধিমবাশুয়াৎ ॥১২০  
 বক্ষ্যাপি লভতে পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিং ।  
 মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভোগার্থী ভোগমাশুয়াৎ ॥১২১

তীর্থে জলবুদ্ধি, গঙ্গায় নদীবুদ্ধি, পুণ্যক্ষেত্রে ভূমিবুদ্ধি ॥১১৬ এই সকল  
 বিষয় পুনঃ পুনঃ ঘটতে থাকে । মনই নিত্য, মনই উহাতে কারণ, মনই  
 মনুষ্যাগণের বন্ধমোক্ষের হেতু ॥১১৭ মনঃস্থিত হৃষ্টভাবে নিষ্ঠা, তৎপরতা  
 ও আভিযুধ্য হইলে তাহা হৃৎকারণ হয় । মনঃস্থিত হৃষ্টভাবে, তীর্থ-  
 স্থান করিতে নিষেধ করে ॥১১৮ যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, সে ভোগও  
 মোক্ষ উভয়ই প্রাপ্ত হয় পুত্রার্থী পুত্র, কীর্ত্তিপ্রার্থী কীর্ত্তি ॥১১৯ বিদ্যার্থী  
 বিদ্যা, জয়ার্থী জয়, বক্ষ্যা পুত্র, কন্যা সৎপতি, মোক্ষার্থী মোক্ষ, ভোগার্থী  
 ভোগে, কাব্যার্থী সারাৎসার কবিত্ব, জ্ঞানার্থী সর্বসংসার মুক্তির জ্ঞান  
 প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মহত্যাদি পাপকারিগণ সেই সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ

কাব্যার্থী চ কবিত্বঞ্চ সারং নিঃসারমাণু যাৎ ।  
 জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং সর্বসংসারমুদগরং ॥১২২  
 ইদং স্বাস্ত্যয়নং ধন্যং যোগিনীনামুতন্ত্রকং ।  
 নাকালে মরণং তস্মা শ্লোকমেকস্ত যঃ পঠেৎ ।  
 শ্লোকার্দ্ধপঠনাদস্য ছুষ্টগ্রাহক্ষয়ো ভবেৎ ॥১২৩

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমে দ্বিতীয়ভাগে অষ্টমঃ পটলঃ ।

## নবমঃ পটলঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নির্মলং ভুবি ছল্লভং ।  
 লিঙ্গ শতষ্টকযুতং হরিক্ষেত্রসমং শুভং ॥১  
 বিষ্ণুপুষ্করকং ক্ষেত্রং শতাষ্টতীর্থসংযুতং ।  
 হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং নরনারীসমম্বিতং ॥২

করিয়া থাকে । এই যোগিনীতন্ত্র স্বস্ত্যয়ন, ধন্য, ইহার একশ্লোকমাত্র পাঠ  
 করিলে অকালে মরণ হয় না । শ্লোকার্দ্ধমাত্র পাঠ করিলে ছুষ্ট গ্রাহক্ষয়  
 হয় । ১২০।১২৩

ইতি শ্রীযোগিনীতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমে দ্বিতীয়ভাগে অষ্টম পটল সমাপ্ত ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দেবি ! শ্রবণ কর, ভূতলে ছল্লভ অতি নির্মল,  
 হরিক্ষেত্র সদৃশ শুভকর । ১ অষ্টোদিক শত লিঙ্গযুক্ত ও অষ্টোদিক তীর্থ  
 সম্বলিত বিষ্ণুপুষ্কর নামে এক পুণ্যক্ষেত্র আছে । ঐ স্থানে হৃষ্টপুষ্টজনগণে

বিদ্বন্নিরভুয়িষ্ঠং ধনধাত্ৰাদিসংযুতং ।  
 গৃহাণাং পুর সংযুক্তং ভুবি চত্বারভূষিতং ॥৩  
 নানামণিগণাকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতং ।  
 পুরাট্টালকসংকীর্ণং বীথ্যভিঃ সমলঙ্কৃতং ॥৪  
 রাজহংসনিভৈঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতং ।  
 সততোপি জলৈধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচিঃ ॥৫  
 যদি বসতি গুহায়াং পৰ্ব্বতাগ্রে চিরম্বা ।  
 যদি ধরতিত্রিদণ্ডঃ ভস্মকাচ্ছাদনং বা ।  
 যদি পঠতি পুরাণং দেবদিক্শাস্ত্রতত্ত্বং ।  
 যদি হৃদয়মশুদ্ধং সৰ্ব্বমেতদ্বিক্রুদ্ধং ॥৬  
 ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ ।  
 দুষ্টাশয়ঃ দুষ্টরতিঃ প্রণষ্টব্যধিচেন্দ্রিয় ॥৭

আকীর্ণ । তথায় দিব্যকাস্তি নরনারীগণ ২। ও বহুবিধ বিদ্বদ্গণ বসতি  
 করিয়া থাকে । ঐ ধান ধনধাত্রে ও চত্বরে শোভিত গৃহ সমূহে পরিপূর্ণ ।৩  
 ও নানাবিধ রত্ন মণি দারা সুশোভিত । ঐ স্থানে অট্টালকবিশিষ্ট বিপনি  
 সকল ।৪ এবং জল ধৌত সদৃশ শুভ্রাকার প্রাসাদনিচয় শোভা পাইতেছে ।  
 যদি মানস বিশুদ্ধ হয়, তবে সকল স্থলই পুণ্যজনক হয়, যদি মানস অশুদ্ধ  
 হয়, তবে সুরাভাণ্ডের ত্রায় সতত অশুচি থাকে ।৫ যদি মানবগণ,  
 পৰ্ব্বতাগ্রে বা পৰ্ব্বত গুহায় বাস ত্রিদণ্ড ধারণ, ভস্ম ব্রহ্মণ এবং বেদ  
 সিক্ত তত্ত্ব ও পুরাণ পাঠ করে, তথাপি হৃদয় অশুদ্ধ হইলে নিষ্ফল ও  
 বিকৃত হয় ।৬ তাহার তীর্থ, দান ব্রত, আশ্রম, সকলি নিষ্ফল । দুষ্ট  
 আশা ও দুষ্ট রতি মনুষ্যকে ব্যাধর ত্রায় বিনষ্ট করে ।৭ অতএব ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়ানি বশীকৃত্য যত্র তত্র বসেন্নরঃ ।  
 তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং গয়া ॥৮  
 ন লজ্জয়েৎ পানধর্ম্যং দেশধর্ম্যং স লজ্জয়েৎ ।  
 যস্মিন্ পীঠে য আচারঃ স আচারো বিধি স্মৃতঃ ॥৯  
 ওদ্রে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পীঠে চ বরবর্গিনি ।  
 অন্নং ন দূষয়েৎ তত্র ব্রাহ্মণেন চ বৃত্যতা ॥১০  
 স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং যোনিদোষং পানদোষং ন গণ্যতে ।  
 বিবাহব্যতায়স্তুত্র পরিবিত্তিং ন দূষ্যতি ।  
 শয়নকৈব শেষে তু জ্ঞীজনাসন্নউদ্ভবঃ ॥১১  
 জালন্ধরে মহেশানি দূষয়েন্নংস্যমাংসকং ।  
 পাছুকায়াবিশুদ্ধিশ্চ শুভ্রং তক্রঞ্চ গর্হিতং ॥১২  
 পূর্ণং সন্ধ্যা সধর্ম্মেণ কালধর্ম্মো ন বিত্নতে ।  
 সর্ব্বেশোযোগিনীপীঠে ধর্ম্মকৈরাতজ্জং মতং ॥১৩

সংঘমন পূর্ব্বক যেখানে সেখানে বাস করিলে, তাহার কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ ও  
 গয়াস্বরূপ । পান ধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম লজ্জন করিবে না ॥৮ যে পীঠে যে  
 আচার নির্দিষ্ট, সেই পীঠে তাহাই বিধি ॥৯ হে বরবর্গিনি ! ওদ্রে ও  
 পুরুষোত্তম অত্র ও ব্রাহ্মণের বৃত্যতা, ॥১০ স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট ও যোনি দোষ  
 ও পানদোষ গণ্য নহে ! বিবাহব্যতায় ও পরিবিত্ত অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ  
 বিত্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহ দোষের নিমিত্ত হয় না । জ্ঞোজনৈর অন্ন-  
 সন্নিধানে কথোপকথন শয়নাদি দূষণীয় নয় ॥১১ হে মহেশানি ! জাল-  
 ন্দর মৎস্ত মাংস ও পদে পাছুকা প্রদান ও শুভ্র তক্র গর্হিত ॥১২ পূর্ণসন্ধ্যা  
 ও কাল ধর্ম্ম না । সর্ব্বেশ যোগিনী পীঠে ক্রিরাত ধর্ম্ম প্রচলিত ॥১৩

কামরূপেণ সন্ন্যাস স্তথা দীর্ঘম্মতং প্রিয়ে ।  
 ন ত্যজ্যেৎ সামিষং দেবি ব্রহ্মচর্য্যমতং ন চ ॥১৪  
 সংসর্গপাতকে নৈব স্ত্রীধর্ম্মধর্ম্মনাশ্রয়ং ।  
 ন শুক্রদর্শনং স্ত্রীণাং তাম্বুলাশা সদা ভবেৎ ॥১৫  
 হংসপারাবতং ভক্ষ্যং কূর্ম্মং বারাহমেব চ ।  
 কামরূপে পরিত্যাগদুর্গতিস্তস্য সম্ভবঃ ॥১৬  
 হীনাচারস্ত সৌমারে সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ।  
 তত্র নারী সদা রোধাতত্র রাজা সুপুণ্যবান্ ॥১৭  
 কোল্লপীঠে জাতিধর্ম্মান্ স্বজাত্যন্তেন বর্জ্যেৎ ।  
 ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারেণ স্বং রূপং অনিরূপকং ॥১৮  
 মহেন্দ্রে চৈব যোগী চ ব্রহ্মজ্ঞানী সুবুদ্ধিমান্ ।  
 শ্রীহট্টে পানবিপুলং ম চান্স্য পরিক্রিয়া ॥১৯

কামরূপে দীর্ঘতম সন্ন্যাস । তথা আমিষ পরিত্যাগ করে না, হস্তরাং  
 ব্রহ্মচর্য্য মত নাই । ১৪ স্ত্রী ধর্ম্ম কস্মৈ পাতকের সংসর্গ নাই । স্ত্রীগণের  
 শুক্র দর্শন নাই, তাহারা সততই তাম্বুল চর্ষণ করে । ১৫ কামরূপে হংস  
 পারাবত, কূর্ম্ম ও বরাহ ভক্ষ্য, এই সকল পরিত্যাগ করিলে তথায় দুর্গতি  
 লাভ হয় । ১৬ সৌমারে নরগণ হীনাচার সর্ব্বভক্ষী ও সর্ব্ব বিক্রয়ী, তথায়  
 নারী সর্ব্বদাই নিরুদ্র এবং রাজা সুপুণ্যবান্ জানিবে । ১৭ কোলব  
 পীঠে স্বজাত্যন্ত মতে জাতিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় । ধর্ম্মাধর্ম্ম আচারে তাহারা  
 স্বয়ং নিরূপণ ও আচরণ করে । ১৮ মহেন্দ্রে সুবুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী বাস  
 করেন । শ্রীহট্ট পান বহুল, তথায় অন্নপরিক্রিয়া নাই । ১৯ হে দেবি !

এতৎ সৰ্বং সমাখ্যাং যৎ পৃষ্টং হি ত্রয়াধুনা ।  
 নাশিষ্যায় ন দাতব্যং দেবব্রাহ্মণনিন্দকে ॥২০  
 পিশুনায ন দাতব্যং দেবভক্তিবিবৰ্জিত্তে ।  
 দাতব্যং ভক্তিয়ুক্তায় স্বধৰ্ম্মনিরতায় চ ॥২১  
 নীলরক্তৈস্তথা শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতং ।  
 রক্তিতং শাস্ত্রসংঘৈশ্চ পরিখাভিরলঙ্কিতং ॥২২  
 সিতরক্তৈস্তথা পীতৈঃ কৃষ্ণৈশ্চান্যৈশ্চ বর্ণ কৈঃ ।  
 ধূমৈঃ সমৌরগৈর্ধূমৈঃ পতাকৈশ্চলঙ্কিতং ॥২৩  
 নিত্যোৎসব প্রমুদিতং নানাবাদিত্র নিঃস্বনং ।  
 বীণাবেণুমৃদঙ্গেশ ক্ষেপণীভিরলঙ্কিতং ॥২৪  
 দেবতায়তনৈর্দিব্যৈঃ প্রাকামাদোন মণ্ডিতৈঃ ।  
 পূজাবিচিত্ররচিতৈঃ সৰ্ব্বতঃ সমলঙ্কিতং ॥২৫

যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদায় কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহা  
 ব্রাহ্মণ নিন্দক, অশিষ্য ২০ খল বেদভক্তি, বিবৰ্জিত ব্যক্তিগণকে  
 কদাচই প্রদান করিবে না, ভক্তিয়ুক্ত ও স্বধৰ্ম্ম নিরত ব্যক্তিকে প্রদান  
 করিবে ২১

হে দেবি ! নীলরক্ত ও শুভ্রবর্ণ প্রাসাদমণ্ডলে পরিশোভিত, শাস্ত্র-  
 সমূহে পরিরক্ষিত, পরিখালঙ্কিত ২২ স্নেহ-রক্তপীত কৃষ্ণ ধূতাদি বিবিধ-  
 বর্ণ পতাকাবলী দ্বারা পরিশোভিত ২৩ বিবিধ বাদিত্রধ্বনিনির্দিত,  
 নিত্যোৎসবে প্রমোদিত, বীণাবেণু মৃদঙ্গ ক্ষেপণীগণে অলঙ্কিত ২৪ দিব্য-  
 দেবায়তনবিশিষ্ট প্রভূত উত্তান্পরম্পরায় পরমণ্ডিত, বিবিধ পূজোপকরণে

স্থিয়স্তত্র প্রমুদিতা দৃশ্যন্তে তনুমধ্যমাঃ ।  
 হারভারপিতগ্রীবাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ ॥২৬  
 পানোন্নতকুচযুগাঃ পূর্ণচন্দ্রসমাননাঃ ।  
 স্থিরালকাঃ সুকপোলাঃ কাঞ্চীনূপূরনাদিতাঃ ॥২৭  
 সুকল্পচারুজঘনাঃ কর্ণান্তায়তলোচনাঃ ।  
 নানাজলাশ্যৈশ্চাশ্রৈঃ পদ্মিনীশতমণ্ডিতৈঃ ॥২৮  
 সরাংসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নসলিলানি চ ।  
 কুমুদৈঃপুণ্ডরীকৈশ্চ তথ নীলোৎপলৈঃশুভৈঃ ॥২৯  
 কদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুকুভৈঃ ।  
 কারণ্ডবোৎকরৈর্হংসৈস্তথা নৈর্জলচারিভিঃ ॥৩০

সর্বত্র পরিশোভিত । ২৫ অপূনর্ভব নামে এক মনোহর পুণ্যপ্রদ তীর্থক্ষেত্র  
 আছে । তথাকার জ্রীগণ মধ্যমতন্ত্র .এবং নিয়ত প্রমুদিত পরিদৃষ্ট হয় ।  
 ঐ আয়তলোচনা রমণীগণের গ্রীবাদেশ মনোহর হারাবলী দ্বারা  
 সুশোভিত, তাহাদের কুচযুগল পীন ও উন্নতি আনন পূর্ণচন্দ্র সমান,  
 কপোলফলক মনোহর, অলকাবলী স্থিরত্তর, জঘনদেশ সুচারু ও মনোহর  
 লোচনযুগল, কর্ণ পথ্যস্ত বিস্তৃত । তাহাদের কাঞ্চী ও নূপূরনিশ্বনে  
 নিনাদিত হইয়া ঐ স্থান জনগণের মনোহরণ করিয়া থাকে । ২৬ ২৮ এবং  
 ঐ স্থান শত শত সরোজমণ্ডলে পরিশোভিত প্রসন্নসলিল জলাশয় সরোবরে  
 একান্ত মনোহর । ঐ জলাশয় সকল কুমুদ পুণ্ডরীক নীলোৎপল প্রভৃতি  
 সুশোভন জলজপুষ্প এবং কদম্বচক্রবাক, জলকুকুভ, কারণ্ডব হংস  
 প্রভৃতি মনোহর কলকণ্ঠ জলচরগণে সমলঙ্কৃত রহিয়াছে । ২৯ ৩০ ঐ সকল

এবং নানাবিধৈর্ ক্লেঃ পুনৈর্নানাবিধৈরবৈঃ ।  
 নানাজলাশরৈশ্চাত্তৈঃ শোভিতং তৎসমম্বিতং ॥৩১  
 আস্তেতত্র স্বয়ং দেবো হয়গ্রীবো জনার্দনঃ ।  
 পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥  
 পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি ব্যাপঃ কুণ্ডশ্চ সাগরাঃ ॥৩২  
 তেভ্যঃ পূর্বং সমাহৃত্য জলানি চ পৃথক্ পৃথক্ ।  
 সর্বলোকহিতার্থায় রুদ্রঃ সোমো গণৈঃ সহ ॥৩৩  
 তীর্থপুনর্ভবোনাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে ।  
 চকার কামিভিঃ সার্কং ততোহপুনর্ভবং স্মৃতং ॥৩৪  
 অস্মিংশ্চ বিপুলে ক্ষেত্রে মাঘে মাসি মম প্রিয়ে ।  
 যন্তত্র যাত্রাং কুরুতে বিপুলে ত্রিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 বিধিবৎ সরসি স্নাতা ততঃ শ্রদ্ধাসমম্বিতঃ ॥৩৫

জলাশয় তীরজাত বিবিধ ফলকণ্ঠ পক্ষিকুল নিনাদিত প্রমুখ প্রমুখ  
 গাদপগণে পরিশোভিত । এই স্থান অস্ত্রান্ত বহুতর জলাশয়ে অলঙ্কৃত  
 রহিয়াছে । ৩১ তথায় স্বয়ং দেব জনার্দন হয়গ্রীব বসতি করিতেছিলেন ।  
 পৃথিবীতে যে কিছু তীর্থ, সরিৎ সরঃ ও পুষ্করিণী, ঠাঙ্গ, বাণী, কুণ্ড ও  
 সাগর আছে । ৩২ তাহাদিগের হইতে পৃথক্ পৃথক্ বারি আহরণ করিয়া,  
 সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত, সর্বগণ সহিত রুদ্র ও সোম এইস্থানে অবস্থিতি  
 করেন । ৩৩ হে বরাননে ! সেই অপুনর্ভব তীর্থক্ষেত্রে, কাম্য বস্তুর  
 উপভোগ করিয়াও বাস করিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । এই  
 নিমিত্ত এই স্থানের নাম অপুনর্ভব হইয়াছে । ৩৪ হে প্রেমসি ! মাঘমাসে  
 সংযতেন্দ্রিয় যে হইয়া মানব এই বিপুল তীর্থক্ষেত্রে যাত্রা করে এবং



দেবানুযীম্ননুয্যাংশ্চ পিতৃন্ সন্তুর্পয়েন্ততঃ ।  
 তিলোদকেন বিধিবল্লমগোত্রবিধানতঃ ।  
 স্নাত্ত্বৈবং বিধিবন্তত্র সোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৩৬  
 গ্রহোপরাগবিষুবে সংক্রান্ত্যাময়নে তথা ।  
 যুগাদৌ\*ষড়শীনাঞ্চ তথ্যন্তো চ শুভে তিথৌ ।  
 যন্তত্র দানং বিপ্রৈভ্যঃ প্রযচ্ছতি ধনাদিকং ।  
 অত্রতীর্থাচ্ছতশুণং ফলন্তুপ্রাপ্নু বন্তি বৈ ॥৩৭।৩৮  
 পিণ্ডং তত্র প্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ সরসন্তটে ।  
 পিতৃণামক্ষয়াং তৃপ্তিং তৎ কুর্বন্তি ন সংশয়ঃ ॥৩৯  
 ধনুরষ্টপ্রমাণঞ্চ কুণ্ডমানং প্রকীর্তিতং ।  
 বরাহকাময়োর্মধ্যে তত্তীর্থং সর্বকামদং ॥৪০  
 পুনর্ন'তবনং যস্মাদপুনর্ভব তৎসরঃ ॥  
 তত্র স্নাতা নরোযাতি ভাস্করস্থালয়ং প্রতি ॥৪১

শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া, ১৩৫ সরসীজলে বিধিপূর্বক স্নানানন্তর,  
 দেবঋষি মনুষ্য ও পিতৃগণের তর্পণ এবং বিধিপূর্বক নাম গোত্র বিধানে  
 তিলোদকে স্নান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ১৩৬  
 গ্রহণে বিষুবে, সংক্রমণে, অয়নে, ষড়শীর যুগাদিতে ও অন্যান্য শুভ  
 তিথিতে যে ব্যক্তি তথায় বিপ্রগণকে ধনাদি দান করে, তবে সে অন্যান্য  
 তীর্থ অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ করে সন্দেহ নাই ১৩৭।৩৮ যে নর,  
 তথায় সরসুটে পিতৃগণকে পিণ্ড প্রদান করে, তদ্বারা তাহার পিতৃগণের  
 অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয় সন্দেহ নাই ১৩৯ বরাহ ও কামরূপের মধ্যস্থিত  
 সর্বকামপ্রদ সেই কুণ্ডের পরিমাণ অষ্টধনুঃ ৪০ তাহাতে স্নানাদি

ন পুনর্জায়তে জন্তুর্ঘন্যাং ত্রয়ি নিমজ্জনাং ॥  
 অতঃস্নানিমহাতীর্থপাপংহরনমোহন্ততে ॥  
 অনেন স্নানং কুর্য্যান্ত পশুদেবং ত্রিলোচনং ॥৪২  
 গোকর্ণকং বিকর্ণকং যোগীশং সর্বকামদং ॥  
 গোকর্ণবৃষভাকারং বিকর্ণ পুরুষাকৃতিং ॥৪৩  
 অধস্তাচ্চৈব যোগানাম্ যোগজ্ঞানং ততঃ পরং ।  
 উত্তরে চ সরস্তুীরে পর্বতে ভদ্রকাশকে ॥৪৪  
 যা শিলা পৌত্রবিন্ধ্যা চ মধ্যো শোণচ্যুতিঃ প্রিয়ে ।  
 পঞ্চধন্বন্তরে যাবদ্ধরবীথীতি ক্ষেত্রকং ॥৪৫  
 তস্যাঃ শৈবশিলায়াস্ত স্বভাবে দেবতাত্রয়ং ।  
 সম্পাদ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ।  
 চতুর্দশাঞ্চ মিথুনে মৃতে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৬

করিলে পুনর্ভব অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না বলিয়া উহার নাম অপুনর্ভব ।  
 নরগণ তথায় স্নান করিয়া ভাস্করাগয়ে গমন করে ৷৪১ “ন পুনর্জায়তে  
 জন্তুর্ঘন্যাং ত্রয়িনিমজ্জনাং । অতঃস্নানিমহাতীর্থ পাপংহরনমোহন্ততে”  
 এই মন্ত্রে স্নান করিয়া ত্রিলোচন দেবকে দর্শন করিবে ৷৪২ তদনন্তর  
 গোকর্ণ সর্বকামপ্রদ যোগীশ ও বিকর্ণ । গোকর্ণের আকার বৃষভের  
 কায় বিকর্ণের আকৃতি পুরুষ সদৃশ ৷৪৩ এই স্থানে যোগীদর্শনে যোগি-  
 গণের পরম যোগজ্ঞান লাভ হয় । উত্তর সরস্তুীরে ভদ্রকাশ পর্বতে ৷৪৪  
 পৌত্রবিন্ধ্যাদিলা ও মধ্যভাগে শোণচ্যুতিশিলা আছে । তাহার পঞ্চধনু  
 অন্তরে হরবীথী নামে বিখ্যাত ক্ষেত্র ৷৪৫ সেই শৈবশিলার স্ব স্ব ভাগে  
 ঐ তিনটি দেবতা আছেন, ভক্তিপূর্বক আষাঢ়মাসে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা

ত্রিশূলাভয়হস্তায় চ ষষ্ঠ্ৰুটোভারবিধারিণে ।  
 বৃষধ্বজায় দেবায় গোকর্ণায় নমো নমঃ ॥  
 যুগরূপায়দেবায় চন্দ্রহস্তায় বিষ্ণবে ।  
 গদাশারঙ্গহস্তায় বিকর্ণায় নমো নমঃ ॥  
 মহেশায় বৃষস্থায় জ্ঞানরূপায় জ্ঞানিনে ।  
 ধর্মজ্ঞায় স্বরূপায় যোগীন্দ্রায় নমোহস্ততে । ৪৭-৪৯  
 অপূর্নভবপূর্বেতু নবধনুস্তরায় চ ।  
 সপ্তধনুস্তরং যাবৎ কুণ্ডং বারাগসীয়কং ।  
 তত্র স্নাত্বা মহেশানি মূতে মোক্ষমবাণু য়াৎ ॥৫০  
 চৈত্রে কামত্রয়োদশ্যাং মন্ত্রেণানেন যত্নতঃ ।  
 সর্বপাপবিনিমুক্তিঃ স গচ্ছেৎ ব্রহ্মণঃ পদং ॥৫১  
 সর্বতীর্থেষু যৈঃ স্নানং কৃতং বর্ষশতৈরপি ।  
 স কৃদ্বারাগসীকুণ্ডে তৎফলং লভতে ক্ষণাৎ ॥৫২

পূজা করিলে মোক্ষ লাভ হয় । ৪৬ গোকর্ণের প্রণাম যথা “ত্রিশূলাভয়  
 হস্তার জটোভার বিধারিণে । বৃষধ্বজায় দেবায় গোকর্ণায় নমোনমঃ ।”  
 বিকর্ণের প্রণাম যথা, “যুগরূপায় দেবায় চন্দ্রহস্তায় বিষ্ণবে । গদাশারঙ্গ  
 হস্তায় বিকর্ণায় নমোনমঃ ।” যোগীন্দ্রের প্রণাম যথা—মহেশ্বরে, বৃষহায়  
 জ্ঞানরূপায় জ্ঞানিনে, ধর্মজ্ঞায় স্বরূপয়ে, যোগীন্দ্রায় নমোহস্ততে” ৪৭।৪৯  
 অপূর্নভবের পূর্বভাগে নবধনু অন্তরে, সপ্তধনু পর্যন্ত বিস্তৃত বারাগসীয়ক  
 কুণ্ড, হে মহেশানি ! তথায় স্নান করিয়া মরণান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয় । ৫০  
 চৈত্রমাসের কামত্রয়োদশীতে, মন্ত্রপূর্বক তথায় স্নান করিলে, সর্বপাপ  
 হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করে সন্দেহ নাই । ৫১ সর্বতীর্থে শতবৎসর

তস্য পূৰ্বে ধনুঃ পঞ্চ দৈর্ঘ্যমানেন শাক্ষরি ।  
 মার্কণ্ডেয়হৃদো নাম তত্র স্নাতা ব্রজেচ্ছিবং ॥৫৩  
 উত্তরেণ সরস্বতীরে মার্কণ্ডেশ্বরসংজ্ঞিতং ।  
 যে বা পশ্যন্তি চ স্নাত্বা কুণ্ডে মাহেশ্বরং ততঃ ॥৫৪  
 আদিত্যমর্জিতং তত্র দেবদেবং ত্রিলোচনং ।  
 সৰ্ব্বপাপবিন্শুক্তো বিমানধরমাস্থিতঃ ॥  
 উদগীয়মানো গন্ধৰ্বৈবঃ শিবলোকং ব্রজন্তি বৈ ।  
 তিষ্ঠন্তি তত্র মুদিতাঃ কল্পমেকং বরাননে ॥৫৫-৫৬  
 মার্কণ্ডেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠস্তপস্তপে মহামতিঃ ।  
 মার্কণ্ডেয়হৃদো নাম পাপং মম হৃদো হর ॥৫৭॥  
 অনেন মৰ্জ্জনং কৃৎস্বা কুৰ্য্যান্মুণ্ডস্য মুণ্ডনং ।  
 শ্রাদ্ধং কুৰ্য্যাৎ প্রযত্নেন উপবাসং সমাচরেৎ ॥৫৮

জ্ঞান করিয়া যে ফল হয়, বারাণসীকুণ্ডে একবার জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ।৫২ হে শাক্ষরি ! তাহার পঞ্চধনু অন্তরে মার্কণ্ডেয় হৃদ, তথায় জ্ঞান করিলে শিবত্ব লাভ হয় । সরস্বতী উত্তরতীরে মার্কণ্ডেয় নামে মহেশ্বর আছেন, ঐ সরোবরে জ্ঞান করিয়া দেবদেব ত্রিলোচন ও আদিত্যের অর্চনা করিলে সৰ্ব্বপাপে বিনষ্ট হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্বক, গন্ধৰ্বগণ কর্তৃক উদগীয়মান হইয়া শিবলোকে গমন করে ! হে বরাননে ! তথায় প্রমুদিতচিত্তে অল্পকাল বাস করে ।৫৪,৫৬ “মার্কণ্ডেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠস্তপস্তপে মহামতিঃ । মার্কণ্ডেয়হৃদোনাম পাপং মম হরো হর” ৫৭ এই মন্ত্রে মৰ্জ্জন করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিবে । সেই

ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যং নির্বৃত্ত্য সাংপ্রতং ।

গোকর্ণস্য বিকর্ণস্য নাতিদূরে মহেশ্বরী ॥৫৯

কুণ্ডং ব্রহ্মসরো নাম একবিংশতিমানতঃ ।

তত্র স্নাত্বা ক্রমহরং ন পুনর্ভবমাদিশেৎ ॥৬০

মুক্তয়ে সৰ্বপাপানাং ব্রহ্মণা নিশ্চিতং পুরা ।

ব্রহ্মকুণ্ড মহাভাগ ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥৬১

স্নাত্বা চানেন মন্ত্রেণ সরস্বতীসৈব পশ্চিমে ।

কৃষ্ণাখ্যশৈলরূপশ্চ বরাহো নাম নামতঃ ॥৬২

তং প্রণম্য নরোভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে প্রমোদতে ॥৬৩

পিঙ্গরোমাক্ষিততুঙ্গকায় দংষ্ট্রাগ্রভাগে চ ধরাধরায়

নীলাচলাঙ্গকলেবরায় মহাবরাহায় নমো নমস্তে ॥৬৪

গোকর্ণস্য তদৈশান্যং ইষুক্ষেপত্রয়াস্তরে ।

সদনে পৰ্বতে রম্যে গঙ্গা পশ্যেচ্চ শঙ্করং ॥৬৫

স্থানে শ্রাদ্ধ ও উপবাস কর্তব্য ৷৫৮ হে মহেশ্বরী! তদনন্তর বিমল  
প্রাতঃকালে নিত্য কর্ম সমাপন পূর্বক গোকর্ণ ও বিকর্ণের নাতিদূরে  
অবস্থিত ৷৫৯ একবিংশতি ধনুঃ পরিমিত ব্রহ্মসরো নামক এক তীর্থ  
আছে, সেই কল্মষ হরতীর্থে স্নান করিলে আরে পুনর্জন্ম হয় না ৷৬০ “মুক্তয়ে  
সৰ্বপাপানাং ব্রহ্মণা নিশ্চিতং পুরা । ব্রহ্মকুণ্ড মহাভাগ ত্রাহিমাং ভবসাগ-  
রাৎ” ৷৬১ এই মন্ত্রে তথাঃ স্নান করিয়া, ঐ সরোবরের পশ্চিমস্থিত  
কৃষ্ণাখ্য শৈলরূপ বরাহ নামে দেবতা আছেন ৷৬২ তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক  
পূজা করিলে বিষ্ণুলোকে গমনপূর্বক আনন্দ লাভ করে ৷৬৩ “পিঙ্গ-  
রোমাক্ষিত তুঙ্গকায় দংষ্ট্রাগ্রভাগে তুধরাধরায় নীলাচলকাল বরায় নমস্তে”  
৬৪ এই মন্ত্রে তাঁহার প্রণাম করিবে । গোকর্ণের দৈশান কোণে ইষুক্ষেপ

কেদারাখ্যং মহাদেবং সৰ্বদেবনমস্কৃতং ।  
 তং লিঙ্গমব্যয়ং দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধয়া সুসমাহিতঃ ॥৬৬  
 পূজয়িত্বা তু তং ভক্ত্যা গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চনোহরৈঃ ।  
 ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নমস্কারৈস্তথা স্তবৈঃ ॥৬৭  
 দণ্ডবৎপ্রণিপাতৈশ্চ নৃত্যগীতাদিস্তিস্তথা ।  
 সম্পূজ্য তং বিধানেন শিবলোকং ব্রজেন্নরঃ ।৬৮  
 মদনে সাগরশ্রেষ্ঠ স্তম্বসৌভাগ্যদায়ক ।  
 আরোহয়ামি শিখরং পাপং হর নমোহস্ততে ।৬৯  
 পূর্ব্বাশাভিমুখে ভূত্বা গহ্বা কুর্যাৎ প্রদক্ষিণং ।  
 ক্ষণেনৈব সমুদ্ধৃত্য শিবলোকং স গচ্ছতি ।৭০  
 শিবং শুক্লবর্ণং শ্বেতবৃষাকৃৎ পদ্মাসনস্থং ।  
 শ্বেতনাগযজ্ঞোপবীতিনং বরদাভয়হস্তং  
 সোমনূর্য্যাগিচক্ষুসং ।

দ্বয় অন্তরে রম্যপৰ্ব্বতে মন্দরস্থিত শঙ্কর দর্শন কর্তব্য । তিনিই সৰ্বদেব-  
 নমস্কৃত কেদারাখ্য মহাদেব ।৬৫ সেই অব্যয়লিঙ্গ দর্শনান্তে শ্রদ্ধাভক্তি  
 সমন্বিত ও সমাহিত হইয়া, ৬৬ ভক্তিপূর্ব্বক মনোহর গন্ধপুষ্প, ধূপ  
 দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার, স্তব, ৬৭ নৃত্য, গীত ও প্রণিপাতাদি দ্বারা তাঁহার  
 পূজা করিলে নরগণ শিবলোক গমন করিয়া থাকে ।৬৮

“মদনে সাগরশ্রেষ্ঠ স্তম্বসৌভাগ্যদায়ক । আরোহয়ামি শিখরং  
 পাপং হর নমোহস্ততে” ৬৯ এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বাভিমুখে প্রদক্ষিণ করিলে  
 সৰ্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শিবলোক গমন করিয়া থাকে ।৭০  
 কেদারাখ্যশিব শুক্লবর্ণ শ্বেতবৃষাকৃৎ পদ্মাসনস্থ, শ্বেতনাগ যজ্ঞোপবীত,

জটামুকুটচন্দ্রশেখরং শিতভস্মাক্লেপনং ।

অৰ্দ্ধনারীশ্বরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ।

স্বস্ববাম তৎপুরুষে অঘোর ঐশানং ।

সত্ত্বঃ পশ্চিমং ডমরুখড়গাদিধারিণং ।

খড়গগোক্ষীরয়োর্বর্ণং উত্তরং বামদেবকং ।

শঙ্খচক্রধারিণং তপ্তহেমাভবর্ণং ।

পূৰ্ব্বং তৎ পুরুষং গদাপদ্মধরং পরং ।

স্বচ্ছ সিন্দূরাভং দক্ষিণমেঘোরং ত্রিশূলং ।

কপিলবিটকদংষ্ট্রং নীলমেঘাজ্জনোপমং ॥৭১

এবং কেদারাখ্যং শিবং ধ্যান্য শিবতন্মোক্তেন ।

পূজয়িত্ব প্রতিপুষ্পাজ্জলিং গৃহীত্বা প্রতিমন্ত্ৰেণ পূজয়েৎ ॥

নমশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়ায় নমঃ খট্বাক্ ধারিণে ।

নমোহস্ত শূলহস্তায় কেদারায় নমো নমঃ ॥৭২

সর্বলোকেশ্বরং দেবং মোক্ষকারণমব্যয়ং ।

নিফলং পরমং দেবং প্রণতোহস্মি পুরাতনং ॥৭৩

বরদাভয়হস্ত, সোমস্বৰ্ণাঘ্রিচক্ৰঃ, জটামুকুটচন্দ্রশেখর, শ্বেতভস্মাক্লেপন, অৰ্দ্ধনারীশ্বর, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, তৎপুরুষ, বাম, ঐশান, সত্ত্বঃ পশ্চিম, শঙ্খচক্রধারী, খড়গ গোক্ষীরবর্ণ, উত্তর, বামদেব, ডমরু খড়গাদিধারী, তপ্তহেমাভবর্ণ, পূৰ্ব্ব, গদাপদ্মধর, পরম স্বচ্ছসিন্দূরাভ, দক্ষিণ, অঘোর, ত্রিশূল, কপিল, বিটকদংষ্ট্র, নীলমেঘাজ্জনোপম ৭১ এইরূপে কেদারাখ্য শিবের ধ্যান করিয়া শিবতন্মোক্ত মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাজলি গ্রহণ পূৰ্বক পূজা করিবে। ৭২ “নমশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়ায় নমঃ খট্বাক্ ধারিণে। নমোহস্ত শূল-

সর্বেষামেব গোপ্তারং নমস্তে শত্ৰুমব্যয়ং ।  
 শব্দাতীতং গুণাতীতং নমস্তে শত্ৰুমব্যয়ং ॥৭৪  
 ইতি প্রসাদনং কৃৎস্না কেদারস্য চ পশ্চিমং ।  
 গহ্বা ব্রহ্মবটং বৃক্ষমচ্ছিত্রমবধারয়েৎ ॥৭৫  
 কেদারঞ্চ নমস্কৃত্য কল্পবৃক্ষং ততঃ পুনঃ ।  
 দশজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্বতি ॥৭৬  
 নমোহব্যাস্ত্রস্বরূপায় মহামলয়বাসিনে ।  
 মহেন্দ্রশ্রোপরিষ্ঠায় ত্র্যগ্ৰোধায় নমো মমঃ ॥৭৭  
 কেদারস্য চ কোবেরে ইষুক্ষেপত্রয়াস্তরে ।  
 পৌষ্পকে নগরে ক্ষেত্রে কমলাক্ষহরং ভুঞ্জেৎ ॥৭৮  
 সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনং ।  
 ত্রাহি মাং ভগনেতস্ম ত্রিপুরারে নমোহস্ততে ॥৭৯

ইত্যত্র কেদারায় নমোনমঃ<sup>১</sup> এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া, সর্বলোকেশ্বর, দেব,  
 নাক্ষত্রারণ, অব্যয় নিফল, পরম পুণ্যতন দেবকে আমি প্রণাম করি  
 ৭৩ অবিলের রক্ষাকর্তা, অব্যয় শত্ৰুকে নমস্কার! শব্দাতীত গুণাতীত  
 অব্যয় শত্ৰুকে নমস্কার। ৭৪ এইরূপে স্তুতি প্রণাম দ্বারা তাঁহার প্রসাদন  
 করিবে। তদনন্তর কেদারের পশ্চিমদিকে ব্রহ্মবটবৃক্ষ সম্মিথানে গমন  
 পূর্বক অচ্ছিত্রাবধারণ কর্তব্য ৭৪ এইরূপে কেদার ও কল্পবৃক্ষকে নম  
 স্কার করিবে দশজন্মার্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ৭৬ নমোহব্যাস্ত্র  
 স্বরূপায় মহামলয় বাসিনে। মহেন্দ্রশ্রোপরিষ্ঠায় ত্র্যগ্ৰোধায় নমো নমঃ। ৭৭  
 এই মন্ত্রে বটবৃক্ষকে নমস্কার করিবে। কেদারের উত্তরদিকে তিন ইষু-  
 ক্ষেপ অস্তরে, পৌষ্পক নগরক্ষেত্রে কমলাক্ষ হরকে ভজনা করিবে। ৭৮



নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় সৰ্বপাপহরায় চ ।

ত্রিপুরারে নমোহস্ততে কমলেশ নমোহস্ততে ॥৮০

দক্ষিণে কল্পবৃক্ষস্য ইক্ষুক্ষেপাস্তরে প্রিয়ে ।

ছত্রকোরগিরিযোহসৌ সাগরিঃ পরিপাত্রকঃ ॥

তস্যারোহণমাত্রেণ ন পুনর্জায়তে ভূবি ॥৮১

অষ্টযষ্টিষু শৈলেষমেষ্যে উন্নতকো গিরিঃ ।

মন্দরাখ্যস্ত তং শৈলং গতা তত্র সমাহিতঃ ॥

পূর্বভাগেত শৈলস্য স্থিতো মধুরিপুহরিঃ ।

দর্শনান্তস্য দেবস্য কুলানাং তারয়েচ্ছতং ॥৮২-৮৩

কেদারমুদকং পীত্বা কামধেনুং স্পৃশেদযদি ।

পূজয়েৎ কেশবং ভক্ত্যা ন ভূয়ো জায়তে কচিৎ ॥৮৪

অনুভমোভমং ক্ষেত্রং শৈলং মন্দারকং প্রিয়ে ।

ককুদেশ্বরহং দৃষ্ট্বা স যাতি পরমাং গতিং ॥৮৫

“সংসার সাগরেমগ্নংপাপগ্রস্তমচেতনং । ত্রাহিমান্ভগনেত্রয় ত্রিপুরারে  
নমোহস্ততে ৭৯ নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় সৰ্বপাপ হরায় চ । ত্রিপুরারে  
নমস্তেহস্ত কমলেশ নমোস্ততে” ৮০ এই মন্ত্রে তাঁহার পূজা ও প্রণাম  
কর্তব্য । অনন্তর কল্পবৃক্ষের দক্ষিণে ইক্ষুক্ষেপদ্বয় অন্তরে ছত্রকোর, সাগরি  
ও পরিপাত্রক গিরি অষ্টযষ্টি শৈলমধ্যে উন্নত, তাহাতে আরোহণ করিলে  
পুনর্জন্ম হয় না ৮১ তদনন্তর মন্দরাখ্য শৈলে গমনপূর্বক সমাহিত  
হইয়া তৎপূর্বভাগস্থিত মধুরিপু হরিকে দর্শন করিলে শত কুল উদ্ধার  
হয় ৮২-৮৩ কেদারোদক পান কামধেনু স্পর্শ ও ভক্তিপূর্বক কেশবেয়  
পূজা করিলে ভূতলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ৮৪ হে প্রিয়ে !  
মন্দারক শৈল, অত্যুত্তম ক্ষেত্র, তথায় ককুদেশ্বর হরকে দর্শন করিলে

ব্রহ্মেশ্বরশ্চ তত্রৈব হোমমধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 ব্রহ্মেশ্বরং নমস্কৃত্য ব্রহ্মজ্ঞানমবাप्নুয়াৎ ॥৮৬  
 ভাবভূতেশ্বরং দৃষ্ট্বা কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণং ।  
 মুচ্যতে পাপসংঘৈশ্চ শিথিলোকে মহীয়তে ॥  
 সংপূজয়েচ্ছিবং যন্তু মন্দারে ক্ষেত্রপর্বতে ।  
 জন্মার্জিতস্য পাপস্য দর্শনাদ্ যাতি সংক্ষয়ং ॥৮৮  
 প্রয়াগে সঙ্গমে স্নাত্বা যৎ ফলং লভতে নরঃ ।  
 তৎফলং লভতে চাগ্র্যং সহস্রগুণমেব হি ॥৮৯  
 ধর্মেশ্বরস্য দেবস্য কৃপাস্তিষ্ঠতি চাগ্রতঃ ।  
 তত্র স্নানেন দেবেশি পিণ্ডনির্বপণেন চ ।  
 গোসহস্রফলং সম্যক্ লভতে চ বরাননে ॥৯০  
 পারিপাত্রস্যোত্তরতো ধনুর্বিংশান্তরে প্রিয়ে ।  
 কপিলস্যশ্রমে রম্যে সংপশ্যেৎ কপিলেশ্বরং ॥৯১

পরমগতি প্রাপ্ত হয় ৮৫ সেইস্থানেই ব্রহ্মেশ্বর হোমমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন,  
 ব্রহ্মেশ্বরকে নমস্কার করিলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় ৮৬ তদনন্তর ভাব-  
 ভূতেশ্বর দেবকে দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া  
 শিথিলোকে গমনপূর্বক পূজা প্রাপ্ত হয় ৮৭ যে নর, মন্দারে ও ক্ষেত্র  
 পর্বতে শিবপূজা করে, দর্শনমাত্রেই তাহার জন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া  
 যায় ৮৮ মানবগণ প্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করিয়া যে ফল লাভ করে ৮৯  
 তথায় অগ্রভাগে ধর্মেশ্বরের কৃপা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে স্নান ও  
 পিণ্ডনির্বপণ করিলে গোসহস্রের ফল লাভ হয় ৯০ হে বরাননে !  
 পারিপাত্রের উত্তরে বিংশতিধনু অন্তরে, মনোহর কপিলশ্রমে কপিলেশ্বর

তং সংপূজ্য নরোভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ।  
 পারিপাত্রে স্থিতং দেবং সর্ববাঘভয়নাশনং ॥  
 তেষাং কিকিদ্ভয়ং নাস্তি ঘোরসংসারসাগরে ॥১২  
 পিশাচমোচনং নাম তীর্থং তস্য চ পূর্বতঃ ।  
 ধনুরেকাদশান্তে চ তত্রৈব কালভৈরবঃ ॥১৩  
 কৃষ্ণং গৌরং বৃষাকারং পূর্বভাগে গতং প্রিয়ে ।  
 পিশাচমোচনে তীর্থে পূজ্যামাস শূলিনং ॥১৪  
 ইথং দেবস্য তল্লিঙ্গং কপর্দীশ্বরমুত্তমং ।  
 পূজনীয়ং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥১৫  
 ব্যাঘ্রেশ্বরস্য দেবস্য দক্ষিণে বরবর্ণিনি ।  
 স্বয়মুত্তমং লিঙ্গং বৈ দেবানামপি দুর্লভং ॥১৬  
 পূর্বমুখস্ত তং লিঙ্গং শ্রেষ্ঠস্থানমুদাহৃতং ।  
 কৃতিবাসেশ্বরং প্রাপ্য সংসারবিগতিজ্বরঃ ॥১৭

দর্শন করিয়া ১১ ভক্তিপূর্বক তাহার পূজা করিলে বিষ্ণুলোকে পূজা  
 হইয়া থাকে । পরিপাত্রস্থিত সর্বপাপবিনাশন দেবকে দর্শন করিলে  
 তাহাদের ঘোর সংসার সাগরেও কিছুমাত্র ভয় থাকে না ॥১২ তাহার  
 পূর্বদিকে একাদশ ধনু অন্তরে পিশাচমোচন নামক তীর্থ, তথায় কালভৈরব  
 অবস্থিত আছেন ॥১৩ এই পিশাচমোচন তীর্থের পূর্বভাগস্থিত বৃষাকৃতি  
 কৃষ্ণগৌর শূলি মহাদেবের পূজা করিয়া ১৪ এইরূপে তাহার কপর্দীশ্বর  
 নামক উত্তম লিঙ্গ, যত্রপূর্বক স্তব দ্বারা পূজনীয় ॥১৫

হে বরবর্ণিনি ! ব্যাঘ্রেশ্বরের দক্ষিণস্থিত দেবগণেরও দুর্লভ স্বয়মুত্তম  
 পূর্বমুখে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥১৬ এই স্থান শ্রেষ্ঠতর জানিবে । কৃতিবাসেশ্বর

সংসারভয়নির্মুক্তাঃ সৰ্বপাপবিবৰ্জিতাঃ ।  
 সুখেন মুক্তিমায়াস্তি যথাইস্তু যতস্তথা ॥৯৮  
 ব্যাঘ্ৰেশ্বরস্য চৈশান্তে ধনুর্দশপ্রমাণতঃ ।  
 কৃতিবাসেশ্বরং প্রাপ্তং লিঙ্গযোনিপ্রতিষ্ঠিতং ॥  
 কৃতিবাসেশ্বরো দেবো দ্রষ্টব্যশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৯৯  
 বদীচ্ছেত্তারকং জ্ঞানং শাস্তং চামৃতং পদং ।  
 এতৎ সৰ্বৈশ্চ কৰ্তব্যং যদীচ্ছেৎ পরমাত্মনঃ ॥১০০  
 মদলাচলস্যোশানে ইক্ষুক্ষেপত্রয়াস্তরে ।  
 বাণেশ্বরস্ত বিখ্যাতঃ সপ্তপাতালভেদকং ॥১০১  
 বৎসরতন্ত লিঙ্গানাং সৰ্বেষামুত্তমোত্তমং ।  
 তং প্রণম্য নরোভক্তা বৎসরাদ মুচ্যতে নরঃ ॥১০২

দেবকে দর্শন করিলে সংসার জর বিদূরিত হয়, ১২৭ সংসার ভয় ও সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে বথাযোগ্যরূপে মুক্তিলাভ করে ৷৯৮ ব্যাঘ্ৰেশ্বরের ঈশানকোণে দশ ধনুঃ পরিমিত কৃতিবাসেশ্বর লিঙ্গযোনি প্রতিষ্ঠিত আছে । মানবগণ যদি আত্মার তারণ কারণ শাস্ত অমৃতপদ স্বরূপ জ্ঞানের কামনা করে, তবে কৃতিবাসেশ্বর দেবকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবে ৷৯৯ এই সকল কার্য্য সকলেরই কৰ্তব্য ৷১০০ মদলাচলের ঈশান কোণে তিন ইক্ষুক্ষেপ অন্তরে সপ্ত পাতাল ভেদক বিখ্যাত বাণেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ৷১০১ এই বৎসরক লিঙ্গ, সকলের উত্তমের উত্তম । এই বাণেশ্বরদেবকে প্রণাম ও পূজা করিলে পাপ হইতে বৎসর হইতে মুক্ত হয় ৷১০২ সেই দেবের বায়ুকোণে নানাবর্ণের যে শিলা আছে,

তস্য দেবস্য বায়ব্যে নানাবর্ণেন যা শিলা ।  
 গরুড়াখ্যং মহালিঙ্গং পূজয়েদগরুড়ং নরঃ ॥১০৩  
 দর্শনাত্তস্য দেবস্য গোশতস্য ফলং লভেৎ ॥১০৪  
 নমস্তে পক্ষিরাজেন্দ্র বাসুদেবহিতে রত ।  
 অনুজ্ঞাং দেহি পক্ষীশ ত্বমসঃ দর্শনং প্রতি ॥১০৫  
 প্রণিপত্য পঠেন্নম্রং পশ্চিমস্যাস্তুরে মহৎ ।  
 বিষোরাযতনং প্রাপ্য নরঃ শিবজলে শুভে ॥  
 স্নাত্বা চ মুণ্ডনং কৃৎবা ধ্যাত্বা বিষ্ণুং ক্ষপেম্মিশাং ॥১০৬  
 ততঃ প্রভাতে দেবেশি মণিকূটস্থ উত্তরে ।  
 বল্লভাখ্যা নদী পুণ্য সর্বপাপপ্রমোচনী ॥১০৭  
 তত্র স্নাত্বা চতুর্দশ্যাং মাঘে বা ফাল্গুনেহথবা ।  
 বল্লভায়াঞ্চ দেবেশি মহাপাপকনাশনং ॥১০৮  
 বল্লভায়াং নরঃ স্নাত্বা নীলকণ্ঠস্য দর্শনাৎ ।  
 ন স্পৃশন্তীহ পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি ॥১০৯

তাহাই গরুড়াখ্য মহালিঙ্গ, নরগণ গরুড় দেবের পূজা করিবে। ১০৩ সেই  
 দেবের দর্শন করিলে শত গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ১০৪ “নমস্তে  
 পক্ষিরাজেন্দ্র বাসুদেব হিতে রত ॥ অনুজ্ঞাং দেহি পক্ষীশ ত্বমসঃ দর্শনং  
 প্রতি ১০৫” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণামান্তর পশ্চিমদিকে বিষ্ণুর  
 আয়তনে গমন করিয়া স্নানান্তর মুণ্ডন পূর্বক বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সাত্ত্বি  
 যাপন করিবে। ১০৬ হে দেবেশি ! তদনন্তর প্রভাতকালে মণিকূটের উত্তর-  
 ভাগে সর্বপাপ প্রমোচনী বল্লভা নদী প্রবাহিতা। ১০৭ সেই পুণ্যনদীতে  
 মাঘ ও ফাল্গুন মাসের চতুর্দশীতে স্নান করিলে মহাপাতক নাশ হয়। ১০৮

তস্মিন্স্থিতীর্থং নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা সাদরমাধবং ।

যত্র তত্র স্থিতো বাপি সংসারে ন পুনর্বিবেশেৎ ॥১১০

সংসারে সর্বতন্তুস্য গঙ্গামায়াতনং ভবেৎ ॥১১১

বরাহবিবরং দৃষ্ট্বা নরব্রজ্যা মহানদী ।

অশোকমলসজ্জাতা কোলদণ্ডবিনিঃসৃত্য ॥১১২

নন্দিনী পঙ্কজা চৈব নদী মধুমতী পরা ।

মণিকূটে চ নংহাতা তস্য তত্রাধিকং ফলং ॥১১৩

নমোহস্ত তে পূণ্যজলে নমঃ সাগরগামিনি ।

নমস্তে পাপবিমলে নমো দেবি শিবপদে ॥১১৪

অপুনর্ভবজলে স্নাতা বিশেষগোকর্ণমীশ্বরং ।

স্বর্গদ্বারঞ্চ তত্রৈব ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥১১৫

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সর্বদেবৈর্নিক্রুপিতঃ ।

স্বর্গদ্বারং মহাপুণ্যং সমাবোহেৎ সুতুল্লভং ॥১১৬

নরগণ বহুভায় স্নানান্তর নীলকণ্ঠ দর্শন করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয় । ১১০ সেই তীর্থে স্নানান্তর সাদর মাধবকে দর্শন করিলে যে যেখানেই থাকুক সংসারে আর প্রবেশ করিতে হয় না । ১১০ সংসারের সর্বস্থানই তাহার গঙ্গায়তনস্বরূপ হয় । ১১১ অনন্তর বরাহবিবর দর্শন করিবে ! তদনন্তর মহানদী নরব্রজ, অশোকমলসজ্জাতা ইহা কোলদণ্ড হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে ১১২ । তদনন্তর নন্দিনী পঙ্কজা ও পরমোৎকৃষ্টা মধুমতী নদী, এই নদী মণিকূট হইতে উৎপন্ন, ইহাতে স্নান করিলে অধিকতর ফল লাভ হয় । ১১৩ “নমোহস্ততে পূণ্যজলে নমঃ সাগরগামিনী । নমস্তে পাপবিমলে নমোদেবি শিবপদে ।” ১১৪ এই মন্ত্রে অপুনর্ভা জলে স্নান করিয়া ঈশ্বর গোকর্ণে প্রবেশ করিবে । ১১৫ সেই স্থানেই স্বর্গদ্বার.

দশলক্ষণযুক্তায় চতুষ্পাদায় চারবে।

অর্ঘ্যং দদামি ধর্ম্মায় স্বর্গদ্বারানবাসিনে ॥১১৭

গত্বা তত্র যুগ্মহস্তং নমস্কর্যাদতন্ত্রিতঃ।

হুদে বারাগসীয়ে চ মার্কণ্ডেয়সরে তথা।

স্নাত্বা কামেশ্বরং দৃষ্ট্বা কল্পবৃক্ষং নমোত্ততঃ ॥১১৮

স্নাত্বা পশ্চাদ্ভ্রাজ্য ভায়াং ততো হরিগৃহং ব্রজেৎ।

যোহর্চাংতোর্থে চ বিধিবৎ কেরোতি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।

কুলৈকবিংশমুকুত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥১১৯

মণিকুটস্য পূর্বে তু নাতিদূরে মহেশ্বরী।

বিপ্তপুষ্করকং নাম সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং জলং ॥১২০

তত্র স্নাত্বা বরারোহে বিপুলাং লভতে শ্রিয়ং।

পুষ্করাকারমাশ্রয় স্থিতোহসে স্নাতলে ॥১২১

তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ঋত্বাদি সকল দেবগণ নিরূপণ করিয়াছেন। সেই মহাপুণ্য স্নত্বলভ স্বর্গদ্বারে আরোহণ কর্তব্য। ১১৬ তথায় এই মন্ত্র উচ্চারণীয়। “দশলক্ষণযুক্তায় চতুষ্পাদায়চারবে! অর্ঘ্যং দদামি ধর্ম্মায় স্বর্গদ্বারনিবাসিনে” ১১৭ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান পুরঃসর কৃত্যঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিবে। ১১৮ তদনন্তর, বারাগসীর হুদে ও মার্কণ্ডেয় সরে স্নান করিয়া কামেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক কল্পবৃক্ষকে প্রণতি করিয়া তৎপরেই ভ্রাজ্য স্নান করিয়া হরিগৃহে গমন করিবে। যে মানব নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া এই তীর্থে অর্চনা করে, সে একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ১১৯ হে মহেশ্বরী! মণিকুটের পূর্বে অনতিদূরে বিষ্ণুপুষ্কর নামে সর্ব্বতীর্থ বারি পরিপূরিত এক তীর্থ আছে। ১২০ হে বরারোহে! তথায় স্নান করিলে বিপুল শ্রীলাভ হয় এবং সে পুষ্কর অর্থাৎ পদ্মতুল্যরূপ ধারণ

মৰ্ত্যলোকহিতার্থায় পাপং মে হর পুঙ্কর ।

স্নান্ধা চানেন মন্ত্ৰেণ বাক্ষণং তত্র সংজপেৎ ॥১২২

দত্তাদর্ঘ্যঞ্চ বিধিবদারোহেদপি কূটকং ।

মণিকূটাচলে বিষ্ণুহয়গ্রীবস্বরূপধৃক্ ।

শতবাহুপ্রমাণঞ্চ চলোহষ্টসহস্রকং ।

মন্ত্ৰেণারোহয়েদ্দেবি পাতপুষ্পেণ পূজয়েৎ ॥১২৩

ততঃ স বিষ্ণুদেহঞ্চ দ্বারিকঞ্চ প্রসাদয়েৎ ॥১২৪

দণ্ডহস্ত মহাবাহো কালদৈত্যনিমূদন ।

দ্বারপাল নমস্তেহস্ত কপাটং দেহিমে সদা ॥১২৫

পীতঞ্চ দ্বিভূজং শান্তং মণিকুণ্ডলমণ্ডিতং ।

চক্র বাণধরং শুক্লং সমস্তাং পরিবেষ্টিতং ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নং মণিশৈলং ত্রিলোচনং ।

ধ্যাত্বা তৎপীঠকে মন্ত্ৰমারোহেৎ শিখরং তদা ॥১২৬

পূর্বক অবনীতলে অবস্থান করে। ১২১ “মৰ্ত্যলোকে হিতার্থায় পাপং মেহরপুঙ্কর” এই মন্ত্ৰে স্থানান্তর বাক্ষণ মন্ত্ৰ জপ করিয়া, ১২২ বিধিবৎ অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক কূটারোহণ করিবে। বিষ্ণু মণিকূটাচলে হরগ্রীবরূপ-ধারী হইয়া অবস্থিত আছেন। তথায় শতবাহু প্রমাণ অষ্ট সহস্র অচল মন্ত্ৰোচ্চারণ পূর্বক তাহাতে আরোহণ করিয়া পীতপুষ্পে পূজা কর্তব্য। ১২৩ তদনন্তর সেই ব্যক্তি বিষ্ণুদেহ দ্বারিকের প্রসাদন কর্তব্য। ১২৪ হে দণ্ডহস্ত মহাবাহো! কালদৈত্যঃ নিমূদন দ্বারপাল! আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাকে দ্বার প্রদান কর। ১২৫ পীতবর্ণ, দ্বিভূজ, শান্তমণিকুণ্ডলমণ্ডিত, চক্রবাণধর, শুক্ল, সমস্তাং পরিবেষ্টিত, সর্বলক্ষণ-



মণিকূট গিরিশ্রেষ্ঠ পীতবর্ণ ত্রিলোচন ।  
 অদ্যারোহণং কৃত্ব দ্রক্ষ্যামি ভবনস্তথা ॥১২৭  
 তং পূর্বাভিমুখে নৈব উত্তরাভিমুখেন বা ।  
 আরোহেন্নগিশৈলঞ্চ বর্জয়েদহুদিভ্মুখং ॥১২৮  
 গতা বিক্ষ্যাচলং পশ্চাৎ কৃত্বা তৎ ত্রিঃপ্রদক্ষিণং ।  
 প্রবিশ্য সংযতো ভূত্বা ধোতবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 মূলে ন স্নাপয়েদেবং সৌগন্ধিকজলৈঃ শুভৈঃ ।  
 কর্পূরবাসিতৈঃ স্নিগ্ধৈঃ সুগন্ধিকুসুমাদিভিঃ ।  
 চন্দনাগুরুপদ্মানি যানি কাম্যানি কানিচিৎ ।  
 কৃত্যানি কুণ্ড মালিখ্য তজ্জলে স্নানমাসরেৎ ॥১২৯ ১৩১  
 সিতামলজলৈশ্চৈরতোয়ৈঃ কোষোদকে ন চ  
 উষ্ণেন বারিণা চৈব ক্রমাৎ পঞ্চামৃতে ন চ ॥১৩০

সম্পন্ন মণিশৈল ত্রিলোচনকে ধ্যান করিয়া তৎপীঠে মন্ত্র পাঠপূর্বক শিখরে  
 আরোহণ করিবে । ১২৬ মন্ত্র বর্ণা—“মণিকূট গিরিশ্রেষ্ঠ পীতবর্ণ  
 ত্রিলোচন । অদ্যারোহণং কৃত্বা দ্রক্ষ্যামি ভবনস্তথাঃ” ১২৭ পূর্বাভিমুখে  
 বা উত্তরাভিমুখে মণিশৈলারোহণ কর্তব্য, অহুদিভ্মুখে আরোহণ বর্জন  
 করিবে । ১২৮ তদনন্তর বিক্ষ্যাচলে গমন । পূর্বক তিনবার প্রদক্ষিণাস্তে,  
 ধোতবাসন, জিতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত হইয়া, মূল মন্ত্র দ্বারা কর্পূরবাসিত  
 সুগন্ধিজলে দেবতার স্নান করাইয়া চন্দন অগুরু পদ্মাদি দ্বারা কাম্যার্থ্য  
 সমাপন পূর্বক কুণ্ড লিখিয়া সেই জলে স্নানোচ্চারণ করাইবে । ১২৯ ১৩১  
 সিতামল জলে, ঈষদুষ্ণতোয়ে উষ্ণ জল ও পঞ্চামৃতে । ১৩০ ত্রিসিত ত্রিগন্ধ

ত্রিসিতেন ত্রিগন্ধেন ত্রিজলেন মম প্রিয়ে ।  
 প্রীত্যর্থং তস্য দেবস্য জ্ঞানং দেবি সমাচরেৎ ॥১৩৩  
 ত্রিসিতং চন্দনং পদ্মং উশীরং পরিকীর্তিতং ।  
 নিত্যং মলয়জং মৰ্ত্ত্যং ত্রিগন্ধং সুমনোহরং ॥১৩৪  
 তীর্থোদকং গন্ধতোয়ং কর্পূরসোদকস্তথা ।  
 ত্রিজলঞ্চ মহেশানি আপয়েদন্তরাস্তরে ॥১৩৫  
 আপয়িত্বা যথোক্তেন তথাং মানং সমাচরেৎ ।  
 অর্দ্ধজ্ঞানং ততঃ কুর্যাদ্বিধিজ্ঞঃ পরমেশ্বরী ॥১৩৬  
 অষ্টোত্তরসহস্রৈস্তু সূবর্ণঘটিতৈর্ঘটৈঃ ।  
 তঙুলৈঃ আপনং কুয়াং কর্পূরাদিবিমিশ্রিতং ॥১৩৭  
 অশক্তস্ত শতং কুর্যাদদশধা সুরমুন্দরি ।  
 তাত্ৰৈক্যং রাজতৈক্যাপি অথবা সতি সম্ভবৈ ।  
 মাতিৈক্যং ঘটে জ্ঞানমশক্তস্ত সমাচরেৎ ॥১৩৮

ত্রিজলে জ্ঞান করাইবে ১৩৩ তদ্বারা দেবতার অত্যন্ত প্রীতিসম্পাদিত হয় । চন্দন, পদ্ম ও উশীর এই তিনটির সম্মিলনের নাম ত্রিসিত ১৩৪ নিত্যগন্ধ, মলয়জ গন্ধ ও মৰ্ত্ত্যগন্ধ ইহার নাম ত্রিগন্ধ । তীর্থোদক, গন্ধ তোয় ও কর্পূরোদক ইহাদের সম্মিলনই ত্রিজল । এই তিন দ্বারা পরে পরে জ্ঞান করাইবে ১৩৫ এইরূপে যথোক্তক্রমে জ্ঞান করাইয়া জ্ঞানার্চন করিবে । হে পরমেশ্বরী ! বিধিজ্ঞব্যক্তি তৎপরেই অর্দ্ধজ্ঞান করাইবেন ১৩৬ তদনন্তর সূবর্ণগঠিত ঘটদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্রতঙুলযুক্ত কর্পূরাদি মিশ্রিত জলে জ্ঞান করাইবে ১৩৭ অশক্ত ব্যক্তি দশবার জ্ঞান করাইবে । যে ব্যক্তি সূবর্ণ ঘটে জ্ঞান করাইতে অক্ষম, সে রজত, তাম্র বা সম্ভব

স্নানাৎ পূৰ্ব্বং মহেশানি তীৰ্থং গচ্ছা মহেশ্বর ।  
 তস্মাচ্চি জলমাহুত্য কুন্তে কৃষ্ণা বিধানবিৎ ॥১৩৯  
 গন্ধং পুষ্পং ততো দত্ত্বা পুনর্মন্ত্রং জপেত্ততঃ ।  
 অমৃতীকরণং কুর্য্যানুজ্ঞাং তত্র চ দর্শয়েৎ ॥১৪০  
 ষড়ঙ্গং বিষ্ণুসেত্তত্র অবগুণ্ঠ্য ততোহর্চয়েৎ ।  
 মহোৎসবং ততঃ কৃষ্ণা স্নানার্থং দেবদক্ষিণে ।  
 স্থাপয়েৎ স্নানশেষে তু চেবব্যাক্ষ্যাক্ষিপেত্ততো ॥১৪১  
 উদ্বর্তনং প্রতিদিনং কর্তব্যঞ্চ দিনান্তরে ।  
 দিনত্রয়ান্তরে বাপি সর্বকালে বিশেষতঃ ॥১৪২  
 তিলোস্তুবেন তৈলেন স্নগন্ধেন মম প্রিয়ে ।  
 পলেন চ পলার্কেন তদর্কেনাপি যত্নতঃ ।  
 স্নেহৈর্ব্বা রজনীভিচ্চ তণ্ডুলোদ্বর্তনাদিভিঃ ।  
 সংস্থাপ্য দেবদেবেশং বিষ্ণুপত্রেণ শাকরি ।

হইলে মুম্বয় ষটেও স্নান করাইতে পারে। ১৩৮ হে মহেশানি! স্নানের পূর্বে তীর্থে গমন পূর্বক তজ্জল আনয়নপূর্বক কুন্তস্থ করিয়া। ১৩৯ গন্ধপুষ্পাদি প্রদানপুরঃসর বিধিপূর্বক মন্ত্র জপ করিয়া অমৃতীকরণ ও মুজ্ঞাপ্রদর্শন করিবে। ১৪০ পরে ষড়ঙ্গবিন্যাশ ও অবগুণ্ঠন প্রদানপূর্বক অর্চনান্তে মহোৎসব করিয়া স্নানার্থ দেবদক্ষিণে রাখিয়া তৎপরেই স্নান করাইবে। স্নানশেষে দেবতমুতে বারি নিক্ষেপ কর্তব্য। ১৪১ প্রতিদিন দিনান্তরে উদ্বর্তন (স্নেহ দ্রব্যাদি স্রবণ) কর্তব্য, বিশেষতঃ সর্বকালে তিন দিন অন্তরে উদ্বর্তন করিবে। ১৪২ হে প্রেয়সি! পল, পলার্ক পরিমিত স্নগন্ধ তিলোস্তুব তৈলে, অথবা স্নেহতণ্ডুলাদি দ্বারা, দেবদেবকে বিষ্ণুপত্রে

সংঘৃষ্টগাত্রং পট্টৈর্ব্বা অপামার্গস্য মূলকৈ ।  
 কূর্চকৈ নলপুষ্পস্য কূর্চং কুর্য্যাম্ মহেশ্বরি ॥১৪৩-১৪৪  
 কুশেন চামরেনাথ গোবালেন বিশেষতঃ ।  
 উল্লীরং কূর্চকং দত্ত্বা সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৪৫  
 দত্ত্বা গোবালকং কূর্চং সৰ্ব্বান্ পাপাসপোহতি ।  
 দত্ত্বা চ চামরং কূর্চং শ্রিয়মাপ্নোত্যমৃতমাং ॥১৪৬  
 ন বরাহস্য রোমেণ ন বংশেন কদাচন ।  
 গবয়স্য তথাশ্বস্য রোমন্তু পরিবৰ্জ্জয়েৎ ॥১৪৭  
 লিঙ্গে বা প্রতিমায়াং বা শালগ্রামে তথৈব চ ।  
 ন কূর্চয়েৎ প্রতিদিনং পঞ্চাহে সপ্তমে তথা ॥১৪৮  
 মাসান্তে বাথ পক্ষ্যন্তে কূর্চয়েন্মম সুন্দরি ।  
 অয়নে বিষুবে চৈব ভৌমবারে দিনকরে ॥১৪৯  
 দ্বাদশ্যাং রাহগ্রান্তে চ তৈলস্নানং ন কারয়েৎ ॥১৫০

স্থাপনপূর্ব্বক উদ্বর্তন কর্তব্য । অপামার্গের পত্র বা মূল দ্বারা অথবা  
 নলপুষ্পের কূর্চক দ্বারা কূর্চন করিবে । ১৪৩। ১৪৪ কুশ চামর গোবাল,  
 বিশেষতঃ উল্লীর কূর্চক প্রদান করিয়া সৰ্ব্বপাপ হইতে পরিস্কৃত হয় । ১৪৫  
 গোবালক কূর্চকদানে সৰ্ব্বপাপ নষ্ট হয় । চামরকূর্চক প্রদান করিলে  
 অমৃতম শ্রীলাভ হয় । ১৪৬ বরাহ রোম, বংশ গবয় রোম ও অশ্ব রোম  
 পরিবৰ্জ্জন করিবে । ১৪৭ হে সুন্দরি ! লিঙ্গে বা প্রতিমায়া অথবা শালগ্রামে  
 প্রতিদিন কূর্চন অকর্তব্য, পঞ্চ বা সপ্তদিনান্তে । ১৪৮ মাসান্তে কূর্চন  
 করিবে । অয়নে, বিষুবে, কুজবারে, দিনকরে । ১৪৯ দ্বাদশীতে গ্রহণে  
 তৈল স্নান করাইবে না । ১৫০ হে দেবি ! বরাহে বা মুখে নাসিকান্তে

নৈব তে কূৰ্চয়েদেবি ন বরাঙ্গে মুখেন্ততঃ ।  
 নাসিকান্তে তথা গৃহে লিঙ্গে চ পুলকেষু চ ॥ ১৫১  
 বস্ত্রেণ মার্জ্জয়েদেবি কার্পাসেনাথচন্দনৈঃ ।  
 রক্তবস্ত্রে ভবেৎ কুষ্ঠী পাণ্ডুব্যাধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫২  
 পটেশ্চক্ষুষমাপ্নোতি নীলী রক্তৈঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ ।  
 পরিধাপ্য ততো বস্ত্রং স্বর্গস্থত্বয়ন্তথা ।  
 কটীবেষ্টনকং দত্ত্বাৎ নানারত্নাদি ভূষণং ।  
 পরিধানঃ পিধায়ৈবং স্নানং যঃ কুরুতে নরঃ । ১৫৩। ১৫৪  
 পূজাকালে ভোজনে চ স্নানে চৈব বিশেষতঃ ।  
 সোপি নাশমবাপ্নোতি ধননাশস্তথৈব চ ॥ ১৫৫  
 মলয়জেন গন্ধেন গোপীচন্দনকেন বা ।  
 বিষকাষ্ঠোদ্ভবেনাথ তুলসীকাষ্ঠকেন বা ।  
 পদ্মকেন তমালেন তথা রোচনয়াথবা ।  
 পিধায় তিলকং দেবি শ্রেষ্ঠমেষাক্রমেণ চ । ১৫৬। ১৫৭

গৃহে লিঙ্গে বা পুলকে কূৰ্চন অকর্তব্য । ১৫১ হে দেবি! কার্পাস বস্ত্র বা  
 চন্দন দ্বারা মার্জ্জনা করিবে । রক্তবস্ত্রে মার্জ্জনা করিলে কুষ্ঠী ও পাণ্ডু-  
 ব্যাধিগ্রস্ত হয় । ১৫২ পটদ্বারা মার্জ্জনে চাক্ষুষ লাভ, কিন্তু নীল বা রক্ত-  
 বর্ণ পটদ্বারা মার্জ্জনা করিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । তদনন্তর বস্ত্র পরিধানানন্তর  
 স্বর্গস্থত্বয় ও কটীবেষ্টন এবং রত্নাদি ভূষণ প্রদান করিবে । এইরূপে  
 পরিধান করাইয়া ১৫৩। ১৫৪ বা পূজাকালে, ভোজনে, বিশেষতঃ স্নানকালে  
 যে ব্যক্তি স্নান করে, সে নাশপ্রাপ্ত এবং তাহার ধননাশ হয় । ১৫৫  
 অনন্তর মগয়জ গন্ধ অথবা গোপী চন্দন বিষকাষ্ঠোদরচন্দন বা তুলসীকাষ্ঠ-

চতুঃ সমঞ্চাতি সমং দ্বিসমঞ্চ সুরেশ্বরি ।

অত্রালিপ্য ততো দেহং অয়নেন বিসর্জয়েৎ । ১৫৮

শীতে রাত্রৌ পুনঃ স্নানে নামুলিপ্য স্নগন্ধিভিঃ ।

ললাট তু বিশেষেণ বরাঙ্গেন কদাচন ॥ ১৫৯

চতুঃ সমঞ্চ ত্রিসমং দ্বিসমঞ্চ সুরেশ্বরি ।

পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন দদ্যাদমুলেপনং ॥ ১৬০

চতুর্লগ্নে হতা লক্ষ্মীঃ মুখলগ্নেহতশ্রিয়ং ।

দরিদ্রঃ করলগ্নে চ পদলগ্নে ধনক্ষয়ঃ ॥ ১৬১

লিঙ্গস্থ পুলকাস্তে তু ন দদ্যাদ্চন্দনং প্রিয়ে ॥

পদ্বপত্রে বিষ্ণুপত্রে করবোরদলে তথা ।

তত্র দদ্যাদ্চন্দনঞ্চ লিঙ্গে পুনশ্চ সম্ভবে ॥ ১৬২

জাত চন্দন, কিম্বা পদ্মক তমাল বা যৌচনা দ্বারা তিল করাইবে। ইহার মধ্যে পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ জানিবে। ১৫৬। ১৫৭ হে সুরেশ্বরি! চতুঃসম বা দ্বিসমরূপে দেব দেহ আলেপিত করিবে। অয়নকালে এই আলেপন বর্জিতব্য জানিও। ১৫৮ শীতকালের নিশায় পুনঃস্নানে, স্নগন্ধি লেপন অকর্তব্য। বিশেষরূপে ললাটদেশে বা উত্তমাজে কদাচই লেপন কর্তব্য নয়। ১৫৯ হে সুরেশ্বরি! চতুঃসম, ত্রিসম, বা দ্বিসমরূপে পাদে, পৃষ্ঠে ও নেত্রে অমুলেপন প্রদান করিবে না। ১৬০ চতুর্লগ্নে লক্ষ্মীনাশ, মুখলগ্নে, হতশ্রী, করলগ্নে দরিদ্র, পদলগ্নে ধনক্ষয় হয়। ১৬১ হে প্রিয়ে! লিঙ্গের পুলকাস্তে চন্দন প্রদান কর্তব্য নয়। ১৬২ হে দেবি! লিঙ্গে ও তৎপুলকে সম্ভব হইলে পদ্বপত্রে, বিষ্ণুপত্রে বা করবৌরদলে চন্দন দান করিবে। হে দেবি! নেত্রাজন বিশেষতঃ কঙ্কল দ্বারা কর্তব্য নয়।

নেত্রানি নাঞ্চয়েদেবি কঙ্জলৈশ্চ বিশেষতঃ ।

মালতীপত্রসমুতং তিলতৈলেন আয়সে ॥

তাপয়েৎ পাতয়েদেবি কঙ্জলং তৎ প্রকীৰ্ত্তিতং ॥১৬৩

নীরাজনেন যঃ পূজাং করোতি বরবর্ণিনি ।

অমৃতং প্রাপ্নয়াৎ সোহপি ইহ লোকে পরত্র চ ॥১৬৪

অথ শুদ্ধিজলং যন্ত যো ন কুর্যাৎ সুরার্চিতে ।

সোহপি মূঢ়ো ভবেদ্রোগী ক্ষিপ্রং বা নাশমাপ্নুয়াৎ ॥১৬৫

লিঙ্গে বা প্রতিমায়াস্বা পূৰ্ব্বমেব মম প্রিয়ে ।

নরৈঃ সংমার্জ্যেদ্যন্তং কৃৎস্না চৈব প্রদক্ষিণং ॥১৬৬

সংস্পর্শেৎ প্রতিমাং ভদ্রে মাঞ্চ লিঙ্গস্বরূপিণীং ॥১৬৭

ওঁ নমো নারায়ণায়েতি যে বদন্তি মণীষিণঃ ।

কিং কার্য্যং বহু মাত্রেৰ্বা নোবিভ্রমকায়কৈ ॥১৬৮

ওঁ নমো নারায়ণায়েতি সন্তুঃ সৰ্ব্বার্থ সাধকঃ

যজংস্তেনৈব মন্ত্রেণ সূক্তেন পুরুষেণ বা ॥১৬৯

মালতীপত্রসমুত বা আয়স পাत्रে তিল তৈল দ্বারা তাপিত করিয়া পাতিত করিলে তাহাই কঙ্জল। ১৬৩ হে দেবি বরবর্ণিনি! নীরাজনা দ্বারা (আরতি বিশেষ) যে পূজা করে, সে ইহপরলোকে অমৃত (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়। ১৬৪ হে সুরার্চিতে দেবি! যে মূঢ় দেবপূজার জল শুদ্ধি না করে, সে রোগী হইয়া শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৬৫ হে প্রিয়ে! লিঙ্গে বা প্রতিমার প্রথমই নীর দ্বারা যন্ত্র সম্মার্জন করিয়া প্রদক্ষিণ কর্তব্য। ১৬৬ হে ভদ্রে! প্রতিমা ও লিঙ্গরূপী আমাকে স্পর্শ করিবে। ১৬৭ যে মনস্বী ব্যক্তি “ওঁ নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহার বিভ্রমকারক বহু যত্নে প্রয়োজন কি। ১৬৮ “ওঁ নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্র সং ও

দ্বাদশাক্ষরবীজেন কৃষ্ণবীজেন পূজয়েৎ ।  
 বাস্তেন চ সমস্তেন অনুলোম বিলোমকৈ ।  
 প্রত্যাভবহুভিম'ষ্ট্রৈ মন্ত্ৰেণ বৈষ্ণবেন চ ।  
 তত্রার্ক চন্দ্রবহ্নীনাং মণ্ডলানি বিচিস্তয়েৎ ॥১৬৯  
 ততো বিচিস্ত্য হৃদয়ং ওঁকারং জ্যোতিরূপিণং ।  
 কর্ণিকায়াম্ সমাসানং জ্যোতিরূপ স্বরূপিণং ।  
 অষ্টাক্ষরং ততো মন্ত্ৰং প্রবদন্তি যথাক্রমং ॥১৭১  
 কেশবাদি পুরং কৃৎস্বা দ্বাদশাক্ষরকং নস্ত্রেৎ ।  
 চতুভূজং মহাসত্ত্বং সূর্য্যাকোটিসমপ্রভং ।  
 চিস্তয়িত্বা ততো যোগং জ্যোতীরূপং সনাতনং ।  
 ততঃ আবাহয়েন্মন্ত্ৰং ক্রমশোধিতমানসঃ ১৭২।১৭৩  
 মীনরূপো বরাহশ্চ নারসিংহোথবা পুনঃ ।  
 আয়াতু দেবো বরদো মম নারায়ণোহগ্রতঃ ॥১৭৪

সৰ্ব্বার্থ সাধক । এই মন্ত্ৰ বা পুঙ্খ মুক্ত মন্ত্ৰে । ১৬৯ দ্বাদশাক্ষর বীজ ও  
 কৃষ্ণবীজ মন্ত্ৰে পূজা করিকে । বাস্ত, সমস্ত, অনুলোম ও বিলোম দ্বারা  
 বিহিত বহু মন্ত্ৰ ও বৈষ্ণব মন্ত্ৰ দ্বারা পূজা করিবে । সেই মণিকুটে চন্দ্র  
 সূর্য্য ও বহ্নিমণ্ডল চিস্তা করিয়া । ১৭০ হৃদয় মন্ত্ৰ ও জ্যোতিরূপী ওঁকার  
 মন্ত্ৰ ও কর্ণিকায় সমাসান জ্যোতিরূপ স্বরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্ৰ যথাক্রমে উচ্চারণ  
 কর্তব্য । ১৭১ কেশবাদি পুরস্কার করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্ৰ ত্রাস করিবে ।  
 তদনন্তর ক্রমে শোধিত মানস হইয়া চতুভূজ, মহাসত্ত্ব, কোটিসূর্য্য সমপ্রভা-  
 শীল যোগজ্যোতিরূপ সনাতনে চিস্তা করিয়া আবাহন মন্ত্ৰ বলিবে । ১৭২  
 ১৭৩ । মন্ত্ৰ যথা—মীনরূপো বরাহশ্চ নারসিংহোথবাপুনঃ । আয়াতু-



সূমেরোশ্চাপাদপীঠে পদ্মকল্লিত, মানসং ।  
 সর্বসহহিতার্থায় তিষ্ঠস্ব মধুসূদন ॥১৭৫  
 ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে দেব দেবায় ।  
 অর্ঘ্যোহয়ং হৃষীকেশায় বিষ্ণবে নমঃ ॥১৭৬  
 ইত্যর্ঘ্যং স্ব পাণ্ডং পাদয়োদেব পদ্মনাভ সনাতন ।  
 বিষ্ণো কমলপত্রাক্ষ গৃহাণ মধুসূদন ॥১৭৭  
 ইত পাণ্ডং ।  
 মধুপর্কং মহাদেব ব্রহ্মাষ্টৈঃ কল্লিতং তব ।  
 ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পুরুষোত্তম ॥১৭৮  
 ইতি মধুপর্কং ।  
 মন্দাকিন্ধাস্ত তে বারি জলপানং হরাশুভং ।  
 গৃহার্ণাচমনীয়ং স্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং ॥১৭৯

দেবো বরদো মম নারায়ণোহগ্রতঃ । ১৭৪ ‘সূমেরোশ্চ পাদপীঠে পদ্ম-  
 কল্লিতমানস । সর্বসহ হিতার্থায় তিষ্ঠস্ব মধুসূদন’ । ১৭৫ ইহাই আবাহন  
 মন্ত্র । “ত্রৈলোক্যপতীনাং পতয়ে দেবদেবায় । অর্ঘ্যোহয়ং হৃষীকেশায়  
 বিষ্ণবে নমঃ । ১৭৬ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান কর্তব্য । “স্বপাণ্ডং পাদয়োদেব  
 পদ্মনাভ সনাতন । বিষ্ণোকমল পত্রাক্ষ গৃহাণ মধুসূদন” । ১৭৭ এই  
 মন্ত্রে পাণ্ডদান করিবে । “মধুপর্কং মহাদেব ব্রহ্মাষ্টৈঃ কল্লিতং তব । ময়া  
 নিবেদিতং তব গৃহাণ পুরুষোত্তম” । ১৭৮ এই মন্ত্রে মধুপর্কদান কর্তব্য ।  
 ‘মন্দাকিন্ধাস্তেবারি জলপানং হরাশুভং । গৃহার্ণাচমনীয়ং স্বং ময়া  
 ভক্ত্যানিবেদিতং’ । ১৭৯ এই মন্ত্রে আচমনীয় দান কর্তব্য । ‘হর্যাপঃ

ইত্যাচমনীয়ং ।

হমাপঃ পৃথিবী চৈব জ্যোতিষ্কং বহ্নিরেব চ ।

লোকসম্বিস্তিমাং ত্রেণ বারিণা স্নাপয়াম্যহং ॥১৮০

স্নানং । দরবস্ত্রসমায়ুক্তে যজ্ঞবর্ণবিভূষিতে ।

স্বর্ণবর্ণপ্রভেদেন বাসসী তব কেশব ॥১৮১

বস্ত্রং । শরীরন্তে লেপয়ামি চেষ্টা শৈব চ কেশব ।

ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাং ॥

বিলেপনং । ঋগ্বেদাদিষু মন্ত্রেণ শোধিতং পদ্মযোনিনা ।

সাবিত্রীগ্রন্থ সংযুক্তমুপবীত মনক্ষতং ।

সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চ বিদ্যুচ্চ ত্বমেবাগ্নিস্তথৈব চ ।

ত্বমেব জ্যোতিষান্দেব দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্য তাং ১৮২।৮৩

দীপঃ । অন্নং পঞ্চবিধকৈব রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমন্বিতং ।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং তব কেশব ॥১৮৪

পৃথিবীচৈবজ্যোতিষ্কং বহ্নিরেব চ । লোকসম্বিস্তিমাং ত্রেণ বারিণাস্নাপয়া-  
ম্যহং ১৮০ এই মন্ত্রে স্নান করাইবে । “দরবস্ত্র সমায়ুক্তে যজ্ঞ বর্ণ  
বিভূষিতে । স্বর্ণ বর্ণ প্রভেদেন বাসসীতবকেশব । এই মন্ত্রে বস্ত্র দান  
কর্তব্য । “শরীরন্তে লেপয়ামি চেষ্টাশৈব চ কেশব । ময়া নিবেদিতান্  
গন্ধান্ প্রতিগৃহ্যবিলিপ্যতাং ।” ১৮১ এই মন্ত্রে বিলেপন দান করিবে ।  
“ঋগ্বেদাদিষু মন্ত্রেণ শোধিতং পদ্মযোনিনা । সাবিত্রীগ্রন্থসংযুক্ত মুপবীত  
মনক্ষতং । সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চ বিদ্যুচ্চ ত্বমেবাগ্নি স্তথৈব চ । ত্বমেবজ্যোতিষাং  
দেব দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং” । ১৮২।১৮৩ এই মন্ত্রে দীপ দান করিবে ।  
অন্নংপঞ্চবিধকৈব রসৈঃষড়্ভিঃসমন্বিতং ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং

নৈবেদ্যং । পূৰ্ব্বদলে বসেদেবো যাম্যে সঙ্কৰ্ষণং বসেৎ ।  
 প্রদ্যুন্ন পশ্চিমে চৈব তথৈশান্তে ত্রিবিক্রমং ॥১৮৫  
 তথা চ বায়ুদেবস্ত গরুড়ং পুরতো হ্রসেৎ ।  
 তথা মহাগদাকৈব ত্রাসেদেবস্ত দক্ষিণে ॥১৮৬  
 ততঃ সবেদং ধনুষী ত্রাসেদেবস্ত বামতঃ ।  
 দক্ষিণে বসুধা দেবী বায়ুয়ং তত্র বিহ্রসেৎ ॥১৮৭  
 ত্রিয়ো দক্ষিণতঃ স্থাপ্যঃ পুষ্টিং স্বস্তে রতো হ্রসেৎ ।  
 বনমালাঞ্চ পুরতঃ শ্রীবৎসকৌস্তভো ততঃ ।  
 বিহ্রসেৎ হৃদয়াদৌনি বিহ্রসেচ্চ চতুর্দিশং ॥১৮৮  
 ততোহপি দেবদেবস্য কোণে নৈব তু বিহ্রসেৎ ।  
 পীঠেশানং পূজয়েত্তু তচ্ছক্তীরপি বাহ্যতঃ ॥১৮৯  
 গ্রহাংশ্চ দিক্ পতীংশ্চৈব দত্বাং পুষ্পবলিত্রয়ং ।  
 এবং সংপূজ্য দেবেশং ষণ্ডস্থঞ্চ তনাদিনং ।  
 লভেদভিমতাম্ কামান্ নরো নাস্তু তু সংশয়ঃ ১৯০

তব কেশব” ১৮৪ এই মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রধান কর্তব্য । পূৰ্ব্বকালে দেব  
 দক্ষিণে সঙ্কৰ্ষণ, পশ্চিমে প্রদ্যুন্ন, ঈশানকোণে ত্রিবিক্রম বাস করেন ১৮৫  
 এবং গরুড় বায়ুদেবের অগ্রে বাস করেন, তদনন্তর মহাগদা ১৮৬ দক্ষিণে,  
 বামে বেদ ও ধনুঃ, বসুধা ও ধর্মের এই রূপচিন্তা দ্বারা ত্রাস করিবে ১৮৭  
 লক্ষ্মীকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া পুষ্টিকে তত্ত্বদিকে ত্রাস করিয়া অগ্রে বনমালা  
 তৎপরেই শ্রীবৎসকৌস্তভ এই হৃদয়াদিকে চারিদিকে বিহ্রাস করিবে ১৮৮  
 তদনন্তর দেবদেবের কোণে বিহ্রাস করিয়া পীঠেশানের ও তাঁহার শক্তি  
 সকলের বাহ্যভাগে পূজা করিয়া ১৮৯ গ্রহ ও দিকপতিগণকে পুষ্প বলি-

অনেনৈব বিধানেন মণ্ডপস্থং হয়াননং ।

পূজিতং পশ্যতে যন্ত ন বিদ্বং বিষ্ণুমব্যয়ং ॥১৯১

সকৃপার্চিতো যেন বিধিনানেন কেশবঃ ।

জন্মমৃত্যুজরাতিতঃ স বিষ্ণোঃ পদমাশ্রুয়াৎ ॥১৯২

যঃ স্মরেৎ সততং ভক্ত্যা হয়গ্রীবমতল্লিতঃ ।

অম্বহং তস্মা দ্বে সঙ্ক্যে শ্বেতদ্বীপঃ প্রকল্পিতঃ ॥১৯৩

ওঁ কারাদিসমায়ুক্তং নমস্কারাস্ত দীপিতং ।

সারশ্চ সর্বতদ্বানং মদ্র ইত্যভিধীয়তে ॥১৯৪

অনেনৈব বিধানেন মণ্ডপস্থং হয়াননং ।

পূজিতং যন্ত দেবেশি গন্ধপুষ্পং নিবেদয়েৎ ॥১৯৫

ত্রয় প্রদান করিবে। এইরূপে ষণ্ডস্থ জনার্দন দেবেশ্বরকে পূজা করিলে মানবগণ, অভিলষিত কাম প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। ১৯০ যে নর এই বিধান দ্বারা মণ্ডপস্থ, অবায় বিষ্ণু হয়গ্রীব দেবের পূজা দর্শন করে, তাহার কোন বিঘট হয় না। ১৯১ এই বিধানদ্বারা কেশব দেবের একবার মাত্র পূজা করিলেই সে ব্যক্তি জন্মজরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ১৯২ যে নর ভক্তিমান ও অতদ্রিগ্য় হইয়া নিরন্তর হয়গ্রীব দেবকে স্মরণ করে, আমি তাহার নিমিত্ত ছই সঙ্ক্যা চিন্তা করিয়া শ্বেতদ্বীপ রচিত করিয়া রাখি। ১৯৩ যাহা ওঁ কারাদিগুযুক্ত নমস্কারাদিযুক্ত, সর্বতদ্বের সার, তাহাই মদ্র বলিয়া অভিহিত হয়। ১৯৪ হে দেবি! এই বিধান দ্বারাই গন্ধপুষ্প প্রদানপূর্বক যথোক্তক্রমে মণ্ডপস্থ হয়ানন দেবের পূজা করিবে। ১৯৫ তদনন্তর যথোক্তক্রমে মূদাবন্ধন ও মূল মস্ত্রে জপ কর্তব্য।

এবমন্ত প্রকুবীত যথোদ্দিষ্টক্রমেণ তু ।  
 মুদ্রাং তত্রো নিবধ্যীয়াৎ যথোক্তক্রমযোগতঃ ॥১৯৬  
 জপঐশ্বর্য প্রকুবীত মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।  
 অষ্টাবিংশতিরষ্টৌ বা অষ্টোত্তরশততুথা ॥১৯৭  
 কাম্যে চাধিকং সূর্য্যাল্লক্ষকোটিাধিকং প্রিয়ে ।  
 পদ্মং শঙ্খং ত্রীবৎসঞ্চ গদাং গরুড়মেব চ ॥১৯৮  
 চন্দ্রং শঙ্খঞ্চ শারঙ্গং অষ্টৌ মুদ্রাং প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 অৰ্চনায়ং ন জানান্ত হরেন্মন্ত্রান্ যথোদিতান্ ॥১৯৯  
 হিরণ্যগৰ্ভেতিমন্ত্রেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরং ।  
 বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ পরমেশং সমর্চয়েৎ ॥ ২০০  
 ওঁ নমোহন্তনন্তায় বিমুক্তচেতসে নমঃ স্বরূপায় ।  
 সহস্রবাহবে সহস্ররশ্মি প্রবরায় বেধসে হ্যাস্তরূপায় ।  
 নমো বেধসে হ্যাস্তরূপায় মমো নমস্তে ॥২০১  
 বিশালদেহায় বিমুক্তকৰ্ম্মণে সমস্তবিশ্বার্তিহরায় শান্তবে ।  
 নমোহস্ত সূর্য্যানলতীক্ষ্ণতেজসে হরাস্তরূপায় নমো নমস্তে ॥২০২

১৯৬ অষ্ট, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তর শতবার ১৯৭ এবং কাম্য কন্ম  
 লক্ষ জপ কোটি জপ কর্তব্য । হে প্রিয়ে! পদ্মক্ষেত্র ত্রীবৎস, গদা, গরুড়  
 ১৯৮ চন্দ্র শঙ্খ ও শারঙ্গ এই অষ্ট প্রকার মুদ্রা জানিবে ১৯৯ যদি কেহ  
 অৰ্চনার মন্ত্র না জানে, তবে সে “হিরণ্যগৰ্ভ” এই মন্ত্রে পরমেশ্বরের পূজা  
 করিবে । বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পরমেশ্বরের অৰ্চনা করিবে ২০০ ও নমোহন্তনন্তায়  
 বিমুক্তচেতসে নমঃ স্বরূপায় সহস্রবাহবে । সহস্ররশ্মি প্রবরায় বেধসে  
 হ্যাস্তরূপায় নমো নমস্তে ২০১ হে বিশালদেহ! বিমুক্তকৰ্ম্ম! সমস্ত

অনাদিদেবাচল শেখরপ্রভো নমো বিভো ভূতপতে মহেশ্বর ।  
 মরুৎপতে সর্গপতে জগৎপতে ভুবনপতে সদা নমঃ ॥২০৩  
 জলেশ নারায়ণ বিশ্ব শঙ্কর ক্ষিতীশ বিশ্বেশ্বর বিশ্বলোচন ।  
 শশাঙ্কসূর্যায়তবিশ্বমূর্ত্যে হয়াস্ত্র রূপায় নমো নমস্তে ॥২০৪  
 শ্বেতায় পুষ্পকসরোবরপ্রদায় বিদ্যাঙ্কিসহকারিচতুর্ভূজায় ।  
 লৌহিত্যনির্মিত্যববাসকত্রে তুরঙ্গবদনায় নমো নমোস্তে ॥২০৫  
 শুক্রায় মণিপর্বতমন্দিরায় পীতাক্ষরাক্ষসরক্তবৃহন্মুক্তিদায় ।  
 ভক্তোন্মিনানদায় পুস্তকধারিণে। সোপ্যাক্ষর পিতৃগণক হরে  
 নমস্তে ॥২০৬

বিশ্বস্তি হর। হে শস্তো! হে সূর্য্যানল সমান তীক্ষ্ণতেজাঃ। হে হয়াস্ত্র-  
 রূপ! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। ২০২ হে অনাদি দেব  
 হে অচলশেখর! প্রভো! হে ভূতপতে! বিভো! মহেশ্বর! হে  
 মরুৎপতে! হে সর্গপতে। হে জগৎপতে! হে ভুবনপতে। আমি  
 তোমাকে নিবন্তরই নমস্কার করিতেছি। ২০৩ হে জলেশ! নারায়ণ!  
 বিশ্বশঙ্কর! হে ক্ষিতীশ! বিশ্বেশ্বর! বিশ্বলোচন! হে শশাঙ্ক সূর্য্য-  
 সমায়ত মূর্ত্তে। হে হয়াস্ত্ররূপ! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার  
 করি। ২০৪ হে শ্বেতরূপে! পুষ্পকসরোবরপ্রদ! হে বিদ্যাঙ্কিসহকারি  
 চতুর্ভূজ। হে লৌহিত্য নির্মিত ববাসকারিন। তুরঙ্গ বদন! আমি  
 তোমাকে নমস্কার করি। ২০৫ হে শুক্র! হে মণিপর্বত মন্দির। হে  
 পীতাক্ষরাক্ষসরক্তবৃহন্মুক্তিদ! হে মানদ! হে পুস্তকধারিন! হে  
 পিতৃগণোদ্ধারিন। হরে। আমি আপনার একান্ত ভক্ত, আমি তোমাকে

শুদ্ধায় মুক্তায় মণিরঞ্জিতায় প্রলম্ববাহুকমলাসনায় ।

ততো ঘনাশনপুরঘাতকায় হয়াতুরূপায় নমো নমস্তে ॥২০৭॥

জয়তি বরদপাশে পুস্তকব্যস্তহস্তো বিপ্লবসিতসরন্তো-

মোক্ষদানং বিভর্তি ।

শশধরশুভশুমুত্তিভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ী প্রণতসুরনরেভ্যো

বাজ্রিবক্ত্রামুরারিঃ ॥২০৮॥

ইড়া সুরহয়গ্রীব মুরারে মধুসূদন ।

মণিকূটকৃতাবাস হয়গ্রীব নমোহস্ততে ॥২০৯॥

জন্মকোটিকৃতং পাপং কল্পকোটিশতানি চ ।

হয়স্র দর্শনাদেব ন যাস্যে ভাস্করং ভয়ং ॥২১০॥

ইদং দেবি সপ্তস্তোত্রং স্তুতি পাঠং সমাচরেৎ ।

প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাৎ পদ্মাকারং নমোস্তুতঃ ॥ ২১১ ॥

নমস্কার করি ॥২০৬॥ হে শুদ্ধ ! মুক্ত ! হে মণিরঞ্জিত ! প্রলম্ববাহুগে !

কমলাসন ! হে ঘনাশন ! পুরঘাতক ! হে হয়াতুরূপ ! আমি

তোমাকে বারবার নমস্কার করি । ২০৭ যাহার হস্ত সমস্ত পাশপুস্তক

গ্রহণে বরাদানে সিতসরোজধারণে ও মোক্ষদানে ব্যগ্র রহিয়াছে, যাহার

মঙ্গলময় মূর্তি শশধর সদৃশ, যিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন,

যাহার নিকট সুরনরাদি সকলেই প্রণত, সেই বাজ্রিবক্ত্র মুরারি জয়যুক্ত

হউন ॥২০৮॥ হে ইড়াসুর ! হয়গ্রীব ! হে মুরারে ! হে মধুসূদন !

হে মণিকূটকৃতাবাস ! হে হয়গ্রীব ! আমি তোমাকে প্রণাম করি ।

২০৯ কল্পকোটিকৃত ও কোটিজন্মকৃত পাপ সমস্ত হইতেই আমি

হয়গ্রীব দর্শনে নিস্তার পাইলাম, আমি আর ভাস্করতনয়ের ভয় করি না ।

২১০ এই সপ্তস্তোত্র পাঠানন্তর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পদ্মাকারে

দক্ষিণাত্তরং গচ্ছ। দেবশ্চ চ মহেশ্বরী ।  
 কৃতাজ্জলিং ততো বদ্ধা ভ্রময়িত্বা নমেত্ততঃ ॥২১২  
 প্রত্যেকং প্রণমেদেবি দণ্ডবৎ প্রণিপাতয়েৎ ।  
 যোনো নমেদ্ভ্রমিত্বা চ অপরাধো ভবেত্তদা ॥২১৩  
 অবদ্ধাজ্জলিনামস্ত নমস্কারং কৰোতি সঃ ।  
 মোহাক্ষকারনরকে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১৪  
 পাত্রান্তরে চ প্রণমেমুর্দ্ধ্বা ন চ ক্ষিতিং স্পৃশেৎ ।  
 শপান্ত দেবতা স্তশ্চ বিফলং পরিকীৰ্ত্তিতং ।২১৫  
 প্রণামো দেবদেবশ্চ যাবত্যো মূৰ্ত্তিকাঃ প্রিয়ে ।  
 শরীরে বা মহেশানি তস্যা পুণ্যফলং শৃণু ॥২১৬  
 যাবন্তোরেণবন্তস্য যাবৎ কালঞ্চ তিষ্ঠতি ।  
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২১৭

প্রণাম করিবে ।২১১ হে মহেশ্বরী ! দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমনপূর্বক  
 কৃতাজ্জলি হইয়া ভ্রমণপূর্বক নমস্কার কর্তব্য ।২১২ হে দেবি ! প্রত্যেক  
 প্রণামে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবে । যে ব্যক্তি ভ্রমণপূর্বক প্রণাম না  
 করে, তাহার অপরাধ হয় ।২১৩ যে নর বদ্ধাজ্জলি না হইয়া প্রণাম করে,  
 সে ঘোরতর মোহাক্ষনরকে পতিত হয় সন্দেহ নাই ।২১৪ যে নর,  
 মস্তকদ্বারা ক্ষিতিস্পর্শ না করিয়া পাত্রান্তরে প্রণাম করে, দেবগণ তাহাকে  
 অভিশাপ প্রদান করেন, তাহার সমস্তই নিফল হয় ।২১৫ হে দেবি !  
 মহেশানি ! তথায় দেবদেবের যাবৎপরিমিত মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগকে  
 প্রণাম করিলে তাহার কল প্রবণ কর ।২১৬ তাহার যে পরিমাণ রেণু  
 সকল যতকাল অবস্থিত হয়, তাবৎ সহস্রবৎসরকাল সে ব্রহ্মলোকে গমন  
 করিয়া পূজা প্রাপ্ত হয় ।২১৭



## শ্রীদেব্যানুবাচ ।

ক্ৰহিমে দেবদেবেশ মম কান্ত জগৎপতে ।

মণিকূটেশ্বরং বিষ্ণুং স্থাপিতঃ কেন বৈ পুরা ॥২১৮

## শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু দেবি মহাভাগে আগমং বেদসন্নিভং ।

কথয়ামি পুরাবৃত্তং প্রতিমায়া সন্তবং ॥২১৯

প্রবৃন্তে চ মহাযজ্ঞে প্রাসাদে দেবনির্ম্মিতে ।

চিন্তয়ার্ভো মহীপালং প্রতিমার্থমহর্নিশং ॥২২০

কেনোপায়েন দেবেশং সর্বে সং লোকভাবনং ।

সর্গস্থিত্যন্তু কর্তারং পশ্যামি পুরুষোত্তমং ॥২২১

চিন্তাভূতং ময়োরাজ্ঞা দিবারাত্রৌ ন শেবতে ।

নভুঙ্ক্তে বিবিধান্ ভোগান্ ন চ স্নানং প্রসাধনং ॥২২২

দেবী কহিলেন, হে দেবদেবেশ, জগতীপতে, প্রিয়তম ! পূর্বকালে, কোন ব্যক্তি মণিকূটে এই বিষ্ণু স্থাপিত করিরাছিলেন, তাহা আগার নিকট কীর্তন করুন ॥২১৮

ভগবান কহিলেন হে মহাভাগে দেবি ! বেদসন্নিভ আগমস্বরূপ প্রতিমাসম্ভব পুরাবৃত্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥২১৯ দেবনির্ম্মিত প্রাসাদে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে মহীপাল, প্রতিমার নিমিত্ত দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥২২০ মহারাজ ইন্দ্রদ্রায়, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে আমি কি উপায়ে সেই দেবেশ্বর, সর্বেশ্বর, লোকভাবান সৃষ্টাস্থিত্যন্তকারী পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাইব ॥২২১ এইরূপ চিন্তাকুল

শৈলশৃঙ্গতরুবাপি প্রশস্তোয়া মহীতলে ।  
 বিষ্ণোঃ প্রতিমঃযোগ্যা যঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥২২৩  
 এতৈরেব প্রমাণস্ত দয়িতং যং সুরার্চনং ।  
 তৎ কেনবা করিষ্যামি চাক্ষাপয়তু মে প্রভুঃ ॥২২৪  
 কুশানাস্তীৰ্য্য সুপ্তা চ ইন্দ্রহ্যম্নো মহাবলঃ ।  
 হরিধ্যানপরো ভূষা সুস্থাপ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২৫  
 সুপ্তস্য তস্য নৃপতের্ব্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ।  
 আত্মানং দর্শয়ামাস সুপ্তস্তস্মৈ চ চক্রভৃৎ ॥ ২২৬  
 দদর্শ সতু ভূপালো দেবদেবং জগদ্গুরুঃ ।  
 শঙ্খচক্রধরং দেবং গদাপদ্মোগ্রপাণিনা ॥২২৭  
 যুগাস্তাদিত্যবর্ণাভং নীলবৈদূর্য্যসন্নিভং ।  
 সুপর্ণপৃষ্ঠমাসীনং ষোড়শাঙ্গীভুজং শুভং ॥২২৭

রাজা দিব্যরাত্র শয়ন, বিবিধ ভোগ্যভোগ, ভোজন, স্নান ও যশন  
 প্রসাধনাদি পরিহার করিয়া চিন্তা করিলেন। ২২২ যে শৈলশৃঙ্গই হউক  
 বা তরুই হউক, বিষ্ণুর প্রতিমার নিমিত্ত মহীতলে যাহা প্রশস্ত হইবে।  
 ২২৩ তাহাই সুরার্চনে প্রিয় ও প্রমাণসিদ্ধ হইবে, তাহা আমি কিরূপে  
 সম্পাদন করিব, প্রভু আমাকে আদেশ করুন। ২২৪ এই ভাবিয়া  
 মহাবল ইন্দ্রহ্যম্ন কুশাস্তরণপূর্ব্বক নিয়তেন্দ্রিয় ও হরির ধ্যানপরায়ণ হইয়া  
 শয়নপূর্ব্বক সুপ্ত হইলেন। ২২৫ মহীপাল সুপ্ত হইলে জগদ্গুরু, চক্রধারী  
 বাসুদেব, তাহাকে দর্শন দিলেন। ২২৬ সেই ভূপাল, জগৎগুরু, শঙ্খচক্র  
 গদাপদ্মধারী। ২২৭ যুগাস্ত মার্ত্তণ্ডপ্রভ, নীলবৈদূর্য্যবর্ণ, সুপর্ণ পৃষ্ঠাসীন,

ক্রতুনানেন দামেস ধিয়া ভ্যা চ তে নৃপ ।  
 তুষ্টোন্মিতে মহীপাল স্বয়াকিমনুশোচসি ॥২২৮  
 যদত্র প্রতিমাং রাজন্ জগৎ পূজ্যাং সনাতনীং ।  
 স্নাপয়িষ্যামি হে ধীর তত্পায়াং ব্রবৌমি তে ॥২২৯  
 সাগরস্য জলস্যাস্তে নানাক্রমবিভূষিতে ।  
 বেলাভির্হৃমানস্ত ন চাসৌ কল্পতে ক্রমঃ ॥২৩০  
 পরশুহস্তস্থামাদায় উর্শ্বমন্তং ততো ব্রজেৎ ।  
 একাকী বিহরন্ রাজন্ সত্যং পশ্যসি পাদপং ॥২৩১  
 ইতি কশ্চিৎ সমালোচ্য ছেদয়ন্নবিসম্প্রিতঃ ।  
 পশ্চিমায়তনং বৃক্ষং প্রাতরদ্রুতদর্শনং ।  
 ছিদ্ৰা তৈলবসং দত্ত্বা তদা ভূপালচানয় ॥২৩২

অষ্টহস্তযুক্ত মঙ্গলময় দেবদেবকে দর্শন করিলেন । নারায়ণ কহিলেন  
 হে বীর ! আমি তোমার এই যজ্ঞ, বুদ্ধি ও ভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছি ।  
 তুমি আর অনুশোচনা করিও না ॥২২৮ হে ধীর ! এই স্থানে যে  
 জগৎপূজ্যা সনাতনৌ প্রতিমা স্থাপন করিবে, তাহার উপায় আমি  
 তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥২২৯ সাগরের নানাক্রমবিভূষিত  
 জলাস্তভাগে বেলাদ্বারা হৃমান হইয়াও যে তরু কল্পিত হইবে না ॥২৩০  
 ও উর্শ্বমান হইয়া গমন করিবে । হে রাজন ! তুমি একাকী বিচরণ  
 করিতে করিতে পরশুহস্তে তথায় গমন করিয়া সত্য সত্যই পাদপ দেখিতে  
 পাইবে ॥২৩১ তুমি আমার বাক্য আলোচনা পূর্বক নিঃসঙ্গ হইয়া  
 পশ্চিমায়তন সেই অদ্রুতদর্শন বৃক্ষ প্রান্তঃকালে ছেদন করিয়া আনয়ন  
 কর ॥২৩২ তদনন্তর তৈল রস প্রদানপূর্বক তাহা আনয়ন করিয়া

কুরু তং প্রতিমাং দিব্যাং জহি চিন্তাং বিমোহিনীং ।

এবমুক্তা মহাবাহু গতোদর্শনং হরিঃ ॥২৩৩

স চাপি স্বপ্নমালোচ্য পরং বিশ্বয়মাগতঃ ।

তাং দিশং সমুদীক্ষ্যৈব স্থিতস্তদগতমানসঃ ॥২৩৪

ব্যাহরন্ বৈষ্ণবং মদ্রমুক্তকৈব তদাত্মকং ।

প্রভাতায়াং রজ্ঞশ্চাস্ত সততোনামুনানসঃ ॥২৩৫

স স্নাত্ব সাগরে রম্যেযথাসম্যগ্ বিধানতঃ ।

তং দদর্শ মহাবৃক্ষং যথা তেজস্বিনং ক্রমং ॥২৩৬

মোহান্তকং ছুরারোহং পুণ্যং বিকলমেব চ ।

মহোচ্ছায়াং মহাকায়াং প্রমুগ্ধ জলাস্তিকে ॥২৩৭

নীলরত্নাগ্র্যবর্ণাভিনামজাতিবিবর্জিতং ।

নররাজস্তথা নিষেধক্রমং দৃষ্ট্বা মুদাস্থিতং ॥২৩৮

তদ্বারা দিব্য প্রতিমা নির্মাণ কর. আর তুমি বিমোহিনী চিন্তা করিও না। এই বলিয়া মহাবাহু হরি অন্তহিত হইলেন। ২৩৩ পেট রাজা স্বপ্ন আলোচনা করিয়া বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর তিনি তদগত মানসে তদাত্মক বৈষ্ণবমদ্র উচ্চারণপূর্বক সেই দিক অবলোকন করিয়া রহিলেন। ২৩৪ রজনী প্রভাত হইলে, অনন্তমানস সেই রাজা মনোহর সাগরতীরে গমনপূর্বক জলাস্তিকে প্রমুগ্ধ. তেজস্বী। ২৩৫ মোহান্তক, ছুরারোহ, পুণ্য বিকল, মহাকায়া, মহোচ্ছায়া সেই মহাবৃক্ষ দর্শন করিলেন। ২৩৬। ২৩৭ ঐ বৃক্ষ নীলোজ্জলবর্ণ এবং নাম জাতি বিবর্জিত। নররাজ ইন্দ্রদ্রায় বিষ্ণুর সেই বৃক্ষ দর্শন করিয়া মুদাস্থিত হইলেন। ২৩৮ এবং

পরশুনা শাতয়ামাস নিশাতনতয়ৈব হি ।  
 সপ্তধা ক্রমরাজস্তং নিপপাত মহীতলে ॥২৩৯  
 ওড়্রদেশে মূলভাগে কল্পয়ামাস বৈ বিভূঃ ।  
 তদুর্দ্ধখণ্ডং কাশ্মীরে কবন্ধাকারমেব চ ॥২৪০  
 আদিতং তং বিজানীয়াদ্রামেণ স্থাপিতং পুরা ।  
 শোণাদিত্যং তদুর্দ্ধাক্ষং শুক্রেণ স্থাপিতং প্রিয়ে ॥২৪১  
 শিলারূপং মহেশানি স্থাপিতং গুরুণা ততঃ ।  
 ভাগ্যদ্বয়ং কামরূপে ভাগৈকং মলয়াগিরৌ ॥২৪২  
 মণিকূটে ততোর্দ্ধক্শং স্থাপিতং বরুণেন হি ।  
 প্রাচ্যাং নন্দীশমৈশাশ্বে মৎস্যাক্ষো নাম মাধবঃ ॥২৪৩  
 শিলাময়ৌ দাক্ষময়ঃ কুবেরেণৈব স্থাপিতঃ ।  
 মহাবরাহনামা চ যোহষ্টাদশভূজৈর্যুতঃ ॥২৪৪

পরশুদ্বারা কর্ত্তনপুঙ্খক সেই ক্রমরাজকে সপ্তমখণ্ডে বিভক্ত করিয়া  
 ভূতলে পাতিত করিলেন । ২৩৯ দেবদেব বিভূ ওড়্রদেশে তাহার মূল  
 কল্পনা করিয়া তথায় মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন । তাহার উর্দ্ধখণ্ড  
 কবন্ধাকার ; রাম তাহাকে কাশ্মীর দেশে ১৩০ আদিত্যরূপে স্থাপিত  
 করিলেন । হে প্রিয়ে ! তাহার উর্দ্ধভাগ, শুক্লকর্ভুক শোণিতাদিত্য-  
 রূপে স্থাপিত হইল । ২৪১ তদুর্দ্ধ ভাগ শুক্লকর্ভুক শিলারূপে স্থাপিত  
 হইল । তাহার উর্দ্ধভাগদ্বয় কামরূপে তৎপর ভাগ মলয়াচলে । ২৪২  
 তদুর্দ্ধ ভাগ পূর্ষদিকে মণিকূটে নন্দীশরূপে স্থাপন করিলেন । ঈশান  
 কোণে, কুবের মৎস্যাক্ষ নামক । ২৪৩ শিলাময় দাক্ষময় মাধবকে সংস্থাপিত  
 করিলেন । মহাবরাহনামা ও অষ্টাদশ ভূজবিশিষ্ট । ২৪৪ মণিকূটে

হয়াথ্যোমণিকুটে চ মাধবাথ্যো ব্যবস্থিতঃ ।  
 সম্ভবং কথিতেন্দ্রবি প্রাপণং শৃণু পার্শ্বতি ॥২৪৫  
 ইঙ্গুদীফলবিজ্ঞানি বদরামলকানি চ ।  
 খজ্জুরং পনসকৈব তথা তালফলানি চ ॥২৪৬  
 দাড়িমং কদলীকৈব প্রযত্নেন নিয়োজয়েৎ ।  
 লকুচং মধুকং যুক্তং তথা পুগফলানি চ ।  
 বীজপূরঞ্চ মধুরং কর্করঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥২৪৭  
 মূলকস্য চ শাকঞ্চ রাজরস্য তথৈব চ ।  
 যস্য ফলং বিশালঞ্চ তস্য শাকং প্ররোহকং ॥২৪৮  
 বাস্তকস, চ শাকঞ্চ পালঙ্গস্য মম প্রিয়ে ।  
 বিলয়ানি প্রিয়াণ্যত্মান্ তথা চ তিস্তিড়ীফলং ॥২৪৯  
 কুশ্মাণ্ডং পার্শ্বতীয়ঞ্চ তথা চারুসম্ভবং ।  
 কদলং বীজপূরঞ্চ রামকং পৌত্রকস্তুথা ।  
 অকালপনসকৈব তথান্যদপি বর্জয়েৎ ॥২৫০

হয়াথ্য ও মানব নামক ষিভু অবস্থিত আছেন। হে দেবি! সম্ভব  
 অর্থাৎ উপপত্তি কথিত হইল। এক্ষণে প্রাপণ অর্থাৎ উপহার দ্রব্য প্রবণ  
 কর। ২৪৫ ইঙ্গুদীফল, বিজ, বদর, আমলক, খজ্জুর, পনস, তালফল। ২৪৬  
 দাড়িম ও কদলী যন্ত্রপূরক নিয়োজিত করিবে। লকুট, মধুক, পুগফল  
 বীজপূর, মধুর, কর্করু নিবেদন করিবে। ২৪৭ মূলকের শাক রাজকশাক  
 বাহার ফল বিশাল তাহার শাক ও কলিকা। ২৪৮ বাস্তকশাক, পালঙ্গ-  
 শাক, তিস্তিড়ীফল। ২৪৯ পার্শ্বতীয় কুশ্মাণ্ড, চারুসম্ভব কদল, ও বীজ-  
 পূর, রামক ও পৌত্রক, অকালপনস এইরূপ অন্ত্যস্ত ফল বর্জনীয়। ২৫০

ধাত্বানাক্ষ প্রবক্ষ্যামি উপযোগানি শাকরি ।  
 একচিন্তং সমাধায় প্রাপণং শৃণু শাকরি ॥২৫১  
 সোমধাত্বং বৃহদ্ধাত্বং রক্তশালিকমেব চ ।  
 রাজধাত্বং ষষ্ঠিকঞ্চ দেববল্লভকন্তথা ॥২৫২  
 চণকং কোদ্রবকৈব বর্জ্জয়েন্মম সুন্দরি ।  
 ক্ষারঞ্চ কৃষ্ণক্ষীরঞ্চ বর্ণঞ্চ মার্ত্তিকৌদ্ভবং ॥২৫৩  
 লবণং প্রাচিসম্ভূতং ততোত্তরসমুদ্ভবং ।  
 পশূনাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি বহ্নানাং গ্রামবাসিনাং ॥২৫৪  
 যেন যান্যুপযোগ্যানি গব্যং দেবি পয়োমৃতং ।  
 মার্গং মাংসং তথা ছাগং শালনং শাশকস্তথা ॥২৫৫  
 এতৈস্ত প্রাপণং দদ্যাদ্বিক্ষৌশৈচব প্রিয়াবহং ।  
 মাহিষং বর্জ্জয়েন্মাংসং ক্ষীরং দধিঘৃতস্ততঃ ॥২৫৬  
 পক্ষিণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যে প্রযোজ্যা মম প্রিয়ে ।  
 হারিতঞ্চ ময়ুরঞ্চ নারকং বর্জ্জকস্তা ।

হে শাকরি ! ধাত্ব সকলেরও উপযোগ কহিতেছি, অবধিত হইয়া শ্রবণ  
 কর । ২৫১ সোমধাত্ব, বৃহদ্ধাত্ব, রক্তশালি, রাজধাত্ব, ষষ্ঠিক, দেববল্লভ  
 ২৫২ চণক, কোদ্রব এই সকল ধাত্ব বর্জ্জন করিবে । ক্ষার, কৃষ্ণক্ষীর  
 ম্ত্তিকৌদ্ভব ২৫৩ বর্ণক, প্রাচ্য ও উত্তরসম্ভূত লবণ প্রয়োজ্য নহে ।  
 গ্রাম্য ও বহ্ন পশুগণের উপযোগ কহিতেছি শ্রবণ কর । ২৫৪ গব্যদুগ্ধ  
 মৃগ মৎস্ত ছাগ শালন-শাশক-মাংস প্রদান করিলে বিষ্ণুর প্রীতিকর হয় ।  
 ২৫৫ মাহিষের মাংস, ক্ষীর, দধি, ও ঘৃত বর্জ্জন করিবে । ২৫৬ পক্ষি-  
 গণের মধ্যে যাহা প্রযোজ্য তাহা শ্রবণ কর । হারিত, ময়ুর, নারক,

কপিলশৈব চাষশ্চ কাককুকুটকৌ শিরঃ ।

বসুকুকুটকৈব শরারিশ্চ কপোতকঃ ॥২৫৭।২৫৮

বিষকঃ কুলিকশৈব রক্তপুচ্ছশ্চ টিট্টিভঃ ।

কৃষ্ণমৎস্যশনশৈব পত্রিণাং বিশিষ্যতে ॥ ২৫৯

অভক্ষ্যপৈব মাংসঞ্চ যথা পঞ্চনথস্য চ ।

চিত্রমৎস্যং রোহিতঞ্চ মাংসঞ্চ চ বিবৰ্জ্যয়েৎ ॥ ২৬০

মহাশল্লঞ্চ রাজীবং সিংহত্বকং মহেশ্বরী ।

মৎস্যান্ত্যেতানি দেয়ানি বিভালীঞ্চ বিবৰ্জ্যয়েৎ ॥২৬১

জালপাদাংশ্চ শকুলান্দেবি বারাহকন্তথা ।

কৌশুম্বশাকং পিণ্ড্যাকং রক্তপাদাংশ্চ কেশবান্ ॥২৬২

শোভাজনং রক্তশেলুং কেমুকং তিন্দুকং তথা ।

পুত্ৰিকং কানককৈব বৰ্জ্যয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥২৬৩

যথোক্তং সাধয়েন্মন্ত্রং যোগী ধ্যানপরায়ণঃ

অভক্ষ্যং বৰ্জ্যয়েৎ সর্বং দেবতাদ্যানসাধনে ॥২৬৪

কর্তৃক, কপিল, চাষ, কাক, কুকুট, শিরঃ বসুকুকুট, শরারি, কপোতক  
২৫৭।২৫৮ বিষক, কুলিক, রক্তপুচ্ছ, টিট্টিভ, কৃষ্ণামৎস্যশন, এই সকল  
পক্ষিগণের মধ্যে প্রশস্ত ॥২৫৯ অভক্ষ্য পঞ্চনথ মাংস, চিত্রমৎস্য, রোহিত  
মাংসক, এই সকল বৰ্জ্জন করিবে ॥২৬০ মহাশল্ল, রাজীব ও সিংহকর্তৃক  
দাতব্য । বিভালী, জলপাদ, শকুল ও বারাহক দাতব্য নয় ॥২৬১  
সাধকোত্তমগণ, কৌশুম্বশাক, পিণ্ড্যাক, রক্তপাদ, কেশব ॥২৬২ শোভা-  
জন, রক্তশেলু, কেমুক, তিন্দুক, পুত্ৰিক ও কানক বৰ্জ্জন করিবে ॥২৬৩  
যোগীজন ধ্যান পরায়ণ হইয়া সর্বদেবতার সাধনেই অভক্ষ্য সকল বৰ্জ্জন



হবিষাণী শুচিভূত্বা মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।

অহর্নিশং জপেদ্বিষ্ঠাংস্তদগতেনাস্তুরাত্মনা ॥২৬৫॥

স ভবেৎ কলিকাপুত্রঃ সর্বত্র নির্ভয়ো ভবেৎ ।

রহস্যং পরমং দেবি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং ॥২৬৬॥

ইতি যোগিনীতন্ত্রে সর্বতন্ত্রোত্তমে দ্বাবিংশতিসাহস্রে প্রথম  
ত্বে দ্বিতীয়ভাগে অষ্টমঃ পটলঃ সমাপ্তঃ ।

পূর্বক ১২৬৪ হবিষাণী ও অশুচি এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ হইয়া অন্তরাঙ্গার  
সহিত তদগতচিত্তে অহর্নিশ বিষ্ঠা জপ করিবে তাহা হইলেই সে ব্যক্তি  
কালিকার পুত্র ও সর্বত্র নির্ভয় হইবে। হে দেবি! এই আমি  
তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ রহস্য প্রকাশ করিলাম ১২৬৬

ইতি যোগিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়ভাগে অষ্টম পটল সমাপ্ত ;

-----





